আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় মুদ্রিত

কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক :

London Office:
Unit 3.21, 65 Whitechapel Road.
London E1 1DU, UK
Tel : 00 44 020 7650 8770

Bangladesh Office:
House 1, Road 12/16
Block J, Baridhara, Dhaka
Phone : 00 88 02 8811357
Mobile : 01786 331 416

E-mail: info@alquranacademylondon.org
www.alquranacademylondon.org
UK Charity Registration No. 1135391

কোরআন শরীফ
সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

সূরা 'আল ক্বামার' মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় একটি বিশেষ আয়াত চার বার উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, 'অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?'

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোরআন পাঠকের মতো আমার মনকেও এক সময় এই আয়াতটি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখি, আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা আলোর এই একমাত্র উৎসটির ভাষান্তর করতে গিয়ে মানুষরা একে সহজ করার বদলে দিন দিন কঠিন ও দুর্বোধ্য করে ফেলছে। যে 'আলো' একজন পথিককে আঁধারে পথ দেখাবে তা যদি নিজেই স্বচ্ছ না হয়, তাহলে 'আলো' সামনে থাকা সত্ত্বেও পথিক তো আঁধারেই হোঁচট খেতে থাকবে।

কোরআন লওহে মাহফুযের অধিপতি আল্লাহ তায়ালার কালাম, এর ভাষাশৈলী, এর শিল্প সৌন্দর্য সবই আল্লাহ তায়ালার একান্ত নিজস্ব। এ কারণেই বিশ্বের সব কোরআন গবেষকই মনে করেন, এই মহান গ্রন্থের যথার্থ ভাষান্তর কিংবা এর পূর্ণাংগ অনুবাদ কোনোটাই মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁর কাছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থটি নাযিল করা হয়েছিলো তাঁকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই কিতাবের মর্মোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিলো। এ কারণেই কোরআন যাদের সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছিলো রসূল (স.)-এর সে সাহাবীরাও কোরআনের কোনো বক্তব্য অনুধাবনের ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। যদিও তারা নিজেরা সে ভাষায়ই কথা বলতেন, যে ভাষায় কোরআন নাযিল হয়েছিলো। সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামদের বিদায়ের বহুকাল পরও ভিন্ন ভাষাভাষী কোরআনের আলেমরা কোরআনের অনুবাদ কাজে হাত দিতে সাহস করেননি, কিন্তু দিনে দিনে কোরআনের আলো যখন আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে অনারব জনপদে ছড়িয়ে পড়লো, তখন কোরআনের প্রয়োজনে তথা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সামনে কোরআনের বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকলো না। এমনি করেই অসংখ্য আদম সন্তানের অগণিত ভাষায় কোরআন অনুবাদের যে স্রোতধারা শুরু হলো, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায়ও একদিন এর প্রভাব পড়লো। কোরআনের পণ্ডিত ব্যক্তিরা একে একে এগিয়ে এলেন নিজেদের স্ব-স্ব জ্ঞান গরিমার নির্যাস দিয়ে এই অনুবাদ শিল্পকে সাজিয়ে দিতে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে আরবীর পরেই ছিলো ফার্সী ও উর্দূর স্থান। স্বাভাবিকভাবেই কোরআন অনুবাদের কাজও তাই এ দুটো ভাষায়ই বেশী হয়েছে। সুলতানী আমলের শুরু থেকে মুসলমান শাসক নবাবরা যখন সংস্কৃত ভাষার সীমিত গণ্ডি থেকে বাংলা ভাষাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিমন্ডলে নিয়ে এলেন, তখন থেকেই ধীরে ধীরে এই ভূখণ্ডে কোরআনের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনও অনুভূত হতে লাগলো।

৪৭ ও ৭১ সালের পর পর দুটো পরিবর্তনের ফলে এ ভূখণ্ডের মুসলমানরা নিজেদের ভাষায় কোরআন বুঝার একটা ব্যাপক পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলো। অল্প কিছুদিনের মাঝেই কোরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ বেরিয়ে গেলো। নিতান্ত সীমিত পরিসরে হলেও আমাদের পশ্চিম বাংলার মুসলমানরাও এ সময়ের মধ্যে কোরআনের কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদক ও প্রকাশকরা তাদের অনুবাদকর্মকে 'কোরআনের বাংলা অনুবাদ' না বলে 'বাংলা কোরআন শরীফ' বলে পেশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আমাদের এই বাংলায়ও কিন্তু ইদানীং কোরআনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের গায়ে 'বাংলা কোরআন শরীফ' লেখার একটা অসুস্থ মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজের দু'একজনের এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা এগুলোকে কোরআনের বাংলা অনুবাদ বলেই গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টিকে বাদ দিলে আমাদের দেশে অনূদিত ও প্রকাশিত কোরআনের প্রতিটি গ্রন্থই নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ

তায়ালার কিতাবের মর্মকথা মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে যে যতোটুকু অবদান রেখেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সে পরিমাণ 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন।

কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে পাঠানো তাঁর বাণীসমূহের এক অপূর্ব সমাহার। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিপ্লবের সিপাহসালারকে তাঁর মালিক যে সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তার অধিকাংশই বলতে গেলে পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ– তথা এক একটি ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে জড়িত। এ কারণেই কোরআনের তাফসীরকাররা কোরআন অধ্যয়নের জন্যে সমসাময়িক পরিস্থিতি জানার ওপর এতো বেশী জোর দেন।

তারপরও কোরআনের মূল অনুবাদ কিন্তু সমসাময়িক কোরআন পাঠকের কাছে জটিলই থেকে যায়। অনেক সময় মূল কোরআনের আয়াতের হুবহু বাংলা অনুবাদ করলে কোরআনের বক্তব্য মোটেই পরিস্কার হয় না। সে ক্ষেত্রে কোরআনের একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদককে অনুবাদের সাথে ভেতরের উহ্য কথাটি জুড়ে দিয়ে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা মিলিয়ে দিতে হয়। আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রচলন থাকলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়গুলো কোরআনের পাঠককে মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। তারা হেদায়াতের এই মহান গ্রন্থে অনুবাদের অসংলগ্নতা দেখে বর্ণনাধারার 'মিসিং লিংক' খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ কারণেই সচেতন অনুবাদকরা এ সব ক্ষেত্রে নিজের কথার জন্যে 'ব্রাকেট' কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করে সেই মিসিং লিংকটাকে মিলিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে যারা 'তাফসীরে জালালাইন' পড়েছেন তারা সেখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকবেন। এই তাফসীরে বিজ্ঞ তাফসীরকার তার নিজের কথাকে 'আন্ডার লাইন' করে আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। কোরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে, এখানে উদাহরণ হিসেবে সূরা 'আল মায়েদা' ৬, সূরা ইউসুফ ১৯, সূরা 'আর রাদ' ৩১, সূরা 'আঝ ঝুমার' ২২, সূরা 'কাফ' ৩ এ আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোর অনুবাদের প্রতি তাকালে একজন পাঠক নিজেই এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন, কি ধরনের ধারাবাহিকতার কথা আমি এখানে বলতে চেয়েছি। আমাদের এই গ্রন্থে অনুবাদের সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে আমরা আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে নিজেদের কথা আলাদা করার জন্যে এ ধরনের () 'ব্রাকেট' ব্যবহার করেছি। কোরআনের মালিককে হাযির নাযির জেনে আমরা যেমন চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের ভেতর আল্লাহ তায়ালার কথা না ঢুকাতে– তেমনি চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের বাইরে অনুবাদকের কথা না ছড়াতে। তারপরও যদি কোথাও তেমন কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যায় তা আগামীতে শুদ্ধ করে নেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আমার মালিককে বিনীত চিত্তে বলবো, হে আল্লাহ, তুমি আমার ভেতর বাইর সবটার খবরই রাখো, আমার নিষ্ঠার প্রতি দয়া দেখিয়ে তুমি আমার সীমাবদ্ধতা ক্ষমা করে দিয়ো।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কোরআনের এই নতুন ধারার অনুবাদটি একান্ত আমার নিজস্ব চেষ্টা সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে যখন আমি কোরআনের সাথে পথচলা শুরু করেছি তখন থেকেই আমি কোরআনের এমনি একটা সহজ অনুবাদের কথা ভাবতাম। আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম, আল্লাহ তায়ালা নিজে যেখানে বলেছেন 'আমি কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছি সেখানে আমরা কেন কোরআনের অনুবাদটা সহজ সরল করার বদলে দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি। বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অনুবাদ দেখে অনেকের মতো আমিও বহুবার নিরাশ হয়েছি, মনে হয়েছে আরবী কোরআনের চাইতেও বুঝি এর বাংলা অনুবাদ বেশী কঠিন। এমনটি বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে, অনূদিত অংশটি বার বার পড়েও একজন পাঠক বুঝতে পারেননি, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে আসলে কী বলতে চেয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন।

আমার মালিক আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর তিনি আমার মনের কোনে লালিত দীর্ঘদিনের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার একটা সুন্দর সুযোগ এনে দিলেন। বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর যখন বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার কাজ আমি শুরু করলাম, তখন যেন আমি কোরআনকে আমার নিজের করে বুঝবার ও বুঝাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এ ব্যবহারের জন্যে আমাদের তখন একটি মানসম্পন্ন বাংলা তরজমার প্রয়োজন দেখা দিলো। বহুদিন পর কোরআন যেন নিজেই আমাকে হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাক দিলো। আমিও মনে হয় এমনি একটা ডাকের জন্যে দীর্ঘ দিন থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের অমর স্মৃতি, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'–এর বাংলা অনুবাদ প্রকল্প আমি যখন হাতে নেই তখন আমি ভাবতেও পারিনি, কোরআনের কথা বলতে গিয়ে যিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর মহান তাফসীর গ্রন্থের পাতায় আমার মতো একজন নগণ্য বান্দার এই অনুবাদকর্মটিও এভাবে স্থান পেয়ে যাবে। মালিকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আজ আমার দেহমন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এটা আমার প্রতি আমার মালিকের একান্ত দয়া যে, তিনি একজন মহান শহীদের মহান তাফসীরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল পরিমন্ডলে আমার জন্যেও একটু জায়গা করে দিলেন! ১৯৯৫ সালে এই তাফসীরের আমপারার অনুবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকে এই তাফসীরকে যারা ভালোবেসেছেন তারা এই অধমের কোরআনের অনুবাদকেও তাদের ভালোবাসা দিয়েছেন। আমি একান্ত আগ্রহের সাথেই এই নতুন ধারার অনুবাদটির ব্যাপারে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও সুধী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! শহীদী নযরানা হিসেবে এই তাফসীরকে যেমন এখানকার সর্বস্তরের মুসলমানেরা ভালোবেসেছেন, তেমনি এই তাফসীরে ব্যবহৃত অধমের কোরআনের এই অনুবাদকেও তারা ভালোবাসা দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, তারা এই প্রথম কোরআনের এমন একটি অনুবাদ হাতে পেয়েছেন যা কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকার আশ্রয় ছাড়াই তাদের কোরআনের বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালার রহমতে এই বিশাল তাফসীরের প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার কোরআনের অনুবাদের কাজও শেষ হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'–এর অসংখ্য পাঠক শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন কোরআনের এই অনুবাদকে আলাদা প্রকাশ করি। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই আমরা 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন করুণায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থটি দেশে কোরআন অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। কেউ কেউ আবার কোরআনের শুধু অনুবাদ অংশটিকে আলাদা পুস্তকাকারে প্রকাশেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। আমরা কোরআনের 'মতন' ছাড়া কোনো অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশনার নীতিগত বিরোধী হওয়া সত্বেও আমাদের যুগান্তকারী প্রকাশনা ও বিশ্বের সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক রংগিন পরিবেশনা 'আমার শখের কোরআন মাজীদ' এর সাথে দেয়ার জন্যে এমনি একটি শুধু অনুবাদ গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, বিগত দু'তিন দশকে দেশে বিদেশে এ ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় অবশেষে আমরাও শুধু অনুবাদ অংশ নিয়ে আলাদা একটি বই প্রকাশ করেছি। তাছাড়া অমুসলিম বাংগালীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এরও এ ধরণের একটি অনুবাদ গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

আলহামদু লিল্লাহ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের চাহিদার আলোকে আমরা আরো ১১/১২ ধরনের কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের সাহসী প্রকল্প কোরআন ডিস্ট্রিবিউশান ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আওতায় আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও আরাকান অঞ্চলের ১৫০ কোটী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বিনামূলে বিতরণের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলের কোরআনের এই অনুবাদটি প্রকাশ করেছি।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরের পটভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, কোরআন অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, কোরআন নিজেই বুঝি এক এক করে আমার সামনে নিজের জটিল গ্রন্থিগুলো খুলে দিচ্ছে। আসলে এ হচ্ছে কোরআনের মালিকের সাথে কোরআনের একজন নিবেদিত প্রেমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার! এ পরিবেশের সাথে শুধু সে ব্যক্তিই পরিচিত হতে পেরেছে যে নিজের জীবনটাকে কোরআনের ছায়াতলে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি জানি, শহীদ কুতুবের কোরআনের ছায়াতলে জীবন কাটানো, আর আমার মতো এক গুনাহগার বান্দার সেই কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার সংকল্পের মাঝে আসমান যমীন ফারাক, কিন্তু আমাদের উভয়ের মাঝে এই বিশাল ফারাক সত্ত্বেও জানি না, আমরা উভয়ে একই অনন্ত যাত্রার যাত্রী হবার সুবাদে কিনা– কোরআনের অনুবাদ করার সময় আমিও বহুবার এটা অনুভব করেছি, আমি কোনো আয়াতের

সামনে তার বক্তব্য অনুধাবনের জন্যে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছি, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান যখন আর আমাকে সাহায্য করতে পারছিলো না, তখনি দেখেছি কে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, ওহে দ্বিধাগ্রস্ত পথিক, এই নাও তোমার কাংখিত বস্তু।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমি একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে একথাটা বলতে পারছি, কোরআনের এই অনুবাদকর্মটি যেমনি আমার দিবস রজনীর পরিশ্রম, তেমনি তা আল্লাহর গায়বী মদদ নিসৃত নিষ্ঠারই বহিপ্রকাশ। তারপরও আমার অনুবাদে ভুল থাকবে না এমন কথা বলার ঔদ্ধত্য আমি কখনোই দেখাবো না। সে ধরনের ভুলের দিকে আমি নিজে যেমন তীক্ষ্ম নযর রাখবো তেমনি সুধী পাঠকদের- বিশেষ করে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদেরও আমি তীক্ষ্ম নযর দিতে বলবো। যখনি এ ধরনের কোনো ভুলত্রুটি কারো কাছে ধরা পড়বে, আমরা ইনশাআল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। এ সংশোধন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্যে আমরা আমাদের অফিসে একটি স্বতন্ত্র রেজিষ্টার সংরক্ষণ করি। এ ধরনের কোনো সংশোধনী এলে তা সাথে সাথে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করি এবং পরবর্তী সংস্করণেই তা সংশোধন করে দেই।

যাদের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা আমাকে কোরআনের সাধনা ও কোরআনকেন্দ্রিক জীবন গঠনে দিবানিশি প্রেরণা দিয়েছে, তারা হলেন আমার মহান আব্বা মরহুম মাওলানা মানসূর আহমদ ও জান্নাতবাসিনী মা জামিলা খাতুন। আজ তারা কেউ তাদের সন্তানের এ খেদমতটুকু দেখার জন্যে দুনিয়ায় জীবিত নেই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার করুণা দিয়ে তাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে দিন।

আমার স্ত্রী, খ্যাতিমান লেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ী– যে মহীয়সী নারী তার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা শুধু কোরআনের জন্যেই উজাড় করে দিয়েছেন তার কথা বাদ দিয়ে কোরআনের এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখবো কি করে? বলতে দ্বিধা নেই, তিনি পাশে আছেন বলেই আল্লাহর নামে মাঝে মাঝে ছেঁড়া পালেও আমি সাগর পাড়ি দেয়ার সাহস করি। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাকে তুমি তোমার দয়া ও মাগফেরাত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়ো।

'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' কার্যালয়ের কম্পোজ, ডিজাইন, প্রুফ, প্রেস ও বাইন্ডিং বিভাগে নিয়োজিত আমার সহকর্মীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই বরকতময় পুস্তকের প্রকাশনা ত্বরান্বিত করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের এই মহান কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার সাথে আমাদেরও জান্নাতের ফুল বাগিচায় একই সামিয়ানার নীচে সমবেত করুন। আমীন! ❒

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

চেয়ারম্যান

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

রমযানুল মোবারক ১৪৩৫ হিজরী, জুলাই ২০১৪ ঈসায়ী

লন্ডন

কোরআন শরীফ
অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ বা ভাষান্তর এমনিই একটি জটিল বিষয়। কোরআনের মতো একটি আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে জটিলতার সাথে স্পর্শকাতরতার বিষয়টিও জড়িত। মানুষের তৈরী গ্রন্থের বেলায় বক্তার কথার হুবহু ভাষান্তর না হলে তেমন কি-ই বা আসে যায়। বড়োজোর বলা যায় অনুবাদক মূল লেখকের কথাটার সাথে যথাযথ ইনসাফ করতে পারেননি, কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনুবাদের একটু হেরফের হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কথাই বিতর্কিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এসব কারণেই মুসলমানদের মাঝে কেউই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআনের অনুবাদের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এমনকি বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার আলেমরা ফতোয়ার মাধ্যমে তাতারী ভাষায় কোরআনের যাবতীয় অনুবাদ প্রচেষ্টা বন্ধ করে রাখেন। আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষ করে নাইজেরিয়া ও নাইজারে হাউসা হচ্ছে আরবীর পর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা। এক সময় এই ভাষার আলেমরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদের ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এই বলে বন্ধ করে রাখেন যে, এতে কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। এক সময় এই মহাদেশের ক্যামেরুন রাজ্যের সূলতান সাঈদ নিজেও আলেমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে 'বামুম' ভাষায় কোরআন অনুবাদ কাজ থেকে ফিরে আসেন। মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বোর্ডও এই সেদিন পর্যন্ত কোরআনের যাবতীয় অনুবাদকর্মের বিরোধিতা করে আসছিলো।

১৯২৬ সালে তুরস্কে ওসমানী খেলাফত বিলুপ্তির পর তূর্কী ভাষায় কোরআন অনুবাদ প্রচেষ্টার তারা বিরোধিতা করেন। কোরআনের ইংরেজী অনুবাদক নওমুসলিম মার্মাডিউক পিকথল যখন কোরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন হায়দারাবাদের শাসক নিযাম তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিলেও আল আযহার কর্তৃপক্ষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য দীর্ঘ দিন পর হলেও মক্কাভিত্তিক মুসলিম সংস্থা রাবেতা আল আলমে ইসলামী আয়োজিত বিশ্বের সর্বমতের ওলামায়ে কেরাম কোরআন অনুবাদের একটি ঘোষণাপত্রে সই করে এ পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করেন, কিন্তু এটা তো ১৯৮১ সালের কথা, মাত্র সেদিনের ঘটনা। অবশ্য এরও বহু আগে ইংরেজ লেখক জর্জ সেল কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ১৭৩৪ সালে এই অনুবাদ কর্মটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৬৪ সালে তার পূর্ণাংগ অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮২৫ সালে এটি পুনমুদ্রিত হয়। জর্জ সেল-এর অনুবাদটি ছিলো সরাসরি আরবী থেকে। এর আগে অবশ্য কোরআনের আরেকটি ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে ১৬৪৯ সালে। আলেকজান্ডার রস অনূদিত কোরআনটি ছিলো ফরাসী ভাষা থেকে। নাম ছিলো 'আল কোরআন অব মোহামেট।'

আমরা যদি আজ কোরআনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো, কোরআন অনুবাদের এই মোবারক কাজ স্বয়ং তাঁর হাতেই শুরু হয়েছে যার ওপর এই কোরআন নাযিল হয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহর রসূল তাঁর দাওয়াতের এক পর্যায়ে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো এসব চিঠিতে অবশ্যই একাধিক কোরআনের আয়াত লেখা থাকতো। যেসব দেশের রাজা বাদশাহরা আরবী বুঝতেন না, রসূলের দূত তাদের কাছে গোটা চিঠির সাথে সেসব আয়াতের তরজমাও পেশ করতেন। এ কারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক প্রিয় নবী যে দূতকে যে দেশে পাঠাতেন, তাকে আগেই সে দেশের ভাষা শিখতে বলতেন। অধিকাংশ নতুন এলাকায় তিনি পারদর্শী দোভাষীও পাঠাতেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেছেন, আল্লাহর নবী সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদেরই দূত করে পাঠাতেন। ইবনে সাদ আরো বলেছেন, প্রিয়নবী তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমির বিন উমাইয়া যে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে লেখা রসূলুল্লাহ

↓ ৮খ

(স.)-এর আরবী চিঠিকে আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তারও একাধিক প্রমাণ ইতিহাস গ্রন্থে মজুদ রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ের কোরআনের এসব আংশিক অনুবাদ ছিলো অনেকটা মুখে মুখে। কোথাও লিখিত আকারে এগুলোকে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ হিসেবে কেউ সংরক্ষণ করেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কোরআনের বাণী নিয়ে আল্লাহর রসূলের জাঁবায সাথীরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন তখন এর প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে দেখো দিলো। কোরআনের বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর সম্পর্শকাতরতার কারণে কোরআনের গবেষকরা প্রথম দিকে নানান রকম আপত্তি উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কোরআন অনূদিত হতে শুরু করলো। এভাবেই কোরআনের আবেদন মূল আরবী ভাষার পরিমন্ডল ছাড়িয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম ঐতিহাসিক পরিভ্রাজক ইবনে শাহরিয়ার গবেষক আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবনে আমর ইবনে হুমুবিয়ার সূত্রে তার বিখ্যাত ভ্রমন কাহিনী 'আজায়েবুল হিন্দ' গ্রন্থে হাজার বছরের আগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা মতে ১৭০ হিজরী সালে মধ্য কাশ্মীরের রাজা মাহরূক ইবনে রায়েক মানসূরার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লেখেন যে, আমার কাছে এমন একজন লোক পাঠিয়ে দিন যিনি হিন্দী ভাষায় আমাদের কাছে কোরআনের বাণী ও শরীয়তের বিধিবিধান বর্ণনা করতে পারেন। মানসূরার শাসক এই চিঠি পেয়ে একজন মুসলমানকে কাশ্মীরে পাঠান। এই ব্যক্তি হিন্দী ভাষা জানতেন, তিনি কাশমীর রাজের সান্নিধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করে তাকে কোরআন ও তার মর্মার্থ সম্পর্কে অভিহিত করেন। পরে কাশ্মীর রাজার অনুরোধে তিনি হিন্দী ভাষায় কোরআনের সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত অংশের অনুবাদ ও তাফসীর পেশ করেন। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এ কথাটি সহজেই বলা যায় যে, হিন্দী ভাষায়ই সর্বপ্রথম কোরআন অনূদিত হয়।

বাইরের পরিমন্ডলে এসে সম্ভবত এরপরই ফার্সী ভাষায় কোরআন অনূদিত হয়েছে। প্রিয় নবীর ইনতেকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশাহ আবু সালেহ মানসুর বিন নূহ কোরআনের পূর্ণাংগ ফার্সী অনুবাদ করেন। কোরআনে ফার্সী অনুবাদের এই বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাংগ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মোহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারীর ৪০ খন্ডে সমাপ্ত বিশাল আরবী তাফসীর 'জামেউল বয়ান ওয়াত তাওয়ীলূল কোরআন' -এরও ফার্সী অনুবাদ করেন। আমাদের এই উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী কোরআনের যে ফার্সী অনুবাদ করেছেন তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দীন ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদের কোরআনের উর্দু অনুবাদ করেন।

বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের কাজ আসলেই অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। এর পেছনে কারণ ছিলো অনেক। প্রথমত আমাদের এই ভূখন্ডে যারা কোরআনের এলেমের সাথে সুপরিচিত ছিলেন– সেসব কোরআন সাধকদের অনেকেরই কোরআন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিলো ভারতের উর্দু প্রধান এলাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া, জামেয়াতুল এসলাহ্, জামেয়াতুল ফালাহসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর সবকয়টির ভাষাই ছিলো উর্দু কিংবা ফার্সী, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর সনদ নিয়ে বের হন তাদের কোরআন গবেষণার পরিমন্ডলও সে ভাষার বাইরে ছড়াতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত পলাশীর ট্রাজেডির ফলে আমাদের এ অঞ্চলে কোরআন গবেষণার কাজ নানাভাবে এ রকম দেউলিয়াই হয়ে পড়েছিলো। ফলে বাংলা আসামে কোরআনের আশানুরূপ কোনো অনুবাদই হয়নি। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৭৭৭ সালে মুদ্রণযন্ত্র আবিস্কার হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৮১৫ সালের আগে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সাথে পরিচিত হবার কোনো সুযোগই পায়নি।

কে প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদের সৌভাগ্যজনক এ কাজটি শুরু করেন, তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কে বা কারা আমাদের সমাজে একথাটা চালু করে দিয়েছে, ব্রাহ্মণ ধর্মের নববিধান মন্ডলীর নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন সর্ব প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন। আসলে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন ধরে যাদের সর্বময় আধিপত্য বিরাজমান ছিলো তারাই যে কথাটা ছড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখ লাগে যখন দেখি আমাদের এ অঞ্চলের দু'একজন কোরআন মুদ্রাকর প্রকাশকও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ঐতিহাসিকভাবে অসমর্থিত এমনি একটি কথা অবাধে প্রচার করে চলেছেন। অথচ কোরআন ও কোরআনের শিক্ষার প্রতিটি ছাত্রই জানে তার অনুবাদের পাতায় কোরআনের শিক্ষা সৌন্দর্য বাকধারার সাথে ব্রাহ্মণবাদের প্রচারনীতিতে কোরআনের প্রতি ক্ষমাহীন বিদ্বেষ ছড়ানো রয়েছে। গিরিশ চন্দ্র সেনের ৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে আরেকজন অমুসলিম রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। কলকাতার আয়ুর্বেদ প্রেস নামক একটি ছাপাখানা থেকে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) এই অনুবাদ ৫০০ কপি ছাপাও হয়েছিলো।

১৮৮৫ সালে গিরিশ চন্দ্র সেনের এই অনুবাদের প্রায় ৮০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৮ সালে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী একজন সাধারণ কোরআন কর্মী মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি সে সময় কোরআনের আমপারার অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন রয়েছে ঢাকা ও কলকাতার প্রায় সবকয়জন কোরআন গবেষকের লেখায়। উভয় বাংলার প্রায় সবকয়টি কোরআন গবেষণা সংস্থা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে একমত, মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়াই সে সৌভাগ্যবান মানুষ যিনি বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের এই মহান কাজটির শুভ সূচনা করেছেন। গত এক দুই দশকে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ইতিহাসের ওপর যেসব পি এইচ ডি থিসিস লেখা হয়েছে, তাতেও এ তথ্য সমভাবে সমর্থিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের শুরু হওয়ার পর পর কলকাতার মির্জাপুরের পাঠোয়ার বাগানের অধিবাসী আকবর আলী এ কাজে এগিয়ে আসেন। তিনিও মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়ার মতো শুধু আমপারা ও সূরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার অনূদিত অংশটি ছিলো পুথির মতো। তার এ অনুবাদ কোরআনের কোনো মৌলিক অনুবাদও ছিলো না। তিনি যেটা করেছেন তা ছিলো ১৭৮০ সালে অনূদিত শাহ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদের বাংলা। সরাসরি কোরআনের অনুবাদ নয় বলে সুধী মহলে এটা তেমন একটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। আসলে ব্যক্তি যতো গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, তিনি যদি কোরআনকে কোরআন থেকে অনুবাদ না করেন তাহলে তা কখনো কোরআনের অনুবাদ বলে চালিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোরআনের ব্যাকরণ বিধি, বিশেষ বাকধারা, 'ফাছাহাত বালাগাত' ভাষাশৈলী, শিল্প সৌন্দর্য– না জেনে কোরআনের অনুবাদে হাত দেয়া কারোরই উচিৎ নয়।

কোরআনের প্রথম অনুবাদক মওলানা আমিরুদ্দিন বসুনিয়া কোরআনের পূর্ণাংগ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ের গিরিশ চন্দ্র সেনের পূর্ণাংগ অনুবাদ কর্ম যেটা তখন বাজারে প্রচলিত ছিলো, তাও ছিলো নানা দোষে দুষ্ট, তাই তার অনুবাদের মাত্র ২ বছরের ভেতরই কোরআনের বিশ্বস্ত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কর্ম নিয়ে হাযির হয়েছেন বিখ্যাত কোরআন গবেষক মাওলানা নায়ীমুদ্দীন। এর আগে কলকাতার একজন ইংরেজ পাদ্রীও কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন। শোনা যায়, মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া থেকে গিরিশ চন্দ্র সেন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আরো ৯ জন ব্যক্তি কোরআন অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার শোকর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের ২০০ বছর পূর্তি বছর হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এ বিষয়ে আরো অনেক অজানা তথ্য জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে।❐

বিশ্বব্যাপী কোরআন বিতরণ কর্মসূচী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের একটি মহাপরিকল্পনা

আমার আপনার সবার প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতগুলো যেন দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন এখানে। ওপরে শত ফসলের সমারোহ ও নীচে তেল গ্যাসসহ অগণিত সম্পদ। এ যমীনের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখন্ডে যেন সোনা ফলে। আয়তনে ছোটো হলেও এর অধিবাসীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। সবমিলে প্রায় ১৬ কোটি মানব সন্তান এ যমীনে বাস করে।

আমাদের মতো করে আমাদের ভাষায় কথা বলে এমনি আরো কয়েকটি ভূখন্ড আমাদের পাশে আছে। একটি ভূখণ্ড রয়েছে আমাদের সীমান্তের পশ্চিম দিকে, যার নাম পশ্চিমবংগ, এ ছাড়া আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমানায় অবস্থিত,হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরাম– ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি প্রদেশ। সর্বশেষে রয়েছে মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরাকান। পশ্চিমবংগের বাংলাভাষীর সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন ও আসামসহ এ এলাকায় রয়েছে আরো ১০ মিলিয়ন মানুষের বাস। কয়টি অঞ্চলের ২৫০ মিলিয়ন মানুষের মাঝে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন মানুষই হচ্ছে মুসলমান। আজকের পৃথিবীতে যে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বাংলায় কথা বলে, এদের ২০০ মিলিয়ন মানুষই এ অঞ্চলে বাস করে। এদের কাছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ গ্রন্থ কিতাব কোরআন মাজীদ মজুদ আছে। এক সময় এ উভয় বাংলা ও আসামের মুসলমাদের ঘরে ঘরে কোরআনের চর্চা হতো। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কোরআনের এতোগুলো অনুবাদ গ্রন্থ তখন না বেরুলেও মুসলমানরা তাদের জীবনের এক বিরাট অংশ এই কোরআন দিয়ে পরিচালনা করতো। অনেকেই বলেন– আগের তুলনায় দেশে কোরআনের আনাগোনা নাকি অনেক বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এগুলো দিয়ে আমাদের নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক রাষ্ট্রিক অধপতন ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের চর্চা ও প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝাতে চান তার থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই ৩টি ভূখন্ডের ২৫ কোটি মানুষের কয়জনের ঘরে কোরআন আছে? জবাবে বলা হবে, উভয় বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী এসব অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষের ঘরেই কোরআন আছে; কিন্তু সে কোরআন তো সপ্তাহান্তে শুধু পড়ার জন্যে, মকতব মাদ্রাসায় দুলে দুলে সুর করে পড়ার জন্যে। আপনিই বলুন, কোন্ অনুষ্ঠান আছে যা কোরআন দিয়ে শুরু করা হয় না। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় কি কোরআন নেই, কিন্তু যে আইন কানুন ওখানে প্রতিনিয়ত প্রণীত ও রচিত হচ্ছে, তা কি কোরআনের প্রতি চরম অবহেলা ও উন্নাসিকতা নয়? বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ঐতিহাসিক ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশে বিদেশে গুণীজনরা এ নিয়ে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এ সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম পন্থা হচ্ছে জাতি ও ধর্মের সীমানা পার করে এ অঞ্চলের ১৫ কোটি শিক্ষিত বাংলাভাষী নাগরিকদের হাতে অনুবাদসহ কোরআন শরীফ তুলে দেয়া। এ অঞ্চলের এমন প্রতিটি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান– যারা বাংলা পড়তে জানে, তাদের সবার হাতে এক কপি কোরআনের অনুবাদ তুলে দেয়াই হচ্ছে আজ সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন।

ইউরোপ আমেরিকাসহ সমগ্র খৃস্টান জগতে কয়েকশ চ্যারিটি অর্গানাইজেশান প্রতিনিয়ত কোটি কোটি কপি বাইবেল ছাপছে। এর সাথে আরো রয়েছে সেসব দেশের অগণিত জেলখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, নারী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদেরই প্রচেষ্টায় এরা এ যাবত বিশ্বের প্রায় ৩ হাজার ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছে। বাইবেলের বন্যায় বাংলা দেশের উপজাতীয় গরীব জনগোষ্ঠীরও পুরনো ধর্ম বিশ্বাস ভেসে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য

অঞ্চল, ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মণিপুরী ও অন্যান্য হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এদের কয়জন লোকের কাছে আমরা অনুবাদসহ কোরআন মাজীদ পৌঁছাতে পেরেছি?

কোরআনের স্মৃতিভূমি পবিত্র নগরী মদীনায় বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স দীর্ঘ দিন থেকেই এ কাজ করছে। আসলে কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়; কিন্তু তারপরও আমরা আশা করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার দয়ায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ মহা পরিকল্পনার কার্যকর ফলাফল ভোগ করতে পারবে।

মোস্ট এম্বিসাস এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে গুণীজনরা সময় বরাদ্দ করেছেন ১৫ বছর। অর্থাৎ ২০২৮ সালের ভেতর আমাদেরকে ১৫ কোটি (বর্তমান ১২ কোটির সাথে সে সময় পর্যন্ত শিক্ষিত লোকের তালিকায় আরো যে ৩ কোটি মানুষ শামিল হবে তাদের সব) মানুষের হাতে অনুবাদসহ কোরআন পৌঁছাতে হবে। ১৫ বছর পর আল্লাহ তায়ালা চাইলে এ ৩টি ভূখন্ডের হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ খৃস্টান, সব জাত সব ধর্মের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের হাতে অনুবাদসহ এক কপি কোরআন থাকবে– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের হাতে আমাদের বীর সেনাবাহিনীর ১০ হাজার অফিসারদের জন্যে ১০ হাজার কপি কোরআন তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ কাজের শুভ সূচনা করা হয়েছে। তারপর থেকে *(২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত)* বিভিন্ন সেক্টরে আরো ৪ লক্ষাধিক কপি কোরআন ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে।

আমাদের স্কুল মাদরাসা থেকে প্রতি বছর যে লাখের মতো সন্তান জিপিএ-৫ পেয়ে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করছে, এখন থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের এই ভাবী কারিগরদের হাতে বাংলা অনুবাদসহ কোরআন তুলে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এদের সাথে আছে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকমণ্ডলী, বিচারপতি, জজ, মেজিস্ট্রেট, সরকারী বেসরকারী দপ্তর অধিদপ্তর, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, গার্মেন্টিস কর্মী, শিল্প কারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শিল্প, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিনোদনকর্মী, সেনা, বিডিআর, পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী। জেলখানার কয়েদীদের সংশোধন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাদেরও বাংলা অনুবাদসহ এক কপি কোরআনের প্রয়োজন। কোরআনের কর্মী হিসেবে মাসজিদের ৬ লাখ ইমাম মোয়াযযীনেরও তো বিনামূল্যে ১ কপি অনুবাদসহ কোরআন পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা জানি, একটা পুল, সেতু কিংবা রাস্তা বানালে তা একশ বছরের বেশী থাকবে না, কিন্তু সাদকায়ে জারীয়া হিসেবে এক কপি 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারলে তার ফল কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কোরআনের ছায়ায় স্থান করে দিন।

কোরআন শরীফ
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

প্রথম ওহী

'পড়ো তোমার মালিকের নামে যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। (সূরা আল আলাক ১-৫) সর্বশেষ ওহী'— সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' (সূরা আল বাকারা ২৮১)। 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনবিধান হিসেবে আমি ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হলাম।' (সূরা আল মায়েদা ৩) কোরআন নাযিলের মোট সময় প্রায় ২২ বছর ৫ মাস।

কোরআন নাযিলের শুরু

কোরআন নাযিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ইতিহাসের প্রমাণ অনুযায়ী প্রথম ওহী এসেছিলো রমযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। মোহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিলো তখন ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (স.)-এর ওপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিনের আলোর মতো তাঁর জীবনে প্রতিভাত হতো। এক টুকরো দৃশ্যমান নূর তাঁর অন্তরে সদা ভাস্বর হয়ে থাকতো। জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহীপ্রাপ্তির আগে আস্তে আস্তে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠেন, হেরা গুহায় নিভৃতে আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। এভাবেই হেরা গুহায় তাঁর রাত আর দিন কাটে। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলে সেসব নেয়ার জন্যেই তিনি শুধু বাড়িতে ফিরেন। মাঝে মাঝে প্রিয় স্ত্রী খাদিজাও হেরা গুহায় তাঁকে খাবার দিয়ে আসেন। এমনি করে একদিন আল্লাহর ফেরেশ্‌তা হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে গম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে বললেন, 'ইক্‌রা'— পড়ুন। মোহাম্মদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন 'আমি তো পড়তে জানি না'। ফেরেশতা তাঁকে বুকে চেপে ধরে আবার বললেন, পড়ুন। তিনি পুনরায় বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশ্‌তা আবার তাঁকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরলেন এবং বললেন, পড়ুন। তৃতীয় বার যখন ফেরেশতা তাঁকে বুকে আলিংগন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন, এবার মোহাম্মদ (স.) ওহীর প্রথম পাঁচটি আয়াত পড়লেন। অতপর তিনি ঘরে ফিরলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। হযরত খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে আপনার? আপনি এমন কাঁপছেন কেন?

রসূল (স.) বললেন, একজন অভিনব ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি তিন তিন বার আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, অতপর তার সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। তার কথা শুনে খাদিজা (রা.) বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আপনি মানুষের উপকার করেন, মানবতার সেবা করেন, এতীমদের আশ্রয় দেন, মহান আল্লাহ আপনার কি কোনো ক্ষতি করতে পারেন!

খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। ওরাকা ইবনে নওফাল ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের আলেম এবং হিব্রু ভাষার পন্ডিত ব্যক্তি। সে সময় তিনি বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) বললেন, ভাইজান, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন, রসূল (স.) তাকে হেরা গুহার সব ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। শুনে ওরাকা বললেন, তিনি সে-ই দূত জিবরাঈল, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওহীর বাণী নিয়ে আসতেন। হায়, আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম— যখন তোমার কওমের লোকেরা তোমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেবে। রসূল (স.) অবাক হয়ে বললেন, কেন আমাকে তারা মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, তুমি যে ওহী লাভ করেছো, এ ধরনের ওহী যখনই কোনো নবী পেয়েছেন তার সাথে স্বজাতির পক্ষ থেকে এভাবেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি সেদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবো।

কোরআন লিপিবদ্ধকরণ

যখন থেকে কোরআন নাযিল শুরু হয়, সেদিন থেকেই আল্লাহর রসূল তা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য পারদর্শী সাহাবীদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন। হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) ছাড়া আরো ৪২ জন সাহাবী এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে রসূল (স.) বলেন, তোমরা কোরআন ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লেখো না।

কোরআনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

কোরআনে মোট একশ চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.) এ সংখ্যা নির্ণয় করেন। কোনো কোনো সূরার আয়াত সম্বলিত তথ্য স্বয়ং রাসূল (স.) থেকেই পাওয়া যায়। যেমন 'সূরা ফাতেহার ৭ আয়াত-এর যে কথা রয়েছে তা রসূল (স.) নিজেই বলেছেন। সূরা মুলক-এ ত্রিশ আয়াতের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কোরআনের ধারাবাহিকতা প্রসংগে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-কে বলেছেন, অমুক আয়াতটি সূরা বাকারার ২৮০ নং আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন। অন্য এক রেওয়ায়াতে তিনি রসূল (স.)-কে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের আরো কিছু কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে রসূল (সা.)-এর যুগে কোরআনের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কিত আর তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগেও কোরআনের আয়াতের গণনা হয়েছে এমন কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা.)-এর যুগেই সম্ভবত আয়াত গণনার কাজ শুরু হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তারাবীর নামাযের প্রতি রাকা'তে তিরিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করার একটা নিয়ম জারি করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত আবুদ্ দারদা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী কোরআনের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন।

আয়াতের সংখ্যার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এর কারণ, কিছু কিছু আয়াতের শেষে রসূল (স.) মাঝে মাঝে ওয়াকফ করেছেন, আবার কখনও ওয়াকফ না করে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে তা তেলাওয়াত করেছেন। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথম বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে এক ধরনের গণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ পরবর্তী অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। এতে করে কোরআনের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে সাধারণত হযরত আয়েশার গণনাকে এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

'বিসমিল্লাহ' নেই- কোরআনে এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আত তাওবা', দুই বার 'বিসমিল্লাহ' আছে এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আন নামল'। নয়টি মীম অক্ষর সম্বলিত সূরা হচ্ছে সূরা আল কাফেরূন, কোনো মীম নেই যে সূরায় তা হচ্ছে সূরা 'আল কাওসার'।

কোরআনের প্রথম মোফাসসের হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), কোরআনের প্রথম সংকলক হচ্ছেন হযরত ওসমান (রা.)। কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক হচ্ছেন মাওলানা আমিরউদ্দীন বসুনিয়া।

কোরআনে উল্লিখিত কোরআনের নাম ৫৫টি, কোরআন প্রথম যাঁর মাধ্যমে এসেছে তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আ), কোরআনে যে ভাগ্যবান সাহাবীর নাম আছে তিনি হচ্ছেন হযরত যায়দ (রা.)।

কোরআনে তেলাওয়াতে সাজদার সংখ্যা সর্বসম্মত ১৪ (মতপার্থক্যে ১৫)।

কয়েকজন বিশিষ্ট ওহী লেখকের নাম

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

০২. হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)

০৩. হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.)

০৪. হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.)
০৫. হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)
০৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রা.)
০৭. হযরত যোবায়র বিন আওয়াম (রা.)
০৮. হযরত খালেদ বিন সা'দ (রা.)
০৯. হযরত হানযালা বিন রবী (রা.)
১০. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)
১১. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)
১২. হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)
১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালুল (রা.)
১৪. হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা.)
১৫. হযরত মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
১৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)
১৭. হযরত জাহম ইবনুস সালত (রা.)
১৮. হযরত শোরাহবিল বিন হাসানা (রা.)
১৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন আরকাম আয যুহরী (রা.)
২০. হযরত সাবেত বিন কায়স (রা.)
২১. হযরত হোযায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা.)
২২. হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)
২৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবয়র (রা.)
২৪. হযরত আবান বিন সায়ীদ (রা.)

কোরআনের মুদ্রণ ইতিহাস

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতেই লেখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ কোরআনের 'কাতেব' মজুদ ছিলেন যাদের একমাত্র কাজ ছিলো কোরআন শরীফ লেখা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষরকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি নিসন্দেহে এক নযিরবিহীন ঘটনা। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর ইউরোপের হামবুর্গ নামক স্থানে হিজরী ১১১৩ সনে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। এরপর বিশ্বের এখানে সেখানে অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ শুরু করেন, কিন্তু মুসলিম জাহানে নানা কারণে প্রথম দিকে মুদ্রিত কোরআন শরীফ তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা ওসমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোরআন মুদ্রণের কাজ করেন। প্রায় একই সময় কাযান শহর থেকেও কোরআনের একটি নোসখা মুদ্রিত হয়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথো মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম কোরআন শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে আস্তে আস্তে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হতে থাকে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে কোরআনের আয়াতসমূহ সাধারণত পাথর, শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর চামড়ার ওপর লেখা হতো।

কোরআনে নোকতা

আরবদের মধ্যে আগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করার কোনো রীতি প্রচলিত ছিলো না। তারা নোকতাবিহীন অক্ষর লেখতো। এতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোনো

অসুবিধা হতো না। কেননা কোরআনের তেলাওয়াত কোনোদিনই অনুলিপিনির্ভর ছিলো না। হাফেযদের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতো। হযরত ওসমান (রা.) যখন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের 'মাসহাফ' প্রেরণ করতেন, তখন তার সাথে তিনি বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযদেরও পাঠাতেন। সে যুগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করা দূষণীয় কাজ মনে করা হতো। এ কারণেই ওসমানী মাসহাফেও প্রথম দিকে কোনো নোকতা ছিলো না। এতে করে প্রচলিত সব কয়টি কেরাতেই কোরআন তেলাওয়াত করা সহজ হতো, কিন্তু পরে অনারব লোকদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

কোরআনুল কারীমের হরফসমূহে কে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন করেছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী (র) এ কাজটি সর্বপ্রথম আনজাম দেন। অনেকে মনে করেন, আবুল আসাদ দুয়েলী এ কাজটি হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশেই সম্পাদন করেছেন।

কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান আবুল আসাদ দুয়েলীর দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করিয়েছেন। আবার অন্যদের মতে তিনি এ কাজ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সম্পাদন করেছেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াসের ইবনে ইয়ামার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

অনেকে আবার এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যিনি কোরআনের হরফসমূহে নোকতা সংযোজন করেছেন তিনি সর্বপ্রথম আরবী বর্ণমালায়ও নোকতার প্রচলন করেন। প্রখ্যাত বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক আল্লামা কালকাশান্দী এ অভিমতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, মূলত এর বহু আগেই আরবদের মাঝে নোকতার আবিষ্কার হয়েছে। তাঁর মতে আরবী লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন মোয়ামের ইবনে মুরার, আসলাম ইবনে সোদরাহ এবং আমর ইবনে জাদারা নামক এ তিন ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোয়ামের হরফের আকৃতি আবিষ্কার করেন। পড়ার মাঝে থামা, শ্বাস নেয়া এবং একত্রে মিলিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও তিনি আবিষ্কার করেন। আরেক বর্ণনায় হযরত আবু সুফিয়ানকে নোকতার আবিষ্কারক বলা হয়েছে। তাঁদের মতে তিনি নোকতার এ পদ্ধতি হীরাবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর হীরাবাসীরা তা গ্রহণ করেছিলেন আম্বারবাসীদের কাছ থেকে। এতে বুঝা যায়; পরবর্তীকালে যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোরআনের নোকতার প্রচলন শুরু হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই নোকতার মূল আবিষ্কারক নন; বরং তিনি ছিলেন কোরআনে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলনকারী মাত্র।

কোরআনের হরকত

নোকতার মতো প্রথম অবস্থায় কোরআন কারীমে হরকত বা যের যবর পেশ ইত্যাদিও ছিলো না। সর্বপ্রথম কে হরকতের প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল আসাদ দুয়েলীই কোরআনে হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত অভিমত হচ্ছে, হযরত আবুল আসাদ দুয়েলীই সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের জন্যে হরকত আবিষ্কার করেছিলেন; কিন্তু তার আবিকৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মতো ছিলো না। তাঁর আবিষ্কৃত হরকতে যবর–এর জন্যে হরফের উপরিভাগে একটা নোকতা এবং যের–এর জন্যে নীচে একটা নোকতা বসিয়ে দেয়া হতো। পেশের উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে এক নোকতা এবং তানওয়ীনের জন্যে দুই নোকতা ব্যাবহার করা হতো। পরে খলীল বিন আহমদ হামযা-এর সাথে তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।

এরপর বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত হাসান বসরী (র.), ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার ও নসর বিন আসেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের কাজে নিয়োজিত করেন। একে আরো সহজবোধ্য করার জন্যে ওপরে, নীচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার ব্যাপারে হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী প্রবর্তিত পদ্ধতির জায়গায় বর্তমান আকারের হরকত প্রবর্তন করা হয়, যাতে করে হরফের নোকতার সংগে হরকত নোকতার মিশ্রণজনিত কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

হরকত ও নোকতা ইত্যাদির সংখ্যা

যবর ৫৩২২৩, যের ৩৯৫৮৩, পেশ ৮৮০৪, মদ ১৭৭১, তাশদীদ ১২৭৪, নোকতা ১০৫৬৮৪।

বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা, ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল, ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তার গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কোরআনের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরাম তাদের যুগে কোরআনের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০।

কোরআনের আয়াত সংখ্যা

হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আয়েশার গণনাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কোরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত

জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহান্নামের ভয় ১০০০, নিষেধ ১০০০, আদেশ ১০০০, উদাহরণ ১০০০, কাহিনী ১০০০, হারাম ২৫০, হালাল ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০, বিবিধ ৬৬।

রুকূর সংখ্যা

কোরআনের নোসখায় প্রথম দিকের 'আখমাস' এবং 'আশারের' আলামত পরবর্তী যুগে এসে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। এ নতুন পদ্ধতির চিহ্নটিকে রুকু বলা হয়। আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে চিহ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসংগ যেখানেই এসে শেষ হয়েছে সেখানেই পৃষ্ঠার পাশে রুকুর চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

এ চিহ্ন কখন কার দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়েছে, এ সম্পর্কিত কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য যদিও পাওয়া যায় না, তবে এই চিহ্ন দ্বারা যে আয়াতের মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য তা বুঝা যায়। যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাতে পড়া যায় তাই এখানে পরিমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেহেতু নামাযে এই পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকূ করা যায়, সে কারণেই বোধহয় একে রুকূ বলা হয়।

সমগ্র কোরআন মজীদে মোট পাঁচশ চল্লিশটি রুকূ রয়েছে। প্রতি রাকাতে যদি এক রুকূ করে তেলাওয়াত করা হয় তাহলে রমযান মাসের সাতাশে রাতে তারাবীর নামাযে কোরআন তেলাওয়াত শেষ হয়ে যায়।

পারাসমূহ

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পারা বলা হয়। আরবীতে বলা হয় 'জুয'। পারার এ বিভক্তি কোনো বিষয়বস্তুভিত্তিক ব্যাপার নয়; শুধু তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি ভাগে

একে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ পারায় এ বিভক্তি কার দ্বারা প্রথম সম্পন্ন হয়েছে সে তথ্য উদ্ধার করা আসলেই কঠিন। অনেকের ধারণা, হযরত ওসমান (রা.) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করান, তখন তিনিই এটা করেছেন এবং তা থেকেই তিরিশ পারার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা প্রমাণিত হয়নি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশীর মতে তিরিশ পারার এ নিয়ম বহু আগে থেকেই চলে আসছে। তিরিশ পারার এ রেওয়াজ কোরআনের ছাত্রদের মাঝেই আসলে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তিরিশ পারার এ বিভক্তি মনে হয় সাহাবায়ে কেরামের যুগেই চালু হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যের সুবিধার জন্যেই হয়তো এটা করা হয়েছে।

মন্‌যিলসমূহ ও এর বিভক্তিকরণ

মনযিল কিভাবে এলো তার আলোচনা প্রসংগে অনেকেই একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী একদিন বনী সাফাবী গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদের কাছে আসতে কিছু বিলম্ব হয়। এই দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে রসূল (স.) বলেন, আমি কোরআন তেলাওয়াতে ছিলাম, আজকের দিনের নির্ধারিত অংশ পুরো করতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

প্রথম মনযিল সূরা আল ফাতেহা থেকে সূরা আন নেসা, দ্বিতীয় মনযিল সূরা আল মায়েদা থেকে সূরা আত তাওবা, তৃতীয় মনযিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা আন নাহল, চতুর্থ মনযিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা আল ফোরকান, পঞ্চম মনযিল সূরা আশ শোয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন, ষষ্ঠ মনযিল সূরা আস সাফফাত থেকে সূরা আল হুজুরাত, সপ্তম মনযিল সূরা ক্বাফ থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত।

কোরআনে বর্ণিত কয়েকজন মহিলা

ক্র.	নাম (কোরআনে যেভাবে এসেছে)	সূরার নাম
১.	মারইয়াম	অনেক সূরাতেই তার নাম এসেছে কোরআনে এই নামে একটি পূর্ণাংগ সূরাও আছে
২.	আয়েশার বর্ণনা কোরআনে আছে, তবে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করা হয়নি	সূরা আন নূর
৩.	উম্মে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৪.	উখতে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৫.	ইমরাতে ফেরাউন	সূরা আল কাছাছ
৬.	ইমরাতে ইমরান	সূরা আলে ইমরান
৭.	ইমরাতে ইবরাহীম	সূরা হুদ, সূরা আয যারিয়াত
৮.	ইমরাআতুহু (আবু লাহাবের স্ত্রী)	সূরা লাহাব
৯.	ইমরাতাইনে	সূরা আন নামল
১০.	ইমরাত	সূরা আন নামল
১১.	ইমরাতুল আযীয	সূরা ইউসুফ

কোরআনে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের নাম

১. আ'দ, ২. সামূদ, ৩. লূত, ৪. নূহ, ৫. সাবা, ৬. তুব্বা, ৭. বনী ইসরাঈল. ৮. আসহাবে কাহফের সাথে সংশ্লিষ্টরা, ৯. আসহাবুস সাবত, ১০. আসহাবুল কারইয়াহ, ১১. আসহাবুল আইকা, ১২. আসহাবুল উখদুদ, ১৩. আসহাবুর রাস, ১৪. আসহাবুল ফিল। ❐

কোরআনের কয়েকটি বিখ্যাত মোজেযা

কোরআন শরীফের সূরা 'আল ফজর'-এর ৭ নম্বর আয়াতে 'ইরাম' নামক একটি গোত্র কিংবা শহরের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু 'ইরাম'-এর নাম কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই কোরআন শরীফের তাফসীরকাররাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ বলতে সক্ষম হননি।

১৯৭৩ সালে সিরিয়ায় একটি পুরনো শহরে খনন কার্যের সময় কিছু পুরনো লিখন পাওয়া যায়। এ সব লিখন পরীক্ষা করে সেখানে চার হাজার বছরের একটি পুরনো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে দেখা গেছে 'ইরাম' শহরের উল্লেখ আছে। এক সময় এ অঞ্চলের লোকজন 'ইরাম' শহরের লোকজনের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এ সত্যটা আবিষ্কৃত হলো মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেড় হাজার বছর আগে নাযিল করা কোরআন শরীফে এ শহরের নাম এলো কি করে? আসলে কোরআন শরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তায়ালা এখানে 'ইরাম' শহরের উদাহরণ দিয়েছেন।

কোরআন শরীফে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর একজন দুশমনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে আবু লাহাব। ওহী নাযিল হওয়ার পর যদি আবু লাহাব ইসলাম কবুল করতো তাহলে কোরআন শরীফের আয়াত মিথ্যা প্রমাণিত হতো, কিন্তু আবু লাহাব ইসলাম কবুল করেনি এবং কোরআন শরীফের বাণী চিরকালের জন্য সত্য হয়েই রয়েছে।

কোরআন শরীফে সূরা 'আর রোম'-এ পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং যে সময় এ ওহী নাযিল হয় তখন মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা অকল্পনীয় ছিলো, রোমকদের যারা পরাজিত করলো তারা অচিরেই তাদের হাতে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু কোরআন শরীফ এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং তা এ আয়াত নাযিল হবার ৭ বছর সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৬২৭ খৃষ্টাব্দে এসে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতে 'ফী আদনাল আরদ' বলে আল্লাহ তায়ালা গোটা ভূ-মন্ডলের যে স্থানটিকে 'সর্বনিম্ন অঞ্চল' বলেছেন তা ছিলো সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্দানের পতিত 'ডেড সী' এলাকা। এ ভূখন্ডেই ৬২৭ খৃস্টাব্দে রোমানরা ইরানীদের পরাজিত করে। মাত্র কিছুদিন আগে আবিস্কৃত ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে, এ এলাকাটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আসলেই নিম্নতম ভূমি। 'সী লেবেল' থেকে ৩৯৫ মিটার নীচে। এটা যে গোটা ভূ-খন্ডের সবচেয়ে নীচু জায়গা এটা ১৪শ বছর আগের মানুষরা কি করে জানবে। বিশেষ করে এমন একজন মানুষ, যিনি ভূ-তত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি কোনো তত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন না।

কোরআন শরীফের এক জায়গায় সমুদ্রের তরংগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ঢেউ যখন অগ্রসর হয় তখন দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকার থাকে। আমরা জানি, হযরত মোহাম্মদ (স.) মরুভূমি অঞ্চলের সন্তান ছিলেন, তিনি কখনো সমুদ্র দেখেননি। সুতরাং সমুদ্র তরংগের দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান যে অন্ধকার হয় তা তিনি জানবেন কি করে? এতে প্রমাণিত হয়, হযরত মোহাম্মদ (স.) নিজে কোরআন রচনা করেননি। আসলেই প্রচন্ড ঝড়ের সময় সমুদ্র যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন তরংগগুলোর মধ্যবর্তী অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

কোরআনের আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, লোহা ধাতুটির বিবরণ। কোরআনের সূরা 'আল হাদীদ'-এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচুর শক্তি ও মানুষদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ।' লোহা নাযিলের বিষয়টি তাফসীরকাররা নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন; কিন্তু যেখানে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট 'নাযিল' শব্দটি রয়েছে সেখানে এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে আমরা যদি কোরআনের আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনীও ঠিক একথাটাই বলেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, লোহা উৎপাদনের জন্যে যে ১৫ লক্ষ সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন তার কোনো উপকরণ আমাদের পৃথিবীতে নেই। এটা একমাত্র সূর্যের তাপমাত্রা দ্বারাই সম্ভব। হাজার হাজার বছর আগে সূর্যদেশে প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে লোহা নামের এ ধাতু মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তা পৃথিবীতে 'নাযিল' হয়। লোহা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ঠিক একথাটাই প্রমাণ করেছে। দেড় হাজার বছর আগের আরব বেদুঈনরা বিজ্ঞানের এ জটিল সূত্র জানবে কি করে?

এ সূরার আরেকটি অংকগত মোজেযাও রয়েছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী 'সূরা আল হাদীদ' কোরআনের ৫৭তম সূরা। আরবীতে 'সূরা আল হাদীদ'– এর সংখ্যাগত মান হচ্ছে ৫৭। শুধু 'আল হাদীদ' শব্দের অংকগত মান হচ্ছে ২৬, আর লোহার আণবিক সংখ্যা মানও হচ্ছে ২৬। ❒

কোরআন শরীফ
শব্দ ও আয়াতের পুনরাবৃত্তির রহস্য

কোরআনে অনেক জায়গায়ই একের সংগে অন্যের তুলনা উপস্থিত করা হয়েছে। এ তুলনা উপস্থিত করার ব্যাপারে একটি অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ্য করা গেছে এবং তা হচ্ছে, সে দু'টি নাম অথবা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সমান সংখ্যাতেই উল্লেখ করেছেন। যেমন কোরআন শরীফে সূরা 'আলে ইমরান'-এর ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার তুলনা হচ্ছে আদমের মতো।'

এটা যে সত্য তা আমরা বুঝতে পারি। কারণ, এদের কারোরই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়নি। আদম (আ.)-এর মাতাও ছিলো না, পিতাও ছিলো না এবং ঈসা (আ.)-এরও পিতা ছিলো না। এখন এই তুলনাটি যে কতো সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা কোরআন শরীফে এ দু'টি নামের মোট সংখ্যা অনুসন্ধান করি। দেখা যাচ্ছে, কোরআন শরীফে ঈসা (আ.) নামটি যেমন পঁচিশ বার এসেছে, তেমনি আদম (আ.) নামটিও এসেছে পঁচিশ বার। কোরআনের বাণীগুলো যে মানুষের নয় তা বোঝা যায় এ দু'টি নামের সংখ্যার সমতা দেখে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু বলেছেন, এ দুটো একই রকম। তাই সেগুলোর সংখ্যা গণনাও ঠিক একই রকমের রাখা হয়েছে।

এ তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো, যেখানে তুলনাটি অসম সেখানে সংখ্যা দুটিকেও অসম রাখা হয়েছে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে, 'সুদ' এবং 'বাণিজ্য' এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ শব্দ দু'টির একটি কোরআনে এসেছে ছয় বার এবং অন্যটি এসেছে সাত বার। বলা হয়েছে, 'জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসী সমান নয়'। জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে আট, আর জাহান্নামের সংখ্যা হচ্ছে সাত। কিন্তু 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' শব্দ দুটো কিন্তু একই রকম এসেছে, মোট ৭৭ বার করে । ঠিক তেমনিভাবে 'কাজ'-এর পরিনাম হচ্ছে 'বিনিময়', তাই এই দুটো শব্দ এসেছে ১০৭ বার করে। কাউকে ভালোবাসলে তার আনুগত্য করা যায়, তাই এ দুটো শব্দও কোরআনে সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৮৩ বার করে উল্লেখ করা হয়েছে।

'নারী ও পুরুষ'– যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সমান তা কোরআনের এই শব্দ দুটোর সমান সংখ্যা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কোরআনে এ দুটো শব্দ এসেছে ২৪ বার করে। আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, নর নারীর সম্মিলিত 'এগ' ও 'স্পারম' দিয়ে মানব শিশুর যে ক্রোমোজম তৈরী হয় সে বিষয়টি, এর মোট সংখ্যা ৪৬। (২৩ নারী ও ২৩ নর মিলে এর সংখ্যা হয় ৪৬)

সূরা 'আরাফ'-এ, এক আয়াতে আছে 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মতো'। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় যখন আমরা দেখি, 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে' এ বাক্যটি কোরআনে সর্বমোট পাঁচ বার এসেছে। যেহেতু তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে কুকুরের সাথে, তাই সমগ্র কোরআনে 'আল কালব' তথা কুকুর শব্দটাও এসেছে পাঁচ বার।

'সাবয়া সামাওয়াত' কথাটার অর্থ হলো 'সাত আসমান'। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোরআনে এ 'সাত আসমান' কথাটা ঠিক সাত বারই এসেছে। 'খালকুস সামাওয়াত'– আসমানসমূহের সৃষ্টির কথাটাও ৭ বার এসেছে, সম্ভবত আসমান ৭টি তাই। 'সাবয়াতু আইয়াম' মানে ৭ দিন। একথাও কোরআনে ৭ বার এসেছে। 'সালাওয়াত' শব্দটি সালাতের বহুবচন। কোরআনে সালাওয়াত শব্দটি ৫ বার এসেছে, সম্ভবত ৫ বার নামায ফরয হওয়ার কারনেই এটা এভাবে বলা হয়েছে।

কোরআনের অংকগত মোজেযা এখানেই শেষ নয়।'দুনিয়া ও আখেরাত' এ দু'টো কথাও কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, অর্থাৎ সর্বমোট ১১৫ বার করে। 'ঈমান ও কুফর' শব্দ দু'টোও সমপরিমাণে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ২৫ বার করে । 'উপকার' ও 'ক্ষতি' সমানভাবে এসেছে, ৫০ বার করে। ঠিক একইভাবে 'শান্তি' ও 'অশান্তি' শব্দটি এসেছে ১৩ বার করে । 'গরম' ও 'ঠান্ডা' যেহেতু দুটো বিপরীতমুখী ঋতু, তাই এ শব্দ দু'টো কোরআনে সমানসংখ্যক অর্থাৎ ৫ বার করে এসেছে। 'সূর্য্য' 'আলো' দেয় বলে দুটো শব্দই কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, ৩৩ বার করে। কাজ করলে কাজের পুরস্কার দেয়া হবে বলেই সম্ভবত 'কাজ করা' ও 'পুরস্কার' শব্দটি এসেছে ১০৮ বার করে।

আরবী ভাষায় 'কুল' মানে বলো, তার জবাবে বলা হয় 'কালু' মানে তারা বললো। সমগ্র কোরআনে এ দু'টো শব্দও সমান সংখ্যক, অর্থাৎ ৩৩২ বার করে এসেছে। 'বক্তৃতা' বা 'ভাষণ' 'মুখ' থেকে আসে, তাই উভয় শব্দ এসেছে ২৫ বার করে। একইভাবে রসূল শব্দটি এসেছে ৫০ বার, আর যাদের কাছে রসূলদের পাঠানো হয়েছে সে মানুষের কথাও এসেছে ৫০ বার। পুনরাবৃত্তিসহ কোরআনে সব নবীদের নাম এসেছে ৫১৩ বার। বিস্ময়ের ব্যাপার রসূল শব্দের মূলধাতু অর্থাৎ 'রেসালাহ' শব্দটিও কোরআনে ৫১৩ বার এসেছে। জিহ্বা দিয়ে মানুষ বক্তৃতা করে বলে 'জিহ্বা' ও 'বক্তৃতা' শব্দ দুটোও সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৫০ বার করে এসেছে। মানুষ যখন জনগনের সামনে কথা বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে একটু জোরে কথা বলতে হয়, তাই কোরআনে 'জোরে কথা বলা' ও 'জনগনের সামনে' এ উভয়টাই এসেছে ১৬ বার করে।

আলোর সাথে সর্ম্পক মানুষের মনের। মনে আলো জ্বললেই তা দিয়ে দুনিয়ায় আলো ছড়ানো যায়। এ কারনেই সম্ভবত 'মন' ও 'আলো' শব্দ দুটি কোরআনের একই সংখ্যায় এসেছে, মোট ৪৯ বার করে । আল্লাহ তায়ালা 'বিপদে' 'শোকর' আদায় করতে বলেছেন, তাই এ উভয় শব্দই এসেছে ৭৫ বার করে। আল্লাহর 'রহমত' হলে 'হেদায়াত' আসে, তাই এই দুটো শব্দও সমান সংখ্যায় এসেছে, ৭৯ বার করে। কোরআনে 'খেয়ানত' শব্দটি এসেছে ১৬ বার, আর যে খেয়ানত করে সে একজন 'খবিস' কিংবা খারাপ ব্যক্তি,তাই এ শব্দটিও এসেছে ১৬ বার।

'মালাকুন' কিংবা 'মালায়েকা' মানে ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতারা। কোরআনে এটি এসেছে ৮৮ বার- একইভাবে ফেরেশতার চির শত্রু 'শয়তান' কিংবা 'শায়াতীন' এটিও এসেছে ৮৮ বার। আবার 'আল খাবিস' মানে অপবিত্র, 'আত তাইয়েব' মানে পবিত্র, সমগ্র কোরআনে এ দু'টি শব্দ মোট ৭ বার করে, অর্থাৎ একই সংখ্যায় নাযিল হয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে দুনিয়ায় ভালোর চাইতে মন্দ তো বেশী, তাহলে এখানে এ দুটো শব্দ সমান রাখা হলো কিভাবে। এ কথার জবাবের জন্যে কোরআনের সূরা আনফালের ৩৭ নম্বর আয়াতটির দিকে লক্ষ্য করা যাক। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আলাদা করার জন্যে তিনি অপবিত্রকে একটার ওপর আরেকটা রেখে তাকে পুঞ্জীভূত করেন এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।' এতে বুঝা যায়, যদিও 'পাপ পুণ্য' সমান সংখ্যায় এসেছে, কিন্তু 'পুঞ্জীভূত' করা দিয়ে তার পরিমাণ যে বেশী তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

'ইয়াওমুন' মানে দিন, সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বছরে যে ৩৬৫ দিন, এটা কে না জানে। ইয়াওমুন শব্দের বহুবচন 'আইয়াম' মানে দিনসমূহ, এ শব্দটি এসেছে ৩০ বার। আরবী ভাষায় 'চাঁদ' হচ্ছে মাসের সূত্র সূচক, গড়ে বছরের প্রতি মাসে ৩০ দিন, এটাই হচ্ছে চান্দ্রবছরের নিয়ম। হতবাক হতে হয় যখন দেখি, চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ 'কামার' শব্দটি কোরআনে মোট ৩০ বারই এসেছে। 'শাহরুন' মানে মাস, কোরআন মাজীদে এ শব্দটি এসেছে মোট ১২ বার। 'সানাতুন' মানে বছর, কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ১৯ বার। কারণ হিসেবে আমরা সম্প্রতি আবিষ্কৃত গ্রীক পণ্ডিত মেতনের 'মেতনীয় বৃত্তের' কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিই প্রথম এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে, প্রতি ১৯ বছর পর সূর্য ও পৃথিবী একই বৃত্তে অবস্থান করে। কোরআনের আরেকটি বিস্ময়কর শব্দ হচ্ছে 'রাত' ও 'রাতগুলো'– এ উভয় সংখ্যা কোরআনে এসেছে সর্বমোট ৯২ বার, আর কোরআনে 'আল লাইল' অর্থাৎ রাত– নামের সূরাটির ক্রমিক সংখ্যাও হচ্ছে ৯২। কোরআনে চাঁদ শব্দটি সর্বমোট ২৭ স্থানে এসেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে. চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষীন করতে সময় লাগে ঠিক ২৭.০৩ দিন অর্থাৎ ২৭ দিন ৭ ঘন্ট ৪৩ মিনিট।

কোরআনে 'ফুজ্জার' পাপী শব্দটি যতোবার এসেছে, 'আবরার' পুণ্যবান শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ 'ফুজ্জার' ৩ আর 'আবরার' ৬ বার। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় শাস্তির তুলনায় পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কোরআনের সূরা সাবা'র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। এটা হচ্ছে বিনিময় সে কাজের যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে'। এ কারণেই দেখা যায়, গোটা কোরআনে 'পাপী' ও 'পুণ্যবান' শব্দের মতো 'আযাব' শব্দটি যতোবার এসেছে, 'সওয়াব' শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ আযাব ১১৭ বার, 'সওয়াব' ২৩৪।

কোরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে তিনি তার বিনিময় বাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত এ কারণেই কোরআনে 'গরীবী' শব্দটি এসেছে ১৩ বার, আর তার বিপরীতে 'প্রাচুর্য' শব্দটি এসেছে ২৬ বার। কোরআনে 'স্থলভাগ' এসেছে ১৩ বার, আর 'জলভাগ' এসেছে ৩২ বার। উভয়টা মিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫, আর এ সংখ্যাকে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ২৯ (২৮.৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯%), আবার ৩২ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ৭১ (৭১.১১১১১১১১১১%), আর এটাই হচ্ছে এই গ্রহে জল ও স্থলভাগের সঠিক আনুপাতিক হার।

কোরআন কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে গাণিতিক সংখ্যার অদ্ভুত মিল দেখে যে কোনো কোরআন পাঠকই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এটা নিসন্দেহে কোনো মানুষের কথা নয়।

কোনো একটা কাজ করলে তার যে অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে তার উভয়টিকে আশ্চর্যজনকভাবে সমান সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'গাছের চারা' উৎপাদন করলে 'গাছ' হয়। তাই এ দুটো শব্দই এসেছে ২৬ বার করে। কোনো মানুষ 'হেদায়াত' পেলে তার প্রতি 'রহমত' বর্ষিত হয়, তাই এ দুটো শব্দ কোরআনে এসেছে ৭৯ বার করে। 'হায়াতের' অপরিহার্য পরিণাম হচ্ছে 'মউত' এ শব্দ দুটোও এসেছে ১৬ বার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'যাকাত' দিলে 'বরকত' আসে, তাই কোরআনে কারীমে 'যাকাত' শব্দ এসেছে ৩২ বার 'বরকত' শব্দও ৩২ বার এসেছে। 'আবদ' মানে গোলামি করা, আর 'আবীদ' মানে গোলাম। গোলামের কাজ গোলামি করা, তাই কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১৫২ বার করে। 'মানুষ সৃষ্টি' কথাটা এসেছে ১৬ বার, আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'এবাদাত'; তাই এ শব্দটিও এসেছে ১৬ বার। 'নেশা' করলে 'মাতাল' হয়, তাই এ দুটো শব্দও এসেছে ৬ বার করে। প্রতিটি 'দুঃখ কষ্টে' আল্লাহ তায়ালা মানুষদের ধৈর্য ধরতে বলেছেন– কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১০২ বার করে। 'উপকার' ও ক্ষতি এসেছে ৫০ বার করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, সম্ভবত এই কারণে কোরআনে যতোবার 'শয়তানের' নাম এসেছে ঠিক ততোবারই 'আশ্রয় চাওয়ার' কথাও এসেছে, অর্থাৎ উভয়টাই ১১ বার করে এসেছে।

আর মাত্র ৩টি রহস্যের কথা বলে আমরা ভিন্ন আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো।

সূরা আল কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীরা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছে সে ব্যাপারে কোরআন মাজীদে বলছে, 'তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট ৩০০ বছর, তারা (এর সাথে) যোগ করেছে আরো ৯ বছর'। প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে দু'ভাগে না বলে আল্লাহ তায়ালা সংখ্যাটা একত্রেও তো বলতে পারতেন। অর্থাৎ এভাবেও বলা যেতো যে, 'তারা সেখানে ৩০৯ বছর কাটিয়েছে'। কোরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় কেউ সৌর গণনা ও চন্দ্র গণনার বিষয়টি জানতো না । পরে দুনিয়ার মানুষরা জেনেছে যে, চন্দ্র মাস সৌর মাসের চাইতে ১১ দিন কম। প্রতি বছরে ১১ দিনের এই তফাৎটা হিসাব করলে সময়টা হবে ঠিক ৯ বছর। অপর কথায় গুহায় তাদের অবস্থানের সময়টা সৌর গণনার হিসেবে হচ্ছে ৩০০, আর চন্দ্র মাস হিসেবে হবে ৩০৯। কোরআন এই উভয় হিসাবটাই উৎসাহী পাঠকদের সামনে সুন্দর করে বর্ণনা করেছে ।

কোরআনে 'ইনসান' শব্দটি এসেছে ৬৫ বার। এবার ইনসান বানাবার উপকরণগুলোকে কোরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ করে মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথম উপাদান 'তোরাব' (মাটি) শব্দটি এসেছে ১৭ বার, দ্বিতীয় উপাদান 'নুতফা' (জীবনকণা) শব্দ এসেছে ১২ বার, তৃতীয় উপাদান 'আলাক' (রক্তপিন্ড) শব্দ এসেছে ৬ বার, চতুর্থ উপাদান 'মোদগা' (মাংসপিন্ড) এসেছে ৩ বার। পঞ্চম উপাদান হচ্ছে 'এযাম' (হাড়), এটি এসেছে ১৫ বার। সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে 'লাহম' (গোশত), এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। কোরআনে উল্লিখিত (সূরা হজ্জ ৫)-এ উপাদানগুলো যোগ করলে যোগফল হবে ঠিক ৬৫। আর এসব উপাদান দিয়ে যে 'ইনসান' বানানো হয়েছে তাও কোরআনে ঠিক ৬৫ বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের সূরা 'আল ক্বামার'–এর প্রথম যে আয়াতটিতে চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার সাথে কেয়ামতের আগমন অত্যাসন্ন কথাটি বলেছেন, আরবী বর্ণমালার আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগ ফল হয় ১৩৯০, আর এ ১৩৯০ হিজরী (১৯৬৯ খৃস্টাব্দ) সালেই মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করে, জানি না এটা কোরআনের কোনো মোজেযা, না তা এমনিই এক ঘটনাচক্র, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এ মহান সৃষ্টিতে তো ঘটনাচক্র বলতে কিছুই নেই। এ কারণেই হয়তো মানুষের চাঁদে অবতরণের সালের সাথে কোরআনের আলোচ্য আয়াতটির সংখ্যামানের এ বিস্ময়কর মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। ❐

কোরআন শরীফ

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নাম

০১. কিতাবুম মুবীন	সূরা আয যোখরুফ	১-২
০২. নূর	সূরা আন নেসা	১৭৪
০৩. হেদায়াত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৪. রহমত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৫. ফোরকান	সূরা আল ফোরকান	১
০৬. শেফা	সূরা বনী ইসরাঈল	৮২
০৭. মাওয়েযাত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৮. যিকরুম মোবারাক	সূরা আল আম্বিয়া	৫০
০৯. হেকমাত	সূরা আল ক্বামার	৫
১০. মোহাইমেন	সূরা আল মায়েদা	৪৮
১১. হাকীম	সূরা ইউনুস	১
১২. হাবল	সূরা আলে ইমরান	১০৩
১৩. কাওল	সূরা আত্ তারেক	১৩
১৪. আহসানুল হাদীস মোতাশাবেহাম মিনাল মাছানী	সূরা আঝ ঝুমার	২৩
১৫. তানযীল	সূরা আশ শোয়ারা	১৯২
১৬. রূহ	সূরা আশ শূরা	৫২
১৭. অহী	সূরা আল আম্বিয়া	৪৫
১৮. বাছায়ের	সূরা আল জাছিয়া	২০
১৯. বায়ান	সূরা আলে ইমরান	১৪৮
২০. ইলম	সূরা আল বাকারা	১৪৫
২১. তাযকেরাহ	সূরা আল হাক্কাহ	৪৮
২২. ছেদ্ক	সূরা আঝ ঝুমার	৩৩
২৩. আমর	সূরা আত তালাক	৫
২৪. বুশরা	সূরা আল বাকারা	৯৭
২৫. মাজীদ	সূরা আল বুরুজ	২১
২৬. আযীয	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৪১
২৭. বালাগ	সূরা ইবরাহীম	৫২
২৮. বাশীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
২৯. নাযীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
৩০. ছুহুফ	সূরা আবাসা	১৩

কোরআন শরীফ
কিছু মৌলিক তাজওয়ীদ

মাখরাজ ঃ মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান। আরবী হরফগুলো যে যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তার প্রতিটি স্থানকে মাখরাজ বলে। যেমন, হামযা হরফটি কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। অতএব, কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ হলো হাম্‌যার মাখরাজ।

মাখরাজ চেনার পদ্ধতি ঃ কোন হরফকে সাকিন দিয়ে তার ডানে হরকত বিশিষ্ট কোনো হরফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে স্বর যে স্থানে থেমে যায় তা-ই হচ্ছে সে হরফের সঠিক মাখরাজ। যেমন, اَبْ اَتْ –

মাখরাজের সংখ্যা ঃ আরবী ২৯টি হরফের ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। মাখরাজগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) জাওফ (মুখ ও কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (২) হাল্‌ক (কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (৩) লেসান (জিহ্বা), (৪) শাফাতায়নে (দুই ঠোঁট), (৫) খায়শূম (নাসিকামূল)।

মদ্দের পরিচয় ঃ মদ্দের অর্থ লম্বা করা, অতিরিক্ত করা। মাদ্দের হরফ তিনটি, (১) আলিফ, যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যবর থাকে। যেমন قَـــالَ ; (২) ওয়াও যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন, نُوْرٌ (৩) ইয়া– যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যের থাকে। যেমন, فِيْلٌ

মদ্দে আসলী ঃ মদ্দের হরফের পূর্বে যদি হামযা (ء) না থাকে এবং পরেও হামযা বা সুকূন না থাকে, তাহলে এ মদ্দকে 'মদ্দে আসলী' বলে। উদাহরণ, وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

মদ্দে মোত্তাসেল ঃ একই শব্দে মদ্দের হরফের পরে যদি হামযা (ء) আসে, তাহলে তাকে 'মদ্দে মোত্তাসেল' বলে। উদাহরণ, جَآءَ – شَآءَ – جِيْٓئَ – سِيْٓئَ ....মদ্দে মোত্তাসেল চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়।

মাদ্দে মোনফাসেল ঃ পাশাপাশি অবস্থিত দু'টো শব্দের প্রথমটির শেষ হরফ মদ্দের এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম হরফটি হামযা (ء) হলে তাকে মদ্দে মোনফাসেল বলে। উদাহরণ– قَالُوْٓا اٰمَنَّا – ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا মাদ্দে মোনফাসেল দুই বা তিন আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যায়।

মদ্দে আরেযী ঃ মদ্দের হরফের পরে যদি ওয়াক্‌ফ করার কারণে সাকিন হয়, তবে তাকে মদ্দে আরেযী বলে। উদাহারণ ঃ اَلْعٰلَمِيْنَ – اَلرَّحِيْمُ .... মদ্দে আরেযী এক থেকে তিন আলিফ লম্বা করতে হয়।

নূন সাকিন ও তানওয়ীনের হুকুম চারটি ঃ (১) এযহার, (২) এদ্‌গাম, (৩) কলব (৪) এখ্‌ফা

১. এযহার ঃ এর অর্থ স্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে হালকের হরফসমূহের কোন একটি হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্নাহ না করে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। হালকের হরফ ছয়টি।

যথা, ء – ہ – ع – ح – غ – خ

১৭খ

নূন সাকিনের উদারহরণ, اَنْعَمْتَ – اَلْاَنْهٰرُ তানওয়ীনের উদাহরণ, كُلٌّ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

২. এদগাম ঃ এদগাম অর্থ প্রবেশ করানো। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এদগামের কোনো হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীন উচ্চারণ না করে পরবর্তী হরফের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হরফটিকে তাশদীদ সহকারে পড়তে হয়।

এদগামের হরফ ছয়টি। যথা, ن–و–ل–م–ر–ى-এর মধ্যে চারটি হরফে গুন্নাহ হয়। এ হরফ চারটি হচ্ছে, و–م–ن–ى এবং দু'টি হরফে গুন্নাহ হয় না। এগুলো ر ও ل

নূন সাকিনের উদাহরণ, مِنْ نِّعْمَةٍ – مَنْ يَّقُوْلُ , তানওয়ীনের উদাহরণ قَوْمٌ يَّجْهَلُوْنَ– وَيْلٌ لِّكُلِّ

৩. কলব ঃ কলব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ب বর্ণ আসলে, সে নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে م হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্না সহকারে পড়তে হয়।

নূন সাকিনের উদাহরণ, مِنْ بَعْدِ – مَنْ بَخِلَ তানওয়ীনের উদাহরণঃ – سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ – زَوْجٍ بَهِيْجٌ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ

৪. এখফা ঃ এখ্‌ফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এখ্‌ফার কোনো একটি হরফ আসলে ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্নাহসহকারে উচ্চারণ করতে হয়।

ইখফার হরফ পনেরটি, ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিনের উদাহরণ, مَنْ ضَلَّ – كُنْتُمْ ; তানওয়ীনের উদাহরণ, صَعِيْدًا طَيِّبًا– كَاْسًا دِهَاقًا

ওয়াজেব গুন্না ঃ নূন ও মীমের উপর তাশদীদ হলে অবশ্যই সেখানে গুন্না করতে হবে, একে ওয়াজেব গুন্না বলে। যেমন, اِنَّ اَمَّا । ❑

কোরআন শরীফ

বিরতি চিহ্নসমূহ

ط — এটা হচ্ছে وقف مطلق কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ, এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে, এখানে থামাটাই উত্তম।

ج — হচ্ছে وقف جائز শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে এখানে প্রয়োজন হলে থামা যেতে পারে।

ز থামাটা — হচ্ছে وقف مزوج-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না ভালো।

ص — হচ্ছে وقف م-এর সংক্ষেপ। এর মানে এখানে কথা শেষ হয়নি, তবে বাক্য দীর্ঘ হওয়ার কারণে যদি থামতে হয় তাহলে এখানেই থামা উচিত।

م — হচ্ছে وقف مرخص-এর সংক্ষেপ। এখানে না থামলে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামতেই হবে। কেউ কেউ একে وقف واجب-ও বলেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ওয়াজেবের অর্থ এ নয়, এখানে না থামলে কোনো বড় রকমের গুনাহ হয়ে যাবে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে; যতগুলো বিরতি চিহ্ন রয়েছে; তন্মধ্যে এখানে থামাটাই হচ্ছে বেশী প্রয়োজন।

لا — হচ্ছে لا تقف শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই যে অনুচিত তাও নয়; বরং এ চিহ্নবিশিষ্ট এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে থামা মোটেও অন্যায় নয়। এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। এখানে থামতে হলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের কিছু অংশের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। এ চিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আল্লামা সাজাওয়ান্দী কর্তৃক আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এটিও এমনি একটি চিহ্ন।

مع — হচ্ছে معانقة শব্দের সংক্ষেপ। যেখানে দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে, অর্থাৎ এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বুঝায়। সুতরাং এর যে কোনো এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে প্রথম জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতে থামা ঠিক নয়। এ চিহ্নটির আরেক নাম হচ্ছে مقابلہ এ চিহ্নটি ইমাম আবু ফযল প্রচলন করেছেন।

سكتة চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা, এখানে একটু না থেমে পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে।

قف এ চিহ্নটির জায়গায় সাকতার চাইতে একটু বেশী পরিমাণ থামতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

وقفه অর্থ এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এখানে মনে হয় থামা যাবে না।

صلے হচ্ছে الوصل اولى বাক্যটির সংক্ষিপ্ত। এর অর্থ আগের পরের দুটি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভালো।

صل হচ্ছে قد يوصل বাক্যের সংক্ষেপ, এখানে থেমে যাওয়া উত্তম।

وقف النبى ﷺ এ বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয় যেখানে রসূলুল্লাহ (স.) তেলাওয়াত করার সময় থামতেন। ❑

কোরআন শরীফ
কতিপয় পরিভাষা

০১. আল্লাহ — আল্লাহ
০২. আখেরাত — পরকাল
০৩. আ'রাফ — জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান
০৪. আহ্দ — অংগীকার করা
০৫. আবাদান — সর্বদা
০৬. আমর নাহী — আদেশ, নিষেধ
০৭. আরাফাত — আরাফাত ময়দান
০৮. আহলুল কিতাব — যাদের ওপর আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে
০৯. আহলুয যিম্মাহ্ — দায়িত্বশীল
১০. আনসার — সাহায্যকারী
১১. আদল — ন্যায়বিচার
১২. আলেম — জ্ঞানী
১৩. আজমী — অনারব
১৪. আরশ কুরসী — আরশ কুরসী
১৫. ইল্লিয়ীন — নেক লোকদের রূহ যেখানে থাকে
১৬. ইলহাম — মনে কোনো কিছু জাগিয়ে দেয়া
১৭. আজালুন — মৃত্যু
১৮. ইহসান — অনুগ্রহ
১৯. এনাবুন — ফিরে আসা
২০. ইসতেকামাত — দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া
২১. ইয়াকীন — আস্থা, বিশ্বাস
২২. ইনসান — মানুষ
২৩. এছ্ম — গুনাহ
২৪. ঈলা — স্ত্রী গমন না করার শপথ
২৫. ইদ্দত — গণনা,তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময়, অন্যথায় শোকের কাল
২৬. ঈমান — বিশ্বাস
২৭. উম্মাত — আদর্শভিত্তিক জাতি
২৮. এখলাস — নিষ্ঠা
২৯. এহরাম — এহরাম
৩০. এখওয়াতুন — ভাই
৩১. এলহাদ — নাস্তিক হওয়া
৩২. একামা — স্থির করা
৩৩. এতায়াত — আনুগত্য
৩৪. এছতেতায়াত — সামর্থ
৩৫. এবাদাত — বন্দেগী, আনুগত্য
৩৬. এজতেহাদ — শক্তি বুদ্ধি ব্যয় করা
৩৭. এত্তেবা' — অনুসরণ
৩৮. এস্তেগফার — ক্ষমা প্রার্থনা করা
৩৯. এসরাফ — অপচয়
৪০. এলম — জ্ঞান
৪১. ওসিলা — মাধ্যম, নৈকট্যের উপায়
৪২. অছিয়ত — অছিয়ত
৪৩. ওলিয়্যুন — বন্ধু, সাহায্যকারী
৪৪. ওয়াসওয়াসা — মনে খারাপ কথা সৃষ্টি করা
৪৫. ওফাত — মৃত্যু
৪৬. ওহী — ওহী
৪৭. কিতাব — লেখা, লিখিত পুস্তক
৪৮. কেয়ামত — কেয়ামত
৪৯. কাবা, কেবলা — কাবা, কেবলা
৫০. কাফ্ফারা — জরিমানা
৫১. কেছাছ — বদলা
৫২. কেফল — অংশ
৫৩. করয — ঋণ
৫৪. কুফর — অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
৫৫. কেয়ামা — কেয়ামত
৫৬. কেব্র — অহংকার
৫৭. খাতা — ভুল
৫৮. খুশু' — বিনয়
৫৯. খুযু' — নম্রতা
৬০. গায়ব — গোপন বিষয়
৬১. গনী — অভাবমুক্ত
৬২. সওয়াব — সওয়াব
৬৩. ছেহ্র — যাদু
৬৪. জান্নাত — বেহেশত
৬৫. জাহান্নাম — দোযখ
৬৬. জাযা — পুরস্কার
৬৭. জ্বিন, ইবলীস — জ্বিন, ইবলীস
৬৮. জান্বুন — পার্শ্বদেশ
৬৯. জানাবাত — অপবিত্রতা
৭০. জেহাদ — আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম করা, যার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে ময়দানের যুদ্ধ
৭১. তাওবা — তাওবা
৭২. তাগুত — সীমালংঘনকারী
৭৩. তাহারাত — পবিত্রতা
৭৪. তালাক — তালাক
৭৫. তায়াত — নেকী
৭৬. তাওয়াক্কুল — ভরসা করা

৭৭. তাবেঈন	অনুসরণকারী
৭৮. দলীল	দলীল
৭৯. দালালাত	গোমরাহী
৮০. দ্বীন-মিল্লাত	জীবন ব্যবস্থা, জাতি
৮১. দায়ন	ঋণ
৮২. দিয়াত	রক্তের দাবী
৮৩. নফস	প্রাণ, রক্ত, ব্যক্তি, মানুষ, মন
৮৪. নফল	অতিরিক্ত
৮৫. নেকাহ	বিয়ে
৮৬. নাফাকাত	ভরণ পোষণ
৮৭. নেফাক	দ্বিমুখী চরিত্র
৮৮. ফরয	অবশ্য পালনীয়
৮৯. ফেদইয়া	বিনিময়
৯০. ফুসুক	নাফরমানী
৯১. ফাসেক	নাফরমান
৯২. ফাছাদ	ধ্বংস, ক্ষতি
৯৩. ফেক্‌র	চিন্তা
৯৪. ফেকহ	উপলব্ধি
৯৫. ফকীর	বিত্তহীন
৯৬. বারযাখ	দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থান
৯৭. মালায়েকা	ফেরেশতারা
৯৮. মীযান	দাঁড়িপাল্লা
৯৯. মউত	মৃত্যু
১০০. মুলক-হুক্‌ম	সার্বভৌমত্ব, বিধান
১০১. মাহেল্লাহ্‌	ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়
১০২. মীকাত	কোনো কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময়
১০৩. মোহর	মোহর
১০৪. মীরাস	মৃতের মালে উত্তরাধিকার
১০৫. মোমেন	বিশ্বাসী
১০৬. মোশরেক	অংশীবাদী, পৌত্তলিক
১০৭. মোনাফেক	মোনাফেক, ভন্ড
১০৮. মোরতাদ	ধর্মান্তরিত
১০৯. মোখলেস	একনিষ্ঠ ব্যক্তি
১১০. মুনীব	আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী
১১১. মোলহেদ	দ্বীন থেকে সরে যাওয়া নাস্তিক ব্যক্তি
১১২. মোসতাকীম	সরল পথ
১১৩. মোহাজের	জন্মভূমি ত্যাগ করে যিনি অন্যত্র চলে যান
১১৪. মোজাহেদ	যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে
১১৫. মাগফেরাত	ক্ষমা করা

১১৬. মেসকীন	দরিদ্র, যার কিছু নেই
১১৭. মোত্তাকী	পরহেযগার
১১৮. যান্‌বুন	পাপ
১১৯. যাকাত	যাকাত
১২০. যুলম	অত্যাচার
১২১. যেক্‌র	স্মরণ
১২২. যালেম	অত্যাচারী
১২৩. রসূল	আল্লাহর বাণীবাহক
১২৪. রূহ	জীবন, হযরত জিবরাঈল (আ.)
১২৫. রেয্‌ক	জীবনোপকরণ
১২৬. রাযায়াত	দুধ খাওয়ানোর সময়সীমা
১২৭. রেবা	সূদ
১২৮. শাফায়াত	সুপারিশ
১২৯. শূরা	পরামর্শ
১৩০. শেরক	অংশীদারিত্ব
১৩১. শাহাদাত	আল্লাহর পথে জীবন দান করা
১৩২. শহীদ	যিনি শাহাদাত বরণ করেন
১৩৩. শোকর	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
১৩৪. যেদ্দা	বিপরীত করা
১৩৫. সাওম	রোযা
১৩৬. সিজ্জীন	দোযখীদের রূহের কয়েদখানা
১৩৭. সুন্নত	পথ, পদ্ধতি
১৩৮. সালাত	নামায
১৩৯. সাদাকা	যাকাত, সাদাকা
১৪০. সেদক	সত্য
১৪১. হুর	সাথীরা, হুরসমূহ, যেসব মেয়ের চোখ ও চুল কালো
১৪২. হাওয়ারী	সাহায্যকারী
১৪৩. হেদায়াত	হেদায়াত
১৪৪. হক বাতিল	সত্য মিথ্যা
১৪৫. হায়াত	জীবন
১৪৬. হালাল	হালাল
১৪৭. হারাম	নিষিদ্ধ
১৪৮. হজ্জ, ওমরাহ	হজ্জ, ওমরাহ
১৪৯. হাদী	দিক নির্দেশনাদানকারী
১৫০. হায়েয	হায়েয, মাসিক ঋতুস্রাব
১৫১. হিজাব	পর্দা
১৫২. হিজরত	ত্যাগ করা
১৫৩. হেকমা	বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান
১৫৪. হাছাদ	হিংসা
১৫৫. হামদ	প্রশংসা
১৫৬. হানীফ	ন্যায়পন্থী ❒

কোরআন শরীফ
সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী

তাওহীদ

রেসালাত

তাকদীর

আল কোরআন

অধ্যায় ২ ঃ কোরআন মাজীদ নাযিলের উদ্দেশ্য

অধ্যায় ৩ ঃ কোরআনের মোজেযা

অধ্যায় ৪ ঃ কোরআন মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত

ফেরেশতা

অধ্যায় ১ ঃ ফেরেশতাদের দায়িত্ব কর্তব্য

কেয়ামত

অধ্যায় ১ ঃ কেয়ামতের আলামত

(যেমন ইয়াজুজ মাজুজ, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব এবং পুনরায় হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন)

অধ্যায় ২ ঃ পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রমাণ

পবিত্রতা

নামায

যাকাত

রোযা

হজ্জ

১০, আল মোমতাহেনা ৪-৫, আত তাহরীম ৮, ১১, নূহ ২৪, ২৮, আল ফালাক ১-৫, আন নাস ১-৬

কোরআনের উপমাসমূহ

অধ্যায় ১ ঃ আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ

সূরা আল বাকারা, ১৭১, ১৭-২০, ২৬১, ২৬৪-২৬৬, আলে ইমরান ৫৯, ১১৭, আল আ'রাফ ১৭৬, ইউনুস ২৪, হুদ ২৪, ইবরাহীম ১৮, ২৪-২৬, আন নাহল ৭৫-৭৬, ১১২, আল কাহফ ৩২-৪৩, ৪৫, আন নূর ৩৫, আল আনকাবুত ৪১, আর রোম ২৮, আঝ ঝুমার ২৯, আল হাদীদ ২০, আল জুমুয়া ৫, আত তাহরীম ১১-১২

হালাল হারাম

অধ্যায় ১ ঃ কোরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম সমূহ

সূরা আল বাকারা, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, আল মায়েদা, ১, ৩, ৪-৫, ৮৭-৮৮, ৯০-৯২, ৯৬, ১০০, আল আনয়াম, ১১৯-১২০, ১২২, ১৪৬, আল আ'রাফ, ৩২-৩৩, আন নাহল, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭।

মোমেনের গুণাবলী

অধ্যায় ১ ঃ কোরআনে বর্ণিত মোমেনের গুণাবলী

সূরা আল বাকারা, ৩-৫, ২০৬, আলে ইমরান, ২৮, আল আনফাল, আত্ তাওবা, ৭১-৭২, ১১২, ২-৪, আর রা'দ, ১৯-২৪, আল হাজ্জ, ৩৪-৩৫, আল মোমেনূন ১-১১, ৫৭-৬১, আল ফোরকান, ৬৩-৭৬, আল কাসাস ৫৩-৫৫।

মোনাফেকের পরিচয়

অধ্যায় ১ ঃ কোরআনে বর্ণিত মোনাফেকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

সূরা আল বাকারা, ৮-১৬, ২০৪-২০৬, আলে ইমরান ২৩, ২৫, ১১৯, ১২০, আন নেসা ৪৪-৪৬, ৫১, ৬০-৬৬, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩৮, ১৪৫, আল মায়েদা ৪১, ৫২, ৬১-৬৩, আনফাল ৫, ৬, ৪৯, তাওবা ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৪-৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪-৯৮, ১০১, ১০৭-১১০, ১২৪, ১২৭, নূর ৪৭-৫৩, আনকাবুত ২-৪, ১০, ১১, আহযাব ১২-২০, ২৪, ৬১, ৭৩, মোহাম্মদ ১৬, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ফাতাহ ৬, ১১-১৬, হুজুরাত ১৪, ১৬, ১৭, হাদীদ ১৩-১৬, মোজাদালা ৭-১২, ১৪-১৮, ১৯-২০, হাশর ১১-১৪, মোনাফেকুন ১-৮, মাউন ৪-৭

আল্লাহর পথে জেহাদ

অধ্যায় ১ ঃ কোরআনে বর্ণিত জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতসমূহ

সূরা আল বাকারা, ২১৬, ইল ইমরান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭, ২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, আন নেসা ৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, আনফাল ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, আত তাওবা ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬, ২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩, হাজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮, ফোরকান ৫২, আনকাবুত ৬৯, আহযাব ২৫-২৭, মোহাম্মদ ৪, ২০, ফাতাহ ২৫, হুজুরাত ১৫, হাদীদ ১০, ১৯, মোমতাহেনা ১, ৮, ৯, সফ ৪, ১১, তাহরীম ৯, মোযযাম্মেল ২০

কোরআনের ঘটনাসমূহ

অধ্যায় ১ ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এবং ইবলীসের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৩০-৩৯, ১০২, ১৬৮-১৬৯, ২৬৮, আলে ইমরান ৩৩, আন নেসা ১২০, আল আ'রাফ ১১-২২, ২৭, ১৮৯, আল আনফাল ৪৮, ইউসুফ ৫, ৪২, আল হেজর ১৭-১৮, ২৮-৪৪, আন নাহল ৬৩, বনী ইসরাঈল ৫৩, ৬১-৬৫, আল কাহফ ৫০-৫১, ত্বোয়া-হা ১১৫-১২৪, আল হাজ্জ ৩-৪, ৫২, আন নূর ২১, আল ফোরকান ২৯, আশ শোয়ারা ২১০-২১২, ২২১, ২২৩, সাবা ২০-২১, ফাতের ৬, আস সাফফাত ৭-১০, সোয়াদ ৭১-৭৪, হা-মীম আস সাজদা ২৫, ৩৬, আয যোখরুফ ৩৬-৩৭, মোহাম্মদ ২৫, আল মোজাদালা ১৯, আল হাশর ১৬-১৭, আন নাস ৪-৬

অধ্যায় ২ ঃ আদম (আ.)-এর সন্তানদের ঘটনা

সূরা আল মায়েদা, ২৭-৩১

অধ্যায় ৩ ঃ হযরত নূহ (আ.) এবং তার জাতির ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আ'রাফ ৫৯-৬৪, ইউনুস ৭১-৭৩, হুদ ২৫-৪৮, ইবরাহীম ৯-১৭, বনী ইসরাঈল ৩, আল আম্বিয়া ৭৬-৭৭, আল মোমেনুন ২৩-২৯, আল ফোরকান ৩৭, আশ শোয়ারা ১০৫-১২০, আল আনকাবুত ১৪-১৫, আস সাফফাত ৭৫-৮৩, আয যারিয়াত ৪৬, আন নাজম ৫২, আল কামার ৯-১৪, আল হাদীদ ২৬, আত তাহরীম ১০, আল হা-ক্কাহ ১১, নূহ ১-২৮

অধ্যায় ৪ ঃ হযরত হুদ (আ.) এবং আদ জাতি

আল আ'রাফ ৬৫-৭২, হুদ ৫০, ইবরাহীম ৯-১৭, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১২৩-১৩৯, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মীম আস সাজদা ১৩-১৬, আল আহকাফ ২১-২৬, আয যারিয়াত ৪১-৪২, আন নাজম ৫০, আল ক্বামার ১৮-২০, আল হাক্কাহ ৪-৮, আল ফাজর ৬-১৩

অধ্যায় ৫ ঃ হযরত সালেহ (আ.) এবং সামুদ জাতি

সূরা আল আ'রাফ ৭৩-৭৯, হুদ ৬১-৬৭, ইবরাহীম ৯-১৭, আল হেজর ৮০-৮৪, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১৪১-১৫৮, আন নামল ৪৫-৫৮, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মী-ম আস সাজদা ১৩-১৪, ১৭-১৮, আয যারিয়াত ৪৩-৪৫, আন নাজম ৫১, আল কামার ২৩-৩১, আল হা-ক্কাহ ৪-৫, আল ফাজর ৯-১৩, আশ শামস ১১-১৫

অধ্যায় ৬ ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৪-১৩২, ১৩০-১৩৬, ২৫৮, ২৬০, আলে ইমরান ৬৫-৬৭, আন নেসা ১২৫, আল আনয়াম ৭৪-৯০, আত তাওবা ১১৪, হুদ ৬৯-৭৬, ইউসুফ ৬, ইবরাহীম ৩৫-৪১, আল হেজর ৫১-৬০, আন নাহল ১২০-১২৩, মারইয়াম ৪১-৪৯, আল আম্বিয়া ৫১-৫৩, আল হাজ্জ ২৬-২৭, আশ শোয়ারা, ৬৯-৮৭, আল আনকাবুত ১৬-২৭, ৩১-৩২, আস সাফফাত ৮৩-১০৬, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আয যোখরুফ ২৬-২৭, আয যারিয়াত ২৪-৩২, আল হাদীদ ২৬, আল মোমতাহেনা ৪

অধ্যায় ৭ ঃ হযরত লুত (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৬-৯০, আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হুদ ৭৪-৮৩, আল হেজর ৫৮-৭৭, আল আম্বিয়া ৭৪-৭৫, আশ শোয়ারা ১৬০-১৭৩, আন নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, আস সাফফাত ১৩৩-১৩৮, আয যারিয়াত ৩২-৩৭, আল কামার ৩৩-৩৮, আত তাহরীম ১০

অধ্যায় ৮ ঃ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৫-১২৯, ১৩৩, আল আনয়াম ৮৬-৯০, মারইয়াম ৫৪-৫৫, আল আম্বিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১০১-১০৭, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ৯ ঃ হযরত ইসহাক (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৬, আল আম্বিয়া ৭২-৭৩, আস সাফফাত ১১২-১১৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭

অধ্যায় ১০ ঃ হযরত ইয়াকুব এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩২, আলে ইমরান ৯৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৪-১০১, আল আম্বিয়া ৭২-৭৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আল মোমেন ৩৪

অধ্যায় ১১ ঃ হযরত শোয়ায়ব (আ.), আসহাবে আইকা এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

সূরা আল আ'রাফ ৮৫-৯৩, হুদ ৮৪-৯৫, আল হেজর ৭৮-৭৯, আশ শোয়ারা ১৭৬-১৮৯, আল আনকাবুত ৩৬-৩৭

অধ্যায় ১২ ঃ হযরত মুসা (আ.), হারুন (আ.), বনী ইসরাঈল, ফেরআউন এবং হামানের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২-৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩-২৫১, আন নেসা ১৫৩-১৫৬, ১৬৪, আল মায়েদা ১২-১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, আল আ'রাফ ১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১, আল আনফাল ৫৪, ইউনুস ৭৪-৯৩, হুদ ৯৬-৯৯, ১১০, ইবরাহীম ৫-৬, ৮, আন নাহল ১২৪, বনী

ইসরাঈল ২-৭, ১০১-১০৪, আল কাহফ ৬০-৮২, মারইয়াম ৫১-৫৩, ত্বোয়া-হা ৯-৯৮, আল আম্বিয়া ৪৮-৪৯, আল মোমেনুন ৪৫-৪৯, আল ফোরকান ৩৫-৩৬, আশ শোয়ারা ১০-৬৬, আন নামল ৭-১৪, আল কাসাস ৩-৪৮, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আস সাজদা ২৩-২৪, আল আহযাব ৬৯, আস সাফফাত ১১৪-১২২, আল মোমেন ২৩-৪৫, আয যোখরুফ ৪৬-৫৬, আদ দোখান ১৭-৩৩, আল জাসিয়া ১৬-১৭, আয যারিয়াত ৩৮-৪০, আল কামার ৪১-৫৫, আস সাফ্ ৫, আল জুমুয়া ৫-৬, আত তাহরীম ১১, আল হাক্কাহ ৯-১০, আল মোযযাম্মেল ১৫-১৬, আন নাযেয়াত ১৫-২৫, আল ফাজর ১০-১৩

অধ্যায় ১৩ ঃ কারুনের ঘটনা

সূরা আল কাসাস ৭৬-৮২, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আল মোমেন ২৩-২৪

অধ্যায় ১৪ ঃ হযরত দাউদ এবং সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১০২, ২৫১, আন নেসা ১৬৩, আল মায়েদা ৭৮, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আম্বিয়া ৭৮-৮২, আন নামল ১৫-৪৪, সাবা ১০-১৪, সোয়াদ ১৭-২৬, ৩০-৪০

অধ্যায় ১৫ ঃ হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা

আল আনয়াম ৮৬-৯০, ইউনুস ৯৮, আল আম্বিয়া ৮৭-৮৮, আস সাফফাত ১৩৯-১৪৮, আল কালাম ৪৮-৫০

অধ্যায় ১৬ ঃ হযরত ইদরীস (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৫-৯০, মারইয়াম ৫৬-৫৭, আল আম্বিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১২৩-১৩২

অধ্যায় ১৭ ঃ হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আম্বিয়া ৮৩-৮৪, সোয়াদ ৪১-৪৪

অধ্যায় ১৮ ঃ হযরত যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৮-৪১, আল আনয়াম ৮৫-৯০, মারইয়াম ৬-১৫, আল আম্বিয়া ৮৯-৯০

অধ্যায় ১৯ ঃ হযরত আল-ইয়াসা'য়া (আ.)-এর ঘটনা

আল আনয়াম, ৮৬-৯০, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ২০ ঃ হযরত যুল কেফল (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আম্বিয়া ৮৫, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ২১ ঃ হযরত ওযায়র (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ২৫৯, আত তাওবা ৩০

অধ্যায় ২২ ঃ হযরত ঈসা (আ.) এবং মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৮৭, ১৩৬, আলে ইমরান ৩৫-৩৭, ৪২-৫৯, আন নেসা ১৫৬-১৫৯, ১৭১, আল মায়েদা ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০-১১৮, আল আনয়াম ৮৫-৯০, আত তাওবা ৩০, মারইয়াম ১৬-৩১, আল আম্বিয়া ৯১, আল মোমেনুন ৫০, আয যোখরুফ ৫৯-৬১, আল হাদীদ ২৭, আস সাফ ৬, ১৪, আত তাহরীম ১২

অধ্যায় ২৩ ঃ হযরত লোকমান (আ.)-এর ঘটনা

সূরা লোকমান ১২-১৯

অধ্যায় ২৪ ঃ যুলকারনায়নের ঘটনা

সূরা আল কাহফ ৮৩-৯৮

অধ্যায় ২৫ ঃ কাওমে সাবার ঘটনা

সূরা আন নামল ২০-৪৪, সাবা ১৫-২১

অধ্যায় ২৬ ঃ আসহাবুল উখদুদ-এর ঘটনা

সূরা আল বুরূজ, আয়াত ৪-১১

অধ্যায় ২৭ ঃ আসহাবে কাহাফ এবং রকীম-এর ঘটনা

সূরা আল কাহফ ৯-২২, ২৫

অধ্যায় ২৮ ঃ হারূত এবং মারূতের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১০২

অধ্যায় ২৯ ঃ আসহাবুর রাচ্ছ-এর ঘটনা

সূরা আল ফোরকান ৩৮-৩৯, ক্বাফ ১২-১৪

অধ্যায় ৩০ ঃ আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

সূরা আল ফীল ১-৫ ❐

কোরআন শরীফ
সূচীপত্র ও নুযুলের ধারাবাহিকতা

১. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾
২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক,	اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲﴾
৩. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান,	الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۳﴾
৪. তিনি বিচার দিনের মালিক।	مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ﴿۴﴾
৫. (হে প্রভু,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই।	اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ﴿۵﴾
৬. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও-	اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ﴿۶﴾
৭. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো, তাদের (পথ) নয়- যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷﴾

১ রুকু

আয়াত ২৮৬
রুকু ৪০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল বাকারা

মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম।	الٓمّٓ ﴿۱﴾
২. (এই) সেই (মহা) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে (কোনো) সন্দেহ নেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে (এই কিতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক,	ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖۛ فِیۡهِ ۚۛ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۲﴾
৩. যারা গায়বের ওপর ঈমান আনে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে,	الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ﴿۳﴾
৪. যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে- (ঈমান আনে) তোমার আগে (অন্য নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَۃِ هُمۡ یُوۡقِنُوۡنَ ﴿۴﴾
৫. (সত্যিকার অর্থে) এ লোকগুলোই তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম,	اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی مِّنۡ رَّبِّهِمۡ ٭ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾
৬. যারা (এ বিষয়গুলোকে) নিশ্চিত অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো, (কার্যত) উভয়টাই তাদের জন্যে সমান (কথা), এরা (কখনো) ঈমান আনবে না।	اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ عَلَیۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۶﴾

৭. (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন ও শোনার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, এদের দেখার ওপরও আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্যে (পরকালের) কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰۤى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧
৮. মানুষদের মাঝে কিছু (লোক এমনও) আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, (অথচ) এরা (কিন্তু মোটেই) ঈমানদার নয়।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨
৯. (ঈমানের কথা বলে) এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করছে, (মূলত এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, (যদিও এ ব্যাপারে) তাদের কোনো চৈতন্য নেই।	يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩
১০. এদের মনের ভেতর রয়েছে (এক ধরনের মারাত্মক) ব্যাধি, (প্রতারণার কারণে) অতপর আল্লাহ তায়ালা (এদের সে) ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব, কেননা তারা মিথ্যা বলছিলো।	فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠
১১. তাদের যখন বলা হয়, তোমরা (এই শান্তিপূর্ণ) যমীনে অশান্তি (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, না, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١
১২. জেনে রেখো এরাই হচ্ছে আসল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা (বিষয়টা) বুঝে না।	اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢
১৩. তাদের যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনিভাবে ঈমান আনো, (তখন) তারা বলে (হে নবী, তুমি কি চাও), আমরাও নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনি? জেনে রেখো, (আসল) নির্বোধ তো হচ্ছে এরা নিজেরাই, যদিও তারা (এ কথাটা) জানে না!	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣
১৪. (মোনাফেকদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করছিলাম মাত্র!	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٤
১৫. (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তারা তাদের বিদ্রোহে উদ্ভ্রান্তের ন্যায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٥
১৬. এরা (জেনে বুঝে) হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, তাদের এ ব্যবসাটা (কিন্তু) মোটেই লাভজনক হয়নি এবং এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়।	اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝١٦

১ রুকু

ওয়াকফে লাযেম

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আগুন জ্বালাতে চাইলো, যখন তা তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের তিনি (এমন) অন্ধকারে ফেলে রাখলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾
১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, এরা (সঠিক পথের দিকেও) ফিরে আসবে না।	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
১৯. অথবা (এদের উদাহরণ হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে অন্ধকার, মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। বিদ্যুতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আংগুল ঢুকিয়ে রাখে, আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) কাফেরদের (সকল দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন।	أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿١٩﴾
২০. মনে হয় এখনই বিদ্যুত এদের চোখকে নিস্প্রভ করে দেবে; (এ অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা যখন এদের জন্যে একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা তার মধ্যে চলতে থাকে, আবার যখন তিনি তাদের ওপর অন্ধকার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের শোনার ও দেখার (ক্ষমতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ ২ রুকু
২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রব-এর এবাদাত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) পয়দা করেছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
২২. (তিনিই সেই মহান রব), যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তা দিয়ে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর তোমরা জেনে বুঝে (এ সব কাজে কাউকে) আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানিয়ো না।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমরা কোনো সন্দেহে থাকো তাহলে যাও– তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরা (রচনা করে) নিয়ে এসো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে (প্রয়োজনে) তাদেরও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তোমরা যদি তা না করতে পারো এবং (এটা জানা কথাই যে) তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (জাহান্নামের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, এটা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে।

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۙ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদের তুমি সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জান্নাত যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত)এ ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا ۙ وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে ওপরে যা কিছু আছে তার উদাহরণ দিতেও লজ্জা বোধ করেন না; যারা (আল্লাহর কথায়) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা জানে, এ সত্য তাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে, আর যারা (আগেই) সত্য অস্বীকার করেছে তারা (একে না মানার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে, আল্লাহ তায়ালা এ উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (আসলে) একই (জিনিস) দিয়ে অনেক লোককে তিনি গোমরাহ করলেও বহু লোককে তিনি (আবার) এ দিয়ে হেদায়াতের পথও দেখান, আর কতিপয় পাপাচারী ব্যক্তি ছাড়া তা দিয়ে অন্য কাউকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন না।

ওয়াকফে লাযেম

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তা ভংগ করে, (ব্যক্তি ও সমাজে) আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ককে মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি) যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে; এরাই হচ্ছে (আসল) ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং তোমাদের (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ق

২৯. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে তৈরী করেছেন,

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৩ রুকু

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি সেখানে এমন কাউকে (খলীফা) বানাতে চাও যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) এরা রক্তপাত করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আল্লাহ তায়ালা (অতপর) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, তোমরা যদি (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো?

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

৩২. ফেরেশতারা বললো (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই– যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো; তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কুশলী।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আল্লাহ তায়ালা (এবার) আদমকে বললেন, তুমি তাদের কাছে তাদের নামগুলো বলে দাও, অতপর আদম তাদের (সামনে) তাদের নামগুলো যখন বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় 'গায়ব' (সম্পর্কে) জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো আমি তাও জানি।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমের জন্যে সাজদা করো, অতপর তারা (আল্লাহর আদেশে) সাজদা করলো– শুধু ইবলীস ছাড়া; সে সাজদা করতে অস্বীকার করলো, সে অহংকার করলো এবং সে না-ফরমানদের দলে শামিল হয়ে গেলো।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এখান থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার করো, তোমরা এ গাছটির কাছেও যেও না, গেলে তোমরা (দু'জনই) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

৩৬. অতপর শয়তান সেখান থেকে তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো, তারা উভয়ে (বেহেশতের) যেখানে ছিলো সেখান থেকে সে তাদের বের করেই ছাড়লো, আমি তাদের বললাম, তোমরা একজন আরেক জনের দুশমন হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমাদের (পরবর্তী) বাসস্থান (হচ্ছে) পৃথিবী, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্যে জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ থাকবে।	فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. অতপর আদম তার মালিকের কাছ থেকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি বড়ো মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।	فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾
৩৮. আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে, সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অবশ্যই হেদায়াত আসবে, অতপর যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো প্রকার উৎকণ্ঠিতও হতে হবে না।	قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর যারা (সে হেদায়াত) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলো স্মরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের (দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।	يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾
৪১. আমি (মোহাম্মদের কাছে) যা নাযিল করেছি, তোমরা এর ওপর ঈমান আনো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা তার সত্যায়নকারী, তোমরা কিছুতেই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং সামান্য মূল্যে আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি করো না, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।	وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾
৪২. তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যের (গায়ে) পোশাক পরিয়ে দিয়ো না এবং জেনে বুঝে সত্য লুকিয়েও রেখো না।	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং (বাস্তবায়নের সময়) নিজেদের (কথা) ভুলে যাও, অথচ তোমরা সবাই কিতাব পড়ো; কিন্তু (কিতাবের এ কথাটি) তোমরা কি বুঝো না?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪ রুকু

৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও; (নিষ্ঠার সাথে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের কথা আলাদা,	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. (তাদের কথাও আলাদা) যারা জানে একদিন তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং তাদের (সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি, (নেয়ামত হিসেবে) আমি অবশ্যই তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি।	يٰبَنِيٓ إِسْرٰٓءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো যেদিন একজন আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেক জনের (পক্ষে) কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, (মুক্তির জন্যে) কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না– না তাদের (সেদিন কোনো) সাহায্য করা হবে!	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণা দিতো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের (তারা) জীবিত রেখে দিতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে বড়ো একটা পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।	وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾
৫০. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম, অতপর আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর (তা তো) তোমরা (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করছিলে!	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. (স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ কাজের জন্যে) চল্লিশ রাত সময় নির্ধারণ করে দিলাম, তারপর তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিলে, (আসলে) তোমরা (ছিলে বড়োই) যালেম!	وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰىٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُونَ ﴿٥١﴾
৫২. এরপর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও (ন্যায় অন্যায়ের) পরখকারী– (মানদণ্ড) দান করেছি, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা হেদায়াতের পথে চলতে পারো।	وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

৫ রুকু

৫৪. (আরো স্মরণ করো,) মূসা যখন তার নিজ লোকদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করে অবশ্যই নিজেদের ওপর (বড়ো রকমের) যুলুম করেছো, এ জন্যে অবিলম্বে তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাওবা করো এবং তোমাদের নিজেদের (শেরেকে অভিশপ্ত) নফসসমূহকে হত্যা করো, এর মাঝেই সৃষ্টিকর্তার কাছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (-সম এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে!	وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. অতপর তোমাদের (এই) মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনরায় জীবন দান করলাম, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।	ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম, 'মান্' এবং 'সালওয়া' (নামক খাবারও) আমি তোমাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম; (আমি বলেছিলাম,) সেসব পবিত্র খাবার তোমরা খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, (বরং এর দ্বারা) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾
৫৮. (স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং তোমরা তার যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, (দম্ভ সহকারে প্রবেশ না করে) মাথানত করে ঢোকো, তোমরা ক্ষমার কথা বলবে, আমিও তোমাদের ভুল ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেবো। যারা ভালো কাজ করে আমি তাদের (পাওনার অংক) বাড়িয়ে দেই।	وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও) অতপর যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রদবদল করে ফেললো, যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো, যারা যুলুম করলো তাদের ওপর আমি আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের গুনাহর ফল।	فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা (আমার কাছে) তার জাতির লোকদের জন্যে পানি চাইলো, আমি (তাকে) বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, (আঘাত করা মাত্রই) তা থেকে বারোটি (পানির) নহর উৎপন্ন হয়ে গেলো;	وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

৬ রুকু

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের (পানি পানের) ঘাট চিনে নিলো; (আমি বললাম,) আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে তোমরা পানাহার করো, তবে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

৬১. (স্মরণ করো,) তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা, (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্য ধরতে পারছি না, তুমি তোমার মালিকের কাছে বলো তিনি যেন আমাদের জন্যে কিছু ভূমিজাত দ্রব্য– তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডালের ব্যবস্থা করেন যা ভূমি উৎপাদন করে, সে বললো, তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে সরে পড়ো, যেখানে তোমাদের এসব জিনিস– যা তোমরা চাইবে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার ফলে) অপমান ও দারিদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো; আল্লাহর গযব দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়ে গেলো, এটা এ কারণে (যে), এরা (ক্রমাগত) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকলো, আর এসব কিছু এজন্যই ছিলো, এরা না-ফরমানী ও সীমালংঘন করছিলো!

৭ রুকু

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা ছিলো ইহুদী খৃস্টান এবং 'সাবী'– এদের (সবার মাঝে) যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে পরকালের ওপর এবং নেক কাজ করবে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার থাকবে এবং এসব লোকের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের (কাছ থেকে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে (বলে) ছিলাম; যে কিতাব তোমাদের আমি দান করেছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রেখো, আশা করা যায় তোমরা (শয়তান থেকে) বাঁচতে পারবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অতপর তোমরা এ ঘটনার পর (ওয়াদা) থেকে ফিরে গেলে, (আসলে) আল্লাহর অনুদান ও রহমত যদি তোমাদের ওপর না থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে!

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশের) সীমা লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও– (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত বানর (–এ পরিণত) হয়ে যাও।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. একে আমি সেসব মানুষদের– যারা তখন সেখানে (মজুদ) ছিলো– আরো যারা পরে আসবে, তাদের (সবার) জন্যেই একে আমি দৃষ্টান্তমূলক (ঘটনা) বানিয়ে দিয়েছি, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যেও এটি (ছিলো) একটি উপদেশ।

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۗ قَالُوْٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۗ قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁর নামে) একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিচ্ছেন; তারা বললো (হে মূসা, একথা বলে), তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? সে বললো, আমি (তামাশা করে) জাহেলদের দলে শামিল হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই!

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۗ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ۗ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বললো, তুমি তোমার রবকে বলো, আমাদের তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে বলে দেন– সে (জন্তু)টি কেমন (হবে)? সে বললো, অবশ্যই তা হবে এমন– যা বৃদ্ধ হবে না, আবার (একেবারে) বাচ্চাও হবে না; (বরং তা হবে) এর মাঝামাঝি বয়সের, (যাও, এখন) যা কিছু তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে– তাই করো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۗ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি তোমার রবকে জিজ্ঞেস করে নাও, তিনি আমাদের যেন বলে দেন তার রংটা কেমন হবে? সে বললো, তা হবে হলুদ রংয়ের,তার রং এতো আকর্ষণীয় হবে যে, যারা তার দিকে তাকাবে তা তাদেরই পরিতৃপ্ত করবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বললো (হে মূসা), তুমি তোমার মালিককে (আবার) জিজ্ঞেস করে নাও, (আসলে) তা কি ধরনের (গাভী) হবে, আমাদের কাছে (তো সব) গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়; আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এবার) অবশ্যই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ۗ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۗ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সে বললো, (আল্লাহ তায়ালার ঈপ্সিত) সে (গাভী) হবে এমন যে, সেটি কোনো চাষাবাদের কাজ করে না, যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত, (একথা শুনে) তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি (আমাদের সামনে) সত্য কথাটা নিয়ে এসেছো! অতপর তারা তা-ই যবাই করলো, যদিও (ইতিপূর্বে) মনে হয়নি, তারা এ কাজটি আদৌ করতে চায়।

৮ রুকু

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে, অতপর সে ব্যাপারে তোমরা একে অপরের ওপর (হত্যার) অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়টিই (মানুষের সামনে) বের করে আনতে চাইলেন, যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذٰلِكَ

৭৩. (হত্যাকারীকে খোঁজার জন্যে) আমি তোমাদের বললাম, (যবাই করা) সেই (গাভীর শরীরের) একাংশ দিয়ে তোমরা একে (মৃদু) আঘাত করো, এভাবেই

يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন এবং (এ ঘটনা দ্বারা) তিনি তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শনসমূহ তুলে ধরেন, আশা করা গিয়েছিলো তোমরা (সত্য) অনুধাবন করবে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. অতপর তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেলো, (এমন কঠিন) যেন তা (শক্ত) পাথর, (বরং মাঝে মাঝে মনে হয়) পাথরের চেয়েও বেশী কঠিন; (কেননা) কিছু পাথর এমন আছে যা থেকে ঝর্ণাধারা নির্গত হয়, আবার কোনো কোনো সময় তা বিদীর্ণ হয়ে ফেটেও যায় এবং তা থেকে পানিও বেরিয়ে আসে, (অবশ্য) এর মধ্য থেকে (এমন কিছু পাথর আছে) যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে; আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তোমরা কি এরপরও এই আশা পোষণ করো যে, এরা তোমাদের জন্যে ঈমান আনবে? এদের একাংশ তো (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কিতাব শুনে আসছে, অতপর তারা তাকে বিকৃত করছে, তাও করেছে তাকে ভালো করে বুঝার পর, অথচ তারা ভালো করেই জানে (যে, তারা কি করছে)।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. এরা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু এরা যখন গোপনে একে অপরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সেসব কথা প্রকাশ করে দাও যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের নবুওত সম্পর্কে আগেই তাওরাতে) তোমাদের ওপর ব্যক্ত করে দিয়েছেন; (খবরদার, তোমরা এমনটি কখনো করো না), তাহলে তারা (একদিন) তোমাদের প্রভুর সামনে এটা দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করবে, তোমরা কি বুঝতে পাচ্ছো না?

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. (কিন্তু) এরা কি জানে না যে, (আল্লাহর কিতাবের) যা কিছু এরা গোপন করে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা) যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. এদের মধ্যে আছে কিছু নিরক্ষর, যারা (আল্লাহর) কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, (আল্লাহর কিতাব এদের কাছে) নিছক মিথ্যা আকাংখা (সর্বস্ব পুস্তক) মাত্র, এরা শুধু অমূলক ধারণাই করে থাকে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সে সব লোকের জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য), যারা নিজেদের হাত দিয়ে কিতাব লেখে, তারপর বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (আসা শরীয়তের বিধান, উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তারা যেন তা দিয়ে সামান্য কিছু (স্বার্থ) কিনে নিতে পারে; তাদের হাত যা কিছু রচনা করেছে তার জন্যে তাদের ধ্বংস ও দুর্ভোগ, যা কিছু তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের দুর্ভোগ।

৮০. এরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না, (করলেও-) তা হবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের (জন্যে) মাত্র, (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো? আল্লাহ তায়ালা তো কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, না তোমরা জেনে বুঝেই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছো যা তোমরা নিজেরাই জানো না।	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿৮০﴾
৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ কামিয়েছে এবং যাকে তার পাপ ঘিরে রেখেছে, এমন লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।	بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿৮১﴾
৮২. (আবার) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তারা বেহেশতবাসী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿৮২﴾
৮৩. (স্মরণ করো) যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে (এ মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজন, এতীম-মেসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষদের সাথে সুন্দর কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে; অতপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই (এই প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে গেছো, (এভাবেই) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿৮৩﴾
৮৪. তোমাদের (কাছ থেকে) আমি এ প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলাম যে, তোমরা তোমাদের কারো রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা তা স্বীকারও করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছো!	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿৮৪﴾
৮৫. তারপর এই হচ্ছো তোমরা! তোমরা নিজেদের হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের এক দলকে তোমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে, অন্যায় এবং যুলুম দ্বারা তোমরা তাদের (কাজের) ওপর তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকলে, (শুধু তাই নয়), কোনো লোক (যুদ্ধ) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের জন্যে মুক্তিপণ দাবী করো, (অথচ) তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাটাই ছিলো তোমাদের ওপর অবৈধ কাজ (এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লংঘন); তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?	ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ

৭ রুকু

(সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা) ব্যক্তি (দ্বীনের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনয়নের) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, পরকালেও তাদের কঠিনতম আযাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে; তোমরা যা করছো, আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন।	مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ یُرَدُّوْنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿৮৫﴾
৮৬. (বস্তুত) এ লোকেরা আখেরাতের (স্থায়ী জীবনের) বিনিময়ে দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবন খরিদ করে নিয়েছে (কেয়ামতের দিন) তাদের ওপর থেকে (তাদের) আযাব কিঞ্চিৎ পরিমাণও হালকা করা হবে না, না সেদিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!	اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوُا الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْاٰخِرَةِ ؗ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْصَرُوْنَ ﴿৮৬﴾
৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, তারপর একে একে আমি আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি এবং (বাপ ছাড়া সন্তান পয়দা করার মতো) সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং (আমার বাণী ও) পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; (অথচ) যখনি তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো নবী আসতো, তোমাদের মনোপূত না হলে তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অস্বীকার করেছো, অতপর তাদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, (আবার) তাদের কোনো কোনো দলকে তোমরা হত্যাও করেছো।	وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ وَقَفَّیْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ؗ وَاٰتَیْنَا عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ وَاَیَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤی اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِیْقًا كَذَّبْتُمْ ؗ وَفَرِیْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿৮৭﴾
৮৮. তারা বলে, (হেদায়াতের জন্যে) আমাদের মন (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে, তাদের কুফরী করার কারণে আল্লাহ তায়ালাও তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, অতপর তাদের সামান্য পরিমাণ লোকই ঈমান এনেছে।	وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِیْلًا مَّا یُؤْمِنُوْنَ ﴿৮৮﴾
৮৯. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষে থেকে কোনো কিতাব নাযিল হলো– যা তাদের কাছে মজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (অথচ) এর আগে তারা নিজেরাই অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে (এ কিতাব ও তার বাহকের আগমন) কামনা করছিলো, (কিন্তু আজ) যখন তা তাদের কাছে এলো এবং যাকে তারা যথাযথ চিনতেও পারলো– তারা অস্বীকার করলো, যারা (আল্লাহর কিতাব) অস্বীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।	وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَی الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۚۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ؗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الْكٰفِرِیْنَ ﴿৮৯﴾
৯০. কতো নিকৃষ্ট (বস্তু) সেটি, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে, শুধু গোঁড়ামির বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অস্বীকার করেছে– (তাও শুধু এ কারণে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে নবুওত দিয়ে অনুগ্রহ করেন, (এ কুফরীর ফলে) তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধে আক্রান্ত হলো; আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ یَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْیًا اَنْ یُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ﴿৯০﴾

১০ রুকু

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের (বনী ইসরাঈল জাতির) ওপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাইরে যা– তা তারা অস্বীকার করে, (অথচ) তা একান্ত সত্য, তা তাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর কথাগুলোকেও সত্য বলে স্বীকার করে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি ঈমানদারই হও তাহলে এর আগে আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে কেন?

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমাদের কাছে তো সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে মূসাও (নবী হয়ে) এসেছিলো, অতপর তার (সামান্য অনুপস্থিতির) পরই তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করে নিলে! তোমরা (আসলেই) যালেম!

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম, তোমাদের (মাথার) ওপর তূর পাহাড় তুলে ধরে (আমি বলেছিলাম), যা কিছু বিধি বিধান আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, (এর জবাবে) তারা (মুখে তো) বললো হ্যাঁ, আমরা (তোমার কথা) শুনেছি, কিন্তু (বাস্তবে তা অস্বীকার করে তারা বললো,) আমরা তা অমান্য করলাম, (আসলে আল্লাহ তায়ালাকে) তাদের অস্বীকার করার কারণে সেই বাছুরকে মাবুদ বানানো (-এর নেশা দ্বারা তখনো) তাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখা হয়েছিলো, তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যিই মোমেন হও তাহলে বলতে পারো, এটা কতো খারাপ ঈমান– যা তোমাদের এ ধরনের কাজের আদেশ দেয়?

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি (তোমরা মনে করো,) অন্যদের বদলে পরকালের নিবাস আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট– তাহলে (তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫. (হে নবী, জেনে রাখো,) তারা নিজেদের হাত দিয়ে যা অর্জন করেছে (তার পরিণাম) জানার পর এরা কখনো তা কামনা করবে না, আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তুমি অবশ্যই তাদেরকে দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ওপর তারা বেশী লোভী, যারা শেরেক করে– (তারাও এদেরই মতো), এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হাজার বছর জীবিত থাকতে চায়, কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এদের দেয়া হোক না কেন, তা কখনো (আল্লাহর) আযাব থেকে (এদের) বাঁচাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন।

১১ রুকু

↓ ১ক

৯৭. (হে নবী,) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রু হতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) এমন সব বাণী তোমার অন্তকরণে নাযিল করে, যা তাদের কাছে মজুদ বিষয়সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, (আসলে) এ (গ্রন্থ) হচ্ছে মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও সুসংবাদ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮. যারা আল্লাহর শত্রু, শত্রু তাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতার ও নবী রসূলদের– (শত্রু) জিবরাঈলের ও মীকাঈলের, (তাদের জানা উচিৎ) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শত্রু।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছি; পাপী ব্যক্তিরা ছাড়া তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০. (এমন কি হয়নি যে,) যখনি তারা কোনো ওয়াদা করেছে (তখনই) তাদের এক দল তা ভংগ করেছে; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসে এবং যে তাদের কাছে (আগের কিতাবে) যেসব কথা মজুদ রয়েছে তার সত্যতা স্বীকার করে, তখনি সেই আগের কিতাব– যাদের দেয়া হয়েছে তাদের একটি দল আল্লাহর (পূর্ববর্তী) কিতাবের কথাগুলোকে এমনভাবে তাদের পেছনের দিকে ফেলে দেয়, যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. (এর সাথে যাদুমন্ত্রের) এমন কিছু জিনিসও এরা অনুসরণ করতে শুরু করলো, (যা) শয়তানরা সোলায়মান (নবী)-এর রাজত্বের সময় পড়তো, (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান কখনো (যাদু ব্যবহার করে আল্লাহকে) অস্বীকার করেনি, বরং (তাকে) অস্বীকার তো করেছে সেসব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে; ব্যাবিলনে হারূত মারূত দু'জন ফেরেশতার কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছিলো, (তা ছিলো যাদুপাগল মানুষদের পরীক্ষার জন্যে, আল্লাহর) সেই দু'জন ফেরেশতা (কাউকে) ততোক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ের শিক্ষা দিতো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা (এ কথাটা) তাদের বলে না দিতো যে, আমরা হচ্ছি (আল্লাহর) পরীক্ষা মাত্র, অতএব (কোনো অবস্থায়ই) তুমি (এ বিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো না, (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো, (যদিও) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারে না; তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না; তারা ভালো করেই এটা জেনে নিলো যে, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا

১খ

لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۛ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

পরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরস্কার পেতো; (কতো ভালো হতো) যদি তারা (এটা) অনুধাবন করতো!

১২ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ধৃষ্টতার সাথে কখনো) বলো না (হে নবী), ‘তুমি আমাদের কথা শোনো’, বরং (তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে) বলো, (হে নবী) ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো’, তোমরা (সর্বদা তাঁর কথা) শুনবে, (মনে রাখবে), যারা (তাঁর কথা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১০৫. (আসলে এই) আহলে কিতাব এবং যারা শেরেক করে তারা কেউই এটা পছন্দ করে না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে ভালো কিছু নাযিল হোক, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাঁকেই তাঁর অনুগ্রহে (নবুওতের জন্যে) বেছে নেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমি (যখন) কোনো আয়াত বাতিল করে দেই কিংবা (বিশেষ কারণে মানুষদের) তা ভুলিয়ে দিতে চাই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মতো কোনো আয়াত এনে হাযির করি, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের নবীর কাছে সে ধরনের (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে চাও– যেমনি তোমাদের আগে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো; কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, তাহলে সে ব্যক্তি সোজা পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আহলে কিতাবদের অনেকেই বিদ্বেষের কারণে ঈমানের বদলে তোমাদের আবার সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, (এমনকি) সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এপথ থেকে বিরত হবে না), অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যেসব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে (অগ্রিম) পাঠাবে তাঁর কাছে (গিয়ে এর সবই) তোমরা (মজুদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (এর) সব কিছু দেখতে পান।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বলে, ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছাড়া আর কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না, (আসলে) এগুলো তাদের একটা মিথ্যা কল্পনা; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলিল প্রমাণ নিয়ে এসো!

بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর সামনে নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় থাকবে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তান্বিত হবে!

১৩ রুকু

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃস্টানরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, খৃস্টানরা বলে ইহুদীরাও কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ এরা (উভয়েই) কিতাব পাঠ করে, এভাবেই যারা আদৌ কিতাবের কোনো কিছুই জানে না, এমন লোকেরা (আবার এদের উভয়ের সম্পর্কে) তাদের কথার মতো (এই) একই ধরনের কথা বলে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘর) মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তার ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হয়, এ ধরনের লোকদের (তো) তাতে ঢোকা শোভনীয়ই নয়, তবে একান্ত ভীত সন্ত্রস্তভাবে (ঢুকলে তা ভিন্ন কথা), তাদের জন্যে পৃথিবীতে যেমন অপমান লাঞ্ছনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরকালে কঠিনতম শাস্তি।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহ তায়ালার, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই তো আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী এবং জ্ঞানী।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. (খৃস্টান) লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে) নিজের সন্তান (-রূপে) গ্রহণ করেছেন, (অথচ) সব পবিত্রতা একান্তভাবে তাঁর, (তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে); আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই তাঁর জন্যে, এর সকল বস্তুই তাঁর অনুগত।

১১৭. আসমানসমূহ ও যমীনের তিনিই হচ্ছেন উদ্ভাবক, যখন তিনি কোনো একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, সে ব্যাপারে শুধু (এটুকুই) বলেন 'হও', আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৮. যারা (সঠিক কথা) জানে না তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, অথবা এমন কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে কেন আসে না (যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো); এদের আগের লোকেরাও এদের মতো করেই কথা বলতো; এদের সবার মন (আসলে) একই ধরনের; (আল্লাহকে) যারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে দিয়েছি।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ পাঠিয়েছি, (পাঠিয়েছি) আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো), তোমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১২০. ইহুদী ও খৃস্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করবে, তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতই হচ্ছে একমাত্র হেদায়াত; তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এ (কোরআন)-কে তেলাওয়াতের হক আদায় করে পড়ে; তারা তার ওপর ঈমানও আনে; যারা (একে) অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে আসল ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

১৪ রুকু

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সে নেয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের ওপর দান করেছি, (সে নেয়ামতের অংশ হিসেবে) আমি (এক সময়) তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন একজন মানুষ আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, না (সেদিন) তার কাছ থেকে কোনোরকম বিনিময় নেয়া হবে, (একের পক্ষে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবে না, (সেদিন) এসব লোকদের কোনোরকম সাহায্যও করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

وَإِذِ ابْتَلٰٓى إِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ إِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কতিপয় বিষয়ে (তাঁর আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন, অতপর সে তা পুরোপুরি পূরণ করলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নেতা বানাতে চাই; সে বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে)? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি যালেমদের কাছে পৌঁছবে না।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

১২৫. (স্মরণ করো,) আমি যখন মানুষদের মিলনস্থল ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (কাবা) ঘর নির্মাণ করেছিলাম; (আমি তখন তাদের আদেশ দিয়েছিলাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো; আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘর (কাবা)-কে (হজ্জ ও ওমরার) তাওয়াফকারীদের জন্যে, আল্লাহর এবাদাতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে, (সর্বোপরি তাঁর নামে) রুকু সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗٓ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১২৬. ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে রব, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে (কিংবা যারা) আল্লাহ তায়ালা এবং পরকাল দিবসকে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে রেযেক দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপকরণ উপভোগ করাতে থাকবো, অতপর আমি ধীরে ধীরে তাদের আগুনের আযাবের জন্যে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাচ্ছিলো (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো), হে আমাদের রব, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল করো, অবশ্যই তুমি সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. (তারা আরো বললো,) হে আমাদের রব, আমাদের উভয়কে তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে মালিক,) তুমি (এবাদাতের) আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতিসমূহ আমাদের দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, অবশ্যই তুমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

১২৯. হে আমাদের রব, তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি (এমন) একজন রসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদের তোমার কিতাবের জ্ঞান

১৫ রুকু

ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে, উপরন্তু (তা দিয়ে) সে তাদের পবিত্র করে দেবে (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো); অবশ্যই তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।	وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾
১৩০. (জেনে বুঝে) যে নিজেকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে, যে ইবরাহীমের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অথচ) তাকে আমি (নবুওতের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছি, শেষ বিচারের দিনে সে অবশ্যই নেক লোকদের মধ্যে শামিল হবে।	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهٖمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ج وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. যখন আমি তাকে বললাম, তুমি (আমার অনুগত) মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾
১৩২. (যে পথ ইবরাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো,) সে (পথে চলার) জন্যে সে তার সন্তান সন্ততিকেও ওসিয়ত করে গেলো, ইয়াকুবও (তার সন্তানদের ওসিয়ত করে বললো); হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (এই) দ্বীনকে পছন্দ করে দিয়েছেন, অতএব কোনো অবস্থায়ই (এ বিধানের) আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতিরেকে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।	وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهٖمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ط يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. (হে ইহুদী জাতি,) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে (তাঁর) মৃত্যু এসে হাযির হলো এবং সে যখন তাঁর ছেলেমেয়েদের বললো, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদাত করবে? তারা বললো, আমরা (অবশ্যই) তোমার মাবুদ– (তোমার পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবুদের এবাদাত করবো, (এ) মাবুদ হচ্ছেন একক, আমরা তো তাঁরই (সামনে) আত্মসমর্পণকারী।	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لا إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ط قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَاحِدًا ج وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. এরা ছিলো এক (ধরনের) জাতি, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের নিজেদের জন্যে, (আবার) তোমরা যা করবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের (কিছুই) জিজ্ঞেস করা হবে না।	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; (হে নবী,) তুমি বলো, (আমাদের কাছে তো) বরং ইবরাহীমের একনিষ্ঠ মতাদর্শই রয়েছে; আর সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর, (আমাদের আগে) ইবরাহীম, ইসমাঈল ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের (পরবর্তী) সন্তানদের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাও (আমরা মানি, তাছাড়া), মূসা, ঈসাসহ সব নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও আমরা ঈমান এনেছি, আমরা এদের কারো মধ্যেই কোনো তারতম্য করি না, আমরা হচ্ছি আল্লাহরই অনুগত (বান্দা)।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. এরা যদি তোমাদের মতোই আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক পথ পেতো, তারা যদি (সে পথ থেকে) ফিরে আসে তাহলে তারা অবশ্যই (উপদলীয়) অনৈক্যের মাঝে পড়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট (প্রমাণিত) হবেন, তিনিই শোনেন, তিনিই জানেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার, এমন কে আছে যার রং আল্লাহ তায়ালার রঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে? আমরা তো তাঁরই এবাদাত করি।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি (যেমন) আমাদের রব, (তেমনি) তিনি তোমাদেরও রব, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে, আমরা সবাই তাঁর (আনুগত্যের) ব্যাপারে নিষ্ঠাবান।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃস্টান? (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জানো– না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে মজুদ আল্লাহর কাছ থেকে (আগত) সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তাহলে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই গাফেল নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾ ع

১৪১. এরা ছিলো এক (ধরনের) সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের জন্যে, আর তোমাদের কর্মফল হবে তোমাদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৬ রুকু

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. (কেবলা বদলের পর) মানুষদের ভেতর থেকে কিছু মূর্খ লোক অচিরেই বলতে শুরু করবে (এ কি হলো এদের!) এতোদিন তারা তাদের যে কেবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, (আজ হঠাৎ করে) কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো? (হে নবী,) তুমি বলো, পূর্ব পশ্চিম (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. (যেভাবে আমি তোমাকে হেদায়াত দিয়েছি) সেভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের ওপর (হেদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং রসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। যে কেবলার ওপর তোমরা (এতোদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি, তোমাদের মধ্যে কে রসূলের অনুসরণ করে, আর কে তাঁর (অনুসরণ থেকে) ঘাড় ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর এটা ছিলো কঠিন (পরীক্ষা), অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদায়াত দান করেছেন তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্যে বারবার) আকাশের দিকে তোমার মুখ উঠানো আমি দেখতে পেয়েছি, অতপর আমি তোমাকে অবশ্যই এমন এক কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যেটাকে তুমি পছন্দ করো। (এখন থেকে) তুমি এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে (নামায আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখমন্ডলগুলোকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেবে; এসব লোক– যাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা ভালো করেই জানে; এ ব্যাপারটা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সম্পূর্ণ একটি সত্য (ঘটনা, এ সত্ত্বেও) তারা (এর সাথে) যে আচরণ করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবহিত নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. ইতিপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সামনে যদি তুমি (দুনিয়ার) সব কয়টি প্রমাণও এনে হাযির করো, (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর (এর পর) তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না, (তাছাড়া) এদের এক দলও তো আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করে না; (আমার পক্ষ থেকে) এ জ্ঞান তোমাদের কাছে পৌঁছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

ওয়াকফে লাযেম

১৪৬. যাদের আমি কিতাব দান করেছি এরা তাঁকে (ভালো করে) চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের; অবশ্যই এদের একদল লোক (সব সময়ই) জেনে বুঝে সত্য গোপন করার চেষ্টা করে।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আগত একমাত্র) সত্য, অতপর কোনো অবস্থায়ই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের দলে শামিল হয়ো না।	اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. প্রত্যেক (জাতির) জন্যেই (এবাদাতের) একটা দিক (নির্দিষ্ট করা) থাকে, যে দিকে সে মুখ করে (দাঁড়ায়), তোমরা কল্যাণের কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে (একই স্থানে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. তুমি যে কোনো স্থান থেকেই বেরিয়ে আসো না কেন, (নামাযের জন্যে) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও, কেননা এটাই হচ্ছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে (কেবলা সংক্রান্ত) সঠিক (সিদ্ধান্ত); আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. (হে নবী,) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামাযের জন্যে সেখান থেকেই) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে (দাঁড়িয়ে) যেও; (এ সময়) তুমি যেখানেই থাকো না কেন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাহলে (প্রতিপক্ষের) লোকদের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তাদের মধ্য থেকে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা আলাদা। তোমরা এদের ভয় করো না, ভয় করো আমাকে. যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে,	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. (সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুদ্ধ করে দেবে, (তৃতীয়ত) সে তোমাদের আমার কিতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (এর সাথে) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞানও শেখাবে, যা তোমরা কখনো জানতে না।	كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. অতএব (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও (পুরস্কার দিয়ে) তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।	فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

১৭ রুকু

১৮ রুকু

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে (আসল) জীবিত, কিন্তু (এ ব্যাপারে) তোমরা কোনো চৈতন্যই রাখো না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো বা) জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

১৫৬. যখন তাদের ওপর (কোনো) বিপদ আপদ আসে তখন যারা বলে, নিসন্দেহে আমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অবশ্যই আমরা (একদিন) তাঁর কাছে ফিরে যাবো।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) অবারিত রহমত ও অপার করুণা; আর এরাই হচ্ছে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

১৫৮. অবশ্যই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' (পাহাড় দুটো) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কেউ (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় (করার এরাদা) করে, তার জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই; যদি কোনো ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে), নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵۸﴾

১৫৯. মানুষের জন্যে যেসব (বিধান) আমি (আমার) কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তারপর যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও পরিষ্কার পথনির্দেশ গোপন করে, (জেনে রেখো) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, অভিশাপ করে অন্যান্য অভিশাপকারীরাও,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

১৬০. তবে যারা (এ কাজ থেকে) তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, যারা (সেসব সত্য) কথা প্রকাশ করবে (যা আহলে কিতাবরা গোপন করে আসছিলো) এদের ওপর আমি দয়াপরবশ হবো, আমি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۰﴾

১৬১. অবশ্যই যারা কুফরী করেছে এবং এই কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের ওপর

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে, (অভিশাপ) ফেরেশতাদের, (সর্বোপরি অভিশাপ) সমগ্র মানবকুলের,	عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. (অভিশপ্ত হয়েই) এরা সেখানে চিরদিন থাকবে, আযাব এদের ওপর থেকে (মোটেই) কম করা হবে না, তাদের কোনো রকম অবকাশও দেয়া হবে না।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. তোমাদের মাবুদ একক মাবুদ, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।	وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মাঝে, রাত দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে ভাসমান জাহাজসমূহে– যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়– (এর সব কয়টিতেই আল্লাহ তায়ালার) নিদর্শন মজুদ রয়েছে, (আরো রয়েছে) আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে) যা কিছু নাযিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে, ভূমির নির্জীব হওয়ার পর তিনিই পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অতপর এখানে তিনি সব ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সে মেঘমালা– যাকে আসমান যমীনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে– তাতে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।	اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভালোবাসা উচিত; আর যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে, (তাদের) সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অপরদিকে যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে বুঝতে পারতো), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. (সেদিনের) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (হতভাগ্য) লোকেরা– (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো, তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে, এদের সাথে তাদের সব সম্পর্ক (সেদিন) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।	اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. যারা (তাদের) অনুসরণ করেছে তারা (সেদিন) বলবে, আবার যদি একবার আমাদের জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (সুযোগ) থাকতো, তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে) তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম,	وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ

১৯ রুকু

২০ রুকু

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকান্ডগুলো তাদের ওপর একরাশ (লজ্জা ও) আক্ষেপ হিসেবে দেখাবেন; এরা (কখনো) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।	كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (কোনো অবস্থায়ই হালাল হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে,) সে তোমাদের (সব সময়) পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেবে এবং (সে চাইবে) যেন আল্লাহ তায়ালার নামে তোমরা এমন সব কথা বলতে শুরু করো যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না।	اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সে পথেরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি; তাদের বাপ-দাদারা যদি (এ ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে, এবং তারা যদি হেদায়াত নাও পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. যারা (হেদায়াত) অস্বীকার করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন (জন্তুর মতো), যে (তার পালের আরেকটি জন্তুকে) যখন ডাক দেয়, তখন (পেছনের সেই জন্তুটি তার) চীৎকার ও কান্নার আওয়ায ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না; (মূলত) এরা (কানেও) শোনে না, (মুখেও কিছু) বলতে পারে না, (চোখেও) দেখে না, (হেদায়াতের কথাও) এরা বুঝে না।	وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই দাসত্ব করো তাহলে আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি, (নিসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্যে) তোমরা আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর মৃত (জন্তুর গোশত), সব ধরনের রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ওপর (যবাই কিংবা উৎসর্গ করে) ডাকা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যে (ক্ষুধার) কষ্টে অতিষ্ট, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালংঘনকারী নয়, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী) বাড়াবাড়িও না করে, তাহলে (এই অপারগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গুনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অনেক মেহেরবান।	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের অংশবিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের পবিত্রও করবেন না, এদের জন্যেই রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীর পথ কিনে নিয়েছে, ক্ষমার বদলে তারা আযাব (বেছে) নিয়েছে, (মনে হচ্ছে) এরা ধৈর্যের সাথে (ধীরে ধীরে) জাহান্নামের আগুনের ওপর গিয়ে পড়ছে!

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সত্য (দ্বীন) সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; অবশ্যই যারা এই কিতাবে মতবিরোধ করেছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

২১ রুকু

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলসমূহকে পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতেই কিন্তু সব নেকী নিহিত নেই, তবে আসল নেকী হচ্ছে এই যে, একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, (কিতাবের বাহক) নবী রসূলদের ওপর এবং মাল সম্পদের ওপর তার নিজের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা (তার) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথিক মোসাফেরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষদের (দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্যে) যাকাত আদায় করবে– (তাছাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও (হক বাতিলের) যুদ্ধের সময় এরা ধৈর্য ধারণ করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষ।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

১৭৮. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে নরহত্যার (ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে) 'কেসাস' (প্রয়োগকে) ফরয করে দেয়া হয়েছে (এবং তা হচ্ছে) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি (দন্ডাজ্ঞা পাবে), দাসের বদলে (পাবে) দাস, নারীর বদলে নারীর ওপর (দন্ড প্রযোজ্য হবে), অবশ্য যে হত্যাকারীকে (–যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাইর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায়ানুগ পন্থা অনুসরণ (করে তা নিস্পত্তি) করতে হবে,

এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দন্ডহ্রাস (করার একটা উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র; এরপর যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তার জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।	ذٰلِكَ تَخۡفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ ؕ فَمَنِ اعۡتَدٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱۷۸﴾
১৭৯. হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহ নির্ধারিত এ) 'কেসাস'-এর (বিধান প্রতিষ্ঠার) মাঝেই তোমাদের (সত্যিকারের) 'জীবন' (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (নর হত্যার অপরাধ থেকে) বেঁচে থাকবে।	وَلَكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾
১৮০. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমাদের জন্যে এটাও ফরয করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের কোনো লোকের মৃত্যু এসে হাযির হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, (তাহলে) ন্যায়ানুগ পন্থায় (তা বন্টনের কাজে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে ওসিয়তের ব্যবস্থা থাকবে, এটা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ওপর (একান্ত) করণীয়।	كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ اِنۡ تَرَكَ خَيۡرَا ۖۚ اۨلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ حَقًّا عَلَى الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۱۸۰﴾
১৮১. যারা এটা শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো (তাদের জানা উচিত); এটা বদলানোর অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, যারা একে বদলে দিয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই তাঁর জানা।	فَمَنۡۢ بَدَّلَهٗ بَعۡدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثۡمُهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ يُبَدِّلُوۡنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱۸۱﴾
১৮২. (অবশ্য) কারো যদি ওসিয়তকারীর কাছ থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব কিংবা (অবিচার জনিত) অন্যায়ের আশংকা থাকে, তাহলে (যদি সদিচ্ছা নিয়ে) সে মূল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়, এতে তার কোনো দোষ হবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।	فَمَنۡ خَافَ مِنۡ مُّوۡصٍ جَنَفًا اَوۡ اِثۡمًا فَاَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۸۲﴾
১৮৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, আশা করা যায় তোমরা (এর মাধ্যমে) তাকওয়া অর্জন করতে পারবে;	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۙ ﴿۱۸۳﴾
১৮৪. (রোযা ফরয করা হয়েছে) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; যারা রোযা রাখার শক্তি রাখে (কিন্তু রোযা রাখে না), তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে গরীব ব্যক্তির (তৃপ্তিভরে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; (অবশ্য) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো (তাহলে) সেটা তোমাদের জন্যে ভালো; যদি তোমরা (রোযার উপকারিতা) সম্পর্কে জানতে!	اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۴﴾

২২ রুকু

১৮৫. রোযার মাস (এমন একটি মাস)– যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এ (কোরআন হচ্ছে) মানব জাতির জন্যে পথের দিশা, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (এ) মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে; (তবে) যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবর্তী (কোনো সময়ে) গুনে গুনে সেই পরিমাণ দিন পূরণ করে নেবে; (এ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কাজকর্মকে) আসান করে দিতে চান, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের (জীবনকে) কঠোর করে দিতে চান না। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যেন গুনে গুনে (রোযার) সংখ্যাগুলো পূরণ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. (হে নবী,) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তুমি তাকে বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং (সম্পূর্ণভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ۖ
اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. রোযার (মাসের) রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন মিলনের জন্যে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে; (আসলে তোমাদের) নারীরা (যেমনি) তোমাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ, ঠিক) তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ); আল্লাহ তায়ালা এটা জেনেছেন যে, (রোযার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে, অতপর তিনি (কড়াকড়ি শিথিল করে) তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন, এখন (তোমরা চাইলে) তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। (রোযায়), তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে নাও, মাসজিদে যখন তোমরা এতেকাফ অবস্থায় থাকবে তখন নারী সম্ভোগ থেকে বিরত থেকো; (রোযার ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা, অতপর তোমরা এ (সীমা রেখা)-র কাছেও যেয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্যে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى
نِسَآئِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۖ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا
مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্য (মানুষ)-দের সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করার জন্যে (তাকে) বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করো না।	وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯. (হে নবী,) তারা তোমাকে নতুন চাঁদগুলো (ও তাদের বাড়া কমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, (মূলত) এগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (একটি স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট (–যার মাধ্যমে মানুষরা দিন তারিখ জানতে পারে) এবং (জেনে নিতে পারে) হজ্জের সময়সূচীও। (এহরাম বাঁধার পর) পেছন দরজা দিয়ে (ঘরে) প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নেই,আসল সওয়াব হচ্ছে– কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলো (সেটা দেখা, এখন থেকে) ঘরে ঢোকার সময় (সামনের) দুয়ার দিয়েই তোমরা এসো, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।	يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾
১৯০. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেসব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তোমরা (কোনো অবস্থায়ই) সীমালংঘন করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।	وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾
১৯১. (যুদ্ধের ময়দানে) যেখানেই তোমরা তাদের পাও সেখানেই তোমরা তাদের হত্যা করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সেসব স্থান থেকে বের করে দাও (জেনে রেখো), ফেতনা ফাসাদ নরহত্যার চাইতেও বড়ো অপরাধ, তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না– যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো; (মূলত) এভাবেই কাফেরদের শাস্তি (নির্ধারণ করা হয়েছে)।	وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾
১৯২. অতপর তারা যদি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তাহলে (মনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।	فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (যমীনে শেরেকের) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন বিধান (পুরোপুরি) আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (অবশ্য) যারা যালেম তাদের কথা আলাদা।	وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

২৩ রুকু

২ক

১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যায়, কিন্তু) এ সম্মানিত মাসসমূহেও প্রতিশোধ (বৈধ) হবে; (এ সময়) যদি কেউ তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে তোমরাও তার ওপর তেমনি হস্ত প্রসারিত করো, যেমনি করে তারা তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তবে (সর্বদাই) তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকো, জেনে রেখো, যারা (সীমালংঘন থেকে) বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই রয়েছেন।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে অর্থ (সম্পদ) ব্যয় করো, (সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের (অতলে) নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (মানুষদের সাথে) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚۖۛ وَاَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টির) জন্যে হজ্জ ও ওমরা পালন করো; (পথে) যদি তোমাদের কোথাও আটকে দেয়া হয় তাহলে সে স্থানে কোরবানীর জন্যে যা কিছু সহজভাবে (হাতের কাছে) পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবানী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না; যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা যদি তার মাথায় কোনো রোগ থাকে (যে কারণে আগেই তার মাথা মুন্ডন করা প্রয়োজন হয়), তাহলে সে যেন এর বিনিময় (ফিদিয়া আদায় করে এবং তা) হচ্ছে কিছু রোযা (রাখা) অথবা অর্থ দান করা, কিংবা কোরবানী আদায় করা, অতপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যদি এক সাথে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায়, তার উচিত (তার জন্যে) যা সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী আদায় করা, যদি কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় (তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালে তিনটি এবং তোমরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সাতটি– (সর্বমোট) পূর্ণ দশটি রোযা রাখে, এই (সুবিধা)-টুকু শুধু তার জন্যে, যার পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশেপাশে বর্তমান নেই; তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব প্রদানকারী বটে!

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٝ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۧ ﴿١٩٦﴾

২৪ রুকু

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ (সুপরিচিত ও) সুনির্দিষ্ট, অতপর সে সময়গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ (আদায়) করার মনস্থ করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজ্জের ভেতর (কোনো) যৌনসম্ভোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি। তোমরা যা ভালো কাজ করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন; (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, নিসন্দেহে তাকওয়া হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕؔ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

২খ

১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহ তালাশ করতে (গিয়ে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে) চাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে, তখন (মোযদালাফায়) 'মাশয়ারে হারাম'-এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করো, (ঠিক) যেমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁকে ডাকার) পথ বলে দিয়েছেন, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্টদের দলে শামিল ছিলে!	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾
১৯৯. তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে অন্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, (নিজেদের ভুল ভ্রান্তির জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু!	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾
২০০. যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে, তখন (এখানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের (গৌরবের কথা) স্মরণ করতে, তেমনি– বরং তার চাইতে বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো। মানুষদের ভেতর এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, (সব) ভালো জিনিস তুমি আমাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, হাঁ, (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকে না।	فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾
২০১. (আবার) তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি এ দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দাও, (কল্যাণ দাও) পরকালেও; (সেদিনের বড়ো কল্যাণ হিসেবে) তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
২০২. এ ধরনের লোকদের জন্যে তাদের নিজ নিজ অর্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিস্যা (নির্ধারিত) রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।	أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾
২০৩. হাতেগনা (হজ্জের) এ কয়টি দিনে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো; (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে (মিনা থেকে) ফিরে আসে তাতে (যেমন) তার কোনো দোষ নেই, (তেমনি) কেউ যদি সেখানে আরো বেশী অপেক্ষা করতে চায় তাতেও তার কোনো দোষ নেই, (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্যে, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে জড়ো করা হবে।	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. মানুষদের মাঝে এমন লোকও আছে, যার কথাবার্তা তোমাকে পার্থিব জীবনে খুবই উৎফুল্ল করবে, তার মনে যা কিছু আছে সে তার ওপর আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু সে হচ্ছে ভীষণ ঝগড়াটে ব্যক্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. সে যখন (আল্লাহর যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, (তখন তার লক্ষ্য থাকে) যেন সেখানে সে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, (যমীনের) শস্যক্ষেত্র বিনাশ করে দিতে পারে, (জীবজন্তুর) বংশ নির্মূল করে দিতে পারে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারীদের) পছন্দ করেন না।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬. যখন তাকে বলা হয় (ফেতনা ফাসাদ না করে) তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তখন (মিথ্যা) অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি (আরো বেশী) উৎসাহিত করে, (মূলত) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; অবশ্যই (জাহান্নাম) হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৭. মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বড়োই অনুগ্রহশীল!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পুরোপুরিই ইসলামে দাখিল হয়ে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

২০৯. তোমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পরও যদি তোমরা পদস্খলন ঘটাও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

২১০. (তবে) তারা কি (সেদিনের) অপেক্ষা করছে, যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং (তাঁর) ফেরেশতাসহ মেঘের ছায়া দিয়ে তাদের কাছে আসবেন এবং (তখন তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়েই যাবে; সব কিছু তো (সর্বশেষে) আল্লাহর কাছেই উপনীত হবে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

২৫ রুকু

২১১. তুমি বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস করো, কি পরিমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দান করেছি; (আমি তাদের বলেছি,) যার কাছে (আল্লাহর) নেয়ামত আসার পর সে তা বদলে ফেলে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদানকারী।

سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

ওয়াকফে লাযেম

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে তাদের এ পার্থিব জীবনটা খুব শোভনীয় করে (সাজিয়ে) রাখা হয়েছে, এরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করে, (অথচ) এ ঈমানদার ব্যক্তি– যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে, শেষ বিচারের দিন তাদের মর্যাদা হবে (এদের তুলনায়) অনেক বেশী; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۣ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩. (এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, (পরে এরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো)। অতপর আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর (গুনাহগারদের জন্যে) আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন, তিনি তাদের সাথে সত্য (দ্বীন)-সহ গ্রন্থও নাযিল করলেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে; তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক (বিদ্রোহ ও) বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে মতবিরোধ করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তারা মতবিরোধ করেছিলো; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্নাতে প্রবেশ করবে! (অথচ) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বিপদের) মতো কিছুই তোমাদের কাছে এখনো আসেনি, তাদের ওপর (নানা) অভাব অভিযোগ ও রোগব্যাধি এসেছে, (কঠিন নিপীড়নে) তাদের প্রকম্পিত করে দেয়া হয়েছে, এমন কি স্বয়ং (আল্লাহর) নবী ও তার সংগী সাথীরা (এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন), হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য (অতি) নিকটে।

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫. তারা তোমার কাছে জানতে চাইবে তারা কি (কি খাতে) খরচ করবে, তুমি (তাদের) বলে দাও, যা কিছুই তোমরা তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতীম অসহায় মেসকীন এবং মোসাফেরের জন্যে খরচ করবে (তাই আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন); যা ভালো তোমরা করবে আল্লাহ তায়ালা তা অবশ্যই জানতে পারবেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

২১৬. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর সেটাই তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, (কিন্তু) এমনও তো হতে পারে যে বিষয়টি তোমাদের ভালো লাগে না,

وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

২৬ রুকু

তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমরা পছন্দ করবে, কিন্তু তা হবে তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ
قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ
اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ
حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭. সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো (গুনাহ), (কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, আর (আল্লাহদ্রোহিতার) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকান্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়, তুমি ভেবো না যে,) এরা তোমাদের সাথে (এ মাসসমূহে) লড়াই বন্ধ করে দেবে, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (ইসলামী) জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে; যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যায়, অতপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়– এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফের ছিলো, তাহলে তারাই হবে সেসব লোক যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের আশা করা যায়; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু!

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ
فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ
مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ ﴿٢١٩﴾

২১৯. (হে নবী,) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে, (যদিও) মানুষের জন্যে (এতে) কিছু (ব্যবসায়িক) মুনাফাও রয়েছে; কিন্তু এ উভয়ের গুনাহ এদের (ব্যবসায়িক) মুনাফার চাইতে অনেক বেশী; তারা তোমাকে (এও) জিজ্ঞেস করে যে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে; তুমি তাদের বলো, (দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর) যা অতিরিক্ত (তা খরচ করো); আল্লাহ তায়ালা এভাবে তোমাদের জন্যে (তাঁর) আয়াতসমূহ খুলে খুলে বলে দেন, আশা করা যায় তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে,

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ

২২০. ইহকাল পরকাল উভয় সময় (নিয়েই চিন্তা ভাবনা করবে); তোমাকে তারা এতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, সংশোধনের (সব) পন্থাই তাদের জন্যে উত্তম;

وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

যদি তোমরা (তোমাদের ধন সম্পদ) তাদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ), তারা তো তোমাদেরই ভাই; আর আল্লাহ তায়ালা (এটা) ভালো করেই জানেন, (কে) ন্যায়ানুগ (পন্থায় আছে, আর কে) ফাসাদী (স্বভাবের) লোক, আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদের আরো অধিক কষ্ট দিতে পারতেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহা ক্ষমতাবান, কুশলী।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

২২১. তোমরা (কখনো) কোনো মোশরেক নারীকে বিয়ে করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে, (মনে রেখো,) একজন মুসলমান দাসীও একজন (ঐতিহ্যবাহী) মোশরেক নারীর চাইতে উত্তম, যদিও এ (মোশরেক) নারীটি তোমাদের বেশী ভালো লাগে, (হে মুসলিম মহিলারা), তোমরা কখনো কোনো মোশরেক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (একজন উঁচু খান্দানের) মোশরেক ব্যক্তির চাইতে ভালো, যদিও এ মোশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে; (কেননা) এরা তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) দিকেই ডাকে, আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তাঁর মোমেন বান্দাদের তাঁর আদেশবলে জান্নাত ও ক্ষমার দিকেই আহ্বান জানান এবং (এ জন্যে) তিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৭ রুকু

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. (হে নবী,) তারা তোমার কাছ থেকে (মহিলাদের মাসিক) ঋতুকাল (ও এ সময় তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি বলো, (আসলে মহিলাদের) এ (সময়টা) হচ্ছে একটা (অপবিত্র ও) কষ্টকর (অবস্থা), (কাজেই) ঋতুকালে তাদের সংগ বর্জন করবে এবং (এ সময় দৈহিক মিলনের জন্যে) তোমরা তাদের কাছে যেও না, যতোক্ষণ না তারা (পুনরায়) পবিত্র হয়, অতপর তারা যখন পুরো পাক সাফ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও– (দৈহিক মিলনের) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা তাওবা করে এবং তিনি তাদেরও ভালোবাসেন যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসল ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো, তোমরা নিজেদের (ভবিষ্যতের) জন্যে কিছু (অগ্রিম নেক আমল) পাঠিয়ে দাও; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো, একদিন অবশ্যই তোমাদের সবাইকে তাঁর সামনাসামনি হতে হবে। মোমেনদের তুমি (পুরস্কারের) সুসংবাদ দাও।

২২৪. তোমরা তোমাদের (এমন) শপথের জন্যে আল্লাহকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে না, (যার মাধ্যমে) ভালো কাজ করা, (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কিছুই শোনেন এবং সব কথাই তিনি জানেন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

২২৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি অবশ্যই সে সব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পন্ন করো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ধৈর্যশীল।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে (তাদের মনস্থির করার) জন্যে তাদের চার মাসের অবকাশ রয়েছে, (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম থেকে) ফিরে আসে (তাহলে জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান!

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

২২৭. তারা যদি (স্ত্রীদের) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন জানেন।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۷﴾

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু (অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদ্দত) পর্যন্ত নিজেদের (পুনরায় বিয়ে) থেকে দূরে রাখে; তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না– যদি তারা আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে; এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীদের অধিকার অবশ্য একটু বেশী, যদি তারা উভয়ে পরস্পর মিলে মিশে চলতে চায়; পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (অর্থনৈতিক দায়িত্বের কারণে) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী, আল্লাহ তায়ালা বিপুল ক্ষমতার মালিক, (তিনি পরম) কুশলী।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾

২৮ রুকু

২২৯. তালাক দু'বার (মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয় বারের আগেই) হয় মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহৃদয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে; তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না–

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

এমন আশংকা যদি দেখা দেয় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম, এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গন্ডির ভেতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটা কোন দূষণীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না, আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করে তারাই হচ্ছে যালেম।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ থাকবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরে) তারা যদি মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসাতে তাদের ওপর কোনো দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা, যারা (এ সম্পর্কে) জানে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা যখন তাদের (ইদ্দতের) অপেক্ষার সময় পূর্ণ করে নেয়, তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো, নতুবা ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়া এবং (তাদের ওপর) বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না, আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের ওপরই যুলুম করে; (সাবধান) আল্লাহর আয়াতসমূহকে কখনো হাসি তামাশার বস্তু মনে করো না। স্মরণ করো (তোমরা ছিলে অজ্ঞ), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (হেদায়াত পাঠিয়ে) নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কিতাব নাযিল করেছেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদের (সব ধরনের) নিয়ম (কানুন) বাতলে দেন; (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

২৯ রুকু

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

২৩২. যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অতপর (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীরাও তাদের অপেক্ষার সময়টুকু শেষ করে নেয়, তখন তোমরা তাদের (পছন্দমতো) স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (বিয়ের জন্যে) সম্মানজনকভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছে যায়;

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (২৩২)

তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের এর মাধ্যমে আদেশ দেয়া যাচ্ছে; (মূলত) এটা তোমাদের জন্যে অধিক সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা, কারণ); আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (২৩৩)

২৩৩. মায়েরা পুরো দুটো বছরই তাদের (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে, (এ নিয়ম তার জন্যে) যে ব্যক্তি (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করতে চায়; সন্তানের (দুধ খাওয়ানোর) জন্যে মায়েদের (সম্মানজনক) ভরণ পোষণ (সুনিশ্চিত) করতে হবে; কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, (পিতার সংগতির কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে,) মায়েরাও যেন (আবার) নিজ সন্তান নিয়ে (বেশী) কষ্টে না পড়ে যায় এবং পিতাকেও যেন সন্তান (জন্ম দেয়ার) কারণে (অযথা) কষ্টে পড়ে যেতে না হয়, (সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের পিতার অবর্তমানে তার) উত্তরাধিকারীদের ওপর (সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার) এভাবেই (বহাল থাকবে, তবে কোনো পর্যায়ে) তারা উভয়ে যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও তাদের ওপর কোনো দোষের কিছু নেই; তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দাত্রীর পাওনা যথাযথভাবে তোমরা বুঝিয়ে দাও, তাতেও কোনো গুনাহ নেই (সর্বাবস্থায়) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখতে পান।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (২৩৪)

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তারা (যদি তাদের) স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায় (সে অবস্থায় স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায়, তাহলে) তারা তাদের নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (অপেক্ষার) এ সময়টুকু যখন তারা পূরণ করে নেবে, তখন এ বিষয়টিতে তোমাদের ওপর কোনো দোষ (চাপানো) হবে না। তখন তারা নিজেদের (বিয়ের) ব্যাপারে ন্যায়ানুগ পন্থায় যা ইচ্ছা তা করবে। (মূলত) তোমরা (যে) যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা (তার পুরোপুরি) খবর রাখেন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ

২৩৫. (এমন কি সে অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমরা কেউ যদি (তাদের) বিয়ে করার (জন্যে) পয়গাম পাঠাও, কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতর লুকিয়ে রাখো, (তাতেও) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই;

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

কেননা আল্লাহ তায়ালা এটা ভালো করেই জানেন, তাদের কথা তোমরা বার বার স্মরণ করো, কিন্তু (সাবধান আড়ালে আবডালে থেকে) গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, তাদের সাথে কখনো তোমাদের কথা বলতে হলে তা বলবে সম্মানজনক পন্থায়; তার (অপেক্ষার আল্লাহর নির্ধারিত) ইদ্দত শেষ হবার আগে কখনো (তার সাথে) বিয়ের সংকল্প করো না; জেনে রেখো, তোমাদের মনের সব (ইচ্ছা অভিসন্ধির) কথা কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁর থেকেই সতর্ক হও (এবং এও জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ধৈর্যশীল!

৩০ রুকু

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. যে স্ত্রীদের তোমরা কখনো স্পর্শ করোনি কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারণ করোনি (এমন অবস্থায়) যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাতে তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, (এ পরিস্থিতিতে মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত না হলেও) তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় কিছু (অর্থ) আদায় করে দেবে, ধনী ব্যক্তির ওপর (এটা হবে তার) নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর (হবে) তার সংগতি অনুযায়ী, (এটা) নেককার লোকদের ওপর (স্ত্রীদের) একটি অধিকার বটে।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. যদি (এমন হয়,) তোমরা তাদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছো এবং মোহরের অংকও নির্ধারিত করে নিয়েছো, তাহলে তাদের জন্যে পরিমাণ (থাকবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, (যা) আদায় করে দিতে হবে, (হাঁ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নিজের থেকে যদি তোমাদের তা মাফ করে দেয় কিংবা যে (স্বামীর) হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে– সে যদি (স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিয়ে) অনুগ্রহ দেখাতে চায় (সেটা ভিন্ন কথা), তোমরা যদি অনুগ্রহ করো (তাহলে) তা হবে তাকওয়ার একান্ত কাছাকাছি; কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা (কে) কি করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা দেখেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের ওপর (একান্ত) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে– এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেও।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ

২৩৯. অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে) তোমরা নামায পড়বে)– পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়,

فَاِذَآ اَمِنۡتُمۡ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۳۹﴾

তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন, যার কিছুই তোমরা (ইতিপূর্বে) জানতে না।

وَالَّذِيۡنَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنۡكُمۡ وَيَذَرُوۡنَ اَزۡوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزۡوَاجِهِمۡ مَّتَاعًا اِلَى الۡحَوۡلِ غَيۡرَ اِخۡرَاجٍ ۚ فَاِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِىۡ مَا فَعَلۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِنَّ مِنۡ مَّعۡرُوۡفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ ﴿۲۴۰﴾

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সে (পেছনে নিজ) স্ত্রীদের রেখে যায়, (তার উত্তরসুরিদের জন্যে তার) ওসিয়ত থাকবে যেন তারা এক বছর পর্যন্ত তারা তাদের (স্ত্রীদের) ব্যয়ভার বহন করে, (কোনো অবস্থায় ভিটেমাটি থেকে তাদের যেন) বের করে না দেয়, (হাঁ) যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে নেয়; তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দোষ পড়বে না; আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ কুশলীও!

وَلِلۡمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ؕ حَقًّا عَلَى الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۲۴۱﴾

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে ন্যায়সংগত ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে; যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এটা তাদের ওপর (স্ত্রীদের) অধিকার।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۴۲﴾

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করবে।

৩১ রুকু

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ خَرَجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ وَهُمۡ اُلُوۡفٌ حَذَرَ الۡمَوۡتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوۡتُوۡا ثُمَّ اَحۡيَاهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوۡ فَضۡلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَشۡكُرُوۡنَ ﴿۲۴۳﴾

২৪৩. তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, (এ কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও। এরপর তিনি তাদের পুনরায় জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

وَقَاتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۴۴﴾

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (সবকিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يُقۡرِضُ اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضۡعَافًا كَثِيۡرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ ۖ وَاِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۴۵﴾

২৪৫. কে (এমন) আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, (যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা (ঋণের) সে (অংক)টি তার জন্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা (কাউকে) ধনী (আবার কাউকে) গরীব করেন, (আর) তোমাদের (ধনী গরীব) সবাইকে তো একদিন তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مِنْۢ
بَعْدِ مُوْسٰی ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ
لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ
هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ
اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ
فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا
وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ
بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۴۶﴾

২৪৬. তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাঈল দলের কাছে (পাঠানো তাদের) কতিপয় নেতাকে দেখোনি? যখন তারা তাদের নবীর কাছে বলেছিলো, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যেন (তার সাথে মিলে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি; (আল্লাহর) সে (নবী তাদের) বললো, তোমাদের অবস্থা আগের লোকদের মতো এমন হবে না তো যে– আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন এবং তোমরা লড়াই করবে না, তারা বললো, আমরা কেন আল্লাহর পথে লড়বো না, (বিশেষ করে যখন) আমাদেরকে আমাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে (আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে), অতপর যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া অধিকাংশই (সেদিন) ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰی یَكُوْنُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰىهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ یُؤْتِیْ مُلْكَهٗ مَنْ یَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۴۷﴾

২৪৭. তাদের নবী তাদের বললো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত) করে পাঠিয়েছেন; (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার কি অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার? বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাইতে আমাদেরই বেশী, (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তাকে কখনো বেশী দেয়া হয়নি; (আল্লাহর) নবী বললো, তোমাদের ওপর (বাদশাহ হিসেবে) আল্লাহ তায়ালা তাকে বাছাই করেছেন এবং (এ জন্যে) তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞান (প্রতিভা) বাড়িয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর রাজক্ষমতা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ اِنَّ اٰیَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ
یَّاْتِیَكُمُ التَّابُوْتُ فِیْهِ سَكِیْنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰی
وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۲۴۸﴾ ع

২৪৮. তাদের নবী তাদের বললো, অবশ্যই তার বাদশাহীর কিছু চিহ্ন (থাকবে এবং তা) হচ্ছে, সে তোমাদের সামনে (বনী ইসরাঈলীদের হারানো) সিন্দুকটি এনে হাযির করবে, এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির বিষয় মজুদ থাকবে, (তাছাড়া) এ সিন্দুকে মূসা ও হারূনের পরিবার পরিজনের কিছু রেখে যাওয়া (জিনিসপত্রও) থাকবে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁর) ফেরেশতারা এ সিন্দুক তোমাদের জন্যে বহন করে আনবে, যদি তোমরা ঈমান আনো তাহলে (তোমরা দেখবে), এতে তোমাদের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

রুকু ৩২

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ
اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ
فَاِنَّهٗ مِنِّىْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا
جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ
قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ
كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

২৪৯. (রাজত্ব পেয়ে) তালুত যখন নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা ঝর্ণা (-র পানি) দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এ থেকে কোনো পানি পান করে তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি তা খাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি পান করে) নেয় তা ভিন্ন কথা, অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতেগোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃপ্তিভরে পানি পান করে নিলো; এ কয়জন লোক– যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো, তারা এবং তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (তাদেরই সাথী বন্ধু) যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا
رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে জালুতের (মোকাবেলা করার) জন্যে দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো;

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ
جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. অতপর তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যুদস্ত করে দিলো এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং তাকে (রাজত্বের) কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং তিনি তাকে নিজ ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফেতনা ফাসাদে ভরে যেতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল!

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এসব ঘটনা আল্লাহর এক একটা নিদর্শন, যা যথাযথভাবে আমিই তোমাকে শুনিয়েছি; তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো রসূলদের একজন!

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩. এই নবী রসূলদের কাউকে আমি কারো ওপর বেশী মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে (কেউ) এমনও ছিলো যার সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন তাদের কারো মর্যাদা তিনি (অন্যভাবে) বাড়িয়ে দিয়েছেন; আমি মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে (কতিপয়) উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতপর পবিত্র রূহের মাধ্যমে আমি তাকে সাহায্য করেছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের (আগমনের) পর যাদের কাছে এসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে, তারা কখনো মারামারিতে লিপ্ত হতো না, কিন্তু (রসূলদের পর) তারা (দলে উপদলে) বিভক্ত হয়ে গেলো, অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আবার তাদের কিছু লোক কুফরী করলো, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে এরা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

৩৩ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা আমার দেয়া ধন সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো– সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব ভালোবাসা থাকবে না– থাকবে না কোনো রকমের সুপারিশ; (এ দিনের) অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে যালেম।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

২৫৫. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি, ঘুম (তো দূরের কথা, সামান্য) তন্দ্রা (-ও) তাঁকে আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর; কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে তিনি যদি ভিন্ন কিছু চান (সেটা আলাদা), তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজটি কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কেননা) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতপর কোনো ব্যক্তি যদি বাতিল (মতাদর্শ)-কে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তায়ালা (সব) শোনেন (এবং সব) জানেন।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, তিনি তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকারসমূহ থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ)-ই হয় তাদের সাহায্যকারী, তারা তাদের (দ্বীনের) আলো থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

৩৪ রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ায়) রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার পর সে ইবরাহীমের সাথে স্বয়ং মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিপ্ত হলো, (বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, আমার রব, যিনি (সৃষ্টিকুলকে) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সে (দাম্ভিক শাসক) বললো, জীবন মৃত্যু তো আমিও দেই, ইবরাহীম বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয়ন ঘটান, (একবার) তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো! (এতে সত্য) অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।

ওয়াকফে লাযেম

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

২৫৯. অথবা (ঘটনাটি) কি সে ব্যক্তির মতো– যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে গেলো, (সে দেখলো) তা আপন অস্তিত্বের ওপর (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ (মৃত জনপদ)-কে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশ বছর মৃত (ফেলে) রাখলেন, এরপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমি (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন; বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্রও পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো, (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেন আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাড় পাঁজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি কিভাবে তা একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগিয়ে (নতুন জীবন) দিয়েছি, অতপর কিভাবে তাকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম বললো, হে রব, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন– তুমি কি (না দেখে) বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হাঁ (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সান্ত্বনা পাবে (এই যা)। আল্লাহ তায়ালা বললেন তুমি (বরং) চারটি পাখী ধরে আনো, অতপর (আস্তে আস্তে) এ পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওরা তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের কয়েক টুকরায় ভাগ করে,) তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অতপর তুমি ওদের (সবার নাম ধরে) ডাকো, (দেখবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

৩৫ রুকু

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বেরুলো, এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ করে শস্য দানা; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তার জন্যে (এটাকে) বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ।

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

২৬২. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং যা কিছু ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে (কাউকে) কষ্ট দেয় না, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে, (শেষ বিচারের দিন) এদের কোনো ভয় নেই, তারা (সেদিন) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. সুন্দর কথা বলা এবং ক্ষমা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো, যে দানের পরিণামে কষ্টই আসে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীল।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ

২৬৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং (অনুগৃহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকা বরবাদ করে দিয়ো না– ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশেই দান করে, সে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে (কিছু পাওয়ার ওপর) বিশ্বাস করে না; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর কিছু মাটি, সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো; (দান খয়রাত করে) তারা যা কিছু অর্জন করলো তার থেকে তারা কিছুই (সংগ্রহ) করতে পারলো না,

৩ক

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿২৬৪﴾

আর যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো সঠিক পথ দেখান না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿২৬৫﴾

২৬৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং নিজেদের মানসিক অবস্থাকে (আল্লাহর পথে) সুদৃঢ় রাখার জন্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি (সজ্জিত) ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর তা না হলেও শিশির বিন্দুগুলোই (ফসলের জন্য) যথেষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেন তোমরা কে কি কাজ করো।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿২৬৬﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, তার কাছে (সুন্দর) একটি বাগান থাকুক, যাতে খেজুর ও আংগুর থাকবে, তার তলদেশ দিয়ে আবার প্রবাহমান থাকবে কতিপয় ঝর্ণাধারা, সেখানে আরো থাকবে সব ধরনের ফলমূল, আর (এগুলো ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান থাকবে, (এ অবস্থায় হঠাৎ করে) আগুনের এক ঘূর্ণিবায়ু এসে তার সব (স্বপ্ন) জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এসব বিষয় নিয়ে) চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

৩৬ রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿২৬৭﴾

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যা অর্জন করেছো, সে পবিত্র (সম্পদ) এবং যা আমি যমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (আল্লাহর জন্যে এমন) খারাপ জিনিসগুলো বেছে তার থেকে ব্যয় করো না, যা অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো তা আলাদা, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা (কোনো কিছুরই) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই!

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۖ ﴿২৬৮﴾

২৬৮. (আল্লাহর পথে দান করার সময়) শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভয় দেখাবে এবং (নানাবিধ) অশ্লীল কর্মকান্ডের আদেশ দেবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর কাছ থেকে অসীম বরকত ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সম্যক অবগত।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿২৬৯﴾

২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে জ্ঞান কৌশল দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার) জ্ঞান কৌশল দেয়া হয়েছে (সে যেন মনে করে), তাকে (সত্যিকার অর্থেই) প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে, আর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া (এ থেকে) অন্য কেউই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

↓ ৩খ

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করো, আর যা কিছু (খরচ করার) মানত করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন; যালেমদের কোনোই সাহায্যকারী নেই।

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. তোমরা যদি (তোমাদের) দানকে প্রকাশ করো- ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা গোপন রাখো এবং (চুপে চুপেই) তা অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে বেশী উত্তম; (এ দানের কারণে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

২৭২. (যারা তোমার কথা শোনে না,) তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখান, তোমরা যা দান সদকা করো (তা) তোমাদের জন্যেই (কল্যাণকর, কারণ) তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই খরচ করো; (তোমরা আজ) যা কিছু দান করবে (আগামীকাল) তার পুরোপুরি বিনিময় তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তোমাদের ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৭৩. (দান সদকা তো এমন) কিছু গরীবদের জন্যে, যাদের আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত করে রাখা হয়েছে যে, তারা (নিজেদের রেযেকের জন্যে) যমীনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানবোধের কারণে এরা কিছু চায় না বলে অজ্ঞ (মূর্খ) লোক এদের মনে করে এরা (বুঝি আসলেই) সচ্ছল, কিন্তু এদের (বাহ্যিক) চেহারা দেখেই তুমি এদের (সঠিক অবস্থা) বুঝে নিতে পারো, এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না; তোমরা যা কিছুই খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা তার (যথার্থ) বিনিময় দেবেন, অবশ্যই তিনি সব কিছু জানেন।

৩৭ রুকু

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. যারা দিন রাত গোপনে প্রকাশ্যে নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মালিকের দরবারে তাদের এ দানের প্রতিফল (সুরক্ষিত) রয়েছে, তাদের ওপর কোনো রকম ভয় ভীতি থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ

২৭৫. যারা সূদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ জন্যে যে, এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সূদের মতোই (একটা কারবারের নাম, অথচ)

ওয়াকফে গোফরান ৬

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (২৭৫)

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সূদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যা হয়েছে তা তো তার জন্যে (অতিবাহিত হয়েই গেছে), সে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ওপর; কিন্তু যে ব্যক্তি (এই আদেশের পরও আবার সূদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (২৭৬)

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সূদ নিশ্চিহ্ন করেন, আর দান সদকাকে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (২৭৭)

২৭৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (২৭৮)

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সূদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, (তোমাদের কাছে) আগের সূদী (কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (২৭৯)

২৭৯. আর যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে), যদি তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, তোমরা অন্যের ওপর যুলুম করো না, তোমাদের ওপরও অতপর কোনো যুলুম করা হবে না।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (২৮০)

২৮০. সে (ঋণগ্রহীতা) ব্যক্তিটি কখনো যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে (তার ওপর চাপ দিয়ো না, বরং) তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি তা মাফ করে দাও, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম কাজ– যদি তোমরা জানো!

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ع (২৮১)

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, অতপর সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে (তার) কামাইর ফলাফল দিয়ে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।

৩৮ রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ
اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا
تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ
فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۸۲﴾

২৮২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো, তখন তা লিখে রাখো; তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা শিখিয়েছেন সে যেন কখনো লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়, (লেখার সময়) ঋণগ্রহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত সেখানে) লিখতে হবে, তাকে অবশ্যই তার রবকে ভয় করা উচিত, (চুক্তিনামা লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে) তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে; যদি সে ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ মূর্খ এবং (সামাজিক দিক থেকে) দুর্বল হয়, অথবা (চুক্তিনামার শর্ত বলে দেয়ার) ক্ষমতাই তার না থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে– কি কি কথা (চুক্তিতে) লিখতে হবে; (তদুপরি) তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষকে (এ চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুই জন পুরুষ (একত্রে) না থাকে তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে; এমন সব লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদের উভয় পক্ষই পছন্দ করবে, (সাক্ষীদের) যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না; (লেনদেনের) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক, তার দিনক্ষণসহ (লিখে রাখতে) অবহেলা করো না; এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মযবুত (ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত) এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিগ্ধ না হও তার সমাধানের জন্যেও এটা নিকটতর (পন্থা), তবে যা কিছু তোমরা নগদ আদান প্রদান করো তা না লেখলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে, (দলিলের) লেখক ও (তার) সাক্ষীদের কখনো (তাদের মত বদলানোর জন্যে) কষ্ট দেয়া যাবে না; তোমরা যদি তা করো তাহলে (জেনে রেখো), তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের (সবকিছুই) শিখিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা (সকল বিষয়) জানেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا
فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ

২৮৩. যদি তোমরা কখনো সফরে থাকো এবং (চুক্তিনামা লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও, তাহলে কোনো জিনিস বন্ধক রেখে তা (ঋণদাতার দখলে দিয়ে) দাও, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বন্ধকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত সেই

اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

আমানত যথাযথ ফেরত দেয়া এবং (আমানতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, যিনি তার মালিক। তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে সে অবশ্যই অন্তরের দিক থেকে পাপিষ্ঠ; বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

৩৯ রুকু

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

২৮৪. আসমান যমীনে যতো কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ তায়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ করবেন; (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

২৮৫. (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, (তাঁর সাথী) মোমেনরাও ঈমান এনেছে, এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর নবী রসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি ন; তারা বলে, আমরা (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনে নিয়েছি, হে আমাদের রব, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছেই হচ্ছে সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৬. আল্লাহ তায়ালা কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) অর্জন করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মোমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো,) হে আমাদের রব, আমরা যদি কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো গুনাহ করে ফেলি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের রব, যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু, অতপর কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

৪০ রুকু

১. আলিফ লা-ম মীম।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, (তিনি) চিরঞ্জীব, (তিনি) চিরস্থায়ী।	اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ﴿٢﴾
৩. তিনি সত্য (দ্বীন) সহকারে তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যা তোমার আগে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে। তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন;	نَزَّلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَاَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَالۡاِنۡجِیۡلَ ﴿٣﴾
৪. মানব জাতিকে (সঠিক) পথ প্রদর্শনের জন্যে ইতিপূর্বে (আল্লাহ তায়ালা আরো কিতাব নাযিল করেছেন), তিনি (হক ও বাতিলের মধ্যে) ফয়সালা করার মানদন্ড (হিসেবে কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে; আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতার মালিক, তিনি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটে!	مِنۡ قَبۡلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَاَنۡزَلَ الۡفُرۡقَانَ ۬ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ ﴿٤﴾
৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (মহান) তাঁর কাছে আসমান ও ভূখন্ডের কোনো তথ্যই গোপন নেই।	اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخۡفٰی عَلَیۡهِ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ؕ﴿٥﴾
৬. তিনি সেই মহান সত্তা যিনি (মায়ের পেটে কিংবা) শুক্রকীটে (থাকতেই) তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন; তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়।	هُوَ الَّذِیۡ یُصَوِّرُکُمۡ فِی الۡاَرۡحَامِ کَیۡفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿٦﴾
৭. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। (এই কিতাবে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে), এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কিতাবের মৌলিক অংশ, (এ ছাড়া) বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (এগুলোকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের) ফেতনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং (আল্লাহর কিতাবের অপ–) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে এসব (রূপক) আয়াত থেকে কিছু অংশের তারা অনুসরণ করে, (মূলত) এসব (রূপক) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না। (এ কারণেই) যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে তারা (এসব আয়াত সম্পর্কে) বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এসেছে, সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহর হেদায়াতে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।	هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚ۬ وَمَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘۘ وَالرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿٧﴾

ওয়াকফে লাযেম

৮. (তারা আরো বলে,) হে আমাদের রব, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো, (তখন তুমি আর) আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়ো না, একান্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

৯. হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে একদিন (তোমার কাছে) একত্রিত করবে, এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা ভংগ করেন না।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٩﴾

১ রুকু

১০. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর (আযাব) থেকে (তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে) কখনোই কোনো উপকার করবে না, তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾

১১. (তাদের পরিণতি হবে) ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তী (না-ফরমান) জাতিসমূহের মতো; তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, অতপর তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন; (বস্তুত) শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

১২. (হে নবী,) কাফেরদের তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের কাছে জড়ো করা হবে; (আর জাহান্নাম!) কতো নিকৃষ্ট অবস্থান!

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

১৩. সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিলো, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিলো; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিলো আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটি ছিলো কাফেরদের, তারা চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সাহায্য (ও বিজয় দান) করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

১৪. নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রূপা, পছন্দসই ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু ও যমীনের ফসলকে (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রাখা হয়েছে; (আসলে) এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্রী (মাত্র! স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

১৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে (মনোরম) জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পূত পবিত্র সংগী ও সংগিনীরা– থাকবে আল্লাহ তায়ালার (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।	قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوٰنٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ ١٥
১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও এবং (শেষ বিচারের দিন) তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।	اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ ١٦
১৭. এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল, সত্যাশ্রয়ী, অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা ঊষালগ্নের পূর্বে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।	اَلصّٰبِرِينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالْقٰنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١٧
১৮. আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, (সাক্ষ্য দিচ্ছে) ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়।	شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨
১৯. নিসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হবার পর) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٩
২০. যদি এরা তোমার সাথে (এ ব্যাপারে কোনোরূপ) বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বলো, আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা– (সবাই) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছি; অতপর যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কিতাব না পেয়ে) মূর্খ (থেকে গেছে), তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছো? (হ্যাঁ,) তারা যদি আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তারা তো সঠিক পথ পেয়েই গেলো, কিন্তু তারা যদি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

২ রুকু

আরবি	বাংলা অনুবাদ
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢٠	(তাহলে মনে রেখো), তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া; আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (কর্মকান্ড নিজেই) পর্যবেক্ষণ করছেন।
اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٢١	২১. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে– হত্যা করে মানব জাতির যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয়– তাদেরও, এদের তুমি এক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٢٢	২২. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কর্ম ব্যর্থ (ও নিষ্ফল) হয়ে গেছে, এদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٢٣	২৩. (হে নবী,) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি, যাদের আমার কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যা তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে, তখন তাদের একদল লোক (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে।
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٤	২৪. এটা এ কারণে যে, এ লোকেরা বলে, (দোযখের) আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, (আর করলেও তা হবে) হাতেগনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র, (মূলত) তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে নিজেদের মনগড়া ধারণাই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে।
فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٢٥	২৫. অতপর (সেদিন তাদের) কী অবস্থা হবে, যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে একত্রিত করবো, যেদিন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই– সেদিন প্রত্যেক মানুষকেই তার অর্জনের বিনিময় পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।
قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٦	২৬. (হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।
تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫	২৭. তুমিই রাতকে দিনের মাঝে শামিল করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর শামিল করো;

প্রাণহীন (বস্তু) থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাও, (আবার) প্রাণহীন (অসাড়) বস্তু থেকে বের করে আনো প্রাণসর্বস্ব (জীব) এবং যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসাবে রেযেক দান করো।	وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾
২৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা কখনো ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে কোনো আশংকা (থাকলে) নিজেদের বাঁচানোর প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা; আল্লাহ তায়ালা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী), কারণ তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আল্লাহর কাছেই।	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾
২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা তা যদি প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহ তায়ালা (ভালোভাবে) অবগত হন; আসমান যমীন ও এর (আভ্যন্তরীণ) সবকিছুও তিনি জানেন, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾
৩০. যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ সামনে হাযির দেখতে পাবে যা সে (দুনিয়ায়) অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কিছু অর্জন করবে সে সেদিন কামনা করতে থাকবে, তার এবং তার (কাজের) মাঝে যদি দুস্তর একটা তফাৎ থাকতো! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর (শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾
৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾
৩২. তুমি (আরো) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তুমি জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরদের পছন্দ করেন না।	قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্বের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন;	إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

৩ রুকু

৩৪. এদের সন্তানরা বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের বংশধর; আল্লাহ তায়ালা (সবার কথাবার্তা) শুনতে পান এবং (সব কথা তিনি) জানেন।

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿৩৪﴾

৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে তাকে আমি স্বাধীনভাবে তোমার (দ্বীনের কাজ করার) জন্যে উৎসর্গ করলাম, অতপর তুমি আমার পক্ষ থেকে এ সন্তানটিকে কবুল করে নাও, অবশ্যই তুমি (সব কথা) শোনো এবং (সব বিষয়) জানো।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿৩৫﴾

৩৬. অতপর সে (ইমরানের স্ত্রী) যখন তাকে জন্ম দিলো, (তখন) সে বললো, হে আমার রব, আমি তো একটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি (একটা মেয়েকে স্বাধীনভাবে কি করে আমি তোমার পথে উৎসর্গ করবো); আল্লাহ তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কি সন্তান জন্ম দিয়েছে, (আসলে কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে) ছেলে কখনো মেয়ের মতো হয় না। (ইমরানের স্ত্রী বললো) আমি এ তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি এ শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿৩৬﴾

৩৭. অতপর তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে তিনি ভালোভাবেই গড়ে তুললেন, (আর সে জন্যেই) তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন, (বড়ো হবার পর) যখনি যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব) এবাদাতের কক্ষে যেতো, (তখনি সে দেখতে) পেতো সেখানে কিছু খাবার (মজুদ) রয়েছে, (তা দেখে) যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম, এসব (খাবার) তোমার কাছে কোত্থেকে আসে? মারইয়াম জবাব দিতো, এ সব (আসে আমার মালিক) আল্লাহর কাছ থেকে; (আর) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিনা হিসাবে রেযেক দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿৩৭﴾

৩৮. সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের কাছে দোয়া করলো, হে আমার রব, তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি (মানুষের) ডাক শোনো।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿৩৮﴾

৩৯. অতপর ফেরেশতারা তাঁকে ডাক দিলো (এমন এক সময়ে–) যখন সে এবাদাতের কক্ষে নামায আদায় করছিলো (ফেরেশতারা বললো, হে যাকারিয়া,) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইয়াহইয়ার (জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ দিচ্ছেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى

مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

আল্লাহর পক্ষ থেকে সে তাঁর বাণীর সত্যায়ন করবে, সে হবে (সমাজের) নেতা, সচ্চরিত্রবান, নবী, (সর্বোপরি সে হবে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪০. (এ কথা শুনে) যাকারিয়া বললো, হে আমার রব, আমার (ঘরে) ছেলে হবে কিভাবে, বার্ধক্য তো আমাকে পেয়ে বসেছে (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে সে সম্পূর্ণ অক্ষম); আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা চান তা তিনি করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৪১. সে (যাকারিয়া) নিবেদন করলো, হে রব, তুমি আমার জন্যে (এর) কিছু (পূর্ব) লক্ষণ ঠিক করে দাও; তিনি বললেন (হাঁ), তোমার (সে) লক্ষণ হবে, তুমি তিন দিন (তিন রাত) পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইংগিত ছাড়া কথাবার্তা বলবে না; (এ অবস্থায়) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় (তাঁর) তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

৪ রুকু

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. (অতপর মারইয়াম বয়োপ্রাপ্ত হলে) আল্লাহর ফেরেশতারা যখন তাকে বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে তোমাকে (বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (সে জন্যে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. হে মারইয়াম, (এর জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও, (তাঁর জন্যে) সাজদা করো এবং যারা (তাঁর জন্যে) রুকু করে তুমিও তাদের সাথে রুকু করো।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী,) এ সবই হচ্ছে গায়বের সংবাদ, আমিই এগুলো তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাযির ছিলে না– (বিশেষ করে) যখন (এবাদাতখানার পুরোহিতরা) মারইয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে তাদের (লটারির) 'কলম' নিক্ষেপ করছিলো, আর তুমি তাদের ওখানেও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা (এ নিয়ে) বিতর্ক করছিলো!

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖۗ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতপর ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত) নিজস্ব বাণী দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ– মারইয়ামের পুত্র ঈসা, দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই সে সম্মানিত হবে, সে হবে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিভাবে) কথা বলবে এবং সে হবে নেককার মানুষদের একজন।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. মারইয়াম বললো, হে আমার মালিক, আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি; আল্লাহ বললেন, এভাবেই– আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) তাকে পয়দা করেন; তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন, 'হও', অতপর (সাথে সাথে) তা হয়ে যায়।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

৪৮. (ফেরেশতারা বললো,) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন, (তিনি তাকে) তাওরাত এবং ইনজীলও শিক্ষা দেবেন।

৫ রুকু

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (আল্লাহ তায়ালা তাকে) বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল করে পাঠালেন (অতপর সে তাদের বললো), আমি নিসন্দেহে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের কিছু) নিদর্শন নিয়ে এসেছি (সে নিদর্শনগুলো হচ্ছে), আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর মতো করে একটি আকৃতি বানাবো এবং পরে আমি তাতে ফুঁ দেবো, অতপর আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে, আর আমি জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করে দেবো, আল্লাহর ইচ্ছায় (এভাবে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো, আমি তোমাদের আরো বলে দেবো, তোমরা কি কি জিনিস খাও, আবার কি জিনিস (না খেয়ে) তোমাদের ঘরে জমা করে রাখো; (মূলত) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো তাহলে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ڏ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. (ঈসা আরও বললো,) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, (তা ছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এ) নিদর্শন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

৫১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের থেকে কুফরী আঁচ করতে পারলো, তখন সে (সাথীদের ডেকে) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহ তায়ালার পথে আমার সাহায্যকারী হবে! হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা সবাই তাঁর (এক একজন) অনুগত বান্দা।	فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. (হাওয়ারীরা বললো,) হে আমাদের রব, তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি (সত্যের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের (নাম) লিখে দাও।	رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা (নবীর) বিরুদ্ধে শঠতা করলো, তাই আল্লাহও কৌশলের পন্থা গ্রহণ করলেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী!	وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং (অচিরেই) আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো, যারা অস্বীকার করেছে তাদের (যাবতীয় পাপ) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এ অস্বীকারকারীদের ওপর (বিজয়ী করে) রাখবো, অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আমার কাছেই, সেদিন (ঈসা সম্পর্কিত) যেসব বিষয় নিয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো।	اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّیْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬. যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করেছে আমি তাদের এ দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (আগুনে দগ্ধ হওয়ার) কঠোরতর শাস্তি দেবো, (এ থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۵۶﴾
৫৭. অপরদিকে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অতপর আল্লাহ তাদের (সবাই)-কে তাদের পাওনাসমূহ পুরোপুরিই আদায় করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের (কখনো) ভালোবাসেন না।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮. এই কিতাব যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা হচ্ছে (আল্লাহর) নিদর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ।	ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۵۸﴾

রুকু ৬

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৫৯. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো; তাকে তিনি (মাতা-পিতা ছাড়া) মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর তাকে বললেন, হয়ে যাও, সাথে সাথে তা (মানুষে পরিণত) হয়ে গেলো।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. (এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য (প্রতিবেদন), অতপর তোমরা কখনো তাদের দলে শামিল হয়ো না যারা সন্দেহ পোষণ করে।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

৬১. সে বিষয়ে (আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও যদি কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করতে চায়, তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকবো এবং তোমাদের ছেলেদের ডাকবো, (আমরা ডাকবো) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদেরও, (সাথে) আমরা আমাদের নিজেদের এবং তোমাদেরও (এক সাথে জড়ো হওয়ার জন্যে) ডাক দেবো, অতপর আমরা বিনীতভাবে দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. এ হচ্ছে সঠিক (ও নির্ভুল) ঘটনা, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহ তায়ালা কলহ সৃষ্টিকারীদের (ভালো করেই) জানেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (একমত হই) যা আমাদের কাছে এক (অভিন্ন), আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেবো না; অতপর তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা (আল্লাহর সামনে) আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।

৭ রুকু

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. (তুমি বলো,) হে কিতাবধারীরা, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে (অযথা) কেন (এই) তর্ক করো (যে, সে ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিলো), তাওরাত ও ইনজীল যে তার পরে নাযিল করা হয়েছে (সে ব্যাপারেই বা কেন তর্ক করো); তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

↓ ৪ক

৬৬. হ্যাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের (হয় তো) কিছু কিছু জানাশোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তোমরা অনেক তর্ক বিতর্কও করলে, কিন্তু যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই; সেসব বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো কেন? আল্লাহ তায়ালাই (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না,

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. (সঠিক ঘটনা হচ্ছে,) ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না– খৃস্টানও ছিলো না; বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম; সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. মানুষদের মাঝে ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের বেশী অধিকার তো আছে সেসব লোকের, যারা তার অনুসরণ করেছে, (আসলে) এ নবী ও (তার ওপর) ঈমান আনয়নকারীরাই (হচ্ছে) ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ঈমানদারদের একমাত্র সাহায্যকারী।

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এ কিতাবধারীদের একটি দল তোমাদের কোনো না কোনোভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়; তাদের এ বোধটুকু নেই যে, (তাদের এসব কর্মপন্থা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা নিজেরাই (এর সত্যতার) সাক্ষ্য দিচ্ছো।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন 'হক'-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছো, (এতে করে) তোমরা তো সত্যই গোপন করছো, অথচ (এটা যে সত্যের পরিপন্থী) তা তোমরা জানো।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল লোক (তাদের নিজেদের লোকদের) বলে, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় তা অস্বীকার করো, সম্ভবত তারা (এর ফলে ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. যারা তোমাদের জীবনবিধানের অনুসরণ করে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই তোমরা মেনে নিয়ো না; (হে নবী,) তুমি বলে দাও, একমাত্র হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত,

وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ

أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

(তোমরা একথা মনে করো না), তোমাদের যে ধরনের (ব্যবস্থা) দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য কাউকেও দেয়া হবে অথবা (সে সূত্র ধরে) অন্য লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তিতর্ক খাড়া করবে (হে নবী), তুমি তাদের বলে দাও, (হেদায়াতের এ) অনুগ্রহ অবশ্যই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশাল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৭৪. নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই (হেদায়াতের জন্যে) নির্দৃষ্ট করে নেন; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক।

৮ রুকু

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আহলে কেতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তার কাছে ধন সম্পদের এক স্তূপও আমানত রাখো, সে (চাওয়া মাত্রই) তা তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছে যার কাছে যদি একটি দীনারও তুমি রাখো, সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, হ্যাঁ, যদি (এ জন্যে) তুমি তার ওপর চেপে বসতে পারো (তাহলে সেটা ভিন্ন), এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই (অ-ইহুদী) অশিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এরা (আসলে) বুঝে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে।

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. অবশ্যই যারা আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি ও শপথসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়, পরকালে (আল্লাহর পুরস্কারের) কোনো অংশই তাদের জন্যে থাকবে না, এদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাবার্তা বলবেন না, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তিনি তাদের পাক পবিত্রও করবেন না, এদের জন্যে রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ

৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কিতাবের কোনো অংশ যখন পড়ে তখন নিজেদের জিহ্বা এমনভাবে এদিক-সেদিক করে নেয়, যাতে তোমরা মনে করো, সত্যি বুঝি তা কিতাবের কোনো অংশ, কিন্তু (আসলে) তা কিতাবের কোনো অংশই নয়, তারা আরো বলে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়,

↓ ৪খ

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে চলেছে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. কোনো মানব সন্তানের পক্ষেই এটা (সম্ভব) নয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করবেন, অতপর সে লোকদের বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে (তো এ কথাই) বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের বান্দা হয়ে যাও, কেননা তোমরাই মানুষদের (এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তা) অধ্যয়ন করছিলে।

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের রব হিসেবে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ দেবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দিতে পারে?

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

৮১. আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে) কিতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার কোনো) রসূল আসবে, যে তোমাদের কাছে রক্ষিত (আগের) কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে; তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি অংগীকার গ্রহণ করছো এবং আমার এ প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব পালন করছো? তারা বললো, হ্যাঁ আমরা অংগীকার করছি; তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে (এ অংগীকারে) সাক্ষী হয়ে রইলাম।

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. এরপর যারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে বিবেচিত হবে)।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর– ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

৯ রুকু

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, আমরা ঈমান এনেছি, মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের কাছে তাঁদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, নবীদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি (তাঁর) কাছে আত্মসমর্পণকারী।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যারা ঈমানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (আবার আলোর) পথ প্রদর্শন করবেন, অথচ (এর আগে) এরাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (রসূলের মাধ্যমে) এদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের কার্যকলাপের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের অভিশাপ (বর্ষিত হবে)।

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. (আর সে অভিশপ্ত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম,) সেখানে তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে, তাদের (ওপর) থেকে শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, না আযাব থেকে তাদের (কোনো রকম) বিরাম দেয়া হবে!

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. আর তাদের কথা আলাদা, যারা (এসব কিছুর পর) তাওবা করেছে এবং (তারপর) নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯০. অবশ্যই যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর (পথ) অবলম্বন করেছে, অতপর তারা এই বেঈমানী (কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, (আল্লাহর দরবারে) তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না, কারণ এ ধরনের লোকেরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯১. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচানোর জন্যে এক পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসেবে খরচ করে, তবু তাদের কারো কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না; বস্তুত এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগ্য) ব্যক্তি, যাদের জন্যে মর্মন্তুদ আযাব রয়েছে, আর সেদিন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

৯২. তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা এমন কিছু থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো; (মূলত) তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآئِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. (আসলে) সব খাবারই বনী ইসরাঈলদের জন্যে হালাল ছিলো, (অবশ্য) এমন (দু'একটা) জিনিস বাদে, যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাঈল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো; তুমি বলো, (যাও) তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ো, যদি (তোমরা) সত্যবাদী হও!

فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. এরপরও যারা এ বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারাই হচ্ছে যালেম।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সত্য কথা বলেছেন, অতএব তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো, আর ইবরাহীম কখনো মোশরেকদের (দলে) শামিল ছিলো না।

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. নিশ্চয়ই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি (বানিয়ে) রাখা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্কায় (মক্কা নগরীতে), এ ঘর হচ্ছে মানবকূলের জন্যে কল্যাণ ও হেদায়াত।

فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِیْمَ ۚ۬ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۷﴾

৯৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, রয়েছে ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান, (এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে), যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (হয়ে যাবে, দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে); মানব জাতির ওপর আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যে (তাদের) এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিরই এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অস্বীকার করে (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন।

قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَاللّٰهُ شَهِیْدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর সাক্ষী।

قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো যারা ঈমান এনেছে, (কেনই বা) তোমরা তাকে বাঁকা পথে ধাবিত করতে চাও, অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ওপর) তোমরাই সাক্ষী; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

১০০. হে মানুষ– তোমরা যারা ঈমান এনেছো– (আগে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে এরা ঈমান আনার পরও তোমাদের কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দেবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. আর তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, অথচ তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হচ্ছে, তাছাড়া (আয়াতের বাহক স্বয়ং) তাঁর রসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, অবশ্যই তাকে সোজা পথে পরিচালিত করা হবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ ع

১০ রুকু

১০২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতোটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (তাঁর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশি (কোরআন)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতপর তিনি (দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের উভয়ের মনের মাঝে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতপর (শত্রুতা ভুলে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায়, অতপর সেখান থেকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায়, তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ডাকবে, (সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; এরাই হচ্ছে (সত্যিকারের) সফল।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে (আল্লাহর) সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬. (কেয়ামতের) সে দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (বিশ্রী) হয়ে পড়বে, যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۣ قف

اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾	(জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে এ) আযাব উপভোগ করতে থাকো!
وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾	১০৭. আর যাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।
تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾	১০৮. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াত, আমি সেগুলো যথাযথভাবে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমূহ গোপন রেখে তার জন্যে শাস্তি দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না।
وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾	১০৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্যে; সব কিছুকে একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾	১১০. তোমরা (হচ্ছো) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে ভালোই হতো; তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, (তবে) তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অপরাধী।
لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾	১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের আর সাহায্য করা হবে না।
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾	১১২. যেখানেই এদের পাওয়া যাবে সেখানেই এদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রাখা হবে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (-র মাধ্যমে পাওয়া নিরাপত্তা) ভিন্ন কথা, এরা (আল্লাহর ক্রোধ ও) গযবের পাত্র হয়েছে, এদের ওপর দারিদ্র (ও লাঞ্ছনা) চাপিয়ে দেয়া হয়েছে; কেননা, এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছিলো, এরা অন্যায়ভাবে (আল্লাহর) নবীদের হত্যা করছিলো; এর (আরো) কারণ হচ্ছে, এরা বিদ্রোহ করেছে এবং এরা সীমালংঘন করে চলতো।

১১ রুকু

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা (আবার) সবাই এক রকম নয়, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে; যারা (ন্যায়ের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে, যারা রাতভর আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা (তাঁর জন্যে) সাজদা করে।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান রাখে এবং তারা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সৎকাজে এরা প্রতিযোগিতা করে, আর এ (ধরনের) মানুষরাই সত্যিকার অর্থে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা যা কিছু ভালো কাজ করবে তাকে কখনো অস্বীকার করা হবে না; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার লোকদের ভালো করেই জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় তাদের কোনোই উপকারে আসবে না; (বরং) তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা খরচ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে (এমন লোকদের মতো), যারা নিজে দের ওপর অবিচার করেছে– (এটা হচ্ছে) সেই দলের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান হীমশীতল (তীব্র) বাতাসের মতো, যা (তাদের শস্যক্ষেত) বরবাদ করে দিয়ে গেলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি; বরং (কুফরী অবলম্বন করে) এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, (কেননা) এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে, তাদের প্রতিহিংসা (বিদ্বেষ এখন) তাদের মুখ থেকেও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তর যা লুকায় তা বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা সতর্ক হতে পারবে)।

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ

১১৯. সাবধান, যাদের তোমরা ভালোবাসো; তারা (কিন্তু) তোমাদের (মোটেই) ভালোবাসে না, তোমরা তো (আমার) সব কয়টি কিতাবের ওপরও ঈমান আনো, (আর তারা তোমাদের কিতাবকে

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

বিশ্বাসই করে না), এরা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাব) মানি, আবার যখন এরা একান্তে চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি (তাদের) বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই তোমরা (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. কোনো কল্যাণ তোমাদের (স্পর্শ করলে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ অবস্থায়) তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং সাবধান হতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

১২ রুকু

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তুমি ভোরবেলায় তোমার আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোমেনদের যুদ্ধের ঘাটিসমূহে মোতায়েন করছিলে (তখন তুমি নিশ্চিত জানতে যে,) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং তিনি (বান্দাদের) ভালো করেই জানেন।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদের দু'টো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন সেখানে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের উভয় দলের অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (এ বিজয়ের জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. (স্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, তোমাদের রব যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্যে তা কি) যথেষ্ট হবে না?

১২৫. (হাঁ) অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পারো, এ অবস্থায় তারা যদি তোমাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন।	بَلٰۤى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. (আসলে) এ (সংখ্যাটা)কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ বানিয়ে দিয়েছেন, এর ফলে তোমাদের মন যেন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! তা তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।	وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۭ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿١٢٦﴾
১২৭. আল্লাহ তায়ালা এই (যুদ্ধের) দ্বারা কাফেরদের এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, অতপর যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।	لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. (হে নবী), এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, নিসন্দেহে এরা হচ্ছে যালেম।	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা– ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা– শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾
১৩০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. (জাহান্নামের) আগুনকে তোমরা ভয় করো, কাফেরদের জন্যেই এটাকে তৈরী করে রাখা হয়েছে।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. তোমরা তোমাদের মালিকের ক্ষমা পাওয়ার কাজে (একে অপরের সাথে) প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, এটি মোত্তাকীদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে,	وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩ রুকু

১৩৪. (আল্লাহভীরু হচ্ছে তারা) যারা সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল– সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষের ক্ষমা করে দেয়; আল্লাহ তায়ালা উত্তম মানুষদের ভালোবাসেন।	الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. তারা– যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে বসে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? এরা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের ওপর অটল হয়ে বসে থাকে না।	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. এই (হচ্ছে সে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত) মানুষগুলো! তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান হবে ক্ষমা, আর এমন এক জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (নেককার) লোকেরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (এটা) সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কতো সুন্দর প্রতিদান!	أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. তোমাদের আগেও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও এবং দেখো, (আল্লাহ তায়ালাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কি পরিণতি হয়েছিলো!	قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (আল্লাহর বিধানের বিশেষ) বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সদুপদেশ।	هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. তোমাদের যদি (কোনো সাময়িক) বিপর্যয় স্পর্শ করে (এতে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না), এ ধরনের আঘাত তো (সে) দলের ওপরও এসেছে, আর (এভাবেই) আমি মানুষের মাঝে (উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল-বদল করাতে থাকি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে পারেন, কে (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের মাঝখান থেকে কিছু 'শহীদ'ও আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন, আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের পছন্দ করেন না।	إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) ঈমানদার বান্দাদের পরিশুদ্ধ করে কাফেরদের নাস্তানাবুদ করে দিতে চান।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জেহাদ করেছে এবং তোমাদের মধ্যে কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَلْقَوْهُ ۪ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ ع

১৪
রুকু

১৪৩. তোমরা তার মুখোমুখি হওয়ার আগেই (সত্যের পথে) মৃত্যু কামনা করছিলে, আর (এখন) তা (তো) তোমাদের সামনেই চলে এসেছে এবং (নিজের চোখেই) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى
عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ؕ وَسَيَجْزِى
اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে (এবং তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে); তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনোই আল্লাহর (দ্বীনের) ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ
كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ
نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট, যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করি, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে সে (পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি কৃতজ্ঞদের প্রতিফল দান করবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ
كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. অনেক নবীই (এখানে এমন) ছিলো, নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

১৪৭. তাদের (মুখে তখন) এছাড়া অন্য কথা ছিলো না যে, তারা বলছিলো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি (তুমি ক্ষমা করে দাও) তুমি আমাদের কদমগুলো মযবুত রাখো

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

এবং কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দান করো।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা নেক বান্দাদের ভালোবাসেন।

১৫ রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (কথায় কথায়) এ কাফেরদের অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের (ঈমান) পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করেছে, অথচ তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো দলীল-প্রমাণ পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন; যালেমদের বাসস্থান (হিসেবে) জাহান্নাম কতো নিকৃষ্ট!

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. (ওহুদের ময়দানে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্যের দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পালন করেছেন, (প্রথম দিকে) যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল করে যাচ্ছিলে! এমনকি তোমরা যখন সাহস হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রসূলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, আল্লাহর রসূল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (ও আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করতে চাইলো, (অপরদিকে) তোমাদের কিছু লোক (তখনও) পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তিনি তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা (সবসময়ই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ

১৫৩. (ওহুদের বিপর্যয়ের সময়) তোমরা যখন (ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে ওঠে যাচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের কোনো লোকের প্রতি লক্ষ্যই করছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল

يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ
لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ
أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে, এর ব্যাপারে তোমরা উদ্বিগ্ন না হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً
نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ
أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ
ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ
مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ
يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ
مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا
فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তি পর্যায়ে তোমাদের ওপর এমন প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন, যা তোমাদের একদল লোককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেক দল, যারা নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিলো, তারা তাদের জাহেলী ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে, তারা বলে, (যুদ্ধ পরিচালনার) এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে? (হে নবী,) তুমি বলো ক্ষমতা (ও) কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর হাতে, এরা তাদের মনের ভেতর যেসব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকাশ করে না; তারা বলে, এ (যুদ্ধ পরিচালনার) কাজে যদি আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলো, যদি (আজ) তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরেও থাকতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিলো তারা (এই মরণের) বিছানার দিকেই বের হয়ে পড়তো, আর এভাবেই তোমাদের মনের ভেতর যা আছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ (ঘটনা) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুদ্ধ করে দেন, তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى
ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ
مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. দু'টি বাহিনী যেদিন একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, নিসন্দেহে সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতপর (তারা অনুতপ্ত হলে) আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

১৬ রুকু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না, কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভূঁইয়ে) মারা যেতো, কিংবা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন এরা তাদের ভাইদের বলতো,

فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে এরা (এভাবে) মরতো না এবং এরা নিহতও হতো না, এটা (এ জন্যে) যেন আল্লাহ তায়ালা একে তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন, (আসলে) আল্লাহই মানুষের জীবন দেন, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা (এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (সে পথে) তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমা (লাভ করবে), এটা তার চাইতে অনেক বেশী উত্তম (কাফেররা) যা সঞ্চয় করে!

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তোমরা যদি (আল্লাহর পথে) মৃতুবরণ করো, অথবা (তাঁর পথে) তোমরা যদি নিহত হও, (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের একদিন আল্লাহ তায়ালার সমীপেই জড়ো করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. এটা আল্লাহর দয়া যে, তুমি এদের জন্যে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ,) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, তুমি এদের (অপরাধসমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, যখন তুমি (কোনো কাজের) সংকল্প করবে, তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে এমন কোন্ শক্তি আছে যে অতপর তোমাদের সাহায্য করতে পারে; কাজেই (আল্লাহর ওপর) যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই খেয়ানত করা সম্ভব নয়; (হাঁ মানুষের মধ্যে) কেউ যদি খেয়ানত করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তার (খেয়ানতের) সে বস্তুসহ হাযির হবে, অতপর প্রত্যেককেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই অবিচার করা হবে না।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা

যায়, যে আল্লাহর বিরোধী পথে চলে শুধু তাঁর ক্রোধই অর্জন করেছে, তার জন্যে জাহান্নামের আগুন হবে একমাত্র বাসস্থান; আর তা (হচ্ছে) নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!	اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. এরা (নিজ নিজ আমল অনুযায়ী) আল্লাহর কাছে বিভিন্ন স্তরে (বিভক্ত) হবে, এরা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।	هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, যদিও এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।	لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এলো, (তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, পরাজয়ের) এ বিপদ আমাদের ওপর কিভাবে এলো– অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী,) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদের কারণেই; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।	اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, (এর দ্বারা) তিনি জেনে নিতে চান, কারা সত্যিকার মোমেন,	وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. আর তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (মোনাফেকী) করেছে, এদের যখন বলা হয়েছিলো, আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (কমপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম (আজ) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম, (এ সময়) তারা ঈমানের চাইতে কুফরীরই বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিলো, এরা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই; আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু এরা গোপন করে।	وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে) বসে থাকলো (তারা তাদের) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী	اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ

হও তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (তোমাদের) মৃত্যুটাকে সরিয়ে দাও।

أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٦٨

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' মনে করো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের কাছে তাদের (রীতিমতো) রেযেক দেয়া হচ্ছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦٩

১৭০. আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতে তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা (এই মর্মে) সুসংবাদ দিচ্ছে যে, এমন ধরনের লোকদের জন্যে কোনো ভয় নেই এবং তারা (সে দিন কোনোরকম) চিন্তাও করবে না।

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٧٠

১৭১. এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ করে, আল্লাহ তায়ালা কখনোই ঈমানদারদের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ١٧١

১৭২. তাদের ওপর (বড়ো) আঘাত আসার পরও যারা (আবার) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, (সর্বোপরি) সর্বদা যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, এদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢

১৭৩. মানুষরা যখন তাদের বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, (এ বিষয়টা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিলো, তারা বললো,আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই (আমাদের) উত্তম কর্মবিধায়ক।

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ١٧٣

১৭৪. অতপর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা (এমনভাবে) ফিরে এলো যে, কোনো প্রকার অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ١٧٤

১৭৫. এই হচ্ছে তোমাদের (প্ররোচনাদানকারী) শয়তান, তারা (শত্রুপক্ষের অতিরঞ্জিত শক্তির কথা বলে) তাদের বন্ধু বান্ধবদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদের ভয় করো না, (বরং) আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও!

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٥

১৭৬. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকান্ড যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে, তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না;

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ

ওয়াকফে লাযেম ৭

১৭ রুকু

↓ ৫কে

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

(মূলত) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে পরকালে (পুরস্কারের) কোনো অংশই রাখতে চান না, তাদের জন্যে অবশ্যই কঠিন আযাব রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে, তারা কখনোই আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি করতে পারবে না, এদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে, আমি যে তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, (আসলে) আমি তো তাদের অবকাশ দিচ্ছি যেন তারা তাদের গুনাহ (-এর বোঝা) আরো বাড়িয়ে নিতে পারে, তাদের জন্যেই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আল্লাহ তায়ালা কখনো মোমেনদের– তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো এর ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতোক্ষণ না তিনি পাকপবিত্র (মানুষ)দের অপবিত্র (লোক)দের থেকে আলাদা করে দেবেন; (একইভাবে) এটাও আল্লাহ তায়ালার কাজ নয় যে, তিনি তোমাদের গায়বের কিছু অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকে (বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করে নেন, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার থাকবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

১৮০. আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে– তারা যেন কখনো এটা মনে না করে, এটা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; না, এ (কৃপণতা আসলে) তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর; কার্পণ্য করে তারা যা জমা করেছে, কেয়ামতের দিন অচিরেই তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে, আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আর তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১৮ রুকু

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

১৮১. আল্লাহ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিলো, অবশ্যই আল্লাহ গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী। তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসাবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরো লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার তোমরা জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো।

ওয়াকফে লাযেম

↓ ৫খ

১৮২. এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই পাঠানো আমল, আল্লাহ তায়ালা কখনো (তাঁর) বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন।	ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿১৮২﴾
১৮৩. যারা বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাই তো আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেন আমরা কোনো রসূলের ওপর ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন একটা কোরবানী এনে হাযির করবে, যাকে (গায়ব থেকে এক) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, হ্যাঁ আমার আগে অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে বহু নবী রসূল এসেছে, তোমরা যে কথা বলছো তা সবই (তারা নিয়ে এসেছিলো,) যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে কেন তাদের হত্যা করলে?	اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿১৮৩﴾
১৮৪. (হে মোহাম্মদ,) এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না, কারণ), তোমার আগেও এমন বহু নবী রসূল (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও (হেদায়াতের) দীপ্তিমান গ্রন্থমালা নিয়ে এসেছিলো, তাদেরও (এমনিভাবে) অস্বীকার করা হয়েছিলো।	فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿১৮৪﴾
১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে; (অতপর) তোমাদের (কর্মকান্ডের) পাওনা কেয়ামতের দিন পুরোপুরি আদায় করে দেয়া হবে, যাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সে-ই সফলতা পাবে। (মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন (কিছু বাহ্যিক) ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়।	كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿১৮৫﴾
১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিশ্চয়ই জান মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়– যাদের (আল্লাহর) কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং যারা (আল্লাহর সাথে অন্যদের) শরীক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার।	لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿১৮৬﴾
১৮৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কিতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই একে মানুষদের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে তোমরা গোপন করবে না, কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখলো এবং অত্যন্ত অল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিলো;	وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ۫ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ

বড়োই নিকৃষ্ট ছিলো যা তারা বিক্রী করছে!

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবো না যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না, এরা (বুঝি আল্লাহর) আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, (মূলত) এদের জন্যেই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যে;আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

১৯
রুকু

১৯০. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের (নিখুঁত) সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মাঝে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং এসব দেখে তারা বলে), হে আমাদের রব, (সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা পয়দা করোনি, তুমি অনেক পবিত্র, অতপর তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯২. হে আমাদের রব, যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে। (সেদিন) যালেমদের কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. হে আমাদের রব, আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী (নবী– মানুষদের) ঈমানের দিকে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা), তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো, (হে রব, সেই আহ্বানকারীর কথায়) আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও, (আমাদের আমলনামা থেকে) আমাদের গুনাহসমূহ তুমি মুছে দাও, (তোমার) নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দান করো।

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. হে আমাদের রব, তুমি তোমার নবী রসূলদের মাধ্যমে যেসব (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছো তা তুমি আমাদের দান করো এবং কেয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদার বরখেলাপ করো না।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. অতপর তাদের রব (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের যে যেই কাজ করে, আমি তাদের কোনো কাজ কখনো বিনষ্ট করবো না এবং তোমরা তো একে অপরের মতো, অতপর যারা (নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে) হিজরত করেছে এবং যাদের নিজেদের জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করেছে এবং (আমারই জন্যে) জীবন দিয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো, অবশ্যই আমি তাদের (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর (যাবতীয়) উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে!

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ج
بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ج فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ط
وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. (হে মোহাম্মদ,) জনপদসমূহে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের (দাম্ভিক) পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে প্রতারিত না করে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. (কেননা তাদের এ পদচারনা) সামান্য (কয়দিনের) সামগ্রী মাত্র, অতপর তাদের নিবাস (হবে) জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ قف ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (তাদের) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস!

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ
عِندِ اللَّهِ ط وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. (ইতিপূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সেসব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের এ কিতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে, (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর পাঠানো কিতাবের ওপরও, এরা হচ্ছে আল্লাহর ভীত সন্ত্রস্ত ও বিনয়ী বান্দা, এরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে (স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মূল্যে বিক্রি করে না, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পাওনা (সংরক্ষিত) রয়েছে, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ط
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

২০০. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (এ কাজে) সুদৃঢ় থেকো, (শত্রুর মোকাবেলায়) তৎপর থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قف
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾ ع

২০ রুকু

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে তিনি বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায়) ছড়িয়ে দিয়েছেন (হে মানুষ), তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী করো এবং (সম্মান করো) গর্ভ (ধারিণী মা)-কে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।	یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِیۡرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیۡكُمۡ رَقِیۡبًا ①
২. এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও, (তাদের) ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ জিনিসের বদল করো না, তাদের সম্পদসমূহ কখনো নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে হযম করে নিয়ো না, অবশ্যই তা জঘন্য পাপ।	وَاٰتُوا الۡیَتٰمٰۤی اَمۡوَالَهُمۡ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَلَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ اِلٰۤی اَمۡوَالِكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوۡبًا كَبِیۡرًا ②
৩. আর যদি তোমরা এ আশংকা করো যে, তোমরা এতীম (মেয়ে)-দের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে (তাদের বদলে সাধারণ) নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও, যদি তোমরা ভয় করো যে, তোমরা (একের অধিক হলে তাদের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) একজনই (যথেষ্ট), কিংবা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত; (তাদেরই যথেষ্ট মনে করে নাও।) সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই (উত্তম ও) সহজতর (পন্থা)।	وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡكِحُوۡا مَا طَابَ لَكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُكُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ③
৪. নারীদের তাদের মোহরানার অংক খুশী মনে তাদের (মালিকানায়) দিয়ে দাও; অতপর তারা যদি খুশী হয়ে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়, তাহলে তোমরা তাও খুশী মনে ভোগ করো।	وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِیۡٓـًٔا مَّرِیۡٓـًٔا ④
৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ (দুনিয়ায়) তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সাথে ভালো কথা বলবে।	وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَكُمُ الَّتِیۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ قِیٰمًا وَّارۡزُقُوۡهُمۡ فِیۡهَا وَاكۡسُوۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ⑤
৬. এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো,	وَابۡتَلُوا الۡیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنۡ اٰنَسۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا

فَادْفَعُوْۤا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ یَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَیْهِمْ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ﴿৬﴾

তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে এবং তাদের বড়ো হবার আগেই (তাড়াহুড়ো করে) তা হযম করে ফেলো না, (এতীমদের পৃষ্ঠপোষক) যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন (এই বাড়াবাড়ি থেকে) বেঁচে থাকে (তবে হ্যাঁ), যদি সে (পৃষ্ঠপোষক) গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে যেন তা থেকে (নিজের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে, যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো, (যদিও) হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿৭﴾

৭. (তাদের) পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) অংশ রয়েছে, যা (তাদের) পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী; (উভয়ের জন্যেই এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿৮﴾

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যখন (তার) আপনজন, এতীম ও মেসকীনরা (সেখানে) এসে হাযির হয়, তখন তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

وَلْیَخْشَ الَّذِیْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَیْهِمْ ۪ فَلْیَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْیَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ﴿৯﴾

৯. মানুষের (এটুকু) ভয় করা উচিত, যদি তারা (মৃত্যুর সময় এমনি কিছু) দুর্বল সন্তানদের পেছনে রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) তারা (এভাবেই) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং এদের সাথে ন্যায়-ইনসাফের কথাবার্তা বলে।

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ﴿১০﴾

১০. যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

১ রুকু

یُوْصِیْكُمُ اللّٰهُ فِیْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ

১১. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদে) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্যে বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, হাঁ (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (রেখে যাওয়া সম্পত্তির) অর্ধেক;

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই যদি হয় (তার একমাত্র) উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই বোন (বেঁচে) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই (কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে); তোমরা জানো না তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী। (এ হচ্ছে) আল্লাহর বিধান, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن
ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ
وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক– যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে); তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ– যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর আগে) তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ (তোমরা রেখে যাবে) তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে); যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা মাতাও নেই, (শুধু) আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ভাই বোন মিলে) তারা যদি এর চাইতে বেশী হয় তবে (রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমান) অংশীদার হবে, অবশ্য (এ সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যা ওসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ (পরিশোধ)-এর পরই (এ ভাগাভাগি সম্পন্ন হবে), তবে (খেয়াল রাখতে হবে, কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে) তা যেন ক্ষতিকর না হয়, (কেননা) এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

১৩. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা; যে ব্যক্তি (এর ভেতরে থেকে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, (আল্লাহ তায়ালা) তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; (মূলত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

২ রুকু

১৪. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের না-ফরমানী করবে এবং আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করবে, তিনি তাকে (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্মে অভিযুক্ত হয়ে আসবে তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চার জন লোক যদি (ইতিবাচক) সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না মৃত্যু এসে তাদের (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা শাস্তি দেবে, (হাঁ) তারা যদি তাওবা করে এবং নিজে দের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালার ওপর শুধু তাদের তাওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা অজ্ঞতার সাথে গুনাহের কাজ করে, অতপর (জানা মাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

১৮. আর তাদের জন্যে কোনো তাওবা নেই, যারা (আজীবন) শুধু গুনাহের কাজই করে, এভাবেই একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন সে বলে (হে আল্লাহ), আমি এখন তাওবা করলাম, তাদের জন্যেও (কোনো তাওবা) নয় যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের পণ্য বানানো বৈধ নয়, (বিয়ের সময় মোহর হিসেবে) যা তোমরা তাদের দিয়েছো তার কোনো অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে তোমরা তাদের আটক করে রেখো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোনো ব্যভিচারের (অভিযুক্ত) না হয়ে আসে, তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো, তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো, মনে রেখো এমনও তো হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا

وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

তার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় আরেক স্ত্রী গ্রহণ করার সংকল্প করেই নাও, তাহলে (মোহর হিসেবে) সে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা তোমরা দিয়েছো তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ো না; তোমরা কি (মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছো?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২১. তোমরা (মোহরানার) সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিভিন্নভাবে) তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছো, (তাছাড়া) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলো।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

২২. নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পিতা (পিতামহ)-রা যাদের বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না, (হ্যাঁ, এ নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এটি (আসলেই) ছিলো অশ্লীল (নির্লজ্জ) কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৩ রুকু

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে– তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইদের মেয়ে, বোনদের মেয়ে, (আরো হারাম করা হয়েছে) সেসব মা– যারা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ঔরসজাত মেয়েরা– যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে, যদি তাদের সাথে তোমাদের শুধু বিয়ে হয়ে থাকে, (কিন্তু) কখনো তোমরা তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই, (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে; (উপরন্তু বিয়ের বন্দনে) তোমাদের ওপর দুই বোনকে একত্র করাও (হারাম করা হয়েছে), তবে যা কিছু (এর) আগে সংঘটিত হয়ে গেছে (তা তো হয়েই গেছে, সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান।

পারা ৫

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا
بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا
تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪. নারীদের মাঝে (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারীদেরও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে), তবে যেসব নারী (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত, (এ হচ্ছে বিয়ের ব্যাপারে) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান, এর বাইরে যে সব (নারী) রয়েছে, তাদের তোমাদের জন্যে (এ শর্তে) হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে মোহরের) কিছু সম্পদ দ্বারা তাদের পেতে চাইবে এবং তোমরা (বিয়ের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে, তোমরা অবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে নিয়োজিত হবে না; অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা (বিয়ের) মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের বিনিময় (মোহর) ফরয হিসেবে আদায় করে দাও, (অবশ্য) মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে (পরিমাণের) ওপর তোমরা উভয়ে একমত হও, তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ
الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ
مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ
اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক) সামর্থ থাকবে না, সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়; তোমাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন; (ঈমানের মাপকাঠিতে) তোমরা তো একই রকম, অতপর (যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত) তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং তাদের ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা (যেন) বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়-(স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে) পরপুরুষকে আনন্দদানের কাজে নিয়োজিত না থাকে, অতপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেয়া হলো, তখন যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তখন) তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারিণী স্বাধীন (সম্ভ্রান্ত) নারীদের ওপর (আরোপিত শাস্তির) অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে, (শুধু) তাদের জন্যেই এ (রেয়াত)-টুকু (দেয়া হয়েছে, কিন্তু) তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হতে চান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

৪ রুকু

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫

২৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হতে চান,

(অপরদিকে) যারা নিজেদের (পাশবিক) লালসার অনুসরণ করে তারা চায়, তোমরা সে (ক্ষমার পথ থেকে) বহুদূরে (নিক্ষিপ্ত হয়ে গোমরাহ) থেকে যাও।	وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (নানা ধরনের বোঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবনকে সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে (আসলেই) দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।	يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾
২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, (হ্যাঁ,) ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) নিজেদের হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবান।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾
৩০. যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই (নর হত্যার) কাজটি করবে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এটা একেবারেই সহজ।	وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾
৩১. যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটোখাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং আমি অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।	اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾
৩২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনের ওপর আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তোমরা (তার) লোভ করো না, যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো তা তাদেরই অংশ; আবার নারীরা যা কিছু অর্জন করলো তাও তাদেরই অংশ; তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾
৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যেই অভিভাবক বানিয়ে রেখেছি; যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অংগীকার রয়েছে তাদের অংশ আদায় করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের ওপর সাক্ষী।	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾ ۵ রুকু

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, কেননা (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে; অতএব সতী-সাধ্বী নারীরা হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের (ইযযত-আবরু ও অদেখা অন্য সব কিছুর) রক্ষণাবেক্ষণ করবে; আর যখন তোমরা কোনো নারীর অবাধ্যতার আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও সংশোধন না হলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, সবার চাইতে মহান!

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এবং তার (স্ত্রীর) পরিবারের পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, এরা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (মীমাংসায় পৌঁছার) তাওফীক দেবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সম্যক জ্ঞানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এতীম, মেসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, কাছের প্রতিবেশী, পাশের লোক, পথচারী ও তোমার অধিকারভুক্ত (দাস দাসী, তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَاۨ ﴿٣٦﴾

৩৭. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে; আমি কাফেরদের জন্যে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ ﴿٣٧﴾

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا (৩৮)

৩৮. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না; (আর) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়োই খারাপ সাথী (পেলো)!

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا (৩৯)

৩৯. কি (দুর্যোগ) তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহ তায়ালা ও পরকাল দিবসের ওপর ঈমান আনতো, আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তারা খরচ করতো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সম্পর্কে জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا (৪০)

৪০. আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না, (বরং তিনি এতো দয়ালু যে,) নেকীর কাজ যদি একটি হয় তবে তিনি তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন এবং (এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও বড়ো পুরস্কার দান করেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا (৪১)

৪১. সেদিন (তাদের অবস্থাটা) কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের (কাজের) সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে) এনে হাযির করবো, (হে মোহাম্মদ,) এদের সবার কাছে সাক্ষী হিসেবে আমি (সেদিন) তোমাকে নিয়ে আসবো।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۗ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا (৪২)

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে, ভূমি (যদি ধ্বসে যেতো এবং) মাটি যদি তাদের ওপর এসে সব সমান হয়ে যেতো! (সেদিন) মানুষ কোনো কথাই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

৬ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

৪৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা নিশ্চিত না হবে যে,) তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা (ঠিক ঠিক) জানতে (ও বুঝতে) পারছো, অপবিত্র অবস্থায়ও (নামাযের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা গোসল সেরে নেবে, তবে সফরে থাকলে তা ভিন্ন কথা, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে (বেরিয়ে) আসো অথবা তোমরা যদি (দৈহিক মিলনের সাথে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে), তবে যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে,

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

(তার পদ্ধতি হচ্ছে, তা দিয়ে) তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আসমানী) গ্রন্থের (সামান্য) একটা অংশই দেয়া হয়েছিলো, (কিন্তু) তারা গোমরাহীর পথই কিনে নিচ্ছে, তারা চায় তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. তোমাদের দুশমনদের আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন; অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

৪৬. ইহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা (রসূলের) কথাগুলোকে মূল জায়গা থেকে সরিয়ে (বিকৃত করে) দেয়। তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং (সাথে সাথে) অমান্যও করলাম, (আবার বলে) আমাদের কথা শুনুন, (আসলে) দ্বীনের মাঝে অপবাদ দানের উদ্দেশে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে এরা বলে (হে নবী), আপনি শুনুন, (সাথে সাথেই বলে), আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক। তারা যদি বলতো (হে নবী), আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে এ বিষয়টা তাদের জন্যে খুবই ভালো হতো, তাই হতো (বরং) তাদের জন্যে সংগত, কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর (তাদের) সামান্য কিছু লোকই মাত্র ঈমান এনে থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে মানুষেরা, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো, যা আমি (মোহাম্মদের ওপর) নাযিল করেছি, (এ কিতাব) তোমাদের কাছে মজুদ (পূর্ববর্তী) কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (ঈমান আনো) সে সময় আসার আগে, যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারাসমূহ বিকৃত করে তা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, অথবা (ইহুদীদের পবিত্র দিন) শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি আমি যেভাবে অভিশাপ নাযিল করেছি (তেমনি কোনো বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা ঈমান আনো), আর আল্লাহ তায়ালার হুকুম, সে তো অবধারিত!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

৪৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়,

এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরেক করলো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো যা বড়ো ধরনের একটি গুনাহ।	وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿৪৮﴾
৪৯. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি যারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। (যারা অহংকারী) তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿৪৯﴾
৫০. তাকিয়ে দেখো (এদের দিকে), কিভাবে এরা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই তো তার জন্যে যথেষ্ট!	اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿৫০﴾
৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (তারা আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমূলক যাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা মাবুদের ওপর ঈমান আনতে শুরু করলো এবং এ কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো বেশী সঠিক পথের ওপর রয়েছে!	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿৫১﴾
৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) মানুষগুলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿৫২﴾
৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে), তাদের ভাগে রাজত্ব (বরাদ্দ করা) আছে? তেমন কিছু হলে এরা খেজুর পাতার একটি ঝিল্লিও কাউকে দিতো না।	اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿৫৩﴾
৫৪. অথবা এরা কি অন্যান্য মানুষদের তার ওপর হিংসা করে, যাদের আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব ভান্ডার থেকে (নানা কিছু) দান করেছেন, আমি তো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (ও সেই গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, আমি তাদের বিশাল রাজত্বও দান করেছিলাম।	اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿৫৪﴾
৫৫. অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিলো যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, আবার কেউ ছিলো যারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এদের জন্যে জাহান্নামের জলন্ত আগুনই যথেষ্ট!	فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿৫৫﴾
৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا

৭ রুকু

سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

আমি অচিরেই তাদের জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, অতপর যখনি তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখনি আমি তাদের নতুন চামড়া বদলে দেবো, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَٰجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৭. অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পূতপবিত্র (সংগী ও) সংগিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এ (পদ্ধতিই) হচ্ছে (বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণামের দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

৮ রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى الطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

৬০. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি যারা মনে করে, তারা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তার ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছে, (কিন্তু বিচার ফয়সালার সময় আমার কিতাবের বদলে) এরা মিথ্যা মাবুদদের কাছ থেকেই ফয়সালা পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যেন এ (মিথ্যা মাবুদ)-দের অস্বীকার করে; (আসলেই) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ

৬১. এদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা

৬ক

اللّٰهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

তার দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়ে, (তখন এদের অবস্থাটা) কি হয়? তারা তখন সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬৩. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি) আছে তা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তাই তুমি এদের এড়িয়ে চলো, তুমি এদের ভালো উপদেশ দাও এবং তাদের এমন সব কথা বলো, যা তাদের অন্তরে পৌঁছে যায়।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৪. আমি যখনই (জনপদে) কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে; ভালো হতো এরা যখনি নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তারা তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং রসূলও (তাদের জন্যে) ক্ষমা চাইবে, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পেতো!

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীন) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না এবং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারি করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা তোমরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বের হয়ে যাও, (তাহলে) তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই তা করতো, যেসব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে অবশ্যই কল্যাণকর হতো এবং (তাদের) মানসিক স্থিরতাও (এতে করে) মযবুত হতো!

وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

৬৭. এমতাবস্থায় আমিও আমার পক্ষ থেকে তাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দিতাম,

↓
৬খ

অনুবাদ	আরবি
৬৮. (উপরন্তু) আমি তাদের সরল পথও দেখিয়ে দিতাম!	وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾
৬৯. যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) সকল নবী, (আরো) যারা (নবুয়তের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!	وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾
৭০. এটা (মানুষদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালার (বিরাট) অনুগ্রহ, (কোনো কিছু) জানার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!	ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾
৭১. হে ঈমানদাররা, (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমরা তোমাদের প্রতিরক্ষা (ও প্রস্তুতি) অব্যাহত রাখো। দলে দলে বিভক্ত হয়ে, কিংবা সবাই একসংগে (শত্রুর মোকাবেলা) করো।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾
৭২. অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এমন (মোনাফেক) লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে, তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এলে সে বলবে, আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না।	وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾
৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে (এমন সম্পর্কবিহীনভাবে কথা) বলে, যেন তার সাথে তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্বই ছিলো না, সে (তখন) বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমিও অনেক বড়ো সফলতা অর্জন করতে পারতাম!	وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾
৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে, মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার পথে (তাদের বিরুদ্ধে) লড়াই করা, যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে (এ পথে) নিহত হবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, (উভয় অবস্থায়ই) আমি তাকে বিরাট পুরস্কার দেবো।	فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾
৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (এই বলে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, যালেমদের এই জনপদ থেকে তুমি আমাদের বের করে নাও,	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ

৯ রুকু

وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও!

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মাবুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে, অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র একান্ত দুর্বল।

১০ রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

৭৭. (হে নবী,) তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যাদের (প্রথম দিকে) যখন বলা হয়েছিলো, তোমরা (আপাতত লড়াই থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, (এখন শুধু) নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো (তখন তারা লড়াই করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলো, অথচ) যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের ওপর লড়াইর হুকুম নাযিল করা হলো (তখন) এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো, যেমনি ভয় শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই করা উচিত; কিংবা তার চাইতেও বেশী ভয়! তারা বললো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধের হুকুম (এতো তাড়াতাড়ি) জারি করতে গেলে কেন? কতো ভালো হতো যদি তুমি আমাদের আরো কিছুটা অবকাশ দিতে? (হে নবী,) তুমি বলো, দুনিয়ার এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য; যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তার জন্যে পরকাল অনেক উত্তম, আর (সেই পরকালে) তোমাদের ওপর কণামাত্রও যুলুম করা হবে না।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো- মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা যদি (কোনো) মযবুত দুর্গেও থাকো (সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে। এদের অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, (হ্যাঁ) এ তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, অপরদিকে যখন কোনো ক্ষতি (ও অকল্যাণ) তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, এ (সব) তোমার কাছ থেকেই এসেছে, তুমি (তাদের) বলে দাও, (কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে; এ জাতির হয়েছে কি, এরা মনে হয় কথাটি বুঝতেই চায় না।

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ

৭৯. যে কল্যাণই তুমি লাভ করো (না কেন, মনে রেখো), তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর যেটুকু অকল্যাণ তোমার ওপর আসে তা আসে তোমার নিজের কাছ থেকে;

আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।	وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾
৮০. যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (এ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মনে রেখো) তাদের ওপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি।	مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾
৮১. তারা বলে, (আমরা তোমার) আনুগত্য (স্বীকার করি), কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের বেলায় একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরুদ্ধেই সলাপরামর্শ করে; তারা (রাতের বেলায়) যা শলা পরামর্শ করে আল্লাহ তায়ালা সেসব কর্মকান্ডগুলো লিখে রাখছেন, অতএব তুমি এদের এড়িয়ে চলো এবং শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা রাখো, অভিভাবক হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!	وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ؗ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾
৮২. এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না? এ (গ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো।	اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾
৮৩. এদের কাছে যখন নিরাপত্তা কিংবা ভয়জনিত কোনো খবর আসে, তখন (সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই) এরা তা প্রচার করে বেড়ায়; তারা যদি এ বিষয়টা (আল্লাহর) রসূল এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো, যারা তাদের মধ্যে থেকে সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো; যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (এ প্রচারণার ফলে) হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া তোমরা অধিকাংশই শয়তানের অনুগত্য করতে!	وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾
৮৪. অতপর (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে, তুমি মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালার পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবল, শাস্তিদানে তিনি কঠোরতর।	فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾
৮৫. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করে, তাহলে তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে,	مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ

আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে সুপারিশ করবে, (তার সৃষ্ট অকল্যাণেও) তার অংশ থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সকল কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী।

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

৮৬. যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু) দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, কিংবা ততোটুকু ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর হিসাব রাখেন।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

৮৭. আল্লাহ তায়ালা (মহান সত্তা)– তিনি ছাড়া (দ্বিতীয়) কোনো মাবুদ নেই; অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের এক জায়গায় জড়ো করবেন, তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আর এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে?

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

১১ রুকু

৮৮. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করলেন; আল্লাহ তায়ালা যাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তোমরা কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্যে কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী করো, অতপর তোমরা উভয়ে একই রকম হয়ে যাবে, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ না করবে, আর যদি তারা এ কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (শত্রুদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে, তাদের মধ্য থেকে কাউকেই তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে, আবার (তাদের ব্যাপারও নয়–) যারা তোমাদের সামনে (দ্বিধাগ্রস্থ অন্তর নিয়ে) আসে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমনি) লড়াই করতে বাধা দেয়, (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি তোমাদের ওপর এদের ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

তেমন অবস্থায় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে লড়াই করতো, অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের কাছে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (উন্মুক্ত) রাখবেন না।

سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ ۖ كُلَّمَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

৯১. অচিরেই তোমরা আরেকটি দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়; (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়, কিন্তু এদের যখনি কোনো বিপর্যয়ের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই তারা তার মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, এরা যদি তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না দাঁড়ায়, কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের তোমরা হত্যা করবে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ক্ষমতা দান করেছি।

১২ রুকু

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

৯২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে তা ভিন্ন কথা, যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (বিনিময় হিসেবে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (তার) রক্তের মূল্য পরিশোধ করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির) লোকেরা যদি (রক্তমূল্য) মাফ করে দেয় তবে তা আলাদা; এ (নিহত) ঈমানদার ব্যক্তি যদি এমন কোনো জাতির (বা গোত্রের) লোক হয় যারা তোমাদের শত্রু এবং সে (নিহত ব্যক্তি) মোমেন হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মোমেন দাসের মুক্তি; অপরদিকে সে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবত আছে, তবে তার রক্তের মূল্য আদায় করার (সাথে) একজন ঈমানদার দাসের মুক্তিও (অপরিহার্য), যে ব্যক্তি (মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে) ক্রমাগত দুই মাসের রোযা রাখা, (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এই গুনাহর) তাওবা, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ

৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে

বাংলা অনুবাদ	আরবি
জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভীষণ রুষ্ট হন, তাকে তিনি লানত দেন, তিনি তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।	جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾
৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার পথে (জেহাদের) রাস্তায় বের হবে, তখন (সবকিছু) যাচাই বাছাই করবে, কোনো ব্যক্তি যখন তোমাদের সামনে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন তোমরা বলো না যে, তুমি ঈমানদার নও, তোমরা তো বৈষয়িক জীবনের (স্বার্থ) সন্ধান করো, আল্লাহ তায়ালার কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরাও আগে এমনই ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা (বিষয়টি) যাছাই বাছাই করে নিয়ো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾
৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও (ঘরে) বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে– এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজোহেদদের– যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালার পথে) জেহাদ করেছে– আল্লাহ তায়ালা তাদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, (ময়দানের জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের সবার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন; (তবে) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মোজাহেদদের উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করেছেন।	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾
৯৬. (এই) মর্যাদাসমূহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, এর সাথে রয়েছে তাঁর ক্ষমা ও দয়া, আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।	دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾
৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে ফেরেশতারা তাদের মওতের সময় যখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, (বলো তো!) সেখানে তোমরা কিভাবে ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল (অক্ষম) ছিলাম; ফেরেশতারা বলবে, কেন, (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা ইচ্ছা করলে হিজরত করে যেখানে চলে যেতে পারতে, (আসলে) এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; আর তা খুবই নিকৃষ্ট আবাস!	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

১৩ রুকু

৯৮. তবে সেসব পুরুষ, নারী ও শিশু সন্তান, যাদের (হিজরত করার) শক্তি ছিলো না, কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিলো না– তাদের কথা আলাদা।	إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾
৯৯. এরা হচ্ছে সেসব লোক– আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত যাদের (গোনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল।	فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾
১০০. আর যে কেউই আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরত করবে সে আল্লাহ তায়ালার যমীনে প্রশস্ততা ও অগণিত ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে; যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের উদ্দেশে হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হয় অতপর এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে নেয়, তাহলে তার (অপূর্ণ হিজরতের) পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর; আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾
১০১. তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন তোমরা যদি তোমাদের নামায সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই; তোমাদের যদি এ আশংকা থাকে যে, কাফেররা (নামাযের সময় আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে (তোমরা সতর্ক থেকো), নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশমন।	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾
১০২. (হে নবী,) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের (ইমামতির) জন্যে (নামাযে) দাঁড়াবে, তখন যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (নামাযে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র সাথে (নিয়ে সতর্ক) রাখে; অতপর তারা যখন (নামাযের) সাজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে থাকবে, দ্বিতীয় দল– যারা (তখনো) নামায পড়েনি তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কিন্তু সর্বাবস্থায়ই) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশস্ত্র (অবস্থায়) থাকে, (কারণ,) কাফেররা তো এ (সুযোগটুকুই) চায়, যদি তোমরা তোমাদের মালসামানা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে একটু অসাবধান হয়ে যাও, যাতে করে তারা তোমাদের ওপর (আকস্মিকভাবে) ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অবশ্য (অতিরিক্ত) বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও,	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

১৪ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) তোমরা অস্ত্র রেখে দিতে পারো; (অস্ত্র রেখে দিলেও) তোমরা কিন্তু নিজেদের সাবধানতা বজায় রাখবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।	أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾
১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং তোমাদের শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (যথারীতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদরাদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾
১০৪. কোনো (শত্রু) দলের পেছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো (তাহলে জেনে রেখো), তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক যেমনিভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। (কিন্তু) তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে (জান্নাত) আশা করো, তারা তো সেটা করে না; আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।	وَلَا تَهِنُوا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾
১০৫. অবশ্যই আমি সত্য (দ্বীনের) সাথে তোমার ওপর এ গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (ওহী দ্বারা) যা দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো; (মীমাংসার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।	إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾
১০৬. তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾
১০৭. যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি কখনো এমন সব লোকের পক্ষ থেকে কোনো বিতর্ক করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনো পছন্দ করেন না যে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক।	وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. এরা মানুষদের কাছ থেকে নিজেদের (কর্ম) লুকিয়ে রাখতে চায়, যদিও আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারবে না; তারা যখন রাতের অন্ধকারে এমন সব বিষয়ে সলাপরামর্শ করে যেসব কথা (ও কাজ) আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন; এরা যা কিছু করে তা আল্লাহ তায়ালা (পুরোপুরিই) পরিবেষ্টন করে আছেন।	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে (সঠিক জ্ঞানের অভাবে) তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো,	هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

১৫ রুকু

কিন্তু কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, কিংবা কে তাদের ওপর (সেদিন) অভিভাবক হবে?	فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾
১১০. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা (গুনাহ করে) নিজের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (তখন) সে আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾
১১১. যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করে, সে এর দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তিনি কুশলী।	وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾
১১২. যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করে; কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, (এ কাজের ফলে) সে (প্রকারান্তরে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।	وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ ع
১১৩. যদি তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়) ভুল পথে পরিচালিত করেই ফেলেছিলো! যদিও তারা এই আচরণ দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারছিলো না, (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামূলক) কাজ দ্বারা তারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রন্থ ও (সে গ্রন্থলব্ধ) কলা-কৌশল তোমার ওপর নাযিল করেছেন এবং তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনো তোমার জানা ছিলো না; (আসলেই) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিলো অনেক বড়ো!	وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَیْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾
১১৪. এদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, তবে যদি কেউ (এর দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খয়রাত, সৎকাজ ও অন্য মানুষের মাঝে সংশোধন (কর্মসূচী)-এর আদেশ দেয়– তা ভিন্ন কথা; আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে অতি শীঘ্রই আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো।	لَا خَيْرَ فِیْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾
১১৫. (আবার) যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে (বেঈমান লোকদের) অন্য ধরনের নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো– যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!	وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾ ع

১৬ রুকু

১৭ রুকু

১১৬. আল্লাহ তায়ালা (এ বিষয়টি) কখনো ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে (কোনো কিছুকে) শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (কাউকে) শরীক করলো, সে চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেলো।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

১১৭. আল্লাহকে ছাড়া এরা (যদি কাউকে ডাকে)– ডাকবে কোনো (নিকৃষ্ট) দেবীকে কিংবা কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে!

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

১১৮. (যে এভাবে ডাকে) তাকে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। (কারণ) সে (আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে) বলেছিলো, আমি তোমার বান্দাদের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো।

لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

ওয়াকফে লাযেম

১১৯. (শয়তান আরো বলেছিলো,) আমি অবশ্যই তাদের গোমরাহ করে দেবো, আমি অবশ্যই তাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা কামনা (বাসনা) জাগিয়ে তুলবো এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো যেন তারা (কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্তু-জানোয়ারের কান ছিদ্র করে, আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো তারা যেন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়; (মূলত) যে ব্যক্তি (এ কাজ করে) আল্লাহ তায়ালার বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

১২০. শয়তান তাদের (নানা) প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের (সামনে) মিথ্যা বাসনার (মায়াজাল) সৃষ্টি করে, আর শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

১২১. এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি, যাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যার (আযাব) থেকে মুক্তির কোনো পন্থাই (সেদিন) তারা (খুঁজে) পাবে না।

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে?

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

১২৩. (কারো ভালোমন্দ যেমন) তোমাদের খেয়াল খুশীর সাথে (জড়িত) নয়, (তেমনি তা) আহলে কিতাবদের খেয়ালখুশীর সাথেও (সম্পৃক্ত) নয়, (আসল কথা হচ্ছে), যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে, আর সে ব্যক্তি (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই তার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

১২৪. (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে– নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা (সম্পাদন) করে, তাহলে (সে এবং তার মতো অন্য) সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ
اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথানত করে, (মূলত) সে-ই হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, (তদুপরি) সে ইবরাহীমের আদর্শেরও অনুসরণ করে; আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১৮ রুকু

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ক্ষমতা দিয়ে) সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ع ﴿١٢٦﴾

১২৭. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, আর এ কিতাব থেকে যা কিছু তোমাদের ওপর পঠিত হচ্ছে, সেই এতীম নারীদের সম্পর্কিত (বিষয়), তিনি তাদের যেসব অধিকার দান করেছেন যা তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও, অসহায় শিশুদের ব্যাপারে (তোমাদের বলা হচ্ছে,) তোমরা যেন এতীমদের ব্যাপারে সুবিচার কায়েম করো; তোমরা যেটুকু ভালো কাজই করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ
يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا
تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ
تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ
الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

১২৮. যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবজ্ঞার আশংকা করে, তাহলে (পারস্পরিক ভালোর জন্যে) তাদের উভয়ের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে নিলে তাদের ওপর এতে কোনো দোষ নেই; কারণ আপসই হচ্ছে উত্তম, (আসলে) মানুষ লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে; (কিন্তু) তোমরা যদি সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তাই তোমাদের জন্যে ভালো) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকান্ডই অবলোকন করছেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا
اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ
الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾

১২৯. তোমরা কখনো (একাধিক) স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও (মনে প্রাণে) তোমরা তা চাইবে, তাই তাদের একজনের দিকে তুমি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, (মনে

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

হবে) আরেকজনকে তুমি ঝুলন্ত অবস্থায় (রেখে দিয়েছো); তোমরা যদি সংশোধন এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তুমি দেখবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

১৩০. (অতপর) যদি তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ভান্ডার থেকে দান করে তাদের সবাইকে পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রশংসাভাজন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

১৩১. আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমাদের আগেও যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের ও তোমাদের আমি এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা ও তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। যদি তোমরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসা তাঁর।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

১৩২. অবশ্যই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের মালিকানা আল্লাহর, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৩. হে মানুষ, তিনি চাইলে যে কোনো সময় (যমীনের কর্তৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারণ করে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এ কাজের ওপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমতাবান।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যে ব্যক্তি এ দুনিয়ার পুরস্কারটুকুই পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালার কাছে তো ইহকাল পরকাল (এ উভয়কালের) পুরস্কারই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন।

১৯ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) কায়েম থেকো এবং আল্লাহ তায়ালার জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও, যদি এ (কাজ)-টি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তোমরা তা পালন করবে), সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব হোক! (মনে রাখবে) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তায়ালার অধিকার অনেক বেশী, অতএব তুমি কখনো ন্যায়বিচার করতে গিয়ে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো কিংবা (ইনসাফ থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলের ওপর, সে কিতাবের ওপর যা তিনি তিনি তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেসব কিতাবের ওপর যা (তিনি তারও আগে) নাযিল করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রসূল ও পরকাল দিবসকে অস্বীকার করবে, সে অবশ্যই মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭. নিসন্দেহে যারা ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, (কিছু দিন পর) আবার ঈমান আনলো, এরপর (সুযোগ বুঝে) আবার কাফের হয়ে গেলো, এরপর কুফরীর পরিমাণ তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো, আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না, না কখনো তিনি এসব ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন!

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. (হে নবী,) মোনাফেকদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব রয়েছে,

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

১৩৯. যারা (বৈষয়িক স্বার্থে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অবশ্যই (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট)।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۫ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ ﴿١٤٠﴾

১৪০. তিনি ইতিপূর্বেও এ কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন শুনবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা কোনো আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (সে মজলিসে) বসো না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়, (এমনটি করলে) তোমরা তো ঠিক তাদের মতোই হয়ে গেলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ

১৪১. যারা সব সময়ই তোমাদের (শুভ দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা বলবে, কেন, আমরা কি (যুদ্ধে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (আবার) যদি কখনো কাফেরদের (ভাগে বিজয়ের) অংশ (লেখা) হয়, তাহলে এরা বলবে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি? এবং তোমাদেরকে

الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? (আসলে) শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না।

২০ রুকু

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

১৪২. অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়, (মূলত এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভরেই দাঁড়ায়, তারা কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তায়ালাকে (আসলে) কমই স্মরণ করে।

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) দোটানায় দোদুল্যমান, (এরা) না এদিকে না ওদিকে; যাকে আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ করে দেন তুমি সে ব্যক্তিকে কখনো (সঠিক) পথ দেখাতে পারবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে মানুষ তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; (তেমন কিছু করে) তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে (কোনো) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫. অবশ্যই মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা তাওবা করে এবং (সে আলোকে নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তায়ালার রশি শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশেই তারা তাদের জীবন বিধানকে নিবেদন করে নেয়, এসব লোকেরা অবশ্যই (সেদিন) ঈমানদারদের সাথে থাকবে; আর অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দেবেন।

مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কি করবেন– যদি তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা, সম্যক ওয়াকেফহাল।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾

১৪৮. আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলা পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই শোনেন এবং জানেন।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾

১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, অথবা কোনো মন্দ কাজের জন্যে যদি তোমরা (কাউকে) ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরা দেখতে পাবে,) নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের মাঝে যারা পার্থক্য করতে চায় তারা বলে, আমরা (রসূলদের) কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে স্বীকার করি না, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۵۱﴾

১৫১. এরা হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি কাফেরদের জন্যে এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵۲﴾

১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের একজনের সাথে আরেকজনের কখনো কোনো রকম পার্থক্য করেনি, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের তিনি অচিরেই অনেক পুরস্কার দান করবেন, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, মহাদয়ালু।

২১ রুকু

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. আহলে কিতাবের লোকেরা তোমার কাছে চায়– তুমি যেন আসমান থেকে তাদের জন্যে কোনো কিতাব নাযিল (করার ব্যবস্থা) করো! এরা (কিন্তু) মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা বলেছিলো (হে মূসা), তুমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই আমাদের প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, অতপর তাদের এই সীমালংঘনের জন্যে তাদের ওপর প্রচন্ড বজ্রপাত নিপতিত হয়েছে এবং (নবুওতের) সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের কাছে আসার পরও তারা গো-বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারপরও আমি তাদের এ (অপরাধ)-টা ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (-সহ কিতাব) দান করলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ

১৫৪. এদের কাছ থেকে (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্যে আমি তূর পাহাড়কে এদের ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে ঢুকবে, আমি তাদের বলেছিলাম,

৭ক

তোমরা শনিবারে (মাছ ধরে আমার বিধানের) সীমালংঘন করো না,(এ ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলাম।	لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾
১৫৫. অতপর তাদের (এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করা এবং অন্যায়ভাবে নবীদের তাদের হত্যা করা, (তদুপরি) তাদের (একথা) বলা যে, আমাদের অন্তরসমূহ (বাতিল চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত (হয়ে আছে), প্রকৃতপক্ষে তাদের কুফুরীর কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, অতপর এদের কমসংখ্যক লোকই ঈমান আনে।	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾
১৫৬. যেহেতু এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো এবং এরা (পুণ্যবতী) মারইয়ামের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো,	وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾
১৫৭. উপরন্তু তাদের উক্তি যে, আমরাই আল্লাহর রসূল মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি, (আসলে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শূলবিদ্ধও করেনি, (শুধু ধাঁধার কারণে) তাদের কাছে এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো; (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) যারা তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলো, তারাও (এতে করে) সন্দেহে পড়ে গেলো, আর এ ব্যাপারে তাদের অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া সঠিক কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (তবে) এটুকু নিশ্চিত, তারা তাকে হত্যা করেনি।	وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾
১৫৮. বরং আল্লাহ তায়ালাই তাকে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।	بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾
১৫৯. আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে তাঁর (তিরোধান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই কথার) ওপর ঈমান আনবে না, কেয়ামতের দিন সে তো নিজেই এদের ওপর সাক্ষী হবে।	وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾
১৬০. ইহুদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে (এমন) অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো, এটা এই কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রেখেছে।	فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

↓ ৭খ

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. (লেনদেনে) এদের সূদ গ্রহণ করা, এবং এদের অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করা; অথচ এদের তা থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিপ্ত) কাফেরদের জন্যে আমি কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, (সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের অচিরেই আমি বড়ো পুরস্কার দেবো।

২২ রুকু

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

১৬৩. (হে নবী,) আমি তোমার কাছে আমার ওহী পাঠিয়েছি, যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে, আমি (অরো) ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে, (ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সোলায়মানের কাছেও এবং আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৪. রসূলদের মাঝে এমন অনেক আছে, যাদের কথা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বলেছি, কিন্তু এদের মাঝে এমনও বহু রসূল আছে যাদের (কথা) কখনো আমি তোমাকে বলিনি; মূসার সাথে তো আল্লাহ তায়ালা কথাও বলেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৫. রসূলরা (হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ তায়ালার ওপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা তাঁর (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানের মাধ্যমেই করেছেন, ফেরেশতারাও তো (এর) সাক্ষ্য দেবে; যদিও সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ তায়ালার এ পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করলো এবং সীমালংঘন করলো, (তাদের ব্যাপারে) এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর না তিনি তাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন!

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. কিন্তু (তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে) শুধু জাহান্নামের রাস্তা, যেখানে তারা অনন্তকাল পড়ে থাকবে; (শাস্তি প্রদানের) এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০. হে মানুষরা, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক (বিধান) নিয়ে রসূল এসেছে, (এ বিধানের ওপর) তোমরা ঈমান আনো, (এতেই) তোমাদের জন্যে কল্যাণ (রয়েছে), আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো,) আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

১৭১. হে কিতাবধারীরা, নিজেদের দ্বীনের মাঝে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং (ঈসার ঘটনা নিয়ে) আল্লাহ তায়ালার ওপর সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা চাপিয়ো না; (সে সত্য কথা হচ্ছে,) মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ছিলো আল্লাহর রসূল ও তাঁর (এমন এক) বাণী, যা তিনি মারইয়ামের ওপর প্রেরণ করেছেন এবং সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঠানো এক 'রূহ', অতএব (হে আহলে কিতাবরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আনো, আর (কখনো) এটা বলো না যে, (মাবুদের সংখ্যা) তিন; এ (জঘন্য মিথ্যা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, (এটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একক মাবুদ; তিনি এ থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর কোনো সন্তান থাকবে; এ আকাশ ও ভূমন্ডলের সব কিছুর মালিকানাই তাঁর, আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

ওয়াকফে লাযেম ৯
রুকু ২৩

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

১৭২. (ঈসা) মাসীহ কখনো (এতে) নিজেকে হেয় মনে করেনি যে, সে হবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও (একে লজ্জাকর মনে করেনি); কোনো ব্যক্তি যদি (আল্লাহ তায়ালার) বন্দেগী করাকে লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) সে অহংকার করে (তার জানা উচিত),

فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

তিনি অচিরেই এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত (করে দন্ডাজ্ঞা দান) করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৩. যেসব মানুষ (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (সেদিন) তিনি তাদের এর জন্যে পুরোপুরি পুরস্কার দেবেন, (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা তাঁর বিধান মেনে নেয়াকে লজ্জাকর মনে করলো এবং অহংকার করলো, তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দেবেন, তারা (সেদিন) আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৫. অতপর যারা (সে জ্যোতি দিয়ে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো এবং তা শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, তিনি তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তিনি তাদের তার দিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে জানতে চায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির (উত্তরাধিকার বিষয়ে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যার মাতা পিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, (এ ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে সে বোনটির জন্যে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ থাকবে, অপরদিকে সে যদি নিসন্তান হয়,তাহলে সে তার বোনের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে; (আবার) যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তাদের দু বোনের জন্যে সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ অংশ থাকবে; যদি সে ভাইবোন ও মহিলারা কয়েকজন হয়, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে; আল্লাহ তায়ালা (উত্তরাধিকারের এ আইন) সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে (মানুষের উদ্ভাবিত বন্টন পদ্ধতিতে) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই সম্যক ওয়াকেফহাল।

২৪ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১২০
রুকু ১৬

সূরা আল মায়েদা
মদীনায় অবতীর্ণ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۜ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ পূরণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পা'বিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে, সেসব (জন্তু) ছাড়া, যা (বিবরণসহ) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে, তবে এহরাম (বাঁধা অবস্থায় এসব জন্তু) শিকার করাও বৈধ নয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۗىِٕدَ وَلَآ اٰۗمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۭ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۭ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۠ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সম্মানিত মাসগুলোকে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না, (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যারা (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (আল্লাহর) পবিত্র ঘর কাবার দিকে রওনা দিয়েছে (তাদেরও তোমরা অসম্মান করো না), তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো। (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ– (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে, তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর!

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۣ وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

৩. মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশ্‌ত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম, (লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে,

মনযিল ২

৯ ওয়াকফে লাযেম

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পুরো করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম। যদি কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্তু ও পাখীর) ধরে আনা (শিকার) তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, (তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নাম নেবে, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো; যাদের ওপর (আল্লাহর) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল, আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল। (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী ও তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো– যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কিতাব) সতী সাধ্বী নারীরাও (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চরিত্রের) রক্ষক হয়ে, কামনা চরিতার্থকারী কিংবা গোপন অভিসারী হয়ে নয়; যে কেউই ঈমান অস্বীকার করবে, তার (জীবনের সব) কর্মই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।

১ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে– তখন (ওযু করবে, আর ওযুর নিয়ম হচ্ছে) তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো

إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নেবে,) কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও, তাহলে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নেবে, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সম্ভোগ করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও, (আর তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এটা চান না যে, তোমাদের ওপর তিনি কোনো কষ্ট পৌঁছাবেন; বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, আশা করা যায় তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ لا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

৭. তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও স্মরণ করো), যখন তোমরা বলেছিলে (হে আমাদের রব), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ط اعْدِلُوا قف هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (আর তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না, তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও বড়ো পুরস্কার রয়েছে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই হচ্ছে এমন– যারা জাহান্নামের অধিবাসী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ
اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সে হাতগুলোকে তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রাখলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

২ রুকু

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ
اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ
الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ
وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের (আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার পাঠালাম; আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, ঈমান আনো আমার রসূলদের ওপর এবং (যদি) তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের (হিসাব) থেকে (তোমাদের) গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং অবশ্যই আমি তোমাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, এরপর যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি কুফুরী করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে অনেক বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ
مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا
قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছি এবং তাদের হৃদয়কে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি (তাদের চরিত্র ছিলো), তারা (আল্লাহর) কথাগুলোকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো, (হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; তুমি তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে) বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (কার্যকলাপ) মার্জনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا
مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا
بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ

১৪. আমি তো তাদের (কাছ থেকেও আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা বলে আমরা হচ্ছি খৃস্টান, অতপর এরাও (অংগীকারের) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো, যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিলো, অতপর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম;

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (১৪)

(দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উদ্ভাবন করতো অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের তা বলে দেবেন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (১৫)

১৫. হে আহলে কেতাবরা, তোমাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কিতাবের যা কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার বহু কিছুই সে তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাবও এসে গেছে।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (১৬)

১৬. এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বাতলে দেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, অতপর তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর (এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (১৭)

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে– সব কিছুও ধ্বংস করে দিতে চান, এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের রক্ষা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূমন্ডল ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (১৮)

১৮. ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র; তুমি (তাদের) বলো, তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের দন্ড প্রদান করবেন কেন; (মূলত) তোমরা (সবাই তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কতিপয়) মানুষ, যাদের আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন; আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট), তাঁর কাছেই হচ্ছে সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

১৯. হে আহলে কিতাবরা, রসূলদের (আগমন ধারার) দীর্ঘ বিরতির পর আমার (পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে,

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলোকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে করে তোমরা (শেষ বিচারের দিন) একথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হিসেবে) কেউই তো আগমন করেনি, (হাঁ, আজ তো সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৩ রুকু

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ق وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা স্মরণ করো, (সে নেয়ামতের কথাও স্মরণ করো) যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (এ যমীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দান করেননি।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ড লিখে রেখেছেন তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ق وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বললো, হে মূসা, সেখানে (তো) এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, (হাঁ) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা অবশ্যই (সেখানে) প্রবেশ করবো।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ە وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাদের দুজন লোক, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করছিলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন– তারা (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই সেখানে প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বললো, হে মূসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোক্ষণ সেখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না, তুমিই (বরং) যাও, তুমি ও তোমার রব– উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. মূসা বললো, হে আমার রব, (তুমি জানো) আমার নিজের এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য নেই, অতএব আমাদের ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۚ یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, আগামী) চল্লিশ বছর অবশ্যই সে (জনপদ)টি তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।

৪ রুকু

৯ ওয়াকফে লাযেম

وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ ابْنَیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্প যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্পটি ছিলো এই,) যখন তারা দুই জন (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে কবুলই করা হলো না, (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো, (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা শুধু মোত্তাকীদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন,

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে (মনে রেখো) আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াবো না, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহকে ভয় করি।

اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِیْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহর (বোঝা) একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (এভাবেই) তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এটাই হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. অতপর তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উস্কানি দিলো, একপর্যায়ে সে তাকে খুন করে ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لِیُرِیَهٗ كَیْفَ یُوَارِیْ سَوْءَةَ اَخِیْهِ ؕ قَالَ یٰوَیْلَتٰۤی اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ

৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে; (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি যে,

আমি আমার ভাইয়ের লাশটা গোপন করবো, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো।	فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. ওই (ঘটনার) কারণেই (পরবর্তীকালে) আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম, কোনো মানুষকে হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি প্রদান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো; এদের কাছে আমার রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী (হিসেবেই) থেকে গেলো।	مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে তাদের দুনিয়ার (জীবনের) জন্যে, পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۖ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (এগিয়ে যাওয়ার) উপায় খুঁজতে থাকো (তার দিকে এগুনোর বড়ো একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা তাঁর পথে জেহাদ করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. অবশ্যই যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (কেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদয় ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত থাকে-(তার সাথে আরো) যদি সমপরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সমূদয় সম্পদকে) মুক্তিপণ হিসেবে দান করেও যদি তারা কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তাদের কাছ থেকে	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ

৫ রুকু

(এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে (সেদিন) কঠোর আযাব নির্ধারিত থাকবে।	وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ৩৬
৩৭. তারা (সেদিন বারবার) দোযখের আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কিছুতেই) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে।	يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ৩৭
৩৮. পুরুষ ও নারী– এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো, এটা তাদেরই কর্মফল, (এটা) আল্লাহর পক্ষ থেকে (একটি শিক্ষণীয়) নির্ধারিত দন্ড; আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ৩৮
৩৯. যে ব্যক্তি তার যুলুমের পর (আল্লাহ তায়ালার কাছে) তাওবা করবে এবং (নিজের) সংশোধন করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল, দয়াময়।	فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ৩৯
৪০. তুমি কি জানো না, এই আকাশমন্ডলী ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ৪০
৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, (তাদের) এই বিষয়টি যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অন্তর কখনো ঈমান আনেনি, (অপর দিকে) যারা ইহুদী– তারাও মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খাড়া করে রাখে এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি, এরা সে অপর সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে; তারা (আল্লাহর কিতাবের) কথাগুলো আপন জায়গায় (বিন্যস্ত) থাকার পরেও তাকে বিকৃত করে এবং (অন্যদের কাছে) বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের বিধান) তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তা দেয়া না হলে তোমরা সতর্ক থেকো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচ্যুতি চান, তাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি কিছুই করতে পারো না; এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরগুলোকে কখনো পাক-সাফ করার এরাদা পোষণ করেন না, তাদের জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা,	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

পরকালেও তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব রয়েছে।

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. (ইহুদীদের চরিত্র হচ্ছে,) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওস্তাদ; এরা যদি কখনো (কোনো বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো, যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো তাহলে (নিশ্চিত থাকো), এরা কখনো তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করো তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এসব লোক কিভাবে তোমাকে বিচারক মানবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই (আল্লাহর পাঠানো) তাওরাত মজুদ রয়েছে, তাতেও তো আল্লাহর বিধান আছে, (তুমি যাই করো না কেন) এরপরই তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরা কেউই (আল্লাহর কিতাবে) বিশ্বাসী নয়।

৬ রুকু

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অবশ্যই আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে (আমার) হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা ছিলো, আমার নবীরা– যারা আমার বিধানের আনুগত্য করতো– তারা ইহুদী জাতিকে এ (হেদায়াত) মোতাবেকেই বিচার ফয়সালা দিতো, (নবীদের পর তাদের) জ্ঞানসাধক এবং ধর্মীয় পন্ডিতরাও (এ অনুযায়ী বিচার-আচার করতো), কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এদেরই দেয়া হয়েছিলো, তারা (নিজেরাও) এর ওপর সাক্ষী ছিলো, সুতরাং তোমরা মানুষদের ভয় না করে একান্তভাবে আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াতসমূহকে (তাদের মতো) সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ

৪৫. সেখানে আমি তাদের জন্যে (এই ফৌজদারী) বিধান নাযিল করেছিলাম যে, প্রত্যেক জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, (শাস্তি প্রয়োগের সময় এই শারীরিক) যখমটাই কিন্তু আসল দন্ড (বলে বিবেচনা করবে); অবশ্য (বাদী পক্ষের) কেউ যদি এই দন্ড মাফ করে দিতে চায়, তাহলে তা তার (নিজের গুনাহ-খাতার) জন্যে কাফফারা (হিসেবে পরিগণিত) হবে;

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে যালেম।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ۭ

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, (সেখানে) আগে থেকে তাওরাতের যা কিছু (অবশিষ্ট) ছিলো, সে ছিলো তার সত্যায়নকারী, আর আমি তাকে ইনজীল দান করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর; তখন তাওরাতের যা কিছু তার কাছে (বর্তমান) ছিলো– সে তার সত্যায়নকারী ছিলো, (তদুপরি) তাতে মোত্তাকী লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. ইনজীলের অনুসারীদের উচিত ছিলো এর ভেতর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারা আল্লাহর নাযিল করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করে না তারাই হচ্ছে ফাসেক।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ۙ

৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব নাযিল করেছি, (আগের) কিতাবের যা কিছু তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে, (শুধু তাই নয়), এ কিতাব তার হেফাযতকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো, আর (বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; (কেননা) আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চান, অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করার স্থান, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (ওখানে) তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ

৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা (আইন-কানুনের) যা কিছু নাযিল করেছেন তুমি তা দিয়ে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তাদের থেকে সতর্ক থেকো, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর নাযিল করেছেন তার কোনো বিষয়ে তারা যেন কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে;

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (৪৯)

অতপর (তোমার ফয়সালা থেকে) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের কোনো মসিবতে ফেলবেন; অবশ্যই মানুষের মাঝে অধিকাংশ হচ্ছে অবাধ্য।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (৫০)

৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

৭ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (৫১)

৫১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদী-খৃষ্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে অবশ্যই তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

৮ ওয়াকফে লাযেম

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (৫২)

৫২. অতপর যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে, 'আমাদের আশংকা, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে'। (পরে) হয়তো আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন; কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (৫৩)

৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার নামে বড়ো বড়ো শপথ করতো যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে; আজ (তাদের সমগ্র কার্যকলাপ) বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৫৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (জেনে রেখো) তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে (তার জায়গায়) আল্লাহ তায়ালা অচিরেই (এখানে) এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে,

৮ক

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না; (মূলত) এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সামনে যারা) অবনমিত থাকে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ ع

৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দল বিজয়ী হবে।

৮ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের কখনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাঁকেই) ভয় করো।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এ (ডাক)কে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এটা এ জন্যে যে, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (সত্য মিথ্যার) কিছুই বোঝে না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই প্রতিশোধ নিচ্ছো, যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছো গুনাহগার।

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো– আল্লাহর কাছে এর চাইতে নিকৃষ্ট (শাস্তি) কে পাবে? (হাঁ) সে লোক (হচ্ছে,) যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর তাঁর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানর (কিছু লোককে) শুয়োরে পরিণত করে দিয়েছেন, যারা মিথ্যা মাবুদের আনুগত্য করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

↓ ৮খ

৬১. তারা যখন তোমাদের সামনে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আসলে তোমার এ জায়গায়) তারা কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই (তোমার কাছ থেকে) তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা তাদের মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

وَاِذَا جَآءُوۡكُمۡ قَالُوۡۤا اٰمَنَّا وَقَدۡ دَّخَلُوۡا بِالۡكُفۡرِ وَهُمۡ قَدۡ خَرَجُوۡا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا كَانُوۡا يَكۡتُمُوۡنَ ﴿٦١﴾

৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে, গুনাহ, বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা করে (আসলেই) তা বড়ো নিকৃষ্ট কাজ!

وَتَرٰى كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ يُسَارِعُوۡنَ فِى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ وَاَكۡلِهِمُ السُّحۡتَ ؕ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. (কতো ভালো হতো, এদের) ধর্মীয় নেতা ও পন্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদেরকে এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়োই জঘন্য!

لَوۡلَا يَنۡهٰٮهُمُ الرَّبّٰنِيُّوۡنَ وَالۡاَحۡبَارُ عَنۡ قَوۡلِهِمُ الۡاِثۡمَ وَاَكۡلِهِمُ السُّحۡتَ ؕ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا يَصۡنَعُوۡنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে; (আসলে আল্লাহ তায়ালার নয়-) তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে, আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর তো উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে; (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও পরস্পর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি; যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা (তখনি) তা নিভিয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَالَتِ الۡيَهُوۡدُ يَدُ اللّٰهِ مَغۡلُوۡلَةٌ ؕ غُلَّتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَلُعِنُوۡا بِمَا قَالُوۡا ۘ بَلۡ يَدٰهُ مَبۡسُوۡطَتٰنِ ۙ يُنۡفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيۡدَنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ مَّاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ طُغۡيَانًا وَّكُفۡرًا ؕ وَاَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوۡقَدُوۡا نَارًا لِّلۡحَرۡبِ اَطۡفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسۡعَوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿٦٤﴾

ওয়াকফে লাযেম

৬৫. যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম, অবশ্যই আমি তাদের নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَكَفَّرۡنَا عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَلَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ ﴿٦٥﴾

৬৬. যদি তারা (আল্লাহর যমীনে) তাওরাত ও ইনজীল এবং যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতো,

وَلَوۡ اَنَّهُمۡ اَقَامُوا التَّوۡرٰىةَ وَالۡاِنۡجِيۡلَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ

لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

তাহলে তারা তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে পাওয়া রেযেক ভোগ করতে পারতো; তাদের মধ্যে একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকান্ড খুবই নিকৃষ্ট!

৯ রুকু

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হে রসূল, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদি তুমি (তা) না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তাঁর বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো কাফের জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কিতাবরা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা (এ যমীনে) প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (গোঁড়ামীর কারণে) তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেয়ী, খৃস্টান– (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং (ঈমানের দাবী অনযায়ী) নেক কাজ করবে, (পরকালে) তাদের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে (আনুগত্যের) অংগীকার আদায় করে নিয়েছিলাম এবং আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম; কিন্তু যখনি কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু (বিধান) নিয়ে হাযির হয়েছে, যা তাদের মন পছন্দ করেনি, তখনি তারা (রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে।

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতো কিছু করা সত্ত্বেও) তাদের জন্যে কোনো বিপর্যয় থাকবে না, তাই তারা (সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে) অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন,

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

অতপর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো; তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা পর্যবেক্ষণ করছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহই হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে যে, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব; অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।

৮ ওয়াকফে লাযেম

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যেসব (অলীক) কথাবার্তা বলে তা থেকে যদি এখনো ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? এবং (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল,দয়াময়।

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে; তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা; তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমি কিভাবে তাদের জন্যে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি, অতপর তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) তাদের দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছো– যা তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না; (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং জানেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না,

বাংলা অনুবাদ	আরবি
তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজেরাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।	وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾
৭৮. বনী ইসরাঈলদের মাঝে আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।	لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না, তারা যা করতো নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট।	كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতেই বেশী আগ্রহী, তারা নিজেরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন, এ লোকেরা অনন্তকাল ধরে আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে।	تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. তারা যদি আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই হচ্ছে গুনাহগার।	وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. মানুষদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে– তাদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে অবশ্যই তোমরা ইহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে অবশ্যই আমরা খৃস্টান; এটা এই কারণে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো, আর এ (ধরনের) লোকেরা (বেশী) অহংকারও করে না।	لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

১০ রুকু

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন এরা শোনে, তখন সত্যের যেটুকু এরা জেনেছে– সে কারণে তুমি এদের অনেকের চোখকেই অশ্রুসজল দেখতে পাবে, (নিবেদিত হয়ে) তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? আমরা তো (বরং) প্রত্যাশা করবো যে, আমাদের রব আমাদের সৎকর্মশীলদের সাথে (জান্নাতে) দাখিল করবেন,

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. অতপর তারা যা বললো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের পুরস্কার।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

১১ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলোকে (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ো না, আর তোমরা সীমা লংঘন করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথ তোমরা শক্তভাবে করো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন, (এ ধরনের শপথ ভংগ করলে) তার কাফফারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো, কিংবা তাদের পোশাক পরানো, অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া; যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফফারা হচ্ছে) তিন দিন রোযা (রাখা); যখন তোমরা তোমাদের শপথ ভাংগো তখন এই হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফফারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন– যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।

৯০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়কারী শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১. শয়তান মদ ও জুয়ার মধ্যে (ফেলে) তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং এভাবেই সে তোমাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (এরপরও) কি তোমরা (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে না?

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (হারাম কাজের ধ্বংসকারিতা থেকে) সতর্ক থেকো, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে (আমার কথাগুলো) পৌঁছে দেয়া।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্যে তাদের ওপর কোনোই গুনাহ নেই, (হাঁ, ভবিষ্যতে) যদি তারা (হারাম থেকে) বেঁচে থাকে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার নিষেধসমূহ থেকে) তারা সতর্ক থাকে, (এভাবে যতোক্ষণ পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, আবারও (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা); আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

১২ রুকু

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কিছু শিকারের বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, যেগুলো তোমরা সহজেই নিজেদের হাত ও বর্শা দ্বারা ধরতে পারো, যেন আল্লাহ তায়ালা এ কথা ভালো করে জেনে নিতে পারেন, কে তাঁকে গায়ব থেকে ভয় করে, এরপরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় তোমরা কখনো শিকার হত্যা করো না, যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) জেনে-বুঝে শিকার হত্যা করে (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কাবায় পৌঁছে দেবে, (যার) ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান বিচারক ব্যক্তি,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

কিংবা (তার জন্যে) কাফফারা হবে (কয়েকজন) গরীব-মেসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন; কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. আল্লাহ তায়ালা কাবা ঘরকে সম্মানিত করেছেন, মানব জাতির জন্যে (তার) ভিত্তি হিসেবে (তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন), একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসকে, কোরবানীর জন্তুকে এবং (এ উদ্দেশে) পট্টি বাঁধা জন্তুগুলোকে, এটা এ জন্যে, যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ ﴿٩٨﴾

৯৮. তোমরা জেনে রাখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (খুবই) কঠোর, নিসন্দেহে (পুরস্কারের বেলায়ও) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. রসূলের দায়িত্ব (হেদায়াতের বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন রাখো।

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. (হে রসূল,) তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতপর হে জ্ঞানবান মানুষরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

১৩ রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে, (অবশ্য) কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে; (এ বিধান জারির আগে যা কিছু হয়ে গেছে) তা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্প্রদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশ্ন করেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো।	قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেঁড়া) 'বহীরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত) 'সায়েবা', (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) 'ওয়াসীলা' ও (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্ট্রী) 'হাম'– এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বানিয়ে দেননি, বরং কাফেররাই (কুসংস্কার দিয়ে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশই কিছু উপলব্ধি করে না।	مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসূলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদায়াতের পথেও চলতো না।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾
১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, কোনো ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয় তাহলে সে ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে; তোমাদের সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা আল্লাহর কাছে, অতপর তোমাদের (সেদিন) তিনি তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ায়) তোমরা কী করছিলে!	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, ওসিয়ত করার মুহূর্তে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষের সাক্ষ্য থাকা (প্রয়োজন), আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তি সাক্ষী থাকবে; (পরে যদি) তোমরা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করো, তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামাযের পর আটকে রাখবে, অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এমনকি) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাবো।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. অতপর যদি (এটা) প্রকাশিত হয় যে, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী (সাক্ষ্য গোপন করে) অপরাধে লিপ্ত ছিলো,	فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا

فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿১০৭﴾

তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿১০৮﴾

১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে বেশী আশা করা যায়, তারা ঠিক ঠিক সাক্ষ্য নিয়ে আসবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে, (তাদের) কসম আবার অন্য কারো কসম দ্বারা বাতিল করে দেয়া হবে; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসূলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৪ রুকু

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿১০৯﴾

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকে একত্রিত করবেন, অতপর তিনি বলবেন, হে রসূলরা, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো; তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই জানি না; যাবতীয় গায়বের বিষয়ে তুমিই ভালো জানো।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿১১০﴾

১১০. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মাইরয়াম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম, (বিশেষ করে) যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমনি) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলবে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কিতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম, যখন তুমি আমারই হুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে, অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো, আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃতদের বের করে আনতে, আমি তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাঈলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নিদর্শন নিয়ে পৌঁছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বললো, এ নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬ ওয়াকফে লাযেম

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿১১১﴾

১১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারী (সাথী)-দের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে রব,) আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম, তুমি একথার ওপর সাক্ষী থেকো যে, আমরা তোমার অনুগত।

১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়ারীরা বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার রব কি আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন? ঈসা বললো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই, আমরা সেই টেবিল থেকে (কিছু) খাবার খাবো, এতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, (এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো যে, তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরাও এর ওপর সাক্ষী হবো।

قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠানো) একটি আনন্দোৎসব এবং তোমার (কুদরতের একটি) নিদর্শন, তুমি আমাদের রেযেক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছো উত্তম রেযেকদাতা।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, অচিরেই) আমি তা তোমাদের ওপর পাঠাচ্ছি, এরপর যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অস্বীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না।

قَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْٓ أُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهٗٓ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১৫ রুকু

১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে 'ইলাহ' বানিয়ে নাও; (এ কথার উত্তরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে, এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গায়বের খবর অবশ্যই তুমি ভালো করে জানো।

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছো আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি, (আর সে বিষয়টি ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার রব, তোমাদেরও রব, আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম,

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপর একক নেগাহবান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তুমিই ছিলে সাক্ষী।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. তাদের (অপরাধের জন্যে) তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও (দিতে পারো), নিসন্দেহে তারা তোমারই বান্দা, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও তোমার দয়া), অবশ্যই তুমি বিপুল ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হাঁ), এ হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যবাদী ব্যক্তিদের তাদের সততা (প্রচুর) কল্যাণ দান করবে; (আর সে কল্যাণ হচ্ছে,) তাদের জন্যে এমন সুরম্য জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে অমীয় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. আকাশমালা, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয় বাদশাহী আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

১৬ রুকু

সূরা আল আনয়াম
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১৬৫
রুকু ২০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন, তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾

২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (সবার বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুরও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহ করছো!

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾

৩. আসমানসমূহ ও যমীনের (সর্বত্র) তিনিই হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো– তাও।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾

৪. তাদের মালিকের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াতও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৫. তাদের কাছে যতোবারই সত্য (দ্বীন) এসেছে; ততোবারই তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হাযির হবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছিলো।	فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿৫﴾
৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও দান করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।	اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿৬﴾
৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার ওপর কাগজে লেখা কোনো কিতাব নাযিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তারপরও যারা কুফরী করেছে তারা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়!	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿৭﴾
৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলে (আযাবের) ফয়সালা (তখনি) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না।	وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ﴿৮﴾
৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম, (আজ) যেমন এরা সন্দেহ করছে তখনও আমি এমনিভাবে তাদের (মনের) ওপর সন্দেহ বসিয়ে দিতাম।	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿৯﴾
১০. (হে রসূল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসূলকে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, (অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আযাবের আকারে) পরিবেষ্টন করে ফেলেছে!	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿১০﴾ ع
১১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿১১﴾
১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো, (এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ো করবেন,	قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

১ রুকু

এতে সন্দেহ নেই; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা (এই দিনকে) বিশ্বাস করে না।	لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করেছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি সব শোনেন এবং দেখেন।	وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾
১৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবো, অথচ তিনিই (সবাইকে) আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের আহার যোগানো যায় না; (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন সবার আগে আমি তাঁর অনুগত হই এবং (আমাকে এ মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে– তুমি কখনো মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না।	قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. (তুমি) বলো, আমি যদি আমার মালিকের অবাধ্য হই, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাব (আপতিত হওয়ার) ভয় করি।	قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾
১৬. সে মহান দিবসে যাকে সে আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য।	مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾
১৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ পৌঁছান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই তা দূর করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও দিতে পারে না, কেননা) তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান!	وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾
১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল।	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾
১৯. তুমি বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের এবং আমার মধ্যকার (সর্বোত্তম) সাক্ষী। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আমি যেন তা দিয়ে তোমাদের এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গ্রন্থ পৌঁছবে (তাদের আযাবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি একথার সাক্ষ্য দিতে পারবে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো ইলাহ রয়েছে ? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে দাও, আমি (জেনে-বুঝে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি একক, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে যাচ্ছো, তার থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত।	قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌ ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ ۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে তারা তাদের ছেলেদের চেনে, (কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে) যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে; কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, আসলে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করে না।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. একদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, অতপর যারা শেরেক করেছে– তাদের আমি বলবো, তোমাদের সেসব শরীকরা কোথায় (আজ)? কোথায় (তারা) যাদের তোমরা (আমার সাথে শরীক) মনে করতে!	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের রব, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না।	ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) এরা নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাদের নিজেদের বানানো কথা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে!	اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যাকে (দেখলে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব কয়টি নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তাতে ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এ তো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দূরে রাখে, (এ দিয়ে মূলত) তারা নিজেদেরই ধ্বংস সাধন করছে, অথচ তারা কোনো খবরই রাখে না।	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে– যখন এদের আগুনের ওপর এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।	وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

রুকু ২ ওয়াকফে লাযেম

২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. এরা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই হচ্ছে একমাত্র জীবন, আমরা কখনোই পুনরুজ্জীবিত হবো না।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে– যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন (বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে আযাব ভোগ করো, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۖ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকু

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়াকে মিথ্যা বলেছে; আর একদিন যখন (সত্যি সত্যিই) কেয়ামতের ঘন্টা হঠাৎ করেই তাদের সামনে এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ (দিন)-টিতে আমরা কতো না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা নিজেদের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; (দেখো,) কতো নিকৃষ্ট বোঝা সেটি– যা সেদিন তারা বইবে!

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۖ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۖ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন তো নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মূলত) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে পরকালের বাড়িঘরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট; তোমরা কি (মোটেই) অনুধাবন করো না?

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. (হে রসূল,) আমি জানি, এরা যা বলে, তা তোমাকে পীড়া দেয়, (এসব বলে) এরা (শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার আয়াতকেই অস্বীকার করছে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তোমার আগেও রসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানাভাবে) নির্যাতিত হবার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। (আসলে) আল্লাহর কথা বদল করার কেউ নেই, অবশ্য নবীদের সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৯ক

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ কিংবা আসমানে কোনো সিঁড়ি তালাশ করো এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন এবং তুমি কখনো মূর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যারা (এ কথাগুলো) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয়। যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেও কবর থেকে উঠাবেন, অতপর (মহাবিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এরা বলে, নবীর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন? (হে রসূল,) তুমি বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই (এ ব্যাপারে) কিছু জানে না।

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখী– যারা তোমাদের মতো সৃষ্টি নয়– আমি (এ) গ্রন্থে (তাদের) বর্ণনার কোনো কিছুও বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে তাদের মালিকের কাছে জড়ো করা হবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

৩৯. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদায়াতের ব্যাপারে) বধির ও মূক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন; আবার যাকে চান তাকে তিনি সঠিক পথের ওপর এনে স্থাপন করেন।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. তুমি বলো, তুমি কি তোমাদের (নিজেদের অবস্থা) দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব আসবে, কিংবা হঠাৎ করে কেয়ামত এসে হাযির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪১. বরং তোমরা (তো তখন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার বানাতে, তাদের তোমরা ভুলে যাবে।

৪ রুকু

↓ ৯খ

৪২. তোমার আগের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (৪২)

৪৩. যদি এমন হতো যে, তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তারা বিনীত হয়ে গেলো, কিন্তু তাদের অন্তর (এতে) আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরছিলো।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (৪৩)

৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচ্ছলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মত্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, তারা সাথে সাথে নিরাশ হয়ে পড়লো।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (৪৪)

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদের সবার মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (৪৫)

৪৬. (হে রসূল) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের ওপর মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে; তাকিয়ে দেখো কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ (৪৬)

৪৭. তুমি বলো, তোমরা কি তাদের দেখেছো, যদি কখনো গোপনে কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ (৪৭)

৪৮. আমি রসূলদের (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্যভাবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা (সেদিন) কোনোরকম চিন্তাও করবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (৪৮)

৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, কঠোর আযাব তাদের ঘিরে ধরবে, কেননা তারা (আমার সাথে) নাফরমানী করছিলো।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (৪৯)

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝٥٠

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি যে,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল করা হয়, তুমি বলো, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?

৫ রুকু

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝٥١

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (আল্লাহর) কিতাবের মাধ্যমে সেসব লোকদের (আযাবের) সতর্ক করো, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٢

৫২. তাদের তুমি (তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না– যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, (কারণ) তাদের কাজকর্মের কোনো রকম দায়িত্বই তোমার ওপর নেই, তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝٥٣

৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন (অহংকারী) লোকেরা (গরীবদের একথা) বলতে পারে যে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালো করে জানেন না?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا ۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ ۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥٤

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের বলো, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক– তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের রব নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন, তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষণেই তাওবা করে ও (নিজেকে) শুধরে নেয়, তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন,) তিনি একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٥٥

৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে করে (অন্যদের সামনে) অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

৬ রুকু

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের ডাকো, আমাকে

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿৫৬﴾

তাদের গোলামী করতে নিষেধ করা হয়েছে; তুমি (এও) বলো, আমি কখনো তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবো না, (তেমনটি করলে) আমি গোমরাহ হয়ে যাবো এবং আমি আর সত্যের অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না।

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿৫৭﴾

৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আর সে জিনিসটাই তোমরা অস্বীকার করছো, যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার নেই; (সব কিছুর) চূড়ান্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ সত্যটাই) তিনি (এখানে) বর্ণনা করছেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿৫৮﴾

৫৮. তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (তো অনেক আগেই) হয়ে যেতো! আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿৫৯﴾

৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সে খবর তিনি ছাড়া কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (গাছের) একটি পাতা (কোথাও) ঝরে না, যা তিনি জানেন না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই– নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়িষ্ণু) শুকনো (কিছু), যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿৬০﴾

৬০. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি রাতের বেলা তোমাদের ওপর মৃত্যু ছেয়ে দেন, দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (রাতের পর) তিনি আবার তোমাদের উঠিয়ে দেন, যাতে করে (তোমাদের) নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণতা পেতে পারে, এরপর তাঁর দিকেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।

৭ রুকু

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿৬১﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন; এভাবে তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশ্তারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে) তারা কখনো কোনো ভুল করে না।

৬২. অতপর তাদের সবাইকে তাদের (আসল) মালিক আল্লাহর সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; সাবধান! যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর। ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর।	ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তুমি বলো, যখন তোমরা স্থলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কণ্ঠে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন কে তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো, (হে মালিক), আমাদের তুমি যদি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাবো।	قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তুমি বলো, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্য সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরাই তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো!	قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর– তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহকে খুলে খুলে বর্ণনা করি, আশা করা যায়, তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারবে।	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)-কে অস্বীকার করেছে, অথচ তাই হচ্ছে একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের) বলে দাও, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।	وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾
৬৭. প্রতিটি বার্তার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে।	لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথায় মনোনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকো না।	وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তাদের (এসব কার্যকলাপের) হিসাবের ব্যাপারে– যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ (তো দিয়েই যেতে হবে), আশা করা যায়, তারা (একদিন আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে।	وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর হাতে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে	وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে, তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকান্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (হাশরের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না; এরাই হচ্ছে সে মানুষ, যাদের নিজেদের (গুনাহ) অর্জনের কারণে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

৮ রুকু

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. তুমি বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে– না আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আমাদের উল্টো পায়ে ফিরে যাবো– ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনের বুকে পথভ্রষ্ট করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, তুমি আমাদের কাছে এসো, (এসো) সহজ সরল পথের দিকে! তুমি বলো, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো), সেটাই হচ্ছে আসল হেদায়াত এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি,

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. (আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) তোমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; তিনি হচ্ছেন এমন (সত্তা), যাঁর সামনে সবাইকে সমবেত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও, তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত্ব ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সবকিছুর খবর রাখেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّىْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মূর্তিগুলোকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৭৫. এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও যমীনের পরিচালন ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদের দলে শামিল হয়ে যেতে পারে।	وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. যখন তার ওপর (আঁধার ছেয়ে) রাত এলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুঝি) আমার রব, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার রব বলে) পছন্দ করতে পারি না!	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. অতপর যখন সে (আকাশে) একটি ঝলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এ-ই (মনে হয়) আমার রব, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার 'রব' যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে অবশ্যই আমি গোমরাহ লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবো।	فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন একটি আলোকোজ্জ্বল সূর্য দেখলো তখন সে বললো, (মনে হচ্ছে) এই আমার রব, (কারণ) এটা হচ্ছে সবগুলোর চাইতে বড়ো, (সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন সে (নিজের জাতিকে) বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।	فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি এই আসমানসমূহ ও যমীন (-সহ চাঁদ-সুরুজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আমি এখন আর মোশরেকদের দলভুক্ত নই।	اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ ۚ
৮০. তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; আমি তোমাদের (মাবুদদের) ডরাই না– যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার (মনে) করো, অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না?	وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ۗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۗ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. তোমরা যাকে (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যে ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমরা জানো!	وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۗ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

ওয়াকফে লাযেম

৯ রুকু

৮২. (হাঁ) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুম (-এর কালিমা) দিয়ে কখনো কলুষিত করেনি, তারাই (হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী, (এবং) তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার (সেই অকাট্য) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম; (এভাবেই) আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সমুন্নত করি; অবশ্যই তোমার রব প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝٨٣

৮৪. আমি তাকে দান করেছি (পুত্র হিসেবে) ইসহাক ও (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব– এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নূহকেও হেদায়াতের পথ দেখিয়েছি এবং তার বংশের মাঝে দাঊদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূনকেও (আমি হেদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٤

৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٨٥

৮৬. আমি ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও (সৎপথ দেখিয়েছিলাম), এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٦

৮৭. এদের পূর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই (বন্ধু)দেরও (আমি নানাভাবে পুরস্কৃত করেছি), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছি এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٨٧

৮৮. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করেন; (কিন্তু) তারা যদি (আল্লাহর সাথে) শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨٨

৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এরপরও) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো (অতীতেও) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ج فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝٨٩

১০ রুকু

৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান) বান্দা– আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব তুমিও এদের হেদায়াতের পথের অনুসরণ করো (এবং) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে মানুষের জন্যে একটি স্মরণিকা মাত্র।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ط قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝٩٠

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰی نُوْرًا وَّهُدًی لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর কোনো বস্তুই নাযিল করেননি; তুমি বলো, মূসার আনীত কিতাব- যা মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায় লিখে) রাখতে, যা তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং (তার) অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি) সে কিতাব দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো, যার কিছুই তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতে না- তা কে নাযিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালাই (তা নাযিল করেছেন), (হে নবী,) তুমি তাদের নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. এটি এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার ওপর) নাযিল করেছি, এটি আগের কিতাবের সত্যায়ন করে এবং যাতে এ (কিতাব) দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী (জনপদসমূহের) মানুষকে সাবধান করবে; যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে তারা এ কিতাবের ওপরও ঈমান আনে, আর তারা তাদের নামাযেরও হেফাযত করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِیَ اِلَیَّ وَلَمْ یُوْحَ اِلَیْهِ شَیْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَیْدِیْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে, আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, (যদিও) তার ওপর কিছুই নাযিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো যালেম কে,) যে বলে, আমি অচিরেই আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাবো! যদি (সত্যি সত্যিই) যালেমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময়টা তুমি দেখতে পেতে! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশ্‌তারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও; তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তার বিনিময়ে আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰی كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰی مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِیْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۹۴﴾ ع

৯৪. (আজ) তোমরা আমার সামনে নিসঙ্গ অবস্থায় এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু (বিষয় সম্পদ) দান করেছি, তার সবটুকুই তোমরা পেছনে ফেলে এসেছো, তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী ব্যক্তিদের- যাদের তোমরা মনে করতে তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার- (কই) তাদের তো (আজ) তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না! বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে।

১১ রুকু

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনি নির্জীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে নির্জীব (কিছু) নির্গত করেন; এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. (রাতের শেষে) তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে বানিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরুজ বানিয়েছেন, এসব কিছুই হচ্ছে পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ করা।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে অসংখ্য তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা তা দিয়ে জলে-স্থলের আঁধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এসব রহস্যের কথা) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর (এখানে তোমাদের) থাকার ও মালসামান রাখার জায়গা (বানানো) হলো, জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলোকে (এভাবেই) বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাযিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করি, (পরে) তা থেকে আমি পরস্পর জড়ানো ঘন শস্যদানা সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে; গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক সময়) তা ফলবান হয়, যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখো; অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ জ্বিনদের তিনিই পয়দা করেছেন, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে, অথচ তিনি মহিমান্বিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।

১২ রুকু

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক। (তুমি বলো;) তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর (তো) সংগিনীই নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

অনুবাদ	আয়াত
১০২. আল্লাহ তায়ালা– তোমাদের রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সব কিছুর স্রষ্টা (তিনি), সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর ওপর তিনিই তত্ত্বাবধায়ক।	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾
১০৩. কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছুর খোঁজ-খবর রাখেন।	لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۡ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾
১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিসম্পন্ন) নিদর্শন এসেছে, অতপর যদি কোনো ব্যক্তি (তা) দেখতে পায়, তাহলে সে দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, আবার যদি কেউ (তা না দেখে) অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।	قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾
১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো বর্ণনা করি, যাতে করে তারা (একথা) বলতে পারে, তুমি (ভালো করেই এসব) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্যেও যেন আমি তা সুস্পষ্ট করে দিতে পারি।	وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যারা শেরেকে লিপ্ত, তাদের তুমি এড়িয়ে চলো।	اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা কেউই শেরেক করতো না; আমি (কিন্তু) তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, তুমি তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও।	وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۭ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾
১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তোমরা তাদের গালি-গালাজ করো না, নইলে তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে– না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে; এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতপর তাদের ফিরে যাবার জায়গা হলো তাদের মালিকের কাছে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ায়) কি করে এসেছে।	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তাহলে অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে; তুমি বলো, নিদর্শন পাঠানো (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার, তুমি কি জানো যে, নিদর্শন এলেও এরা কিন্তু ঈমান আনবে না।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾
১১০. আমি তাদের অন্তকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি (এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবো!	وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾ ع

১৩ রুকু

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশ্‌তাদেরও নাযিল করি, মৃত ব্যক্তিরাও যদি (কবর থেকে উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা ঈমান আনবে না, অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান (তা আলাদা। আসলে), এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খতার আচরণ করে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (তাদের যুগে) মানুষ ও জ্বীনদের থেকে (কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার রব চাইলে তারা এটা করতো না, তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক!

وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (এটা এ জন্যে যে,) যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যেন তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলো, এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা তাও চালিয়ে যেতে পারে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (তুমি বলো,) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, (অথচ) তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি (এই বিচার ফয়সালার জন্যে) তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সব শোনেন সব জানেন।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; (কেননা) এরা নিছক কিছু আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করে না, এবং এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেও না।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. নিসন্দেহে তোমার মালিক (এ কথা) ভালো করেই জানেন– কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী– তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।

১১৮. তোমরা (শুধু) সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) খাবে, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতে বিশ্বাসী হও!	فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন– সে কথা অবশ্যই আলাদা– যখন তোমাদের তার জন্যে একান্ত বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো (অন্যদের) বিপথে চালিত করে; নিসন্দেহে তোমার রব সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; অবশ্যই যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, অচিরেই তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে।	وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. (যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশ্‌ত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ; অবশ্যই শয়তানরা তাদের সংগী-সাথীদের মনে প্ররোচনা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) তর্ক বিতর্ক করে, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে যাবে।	وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾ ১৪ রুকু
১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার (আলো) দিয়ে মানুষের মাঝে সে চলতে পারছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে।	اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার বড়ো বড়ো কিছু অপরাধী বানিয়ে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে; (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলব্ধি করছে না।	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. তাদের কাছে যখনি (আল্লাহর) কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না,	وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ

حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

যতোক্ষণ না আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। (অথচ) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রেসালাত তিনি কোথায় রাখবেন; যারা (এ) অপরাধ করেছে তারা অচিরেই আল্লাহর কাছে অপমান ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, কেননা তারা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) প্রতারণা করছিলো।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চান, তাহলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে খুলে দেন, (আবার) যদি চান কাউকে বিপথগামী করবেন তাহলে তার হৃদয়কে তিনি সংকীর্ণ করে দেন, (এ অবস্থায় তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি আকাশে চড়তে চাইছে; আর যারা (আল্লাহর ওপর) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (অপমান, লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. (মূলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের (দেখানো) সহজ সরল পথ; আমি অবশ্যই আমার আয়াতসমূহকে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে শান্তির এক সুন্দর নিবাস, আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, (তখন তিনি শয়তানরূপী জ্বিনদের বলবেন,) হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা তো অনেক মানুষকেই গোমরাহ করেছো, (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা) তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের একজন একেকজনকে (ব্যবহার করে) দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামিয়েছে, আর এভাবেই আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাযির হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (হাঁ, সে জন্যেই আজ) তোমাদের ঠিকানা (হবে জাহান্নামের) আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চাইবেন (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এভাবে আমি একদল যালেমকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল (যালেম)-এর ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।

১৫ রুকু

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি

مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾

তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন) সব রসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরন্তু) যারা তোমাদের আজকের এ দিনের ভয় দেখাতো ; (জবাবে) ওরা বলবে, হাঁ (এসেছিলো, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, (মূলত) দুনিয়ার জীবন এদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই একথার সাক্ষ্য দেবে যে, তারা (আসলেই) কাফের ছিলো।

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ ﴿١٣١﴾

১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার রব অন্যায়ভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে কখনো ধ্বংস করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল থাকে।

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই (তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার রব তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন।

وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তোমার রব কারো মুখাপেক্ষী নন, দয়া অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে (এক সময়) তিনি তোমাদেরও অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তোমাদের (আজ) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না।

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. (হে নবী, তুমি বলো) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় (কাজ) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিণামের (জান্নাতের) ঘরটি (নির্দিষ্ট) রয়েছে; নিসন্দেহে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা তারই এক অংশ (আল্লাহর জন্যে) নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে যে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের শরীক (দেবতা)দের জন্যে, অতপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে রাখা হয় তা আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) রাখা অংশ শেষতক তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌঁছে; কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার!

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা

قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (জঘন্য) কাজটিকেও একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর দ্বারা সে (আসলে) তাদের ধ্বংসই সাধন করতে চায় এবং তাদের গোটা জীবন বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে দিতে চায়, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা এ কাজ করতো না, তুমি তাদের (তাদের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের ব্যস্ত) থাকতে দাও।

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া একটা) ধারণা মাত্র, (তারা মনে করে) কিছু গবাদিপশু আছে যার পিঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর (যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশেই (তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই তিনি তাদের এ মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতিফল দান করবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে (তা) হারাম, তবে যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে তাহলে তাতে তারা (নারী-পুরুষ) উভয়েই সমান অংশীদার; আল্লাহ তায়ালা অতি শীঘ্রই তাদের এ ধরনের উদ্ভট কথা বলার প্রতিফল দান করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের যে রেযেক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর হারাম করে নিলো এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করলো– তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো, এরা কখনো সৎপথের অনুসারী ছিলো না।

১৬ রুকু

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. তিনি (মহান আল্লাহ তায়ালা)- যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে), আবার (কিছু গাছ) যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কান্ডের ওপর এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

↓ ১০ক

১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু হচ্ছে উঁচু) ভারবাহী, আর কিছু হচ্ছে (ভার বহনের অনুপোযোগী) যমীনের সাথে লেগে থাকা (খাবার উপযোগী) জন্তু, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ؕ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন) আট প্রকারের গৃহপালিত জন্তু, (প্রথমত) তার দুটো মেষ, (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল, (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দু'টো অথবা তাদের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪. (তৃতীয়ত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু; এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের এই (হারামের) আদেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ؕ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

১৭ রুকু

১৪৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে (তাতে) একজন ভোজনকারী (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাচ্ছি না– যাকে হারাম করা হয়েছে, (হাঁ, তা যদি হয়) মরা জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশ্ত (তাহলে তা অবশ্যই হারাম), কেননা এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) অবৈধ (জন্তু) যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) অতীষ্ট (তার) কোনো নাফরমানীর ইচ্ছা না থাকে, প্রয়োজনের বাইরে সীমালংঘন না করে, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. আমি ইহুদীদের ওপর নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছিলাম, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, তবে (জন্তুর চর্বির) যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা হারাম ছিলো না। এভাবে (এগুলোকে হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, নিসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

↓ ১০খ

১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের রব বিশাল দয়ার আধার, (তবে) অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর থেকে তাঁর শাস্তি (কারো পক্ষেই) ফেরানো সম্ভব নয়।

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. অচিরেই এ মোশরেক লোকগুলো বলতে শুরু করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শেরেক করতাম না, না এভাবে আমরা কোনো জিনিস নিজেরা হারাম করে নিতাম; (তুমি বলো, এর) আগেও অনেকে এভাবে (আল্লাহর আয়াত) অস্বীকার করেছে; অস্বীকার করতে করতে তারা আমার শাস্তির স্বাদও ভোগ করেছে; তুমি বলো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই কোনো জ্ঞান (মজুদ) রয়েছে? (থাকলে) অতপর তা বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা তো শুধু কল্পনার অনুসরণ করো এবং অনুসরণ করো শুধু মিথ্যার।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. তুমি বলো, (সব কিছুর) চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করে দিতেন।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. তুমি বলো (যাও), তোমরা তোমাদের সেসব সাক্ষী নিয়ে এসো– যারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, তুমি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনেনি, সর্বোপরি তারা অন্য কিছুকেই তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে,

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۚ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৮ রুকু

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, এসো আমিই তোমাদের বলে দেই– তোমাদের রব কোন্ কোন্ জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন, (হাঁ, সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; কেননা আমি তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা অশ্লীলতার কাছে যেয়ো না, আল্লাহ তায়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্যে সম্মানিত করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না; এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আল্লাহ তায়ালার কতিপয় নির্দেশ), এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. তোমরা এতীমদের সম্পদের কাছে যেয়ো না, তবে উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌঁছা পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওযন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখনি তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে)-ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পূরণ করো; এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (তার কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব তোমরা একমাত্র এরই অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান; এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. অতপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, (যেন) যে ব্যক্তি উত্তম কাজ করেছে তার ওপর (আমার নেয়ামত) পূর্ণ হতে পারে এবং (এই কিতাব হচ্ছে) বিশদ হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

১৯ রুকু

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. এ হচ্ছে এমন একটি বরকতময় কিতাব যা আমিই নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে,

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. তোমরা যেন একথা বলতে না পারো যে, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃস্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো, যদিও আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম!

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ

১৫৭. অথবা এ কথাও যেন বলতে না পারে যে, যদি (ইহুদী খৃস্টানদের মতো) আমাদের ওপরও কোনো কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সৎপথের অনুসারী হতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত (সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে– যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়

سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(জেনে রেখো), যারাই আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জঘন্য আচরণের জন্যে নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা কি (এ জন্যে) প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (আসমান থেকে) ফেরেশ্‌তা নাযিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব তাদের কাছে এসে (কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো নিদর্শনের কোনো অংশ (তাদের কাছে) আসবে, যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন তো (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান কোনো উপকার দেবে না; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; অবশ্যই তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কি করছিলো।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. কেউ যদি একটা সৎকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালার সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময় থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনোই যুলুম করা হবে না।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ۬ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন– সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ, সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তুমি বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু– সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁর কোনো শরীক কেউ নেই, আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই হচ্ছি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ؕ

১৬৪. তুমি বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক সন্ধান করে বেড়াবো? অথচ তিনিই সব কিছুর রব;

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

(তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে নিজেই দায়ী হবে এবং (কেয়ামতের দিন) কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোঝা বহন করবে না, অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (সেদিন) তিনি তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

২০ রুকু

১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন এবং (এই কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, যেন তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে পারেন; (জেনে রেখো,) অবশ্যই তোমার রব শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর, (আবার) তিনি বড়ো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

সূরা আল আ'রাফ

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ২০৬
রুকু ২৪

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ,

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

২. (হে নবী,) এ গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে– যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, ঈমানদারদের জন্যে (এটি) একটি স্মরণিকা, অতপর তার ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তার বদলে তোমরা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমাদের কম লোকই উপদেশ মেনে চলো।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾

৪. এমন কতো জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– তাদের ওপর আমার আযাব আসতো রাতের বেলায় (যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতো) কিংবা (আসতো মধ্য দিনে) যখন তারা বিশ্রাম করতো,

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

৫. আর যখন তাদের কাছে আমার আযাব আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতো না যে, 'নিসন্দেহে আমরা ছিলাম যালেম।'

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾

৬. যাদের কাছে নবী রসূল পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, (একইভাবে) আমি রসূলদেরও অবশ্যই প্রশ্ন করবো।

অনুবাদ	আয়াত
৭. অতপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করবো, আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না!	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ٧
৮. সেদিনের (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ সত্য, (সেদিন) যার (এবং যাদের) ওযনের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে,	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۨ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٨
৯. আর যার (কিংবা যাদের) পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, কারণ এরা (দুনিয়ায়) আমার আয়াতসমূহের সাথে যুলুম করতো।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ٩
১০. অবশ্যই আমি তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাতে আমি তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করো।	وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ١٠
১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (নানা) আকার দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের জন্যে তোমরা) আদমকে সাজদা করো, তখন সবাই সাজদা করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে কিছুতেই সাজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।	وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ١١
১২. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো (আমি কেন তাকে সাজদা করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।	قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ١٢
১৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও! এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে সাজে না– (তুমি এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, তুমি অবশ্যই অপমানিতদের একজন।	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ١٣
১৪. সে বললো (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে।	قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ١٤
১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), অবশ্যই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে একজন।	قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ١٥
১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি এ (আদমের) জন্যেই আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমি এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার (প্রদর্শিত) সরল পথে (ওঁৎ পেতে) বসে থাকবো।	قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ١٦

১ রুকু

১৭. অতপর (পথভ্রষ্ট করার জন্যে) আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে (ফলে) তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।

ثُمَّ لَاٰتِیَنَّهُمْ مِّنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِیْنَ ﴿۱۷﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালা বললেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে– অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়; যারাই তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি (তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۸﴾

১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বাস করতে থাকো এবং এর যেখান থেকে (যা) চাও– তা তোমরা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

وَیٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۹﴾

২০. এরপর শয়তান তাদের দু'জনকেই কুমন্ত্রণা দিলো– যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো– প্রকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের) বললো, তোমাদের রব এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, (সেখানে গেলে) তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطٰنُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وٗرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَیْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ ﴿۲۰﴾

২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের হিতাকাংখীদের একজন।

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّیْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیْنَ ﴿۲۱﴾

২২. অতপর সে তাদের দুজনকেই প্রতারণার জালে আটকে ফেললো, (এক সময়) যখন তারা উভয়েই সে গাছ (-এর ফল) আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো, (সাথে সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লতা পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন স্থানসমূহ) ঢাকতে শুরু করলো; তাদের রব (তখন) তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটি (-র কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুশমন!

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفٰنِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۲۲﴾

২৩. অতপর তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের (ওপর) দয়া না করো তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

২৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও (মনে রেখো), তোমরা (ও শয়তান) একে অপরের দুশমন, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

২ রুকু

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম এবং এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহেরও একটি (অংশ), আশা করা যায় তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. হে আদম সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারিত করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের (দেহ) থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমূহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; (মূলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না; তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি– যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এর ওপর পেয়েছি এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. তুমি বলো, আমার রব তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন, (তাঁর আদেশ হচ্ছে), প্রতিটি এবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করে তাঁকেই তোমরা ডাকো; যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (তাঁর কাছেই) ফিরে যাবে।

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۟ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, (অপরদিকে) আরেক দলের ওপর গোমরাহী (বিদ্রোহ) ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

فَرِيۡقًا هَدٰى وَفَرِيۡقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَيَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ﴿٣٠﴾

৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি এবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَّكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

৩ রুকু

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার সেসব সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? যেগুলো তিনি স্বয়ং তাঁর বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিনও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে); এভাবেই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِيۡنَةَ اللّٰهِ الَّتِىۡۤ اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزۡقِ ؕ قُلۡ هِىَ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا خَالِصَةً يَّوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তুমি বলো, হাঁ, আমার রব অবশ্যই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করাকে হারাম করেছেন, (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমরা এমন সব কথা বলবে, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَالۡاِثۡمَ وَالۡبَغۡىَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَاَنۡ تُشۡرِكُوۡا بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّاَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই (তার উত্থান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদণ্ডও বিলম্ব করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগুতেও পারবে না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمۡ لَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ سَاعَةً وَّلَا يَسۡتَقۡدِمُوۡنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে আদম সন্তানরা যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তখন যে (ও যারা সে অনুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাও করবে না।

يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ اِمَّا يَاۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ يَقُصُّوۡنَ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِىۡ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং এ (সত্য) নিয়ে অহংকার করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَاسۡتَكۡبَرُوۡا عَنۡهَاۤ اُولٰۤـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٣٦﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٣٧

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কিতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য) থেকে তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে; এমনিভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যখন এসে হাযির হবে– যারা তাদের মৃত্যু দেবে (তখন) তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায়–যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে; তারা বলবে– (আজ) সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তারা সত্যিই কাফের ছিলো।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٨

৩৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো; এমনি করে যখন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহান্নামে) দাখিল হতে থাকবে, তখন তারা তাদের (সাথী ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে, এভাবে (লানত দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের আগুনের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তিই) হবে দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা তো (বিষয়টি) জানোই না।

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٩

৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হাঁ, আমরা অপরাধী হয়ে থাকলে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না, (এ সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে), তোমরা (আজ) নিজ নিজ কর্মফলের জন্যে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো।

৪
রুকু

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٤٠

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমত ভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না, না এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে– যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে পারবে, আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٤١

৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে বিছানা থাকবে জাহান্নামের (আগুনের, আবার এই আগুনই হবে) তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ

৪২. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কাউকেই তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না, এ লোকেরাই হচ্ছে

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾

জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (দুনিয়ায়) তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো, তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের এ (স্থান)-টির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের (পক্ষ থেকে) রসূলরা সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো; (এ সময় তাদের জন্যে) ঘোষণা দেয়া হবে, এই হচ্ছে সে জান্নাত আজ তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কাজের প্রতিফল) যা তোমরা (দুনিয়ায়) করছিলে।

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا۟ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পেয়েছো? তারা বলবে, হাঁ- অতপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক,

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. (লানত হোক তাদের ওপরও) যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখতো এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো।

ওয়াকফে লাযেম

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّۢا بِسِيمَىٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا۟ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এ দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার আগ্রহ পোষণ করছে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের (তুমি) যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

রুকু ৫

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا

৪৮. অতপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) লোকদের-যাদের তারা নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে- ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না,

كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

তোমরা যে অহংকার করতে (তাও কোনো কাজে এলো না)!

أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরা কি সে সব লোক নয়, (দুনিয়ায়) যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের কোনো অংশই এদের দান করবেন না (অথচ আজ এদেরকেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন); তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের ওপর কোনো ভয় নেই, না তোমরা কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে।

وَنَادٰٓى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) তোমরা ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রেযেক দান করেছেন তার কিয়দংশ (আমাদের দাও); তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা (আজ) এ দুটি জিনিস কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন–

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. যারা দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারণা (দিয়ে) আটকে রেখেছিলো, তাদের আজ আমি (ঠিক) সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তারা (আমার) সামনা সামনি হওয়ার এ দিনটিকে (দুনিয়ায়) ভুলে গিয়েছিলো। তারা আমার আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করতো।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আমি তাদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে আমি (আমার বিশদ) জ্ঞান দ্বারা (সমৃদ্ধ করে) বর্ণনা করেছি, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এর ওপর) ঈমান আনবে, এ কিতাব তাদের জন্যে (হবে) হেদায়াত ও রহমত।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا تَأْوِيْلَهٗ ۭ يَوْمَ يَأْتِيْ تَأْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ قَدْ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এরা কি (চূড়ান্ত কোনো) পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন সে পরিণাম তাদের কাছে আসবে, সেদিন যারা ইতিপূর্বে এ (দিনটি)–কে ভুলে গিয়েছিলো– তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে রসূলরা (এ দিন সম্পর্কিত) সত্য (প্রতিশ্রুতি) নিয়েই এসেছিলো, আমাদের জন্যে (আজ) কোনো সুপারিশকারী কি আছে, যারা আমাদের পক্ষে (আল্লাহর কাছে) কিছু সুপারিশ করবে, অথবা (এমন কি হবে,) আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হবে, যাতে আমরা (সেখানে গিয়ে) আগে যা করতাম তার চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু করে আসতে পারি, (মূলত) এরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে এরা (আল্লাহর ওপর) যা কিছু তারা মিথ্যা আরোপ করতো, তাও তাদের কাছ থেকে (আজ) হারিয়ে গেছে।

৬ রুকু

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف

৫৪. অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি 'আরশের' ওপর অধিষ্ঠিত হন।

বাংলা	আরবি
তিনি দিনের ওপর রাতের পর্দা বিছিয়ে দেন, দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে, সুরুজ, চাঁদ ও তারাসমূহকে তাঁর বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে; জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং তার ওপর) সার্বভৌম ক্ষমতাও একমাত্র তাঁর; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত বরকতময়।	يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾
৫৫. তোমরা বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে তোমাদের রবকে ডাকো; অবশ্যই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।	اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾
৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তার শান্তি স্থাপনের পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডাকো; অবশ্যই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের অতি কাছে রয়েছে।	وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾
৫৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও) রহমতের সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদে) পাঠান; শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতপর (সে) মেঘ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে (যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি; এভাবেই আমি মৃতকে (জীবন থেকে) বের করে আনবো, আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে।	وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾
৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন তার মালিকের আদেশে তার (উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন করে, আর যে যমীন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন করে না; এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি– এমন এক জাতির জন্যে, যারা (এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।	وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾
৫৯. আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (কবুল) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; আমি আসলেই তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি।	لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾
৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নূহ), আমরা নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে (নিমজ্জিত) রয়েছো।	قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾

৭ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬১. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম বিভ্রান্তি নেই, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।	قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾
৬২. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না।	اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তোমরা কি (এতে) আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং তোমরাও (সময় থাকতে) সাবধান হবে। আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।	اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (মজুদ) ছিলো, তাদের সবাইকে (বিপর্যয় থেকে) উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার আযাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম; এরা ছিলো (আসলেই গোঁড়া ও) অন্ধ জাতি।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. (আমি) আ'দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হূদকে, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করো না?	وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. তার জাতির সরদাররা, যারা কুফরী করেছে, তারা বললো, আমরা তো নিশ্চিত দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতার মাঝে আছো, অবশ্যই আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।	قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।	قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত শুভাকাংখীও বটে!	اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) বাণী এসেছে; যাতে করে (এ দিয়ে) সে তোমাদের (আযাবের) ভয় দেখাতে পারে। স্মরণ করো; যখন আল্লাহ তায়ালা নূহের পর তোমাদেরকে এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন	اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ

৮ রুকু

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

এবং অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা (হূদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো! (হাঁ, এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে তুমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও!

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۤءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ তো নির্ধারিত হয়েই আছে; তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মাবুদদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাযিল করেননি; (অতএব) তোমরা (তোমাদের পরিণতির) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. অতপর আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তিরা ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (আসলে) ওরা ঈমানদারই ছিলো না।

৯ রুকু

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৮ ওয়াক্ফে লাযেম

৭৩. সামুদ জাতির কাছে (এসেছিলো) তাদেরই (এক) ভাই সালেহ, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী, এটা তোমাদের জন্যে নিদর্শন, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) খেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খারাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর) কঠোর আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ

৭৪. স্মরণ করো, যখন তিনি আদ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ায়) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, তোমরা

مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারছো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার (এ জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করো এবং যমীনে তোমরা বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো– অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোকদের– যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে– বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার মালিকের পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো (হাঁ), তাঁর সাথে যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতপর, তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং (এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতা করলো এবং তারা বললো, হে সালেহ (আমরা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলেছি), যদি তুমি (সত্যিই) রসূল হয়ে থাকো তাহলে সে (আযাবের) বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিচ্ছো।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. অতপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারপর সে (নবী) তাদের কাছ থেকে সরে গেলো এবং বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের (সতর্ক) বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের জন্যে কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. (আমি) লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ (কখনো) করেনি।

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে আসো, তোমরা হচ্ছো বরং এক সীমালংঘনকারী জাতি।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

৮২. তার জাতির (তখন) এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে,

تادের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা হচ্ছে কিছু পাক পবিত্র মানুষ!	أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতপর (আযাব এসে গেলে) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া– সে (আযাবে কবলিত) পেছনের লোকদের মধ্যে শামিল থেকে গেলো।	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচন্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; অতপর তুমি (ভালো করে) দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কী ভয়াবহ!	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে, অতপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওযন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়) কখনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্ত করো না, আল্লাহ তায়ালার এ যমীনে তার (শান্তি ও) সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে ভালো।	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তোমরা প্রতিটি রাস্তায় এজন্যে বসে থেকো না যে, তোমরা লোকদের ধমক দেবে এবং যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখবে, আর (সব সময়ই) বক্রতা (ও দোষত্রুটি) খুঁজতে থাকবে; স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতপর (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা চেয়ে দেখো, কেমন হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম!	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।	وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

১০ রুকু

১খ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তার সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক- যারা অহংকার করছিলো– বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসতে হবে; সে বললো, যদি আমরা (তোমাদের দ্বীনকে) পছন্দ নাও করি তাহলেও (কি তা মানতে হবে) ?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করবো; আমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, (হাঁ) আমাদের রব আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিন্ন); অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ব্যাপৃত; আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করি; (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের রব, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি সঠিক ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোক– যারা কুফরী করেছে, তারা (অন্য মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. অতপর একটা প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো, অতপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা যেমন (-ভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো দেখে মনে হয়েছে) সেখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ آسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এরপর শোয়ায়ব তাদের কাছ থেকে সরে গেলো, (যাবার সময়) বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম, আমি (আন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণও কামনা করেছিলাম। আমি কিভাবে এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা (স্বয়ং আল্লাহকেই) অস্বীকার করে!

১১ রুকু

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি– অথচ সেই জনপদের মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও (করে পরীক্ষা) করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (আল্লাহ তায়ালার কাছে) বিনয়াবনত হবে।

৯৫. অতপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে সচ্ছল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা (আমার নেয়ামতের) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন তারা (আমাকে ভুলে গেলো এবং) বললো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এসেছে, অতপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম, তারা টেরও পেলো না।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. (অথচ) যদি জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতপর তাদের কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করলাম।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে, নিঝুম) রাতে তাদের ওপর আমার আযাব আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর) থাকবে!

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۗ ﴿٩٧﴾

৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে,আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না- যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে!

اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে, আসলে আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

১২ রুকু

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (সেখানে) যারা পরে দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছে, এ বিষয়টি কি তাদের কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি, যাতে করে তারা শুনতেই পাবে না।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এই যে জনপদসমূহ- যাদের কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে অবশ্যই রসূলরা এসেছিলো, কিন্তু তারা যে বিষয়টি এর আগে অস্বীকার করেছিলো, তার ওপর (এবারও) ঈমান আনলো না; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. আমি এদের বেশীসংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতির পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি অপরাধী (হিসেবে) পেয়েছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতপর আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, (কিন্তু) তারা সে (নিদর্শন)গুলোর সাথে যুলুম করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো!

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. মূসা বললো, হে ফেরাউন, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. সত্য কথা হচ্ছে, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছুই বলবো না, হাঁ, আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও!

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো!

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতপর সে তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা একটি দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হয়ে গেলো–

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।

১৩ রুকু

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (এসব দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তিরা বললো, এ তো (দেখছি) একজন সুদক্ষ যাদুকর!

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. (আসলে এর মাধ্যমে) এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দেবে?

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে (এখানে) থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও,

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে।

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (মূসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো!

১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম।	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. তারা বললো, হে মূসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নিক্ষেপ করবে– না আমরা নিক্ষেপকারী হবো!	قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾
১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিক্ষেপ করো, অতপর তারা (তাদের বাণ) নিক্ষেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো, (নানাভাবে) তারা তাদের ভীত-আতংকিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্যিই) বড়ো যাদু (মন্ত্র) নিয়ে হাযির হয়েছিলো।	قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾
১১৭. আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, (তাকে বললাম এবার) তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো।	وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।	فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো।	فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. (সত্যের সামনে) তাদের (মস্তককে) অবনত করে দেয়া হলো।	وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. (সমস্বরে) তারা বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,	قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. (তিনি) মূসা ও হারূনের রব।	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আসলে) এটা ছিলো তোমাদের নিশ্চিত ষড়যন্ত্র! (এ) নগরে (বসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা এখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।	قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাতগুলো ও অন্যদিকের পাগুলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।	لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তারা বললো, আমরা অবশ্যই আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো (আমরা তোমার এ শাস্তির পরোয়া করি না)।	قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই কি প্রতিশোধ নিচ্ছো যে, আমরা আমাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ,	وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا

لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

যা তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে– তার ওপর ঈমান এনেছি; (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

১৪ রুকু

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে? সে বললো (না, তা কখনো হবে না), আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, অবশ্যই আমি তাদের ওপর (বিপুল ক্ষমতায়) ক্ষমতাবান।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো (মনে রেখো), অবশ্যই (এ) যমীন আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের উত্তরাধিকার বানান; চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের।

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও (কি আমরা নির্যাতিত হবো?) মূসা বললো (হাঁ), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে কাজকর্ম করো!

১৫ রুকু

وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের (দুর্ভিক্ষ ও ফসলের) স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, আশা (ছিলো) তারা (কিছুটা হলেও) সতর্ক হবে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এ তো আমাদের নিজেদের (সৌভাগ্যের কারণেই এসেছে), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর আরোপ করতো; (আসলে) তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. তারা (মূসাকে) বললো, আমাদের ওপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা (কিন্তু) কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ قف فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (১৩৩)

১৩৩. অতপর (এ ধৃষ্টতার জন্যে) আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম), পংগপাল (পাঠালাম), উকুন (ছড়ালাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম, এর সবকয়টিই (এসেছিলো আমার কতিপয়) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো অপরাধী জাতি।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (১৩৪)

১৩৪. তাদের ওপর যখন কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মূসা! তোমার কাছে দেয়া তোমার মালিকের ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো, যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলদের তোমার সাথে যেতে দেবো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (১৩৫)

১৩৫. অতপর যখন তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে– যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো– সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (১৩৬)

১৩৬. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (ওয়াদা ভংগের) প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং তারা ছিলো এসব (নিদর্শন) থেকে উদাসীন।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ط وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ (১৩৭)

১৩৭. এবার আমি তাদেরকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম– যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছি। (এভাবেই) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রুতির) সেই কল্যাণবাণী সত্যে পরিণত হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো; ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উঁচু প্রাসাদ–যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধ্বংস করে দিলাম।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ج قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (১৩৮)

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছলো, যারা (সব সময়) তাদের মূর্তিদের ওপর পূজার অর্ঘ দেয়ার জন্যে বসে থাকতো, (এদের দেখে বনী ইসরাঈলের) লোকেরা বললো, হে মূসা, তুমি আমাদের জন্যেও একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের; (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, নিসন্দেহে তোমরা হচ্ছো এক মূর্খ জাতি।

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা (একদিন) ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে তাও সম্পূর্ণ বাতিল (সাব্যস্ত) হবে।

قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. সে বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদ তালাশ করবো– অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

১৪১. (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো; এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা নিহিত ছিলো।

১৬ রুকু

وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. আমি মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে) তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে) আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তাঁর জন্যে তাঁর মালিকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, (যাত্রার প্রাক্কালে) মূসা তার ভাই হারূনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার জাতির মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের সংশোধন করবে, কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথামতো চলবে না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত স্থানে) এসে পৌঁছলো এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার রব, (তোমাকে) আমায় দেখিয়ে দাও, আমি (স্বচক্ষে) তোমার দিকে তাকাই; তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং (অনতিদূরের) পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর) পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে, অতপর যখন তার রব পাহাড়ের ওপর (স্বীয়) জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেহুশ হয়ে গেলো, (পরে) যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো (তখন) সে বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম।

قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَبِكَلَٰمِى فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব আমি তোমাকে (হেদায়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি আমার) কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে শামিল হয়ে যাও।

১৪৫. এই ফলকের মধ্যে আমি তাঁর জন্যে সব উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম, অতএব এটা (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন (এই) ভালো ভালো কথাগুলো গ্রহণ করে; অচিরেই আমি তোমাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) পাপীদের আস্তানা দেখাবো।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায়; (আসলে) এ লোকেরা যদি (অতীত ধ্বংসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে তাকেই তারা (অনুসরণযোগ্য) পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; এটা এ কারণে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তারা এ (আযাব) থেকেও উদাসীন ছিলো।

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সামনা সামনি হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে, তাদের সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে; আর তারা (এ দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের এ ছাড়া আর কি প্রতিফল দেয়া হবে?

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

১৭ রুকু

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুর বানিয়ে নিলো, (তা ছিলো জীবনবিহীন) একটি দেহমাত্র– যার আওয়ায ছিলো শুধু (গরুর) হাম্বা রব; এ লোকেরা কি দেখতে পায় না, সে (দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, (কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা সেটিকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করলো, তারা ছিলো (আসলেই) যালেম।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿١٤٨﴾

৯ ওয়াকফে লাযেম

১৪৯. অতপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং এটা দেখতে পেলো যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, আমাদের রব যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন এবং (গো-বাছুরকে মাবুদ বানানোর জন্যে) যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۙ قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো, আমার (তূর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জঘন্য কাজই না করেছো! তোমরা কি তোমাদের মালিকের আদেশ আসার আগেই (সে ব্যাপারে) তাড়াহুড়া (শুরু) করলে! (রাগে ও ক্ষোভে) সে ফলকগুলো (একদিকে) রেখে দিলো এবং তার ভাইর মাথা (-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো;

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهٗ إِلَيْهِ ۚ

قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

(তার) সে (ভাই) বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিলো, তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শত্রুদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মূসা বললো, হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বড়ো দয়াবান।

১৮ রুকু

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. অবশ্যই যেসব লোক গরুর বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে গযব আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের জন্যে থাকবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা; (আল্লাহ তায়ালার নামে) মিথ্যা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার রব (তাদের ওপর) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় ছিলো হেদায়াত ও রহমত (সম্বলিত কথা)– এমন সব লোকের জন্যে যারা তাদের মালিককে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের পাকড়াও করলো (তখন) মূসা বললো, হে আমার রব, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে; আমাদের মধ্যকার নির্বোধ মানুষরা যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের ধ্বংস করে দেবে! অথচ সে ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না;এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপথগামী করো, যাকে চাও তাকে সঠিক পথও দেখাও! তুমিই আমাদের অভিভাবক, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমিই হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার আধার।

ওয়াকাফে লাযেম

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي
الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِيْٓ
اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿১৫৬﴾

১৫৬. এই দুনিয়ায় তুমি আমাদের জন্যে কল্যাণ লিখে দাও, (কল্যাণ লিখে দাও) পরকালেও অবশ্যই আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (সৃষ্টির) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে;আমি অচিরেই এমন লোকদের জন্যে তা লিখে দেবো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ
الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ
وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ
اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿১৫৭﴾

১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে চলে– যা তারা তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলেও লিখিত দেখতে পাচ্ছে, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা সে নামিয়ে রাখে এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের (গলার) ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা সে ফেলে দেয়; অতপর যারা তার ওপর ঈমান আনে, যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

রুকু ১৯

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ
وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿১৫৮﴾

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসূল (হিসেবে এসেছি), আকাশমালা ও পৃথিবীর যাবতীয় সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপর তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ
وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿১৫৯﴾

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ও আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং তা দিয়ে ইনসাফ করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ط
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ

১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসাকে ওহী পাঠিয়ে বললাম,

أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা বের হলো; প্রত্যেকটি মানুষ তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো; আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম; (তাদের আমি বললাম,) তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও; (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা যুলুম করেছে তাদের নিজেদের ওপর।

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো, তোমরা বলো (হে আল্লাহ), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখন সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো; আমি অচিরেই (এসব) উত্তম লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, অতপর আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আযাব পাঠালাম।

২০ রুকু

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে। যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার) সীমালংঘন করতো, যখন শনিবারে (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন আসতো না, এভাবেই আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

৮ ওয়াকফে লাযেম

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো যে, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে চান, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের পক্ষে) একটা ওযর পেশ করা, আশা ছিলো তারা সাবধান হবে।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

১৬৫. অতপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতো,

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٥

আর যারা যুলুম করেছে তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে আমি পাকড়াও করলাম, কেননা তারা নিজেরা গুনাহ করছিলো।

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٦٦

১৬৬. তাদেরকে যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٧

১৬৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব (ইহুদীদের উদ্দেশে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তিধর করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে; অবশ্যই তোমার রব (যেমনি) সত্বর শাস্তি দান করেন, (তেমনি) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٦٨

১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু (ছিলো) নেককার মানুষ, আবার কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন (ধরনের), ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে।

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦٩

১৬৯. অতপর তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরিরা এ যমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নিচ্ছিলো, (মূর্খের মতো) বলতে থাকলো যে, আমাদের অবশ্যই (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়; তাদের কাছ থেকে (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! সেখানে যা আছে তা তারা অধ্যয়নও করেছে; আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি অনুধাবন করো না?

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ١٧٠

১৭০. অপরদিকে যারা (আল্লাহর) কিতাবকে (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তাদের জানা উচিত), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١

১৭১. আমি যখন তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, (মনে হচ্ছিলো) তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখনি) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,) আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা (আযাব থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে।

২১ রুকু

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর নিজেদের সাক্ষী বানিয়ে (এ মর্মে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো, আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম।

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো যে, (আল্লাহর সাথে) শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আগে করেছে– আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। বাতিলপন্থীরা যা করেছে সে জন্যে কি (আজ) তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ খোলাখুলি বর্ণনা করি, আশা করা যায়, এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একজন মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, শয়তানও তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে তো (ঊর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী যমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়লো এবং তার (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো, তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে; এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, আশা করা যায় তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তাদের উদাহরণ কতো নিকৃষ্ট! যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে!

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ পাবে, আবার যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারা হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৭৯. বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যে পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী পথভ্রষ্ট; এসব লোকেরাই হচ্ছে উদাসীন।	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সুন্দর নামসমূহ (নিবেদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি ঘটায়; যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তাদের দেয়া হবে।	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মাঝে এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সেমতে) নিজেরা ইনসাফ কায়েম করে।	وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾
১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি আস্তে আস্তে তাদের এমন দিক থেকে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাবো যে,তারা কিছুই জানবে না।	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾
১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো, (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত মযবুত।	وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾
১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ)-এর সাথে কোনো জ্বিনের আছর নেই; সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না– আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি, এটা কি দেখে না যে, এখানে) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদ হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, অতপর আর কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?	أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর কেউই নেই; তিনি তো তাদের (সবাইকে) তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন।	مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বলো,	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ

২২ রুকু

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

এর জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডলী ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই। তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বুঝি সে সম্পর্কে সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটি) জানে না।

১ ওয়াকফে লাযেম

قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚۛ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তা আলাদা; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (তা দিয়ে) অনেক ফায়দাই তো হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি (জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ছাড়া আর কিছুই নই– সে জাতির জন্যে যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে।

২৩ রুকু

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে) ঢেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লঘু গর্ভ ধারণ করলো এবং সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো; পরে যখন সে (গর্ভের কারণে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, (হে আল্লাহ) যদি তুমি আমাদের সুস্থ ও পূর্ণাংগ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হবো।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. অতপর যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত ও) ভালো সন্তান দান করলেন, তখন যা কিছু তাদের দেয়া হয়েছে তারা তাতে অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শেরেক থেকে অনেক পবিত্র।

أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার) সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়!

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. তারা তাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো (আসলে) নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

↓ ১২ক

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. তোমরা যদি এ লোকদের হেদায়াতের পথের দিকে আহবান করো, তারা তোমাদের কথা শুনবে না, তাদের হেদায়াতের পথে ডাকো কিংবা চুপ করে থাকো– উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা আছে কি তাদের কোনো চোখ– যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে কি– তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! তুমি বলো, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. (তুমি বলো,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি সবসময়ই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. তোমরা যদি তাদের হেদায়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না; (কথা বলার সময়) তুমি দেখছো যে, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা আসলে (সত্যকে) দেখতেই পায় না।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০০. কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, (সাথে সাথেই) আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

↓ ১২খ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

২০১. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখও খুলে যায়।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের পথেই টেনে নিতে চায়, অতপর তারা (এ চেষ্টায়) কোনো ত্রুটি করে না।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. (আবার) যখন তুমি তাদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে না আসো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে! তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা (দূরদৃষ্টিসম্পন্ন) কতিপয় নিদর্শন ও দলিল, যারা ঈমান এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন (মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. (হে নবী,) স্মরণ করো তোমার মালিককে– মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে সশংক চিত্তে ও অনুচ্চ স্বরের কথাবার্তা দিয়ে। কখনো গাফেলদের দলে শামিল হয়ো না।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾ সাজদা

২০৬. নিসন্দেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তাঁর এবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর জন্যেই সাজদা করে।

সাজদা ৮ ২৪ রুকু

সূরা আল আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ৭৫ রুকু ১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলব্ধ ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে; তুমি বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ আলোকে) নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে) মোমেন হও!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

২. আসলে মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে যখন স্মরণ করানো হয় (তখন) তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

৪. এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿٥﴾

৫. যেভাবে (বদর যুদ্ধের দিনে) তোমার রব তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (এ কাজটি) অপছন্দ করতো।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

৬. সত্য (তোমার কাছে) স্পষ্ট হওয়ার পরও এরা (যুদ্ধের ব্যাপারে) তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো যে, ধীরে ধীরে তাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

৭. যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে– দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত্ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা চাচ্ছিলে (নিরস্ত্র ও) দুর্বল দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর দ্বারা) তিনি কাফেরদের শেকড় কেটে দিতে চেয়েছিলেন,

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন সত্য বানানো যায় এবং বাতিলকে বাতিল করে দেয়া যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

৯. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ফরিয়াদ পেশ করছিলে, অতপর তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করে বলেছিলেন, হাঁ, আমি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে এটা বলেননি, (নতুবা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

১ রুকু

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

১১. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলেন, তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন, যেন এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের পাক-সাফ করতে পারেন, তোমাদের মন থেকে যেন শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করতে পারেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম মযবুত করতে পারেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১২. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালেন যে, আমি তোমাদের সাথেই আছি, তোমরা মোমেনদের সাহস দাও; অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারুণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতপর তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৩. এটা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে, আর যারাই (এভাবে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তাদের জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আযাব প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতপর তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোযখের আযাব তো রয়েছেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৫. হে মানুষ– যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফের বাহিনীর মুখোমুখি মোকাবেলা করবে, তখন কখনো তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গযব অর্জন করবে, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে), তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম; আর জাহান্নাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. (এ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি (এটা) নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, যেন তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে পারেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে আমার কৌশল), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।	ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. (হে কাফেররা,) তোমরা একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলে, হাঁ, সে সিদ্ধান্ত (-কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতো বেশীই হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।	اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, তোমরা তো (সব কিছুই) শুনতে পাচ্ছো।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শুনলাম, কিন্তু তারা (কার্যত) কিছুই শোনে না।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আল্লাহ তায়ালার কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মূক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না।	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর কোনো ভালো (গুণ) আছে, তাহলে তিনি তাদের (হেদায়াতের কথা) শোনাতেন; (অবশ্য) তিনি তাদের শোনালেও তারা উপেক্ষাই করতো।	وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও- যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন, যা তোমাদের (সত্যিকার অর্থে) জীবন দান করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেন; (এটাও জেনে রেখো) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের জন্যেই নিদৃষ্ট থাকবে না, আরো জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।	وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾
২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে কম, যমীনে তোমাদের অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হতো,	وَاذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ

২ রুকু

তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে (আতংকিত) থাকতে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর এসে চড়াও হবে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (একটি ভূখন্ডে এনে) আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করলেন, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।	تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত করো না।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) পরীক্ষামাত্র, (আর যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾
২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (ন্যায় অন্যায়ের মাঝে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (মাপকাঠি) দান করবেন, তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়ো দানের অধিকারী।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
৩০. (স্মরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে; তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, আল্লাহ তায়ালাও (তোমাকে উদ্ধারের) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কৌশলী।	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের কথা তো আমরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।	وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾
৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা, এই কিতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য (কিতাব) হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে) তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন শাস্তি পাঠিয়ে দাও।	وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দেবেন, অথচ তুমি (সশরীরে) তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো; আর আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, অথচ তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩ রুকু

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৩৪﴾

৩৪. কেনই বা আল্লাহ তায়ালা তাদের আযাব দেবেন না– যখন তারা (আল্লাহর বান্দাদের) মাসজিদুল হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো এর অভিভাবকও নয়; এ ঘরের (আসল) অভিভাবক হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿৩৫﴾

৩৫. এ ঘরের পাশে তাদের নামায কিছু শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿৩৬﴾

৩৬. যারা কুফরী করেছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ (এ পথেই) ব্যয় করেছে, (এর দ্বারা) মানুষদের তারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে থাকবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে, অতপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরী করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿৩৭﴾ ع

৪ রুকু

৩৭. আল্লাহ তায়ালা যেন (এর দ্বারা) ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করে দিতে পারেন এবং খারাপগুলোর একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত করবেন, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন; (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿৩৮﴾

৩৮. (হে মোহাম্মদ,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি বলো, তারা যদি এ থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে যদি তারা (খারাপ কাজের দিকেই) ফিরে যায়,তাহলে তাদের (সামনে) আগের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো আছেই!

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿৩৯﴾

৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (কুফরীর) ফেতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ,) তারা যদি (কুফুর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿৪০﴾

৪০. যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক; কতো উত্তম সাহায্যকারী!

পারা ১০

৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে তোমরা যে সব জিনিস গনিমত (হিসেবে) হাসিল করেছো, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, রসূলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে। তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো এবং (বিশ্বাস করো বিজয় সম্পর্কিত) সে বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন– একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছিলাম; (তাহলে জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (৪১)

৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা যখন উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে, (তখন) তারা ছিলো দূর প্রান্তে, আর কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে; যদি তোমরা আগেই তাদের সাথে কোনো (চুক্তির) সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তাহলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো তাঁর মনযুর ছিলো, (তিনি চাইলেন) যে দলটি ধ্বংস হবে সেটি যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্বংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেটিও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَٰدِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (৪২)

৪৩. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন; তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ (৪৩)

৪৪. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যাকে কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম, যেন আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি ঘটাতে চান; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার দিকেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (৪৪)

৫ রুকু

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً

فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ (৪৫)

তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করবে, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ (৪৬)

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (৪৭)

৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মূলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ (৪৮)

৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পাশে আছি, অতপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।

রুকু ৬

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (৪৯)

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল– যাদের দিলে (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, তাদের দ্বীনই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে; (আসলে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (৫০)

৫০. তুমি যদি (সত্যিই) সেই অবস্থাটা দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং বলছিলো), তোমরা আগুনের আযাব উপভোগ করো।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (৫১)

৫১. (আসলে) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দার ওপর যুলুম করেন না,

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. (এরা হচ্ছে) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদানকারী।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত (তাদের জন্যে) তাঁর সে নেয়ামত বদলে দেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন,

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (এরা হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের আগের লোকদের মতো;যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতপর আমি তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, (মূলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর) যমীনে (বিচরণশীল) জীবের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে অতপর তারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে না।

الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (তারাও নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে তুমি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছো, অতপর তারা প্রতিবারই সে চুক্তি ভংগ করেছে এবং তারা (কাউকেই) পরোয়া করেনি।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অতএব এ লোকদের যখনি তুমি ধরতে পারো, তাহলে তাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে (এমনভাবে) শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা হয়, তাহলে (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি তুমি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুঁড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

৭ রুকু

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কাফেররা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, ওরা (তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে; (মনে রেখো,) তারা কখনো (তোমাদের) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

৬০. তাদের (সাথে মোকাবেলার) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও

وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (৬০)

ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (৬১)

৬১. (হে নবী) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে যাবে এবং সব সময়ই আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (৬২)

৬২. আর যদি কখনো তারা (সন্ধির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (জেনে রেখো) তোমার জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও মোমেনদের দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন,

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۗ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (৬৩)

৬৩. আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমূহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু ব্যয় করতে, তবু তুমি এদের অন্তরের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (৬৪)

৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং মোমেনদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৮ রুকু

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ (৬৫)

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো, (মনে রেখো) তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ' হয় তাহলে তারা কাফেরদের এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, কেননা তারা হচ্ছে এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۗ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ

৬৬. (এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ' ধৈর্যশীল মানুষ থাকে

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦٦

তাহলে তারা দুশ'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧

৬৭. কোনো নবীর পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীরা থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যমীনে (আল্লাহর দুশমনদের) রক্তপাত ঘটাবে; (আসলে) তোমরা তো দুনিয়ার (সামান্য) স্বার্থটুকুই চাও, আর আল্লাহ তায়ালা চান (তোমাদের) আখেরাত; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨

৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে (বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করতো।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦٩

৬৯. অতপর যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো, (নিসংকোচে) তোমরা তা খাও, (তা) হালাল ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৯ রুকু

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٠

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে যে, তাদের তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি জানতে পান যে, তোমাদের দিলে ভালো কিছু (গ্রহণের যোগ্যতা আছে), তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক কল্যাণ দান করবেন– তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) নেয়া হয়েছে যা তার চাইতে অনেক ভালো এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়াবান।

وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧١

৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় (তাহলে তুমি ভেবো না), এরা তো এর আগে আল্লাহ তায়ালার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অতপর (এর শাস্তি হিসেবে) তিনি তোমাদের হাতে বন্দি গ্রেফতার করিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানবান, কুশলী।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ

৭২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই,

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

(তবে কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে আল্লাহর যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় (সৃষ্টি) হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (ঈমানের জন্যেই) হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের বেশী হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল।

১০ রুকু

সূরা আত্ তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ

(এই সূরায় বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ)

আয়াত ১২৯
রুকু ১৬

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে (সন্ধি) চুক্তি সম্পাদন করেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের (আজ তা থেকে) অব্যাহতি (দেয়া হলো)।

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

২. অতপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণ্ডে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন।

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

৩. মহান হজ্জের (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোশরেকদের (সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসূলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (এখনো) তাওবা করো তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না; (হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

৪. তবে মোশরেকদের মাঝে সেসব লোকের কথা আলাদা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, অতপর তারা (সে চুক্তি রক্ষায়) এতোটুকুও ত্রুটি করেনি- না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের (নিদৃষ্ট) মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত তোমরা মেনে চলবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

৫. অতপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, বড়ো দয়াময়।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ ع

৬. মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনতে পায়, অতপর তুমি তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা (সত্যের) কিছুই জানে না।

১ রুকু

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে মোশরেকদের (এ) চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের সাথে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ (৮)

৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়েই তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা মেনে নেয় না, (মূলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক,

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (৯)

৯. এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) তাঁর পথ থেকে দূরে রেখেছে; নিশ্চয়ই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছিলো।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ (১০)

১০. ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংগীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মূলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (১১)

১১. যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই; আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যা) বুঝতে পারে।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (১২)

১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, আশা করা যায় তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (১৩)

১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভংগ করেছে! যারা রসূলকে (তাঁর দেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (১৪)

১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের অন্তরগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন,

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ

১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দিলের ক্ষোভ বিদূরিত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে চাইবেন তার

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۵﴾

প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন; আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ কুশলী।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদের (এমনিই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

রুকু ২

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. মোশরেকদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা আল্লাহ তায়ালার মাসজিদ আবাদ করবে, তারা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে; মূলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালার (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় এরা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ۘ

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো– যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না,

ওয়াকফে লাযেম

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, (তাঁর জন্যেই) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿۲۱﴾

২১. তাদের রব তাদের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্রীসমূহ মজুদ রয়েছে,

১৩ক

২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের জন্যে) মহাপুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (২২)

২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকে (প্রাধান্য দিতে) বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা (সুস্পষ্ট) যালেম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (২৩)

২৪. (হে নবী) তুমি বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন, তোমাদের বংশ-গোত্র এবং তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য– যা লোকসান হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ীঘরসমূহ, যা তোমরা পছন্দ করো– যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (২৪)

৩ রুকু

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে, (সেদিন) যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের (তখন) কোনোই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতপর তোমরা ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ (২৫)

২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লশকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের দিয়ে) তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, এই হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (২৬)

২৭. এর পরও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (২৭)

↓ ১৩খ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে ঈমানদাররা! মোশরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, অতএব (এ নাপাকী নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে, (তাদের না আসার কারণে) তোমরা যদি (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।

৪ রুকু

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম (বলে স্বীকার) করে না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় (আনুগত্যের কর হিসেবে) জিযিয়া দিতে শুরু করে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. ইহুদীরা বলে ওযায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র; (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা কুফরী করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র; আল্লাহ তায়ালা এদের ধ্বংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (মাবুদ বানিয়ে রেখেছে) মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও, অথচ এক ইলাহ ছাড়া এদের অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এরা তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর মনে হয়।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ

৩৩. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান সহকারে তাঁর

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ (বিধান)-কে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো খারাপই মনে করুক না কেন!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই (আহলে কিতাবদের মাঝে) এমন বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে (এবং তাদের বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ۬ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, (এটা) রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কিতাবে, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা এক সাথে মিলিত হয়ে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; জেনে রেখো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন।

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ

৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মুলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি (করার শামিল), এর ফলে কাফেরদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) বছরে কোনো মাসকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পূরণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল করে নেয়া যায়;

৫ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
(বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলোকে (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।	زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. হে ঈমানদাররা, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশী সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার মালসামানা নিতান্তই কম।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۳۸﴾
৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা তিনি বদল করে দেবেন, তোমরা তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾
৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে তার ভিটে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো– (বিশেষ করে) যখন সে ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল (করে তাকে সাহায্য) করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, তিনি তাদের (যাবতীয়) বক্তব্য নীচু করে দিলেন, (পরিশেষে) আল্লাহ তায়ালার কথাই ওপরে (থাকে); আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۴۰﴾
৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো– কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্ভারে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!	اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾
৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম,	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا

لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿৪২﴾

তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ (যাত্রাপথ) অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম) ঠেকেছে; তারা অচিরেই আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের হতাম, (মিথ্যা অজুহাত পেশ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা আসলেই মিথ্যাবাদী।

৬ রুকু

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿৪৩﴾

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী– এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগে তুমি কেন তাদের (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি দিলে?

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿৪৪﴾

৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿৪৫﴾

৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দোদুল্যমান থাকে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿৪৬﴾

৪৬. যদি এরা (তোমার সাথে) বের হতেই চাইতো, তাহলে তারা সে জন্যে প্রস্তুতি নিতো, কিন্তু ওদের (এ) যাত্রাটা আল্লাহ তায়ালার মনোপূত হয়নি; তাই তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿৪৭﴾

৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তা তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির জন্যে (এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো, (তা ছাড়া) তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মতো (গুপ্তচর কিংবা দুর্বল ঈমানের) লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা (এসব) যালেমদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿৪৮﴾

৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায় (ও ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হাযির হলো এবং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হলো, যদিও তারা (এ বিজয়কে) পছন্দ করে না!

৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভের) মসিবতে ফেলো না; জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহান্নাম তো কাফেরদের (বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা জানতাম, তাই) আমরা আগেই আমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫১. তুমি বলো, (আসলে কল্যাণ অকল্যাণ) কখনো আমাদের স্পর্ষ করবে না– হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আর যারা মোমেন তাদের তো শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫২. আমাদের ব্যাপারে তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের আযাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন), হাঁ, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫৩. (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের লোকদের) বলো, ধন-সম্পদ আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তা তোমাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না; তোমরা অবশ্যই একটি নাফরমান জাতি।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾

৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা অর্থ ব্যয় করে ঠিকই, কিন্তু তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো আশ্চর্যান্বিত না করে,

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান; আর যখন তাদের জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে।	إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝٥٥
৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, নিসন্দেহে এরা তোমাদের দলের লোক (আসলে); এরা কখনোই তোমাদের লোক নয়, এরা হচ্ছে সত্যি একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।	وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝٥٦
৫৭. তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার) কোনো গিরিগুহা– অথবা ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা সেদিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে, মনে হবে তারা রশি ছিঁড়ে পালাচ্ছে।	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝٥٧
৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারে তোমার ওপর দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার যদি তা থেকে তাদের কিছু দেয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।	وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝٥٨
৫৯. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো তারা (যদি) বলতো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের দান করবেন, অবশ্যই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি।	وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝٥٩ (৭ রুকু)
৬০. 'সাদাকা' (যাকাত) হচ্ছে ফকীর- মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনার) ওপর নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তকরণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী (করা প্রয়োজন) তাদের জন্যে, গোলামী থেকে আযাদ করার মধ্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) মধ্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা হবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ, কুশলী।	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠
৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়;	وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

তারা বলে, এ ব্যক্তি কান (-কথায় বিশ্বাস করে, হে নবী), তুমি বলো, (তার) কান (তাই শোনে– যা) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; সে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস করে, মোমেনদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সে তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) রহমত; যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করে, (অথচ) এরা যদি মোমেন হতো তাহলে (এরা বুঝতো যে,) তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অধিকারই হচ্ছে বেশী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩. এরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিদ্রোহ করে– তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. মোনাফেকরা আশংকা করে, তোমাদের ওপর এমন কোনো সূরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা সেসব কিছু ফাস করে দেবে যা তাদের মনের ভেতরে (লুকিয়ে) আছে; (হে নবী,) তুমি বলো, (হাঁ তোমরা) বিদ্রূপ করে নাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এমন) সব কিছু ফাস করে দেবেন, যার তোমরা আশংকা করছো।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো তারা অবশ্যই বলবে (না), আমরা তো এমনি অর্থহীন কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র, তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথেই বিদ্রূপ করছিলে?

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, (একবার) তোমাদের ঈমান আনার পর তোমরা (পুনরায়) কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি যদি তোমাদের একদলকে (ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (কুফরীর জন্যে) কঠোর শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এরা ছিলো জঘন্য অপরাধী।

৮ রুকু

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা একে অপরের লোক। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করার ব্যাপারে)

ۘ ওয়াকফে লাযেম

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ط إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমনি এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, তিনিও (তেমনি আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিসন্দেহে মোনাফেকেরা সবাই পাপিষ্ঠ।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ط هِيَ حَسْبُهُمْ ج وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (জ্বলতে) থাকবে; এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গযব (নাযিল হোক), ওদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ط فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ط أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ج وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (তোমরা) তাদেরই মতো, যারা তোমাদের আগে এখানে (প্রতিষ্ঠিত) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভোগ করে গেছে, অতপর তোমাদের ভাগে যা ছিলো তোমরাও তা ভোগ করছো, যেমনি করে তোমাদের আগের লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো তা শেষ করে গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজ করতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কাজ করছো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া-আখেরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۵ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ط أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ج فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর পৌঁছেনি? নূহের জাতির, আদ জাতির, সামূদ জাতির (কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও সে বিধ্বংস জনবসতির কথা? এদের কাছে তাদের রসূলরা (আল্লাহ তায়ালার) সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেয়ার) অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,

৬ ওয়াকফে গোফরান

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

(সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, জান্নাতে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি; এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

৯ রুকু

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো– ওদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো, এদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; (জাহান্নাম) কতোই না নিকৃষ্ট স্থান!

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (হাঁ) কুফরী শব্দ এরা অবশ্যই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা কুফরী করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা কখনো করতে পারেনি, (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, (এখনও) যদি এরা তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন আযাব দেবেন এবং (উপরন্তু এ) যমীনে তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ

৭৬. অতপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (তার সাথে) কার্পণ্য করলো

وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা ফিরে এলো।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতপর তিনি তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালার কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভংগ করেছে এবং এরা মিথ্যা বলেছে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮. এরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত,

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ؗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে (আল্লাহ তায়ালার পথে) দান করে এবং যারা (দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, তাদের সাথেও এ লোকেরা হাসি–ঠাট্টা করে; (মূলত) এদের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. (হে নবী,) এদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো (দুটোই সমান); তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুঝে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদায়াত করেন না।

১০ রুকু

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (যুদ্ধে না গিয়ে) আল্লাহর রসূলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো, তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাটাকে পছন্দ করলো না, তারা বললো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা অভিযানে যেও না; (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) তারা যদি বুঝতে পারতো!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত, (অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে হবে, তারা যা কিছুই অর্জন করেছে তাই হবে তাদের সেদিনের যথার্থ বিনিময়।

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ
فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل
لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَٰتِلُوا۟
مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ
أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. (এ অভিযানের পর) আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে তাদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন অতপর তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না–) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না এবং তোমরা আর আমার সাথে কখনো শত্রুর সাথেও লড়বে না; কেননা তোমরা প্রথম বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও), যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো ওদের কারো (জানাযার) নামায পড়ো না, কখনো তুমি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ো না; কেননা এ ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ওদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে; মূলত আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ায় (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং এমন এক অবস্থায় তাদের প্রাণ (বায়ু) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে।

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ
وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟
ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ
ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যখনি (এমন ধরনের) কোনো সূরা নাযিল হয়, (যেখানে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিত্তশালী ব্যক্তিরা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি।

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা (মূলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ
جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে; এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে, আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।

১১ রুকু

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০. ওযরকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈনও (তোমার কাছে) এসে হাযির হয়েছে, যেন তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, অচিরেই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১. যারা দুর্বল (যুদ্ধে শরীক না হওয়ায়), তাদের ওপর (দোষের) কিছু নেই, (দোষ নেই তাদেরও-) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধের) খরচ করার মতো কোনো সম্বল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হয় (তা ভিন্ন কথা), সৎকর্মশীল মানুষদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۠ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. (তাদেরও কোনো দোষ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তোমার কাছে যখন (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো, তখন তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতপর) তারা ফিরে গেলো তখনও তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধের) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. মূলত অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, (মূলত) তারা কিছুই জানে না।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ

قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (যুদ্ধের পর) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওযর-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অন্তরের) সব কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতপর তোমাদের সেই মহান সত্তার কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমূহ, অতপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে।

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (হাঁ) তোমরা ওদের উপেক্ষাই করো; কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (দুনিয়ার) তারা যা কিছু করে এসেছে এটাই হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬. এরা তোমাদের কাছে (এ জন্যেই) কসম করে যেন তোমরা (পুনরায়) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শতবারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. বেদুঈন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (প্রকৃতির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর (দ্বীনের) সীমারেখা (সম্বলিত যে বিধানসমূহ) নাযিল করেছেন, সে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. বেদুঈন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা (আল্লাহ তায়ালার পথে) কোনো ব্যয় করলে (তাকে) জরিমানা (মনে করে) এবং কালের বিবর্তনে তোমাদের কাছে (কোনো বিপদ-মসিবত) আসুক– তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দচক্র তো তাদের ওপর (ছেয়েই আছে; বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ

৯৯. বেদুঈন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য

وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾

১২ রুকু

ও রসূলের দোয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন হিসেবেই) গ্রহণ করে; হাঁ, আসলেই তা হচ্ছে তাদের জন্যে (আল্লাহর) নৈকট্যলাভের উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে, তিনি তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর তাই (হবে সেদিনের) সর্বোত্তম সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. বেদুঈন (আরব)-দের যারা তোমার আশেপাশে (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) আছে মদীনাবাসীদের মধ্যেও, এরা সবাই (কিন্তু) মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত। তুমি এদের জানো না; আমি (কিন্তু) এদের জানি, অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয় দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতপর (ধীরে ধীরে) এদের সবাইকে বড়ো আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২. আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে) নিজেদের গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করেছে, (শয়তানের প্ররোচনায়) তারা তাদের নেক কাজকে গুনাহের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করো, এটা তাদের পাক-সাফ করে দেবে, তুমিও তাদের তা দিয়ে পরিশোধিত করে দেবে, তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; অবশ্যই তোমার দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. তারা কি (এ কথাটা) জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা (কতো মহান)! তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ

১০৫. (হে নবী) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন;

وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

অতপর (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে এমন এক সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-অদেখা, জানা-অজানা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছিলে–

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে (এখনো) আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে, তিনি তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি তাদের ওপর দয়া পরবশ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. (মোনাফেকদের–) যারা মাসজিদে 'যেরার' বানিয়েছে, (তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার) কুফরী করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে (এটা) করিনি; আল্লাহ তায়ালা (নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (এবাদাতের উদ্দেশে কখনো) তুমি সেখানে দাঁড়াবে না– যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে মসজিদের অধিকার বেশী– যে, তুমি সেখানেই দাঁড়াবে, সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ তায়ালা তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. যে ব্যক্তি তার (ঘরের) ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির ওপর– সে ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি তার (ঘরের) ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে পতনোন্মুখ একটি গর্তের কিনারায় এবং যা তাকেসহ (অচিরেই) জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে; আল্লাহ তায়ালা যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে– ততোদিন পর্যন্ত ওরা যা বানিয়েছে তা সব সময়ই তাদের অন্তরে (একটি কাঁটা হয়ে) আটকে থাকবে; আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৩ রুকু

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন, যেন (এর বিনিময়ে) তাদের জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট থাকে। এরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতপর (এ যুদ্ধে কখনো দুশমনদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার দুশমনদের হাতে) তারা নিহত হয়।

১৪ক

তার সাথে (এই) খাঁটি ওয়াদাটি করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে, আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার চুক্তি (সম্পন্ন) করলে তার জন্যে সুসংবাদ গ্রহণ করো, (কেননা) এটি হচ্ছে (এক) মহাসাফল্য।

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

১১২. যারা (আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোযা রাখে, (তাঁর জন্যে) রুকু-সাজদা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. নবী ও (তাঁর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, (বিশেষ করে) যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা (আসলেই) জাহান্নামের অধিবাসী!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদার প্রতিপালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যে (ওয়াদা) সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তাঁর একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে সত্যি সত্যিই আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার (পিতার) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۚ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াত দানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জানিয়ে দেয়া হয়, (কোন্ জিনিস থেকে) তাদের সাবধান হতে হবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬. নিসন্দেহে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

↓ ১৪খ

১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর,

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুসরণ করেছে তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছোট্ট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর দয়া করলেন; অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল,

وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮. সে তিন ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মুলতবি করে রাখা হয়েছিলো (তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যে,) যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলব্ধি করলো, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৪ রুকু

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা আল্লাহ তায়ালার রসূলের (সহগামী না হয়ে) পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে; (আসলে) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া– (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই শামিল হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় তাদের ওপর কাফেরদের ক্রোধ আসবে এবং (মোকাবেলার সময়) শত্রুদের কাছ থেকে তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মূলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না,

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. (একইভাবে) তারা (আল্লাহর পথে) যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী– (তাও বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) কোনো মাঠ ঘাট প্রান্তর অতিক্রম করে, তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করা হবে, যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

১৫ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, (এমনভাবে করো–) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন এদের কিছু লোক (বিদ্রূপের ভাষায়) জিজ্ঞেস করে, এ (সূরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করলো! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সূরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিতও হয়েছে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সূরা তাদের আগের) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ) কাফের অবস্থায় মারা যাবে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. যখনি কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন তারা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে (ইশারায় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে); 'কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?' অতপর তারা (হেদায়াত থেকে) ফিরে যায়; আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তার ওপর দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এরা যদি (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি।

১৬ রুকু

সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১০৯
রুকু ১১

মনযিল ৩

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾

২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, (আবার) যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বললো, নিসন্দেহে এ ব্যক্তি হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদুকর!

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৩. (হে মানুষ,) নিসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হলেন, তিনি (তাঁর) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (এটা) অনুধাবন করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٤﴾

৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; আল্লাহ তায়ালার (সকল) প্রতিশ্রুতি সত্য, অবশ্যই তিনি এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (কেয়ামতের দিন) তিনিই আবার তার (জীবনের) পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে— ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অস্বীকার করছিলো।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ

৫. (মহান আল্লাহ তায়ালা—) যিনি সূর্যকে তেজোদ্দীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতপর তিনি তার কিছু মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা

এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু পয়দা করেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানে তাদের জন্যে তিনি নিদর্শনগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেন।	السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥
৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন– তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে এমন জাতির জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নিদর্শন রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।	اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦
৭. অবশ্যই যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই পরিতৃপ্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল থাকে–	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧
৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (এটা তাদের সে কাজের বিনিময়–) যা তারা অর্জন করেছে।	اُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨
৯. (অপরদিকে) যারা অবশ্যই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপূর্ণ) জান্নাতে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩
১০. (এ সময়) সেখানে তাদের (একটি মাত্র) ধ্বনিই থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি মহান, তুমি পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে (আলহামদু লিল্লাহ), যাবতীয় তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।	دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠ ع
১১. আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের জন্যে তাদের অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের অবকাশ (দেয়ার সুযোগ কবেই) শেষ করে দেয়া হতো (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছেন); অতপর যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের না-ফরমানীর মাঝে ছেড়ে দেই– তারা উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۭ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١١
১২. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই,	وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۗىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ

১ রুকু

مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿১২﴾

তখন সে এমনি (বেপরোয়া হয়ে) চলতে শুরু করে, তাকে যে এক সময় দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিলো, তা দূর করার জন্যে (মনে হয়) আমাকে সে কখনো ডাকেইনি; এভাবেই যারা সীমালংঘন করে তাদের জন্যে তাদের কাজকর্মকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿১৩﴾

১৩. তোমাদের আগে অনেক মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুম করেছিলো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসূলরা এসেছিলো, (কিন্তু) তারা (তাদের ওপর) ঈমান আনলো না; এভাবেই আমি না-ফরমান জাতিদের (তাদের যুলুমের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْأَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿১৪﴾

১৪. অতপর আমি যমীনে (তাদের জায়গায়) তোমাদের খলীফা বানিয়েছি, যেন আমি দেখতে পাই তোমরা কি ধরনের আচরণ করো।

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ أَنْ أُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى إِلَىَّ ۚ إِنِّىْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿১৫﴾

১৫. (হে নবী,) যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের পড়ে শোনানো হয়, তখন যারা (মৃত্যুর পর) তাদের সাথে আমার সাথে দেখা সাক্ষাতের আশা করে না, তারা (ঔদ্ধত্যের সাথে) বলে, এছাড়া অন্য কোনো কোরআন নিয়ে এসো, কিংবা একে বদলে দাও; তুমি (এদের) বলো, আমার নিজের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে, আমি একে বদলে দেবো; আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার ওপর ওহী আসে, আমি যদি আমার মালিকের কোনো রকম না-ফরমানী করি, তাহলে আমি একটি মহা দিবসের (কঠিন) শাস্তির ভয় করি।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿১৬﴾

১৬. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা না চাইলে আমি তোমাদের ওপর এ (কোরআন)পাঠই করতাম না, আমি এ (গ্রন্থ) সম্পর্কেও তোমাদের কোনো কিছু জানাতাম না, আমি তো এর আগে তোমাদের মাঝে অনেক বয়স কাটিয়েছি, (কিন্তু এমন কোনো কথা আমি তোমাদের বলিনি?) তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿১৭﴾

১৭. অতপর (বলো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে; (এ ধরনের) না-ফরমান লোকেরা কখনোই সফলকাম হয় না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ

১৮. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো রকম ক্ষতি করতে পারে না, (আবার) তা তাদের কোনো রকম উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের সুপারিশকারী; তুমি (মোশরেকদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে

بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الۡاَرۡضِ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿١٨﴾

এমন কোনো কিছুর খবর দিতে চাও, যা তিনি আসমানসমূহের মাঝে অবহিত নন এবং যমীনের মাঝেও নন; তিনি পাক পবিত্র এবং মহান, তারা (তাঁর সাথে) যে শেরেক করে তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخۡتَلَفُوۡا ؕ وَلَوۡ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ فِيۡمَا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿١٩﴾

১৯. মানুষরা ছিলো এক জাতি (-ভুক্ত), অতপর তারা (নিজেদের মাঝে) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের মৃত্যু) পরবর্তী (শাস্তির) ঘোষণা না থাকলে কবেই সে বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।

وَيَقُوۡلُوۡنَ لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡهِ اٰيَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلۡ اِنَّمَا الۡغَيۡبُ لِلّٰهِ فَانۡتَظِرُوۡا ۚ اِنِّيۡ مَعَكُمۡ مِّنَ الۡمُنۡتَظِرِيۡنَ ﴿٢٠﴾

২০. তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বলো, গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার সে গায়বী ফয়সালার জন্যে) তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

২ রুকু

وَاِذَاۤ اَذَقۡنَا النَّاسَ رَحۡمَةً مِّنۡۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُمۡ اِذَا لَهُمۡ مَّكۡرٌ فِيۡۤ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسۡرَعُ مَكۡرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكۡتُبُوۡنَ مَا تَمۡكُرُوۡنَ ﴿٢١﴾

২১. মানুষকে দুঃখ-মসিবত স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের করুণার স্বাদ ভোগ করাই, তখন সাথে সাথেই আমার (রহমতের) নিদর্শনসমূহের সাথে তাদের চালাকি দেখা দেয়। (হে নবী) তুমি বলো, কৌশলে আল্লাহ তায়ালা সবার চাইতে বেশী তৎপর; অবশ্যই আমার পাঠানো (ফেরেশতা)-রা তোমাদের যাবতীয় কৌশলের কথা লিখে রাখে।

هُوَ الَّذِيۡ يُسَيِّرُكُمۡ فِي الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا كُنۡتُمۡ فِي الۡفُلۡكِ ۚ وَجَرَيۡنَ بِهِمۡ بِرِيۡحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوۡا بِهَا جَآءَتۡهَا رِيۡحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الۡمَوۡجُ مِنۡ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ اُحِيۡطَ بِهِمۡ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۚ۬ لَئِنۡ اَنۡجَيۡتَنَا مِنۡ هٰذِهٖ لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই মহান (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় থাকো এবং এ (নৌকা)-গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় চলতে থাকে, তখন (নৌকার) আরোহীরা এতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) এগুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং সবদিক থেকে তাদের ওপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে– (হে আল্লাহ), যদি তুমি আমাদের এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

فَلَمَّاۤ اَنۡجٰهُمۡ اِذَا هُمۡ يَبۡغُوۡنَ فِي الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلٰۤى اَنۡفُسِكُمۡ ۙ مَّتَاعَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۫

২৩. অতপর যখন তিনি তাদের (বিপর্যয় থেকে) বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা সাথে সাথেই অন্যায়ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (শুনে রাখো), তোমাদের এ নাফরমানী তোমাদের নিজেদের ওপরই (পতিত হবে, মূলত এগুলো হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায় সম্পদ,

ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

অতপর আমার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফেরার জায়গা, (সেদিন) আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে), যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তা দ্বারা অতপর যমীনের গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হলো, যা থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়াররা (তাদের) আহার সংগ্রহ করলো; এরপর যখন যমীন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করলো এবং (আপন সৌন্দর্যে) সে শোভিত হয়ে উঠলো, তখন তার মালিক মনে করলো, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান, (এ সময় হঠাৎ করে) রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফয়সালা তাদের ওপর আপতিত হলো, অতপর আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না; এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ সেসব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. (হে মানুষ) আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শান্তির নিবাসের দিকে ডাকছেন; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা ভালো কাজ করেছে, কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে আরো) বেশী; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই (হবে) জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. (অপরদিকে) যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দের প্রতিফল মন্দের মতোই হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; সেদিন আল্লাহ (-র আযাব) থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউই থাকবে না, (তাদের চেহারা এমনি কালো হবে) যেন রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে (তার) একটি টুক্রো তাদের মুখের ওপর ছেয়ে দেয়া হয়েছে, এরাই (হচ্ছে) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি তাদের সবাইকে আমার সামনে একত্রিত করবো, অতপর যারা আমার সাথে শরীক করেছে– আমি তাদের বলবো, তোমরা এবং যাদের তোমরা শরীক করেছো– স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো, এরপর আমি তাদের পরস্পরকে আলাদা করে দেবো এবং যাদের তারা শরীক করেছিলো– তারা বলবে, না, তোমরা কখনোই আমার উপাসনা করতে না।

২৯. (আজ) আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে যথেষ্ট, আমরা তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে (আসলেই) গাফেল ছিলাম।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. এভাবেই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে করে এসেছে, (পুরোপুরিই) জানতে পারবে এবং সবাইকে তাদের আসল মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) তারা যেসব মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা উদ্ভাবন করতো, (নিমিষেই) তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকু

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা কে (তোমাদের) শোনা ও দেখা নিয়ন্ত্রণ করেন? কে জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; তারা বলবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা, তুমি বলো, তাহলে (সত্য অস্বীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করো না?

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. এই তোমাদের আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের আসল রব, সত্য আসার পর (তাঁকে না মানা) গোমরাহী ছাড়া আর কি? (তারপরও এই সত্য থেকে) তোমাদের কোথায় কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যারা নাফরমানী করেছে তাদের ওপর তোমার মালিকের কথা এভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হলো, (আসলেই) এরা কখনো ঈমান আনবে না।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তুমি বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার (এগুলো) বানাতে পেরেছে– অতপর (মৃত্যুর পর) তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতপর (দ্বিতীয়বার) তিনিই তাতে জীবন দান করবেন, (এ সত্ত্বেও) তোমাদের (সত্য থেকে) কোন্ দিকে বিচ্যুত করা হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (তুমি) বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে (মানুষকে) সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই (তাদের) সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি (বেশী যোগ্য)– যে নিজে কোনো পথের সন্ধান পায় না– যতোক্ষণ না তাকে পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের আন্দায অনুমানের অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় আন্দায অনুমান অবশ্যই কোনো কাজে আসে না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ওদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।	وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦
৩৭. এ কোরআন এমন (কোনো গ্রন্থ) নয় যে, আল্লাহর (ওহী) ব্যতিরেকে (কারো ইচ্ছামাফিক একে) গড়ে দেয়া যাবে, বরং এ (গ্রন্থ) সেসব গ্রন্থের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করে যা এর আগে নাযিল হয়েছে, এতে কোনোরকম সন্দেহ নেই, এটা (হচ্ছে) সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-র কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা।	وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٧
৩৮. তারা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি (মোহাম্মদ) এ (গ্রন্থ)-টি রচনা করে নিয়েছে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের কিছু সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের যাদের তোমরা ডাকতে চাও ডেকে (তাদেরও সাহায্য) নাও।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٨
৩৯. (আসল কথা হচ্ছে,) যে বিষয়টিই তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করতে পারলো না, কিংবা (মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে) যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি– তারা তাই অস্বীকার করে বসলো; ঠিক এভাবে তাদের পূর্ববর্তী মানুষরাও অস্বীকার করেছিলো, দেখো, (এ অস্বীকারকারী) যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে।	بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٩
৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক এর ওপর ঈমান আনবে, আবার কিছু আছে যারা এতে ঈমান আনবে না; তোমার মালিক (কিন্তু এ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝٤٠
৪১. তারা যদি (এরপরও) তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও (দেখো), আমার কাজকর্ম আমার জন্যে, আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে, আমি যা কিছু করছি তার জন্যে তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আবার তোমরা যা করো তার জন্যেও আমি দায়িত্বমুক্ত।	وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٤١
৪২. (হে নবী,) এদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে। (কিন্তু) তুমি কি বধিরকে (আল্লাহর কালাম) শোনাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই বুঝতে পারছে না!	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤٢
৪৩. (আবার) ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে; (কিন্তু) তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই দেখতে পায় না!	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٤٣

৪ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৪৪. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কোনো রকম যুলুম করেন না, (বরং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে) মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (৪৪)
৪৫. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন) তাদের (মনে হবে) যেন তারা সেখানে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে দিনের মাত্র একটি ক্ষণই কাটিয়ে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সামনা-সামনি হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো, (আসলে) তারা কখনোই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলো না।	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (৪৫)
৪৬. আমি ওদের কাছে যে (বিষয়ের) ওয়াদা করেছি, তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা (এর আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, (এ উভয় অবস্থায়) তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর এরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতো তার ওপর আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হবেন।	وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (৪৬)
৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই রসূল আছে, অতপর যখন তাদের কাছে তাদের রসূল এসে যায়, তখন তাদের মাঝে (যাবতীয় কাজ) ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুলুম করা হয় না।	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (৪৭)
৪৮. এরা বলে (হে মুসলমানরা), তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কবে তোমাদের এই আযাবের ওয়াদা ফলবে?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (৪৮)
৪৯. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যা চান তা ব্যতিরেকে আমি তো আমার নিজস্ব ভালো-মন্দের ক্ষমতাও রাখি না। প্রত্যেক জাতির (ধ্বংসের) জন্যে একটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে; তাদের সে ক্ষণটি যখন আসবে তখন তারা এক মুহূর্তকাল সময় পেছনে থাকতে পারবে না– না (এক মুহূর্ত সময়) তারা এগিয়ে আসতে পারবে।	قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (৪৯)
৫০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর (আল্লাহর) আযাব– রাতে কিংবা দিনের বেলায় এসে পতিত হয়, তাহলে (এরপর) আর কোন বিষয় নিয়ে না-ফরমান লোকেরা তাড়াহুড়ো করতে চাইবে?	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (৫০)
৫১. অতপর যখন (সত্যিই) একদিন এ বিষয়টি ঘটবে তখন কি তোমরা এটা বিশ্বাস করবে! (তখন) বলা হবে (হাঁ), এখন (তো আযাব এসেই গেলো,) আর এ জন্যেই তো তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে!	أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (৫১)
৫২. অতপর যালেমদের বলা হবে, এবার তোমরা চিরস্থায়ী (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ ভোগ করো, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো, তোমাদের কি তার বিনিময় দেয়া হবে না?	ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (৫২)

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায়, (আযাব সম্পর্কিত) সে কথাটি আসলেই কি ঠিক? বলো, হ্যাঁ, আমার মালিকের শপথ, এটা আমোঘ সত্য; (শাস্তি প্রয়োগে) তোমরা কোনোদিনই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।	وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. যদি এমন প্রতিটি মানুষ যে যুলুম করেছে তার কাছে দুনিয়ায় যা (সম্পদ) আছে তা জমা হয় সে তার সবকিছুই মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করতে চাইবে, যখন এ (যালেম) মানুষরা (জাহান্নামের)আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে অনুতাপ করবে (তখন), সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথেই তাদের বিচার সম্পন্ন হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করা হবে না।	وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. মনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।	اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।	هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট একটি কিতাব) এসেছে, (এটা হচ্ছে) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. (হে নবী) তুমি বলো, (এটা) আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহেই (নাযিল) হয়েছে, অতএব মানুষের উচিত এ জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা, (কারণ) তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করছে, এটা তার চাইতে অনেক উত্তম।	قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তুমি বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে রেযেক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে অতপর কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছো; বলো, (এসব ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো!	قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে ধারণা কি (এই যে, এটা কখনো আসবে না); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।	وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. (হে নবী,) তুমি যে কাজের ভেতরেই থাকো না কেন এবং কোরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত	وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ

৫ রুকু

৬ রুকু

قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

করো না কেন (তা আমি জানি,) তোমরা যে কোনো কাজ করো, কোনো কাজে তোমরা যখন প্রবৃত্ত হও, আমিই তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমার মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না– আসমানে ও নয় যমীনে নয়– এর চাইতে ছোটো কিংবা এর চাইতে বড়ো কোনো কিছুই নেই যা একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. জেনে রেখো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের জন্যে (কোনো) ভয় নেই, (সেদিন) তারা চিন্তিতও হবে না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. (তারাই আল্লাহর বন্ধু–) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করেছে।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৪. তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সুসংবাদ রয়েছে, (তেমনি রয়েছে) পরকালের জীবনেও; আল্লাহ তায়ালার কথার কোনো রদবদল হয় না; আর এটাই হচ্ছে সে (দিনের) মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে নবী,) তোমাকে তাদের কথা যেন কোনো দুঃখ না দেয়। অবশ্যই মান-ইযযত সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

ওয়াকফে লাযেম

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. জেনে রেখো, যা কিছু আসমানে আছে, যা কিছু আছে যমীনে, সব অবশ্যই আল্লাহর জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (কল্পিত) শরীকদের ডাকে তারা তো (কিছু আন্দায) অনুমানেরই অনুসরণ করে মাত্র! তারা (আসলে) মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে (বানিয়েছেন) আলোকোজ্জ্বল, অবশ্যই এতে শোনার মতো জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তিনি মহাপবিত্র; তিনি অভাবমুক্ত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তোমাদের কাছে এ (দাবীর) পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণও নেই; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলো, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না।

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না।

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝٦٩

৭০. (এ হচ্ছে) পার্থিব (জীবনের) মাল সামানা, এরপর আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের কুফরী করার জন্যে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٧٠

৭ রুকু

৭১. (হে নবী,) ওদের কাছে তুমি নূহের কথা বলো, যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ (প্রদান) খুব দুঃসহ মনে হয়, (তবে শুনে রাখো), আমি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করি, অতপর তোমরা যাদের আমার সাথে শরীক বানাচ্ছো, তাদের একত্রিত করে (আমার বিরুদ্ধে তোমাদের) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নাও, যেন সে পরিকল্পনা (-এর কোনো বিষয় তোমাদের দৃষ্টির) আড়ালে না থাকে, অতপর আমার সাথে (তোমাদের যা করার) তা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবকাশও তোমরা দিয়ো না।

ওয়াকফে লাযেম

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝٧١

৭২. (হাঁ,) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো তোমাদের কাছ থেকে (এ জন্যে) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি; আমার পারিশ্রমিক– তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাই।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٧٢

৭৩. অতপর লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহী) ছিলো, তাদের (তুফান থেকে) উদ্ধার করলাম, আমি তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের) প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি, যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের আমি (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি, অতপর (হে নবী), তুমি (চেয়ে) দেখো, তাদের কী ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে– যাদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখানো হয়েছিলো।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝٧٣

৭৪. আমি তার পর অনেক রসূলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তারা সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, কিন্তু এমনটি হয়নি যে, (আগের) লোকেরা ইতিপূর্বে যা অস্বীকার করেছিলো তার ওপর এরা ঈমান আনবে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝٧٤

৭৫. তাদের পরে আমি আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে মূসা ও হারূনকে ফেরাউন এবং তার

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম, কিন্তু তারা সবাই অহংকার করলো, (আসলে) তারা ছিলো বড়োই না-ফরমান জাতি।	إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমার পক্ষ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন ওরা বললো, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾
৭৭. মূসা বললো, তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এসব (বাজে) কথা বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে (প্রমাণসহ) এসে গেছে! (তোমার কি মনে হয় যে,) এটা আসলেই যাদু? আর যাদুকররা তো কখনোই সফলকাম হয় না।	قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾
৭৮. তারা বললো, তোমরা কি এ উদ্দেশেই আমাদের কাছে এসেছো যে, যা কিছুর ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তা থেকে তোমরা আমাদের বিচ্যুত করে দেবে এবং (এ) ভূখন্ডে তোমাদের দু' (ভাই)-য়ের প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে? (কিন্তু); আমরা তো তোমাদের দু'জনের ওপর কখনো ঈমান আনবো না।	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾
৭৯. (এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা আমার কাছে (রাজ্যের) সব সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾
৮০. অতপর যাদুকররা যখন এলো, তখন মূসা তাদের বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ করো।	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (তো আসলেই) যাদু; (দেখবে) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না।	فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾
৮২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অপ্রীতিকর মনে করে।	وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের লোকেরা– তাদের বিপদে ফেলবে এই ভয়ে মূসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর (যুবক) ছাড়া অন্য কোনো লোক ঈমান আনেনি, (অবশ্যই) ফেরাউন ছিলো যমীনের ওপর একজন অহংকারী (বাদশাহ) এবং নিসন্দেহে সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের একজন।	فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪. মূসা বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি (সত্যি সত্যি) তোমরা মুসলমান হও।	وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৮৫. অতপর তারা বললো (হাঁ), আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছি, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যালেম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করো না।	فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও।	وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আমি মূসা ও তার ভাই (হারূন)-এর কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের জাতির (লোকদের) জন্যে মিসরেই ঘরবাড়ি বানাও এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা (-মুখী করে) বানাও, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং ঈমানদারদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾
৮৮. মূসা বললো, হে আমাদের রব, নিসন্দেহে তুমি ফেরাউন ও তার (মন্ত্রী) পরিষদকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য (-মন্ডিত উপকরণ) এবং ধন-সম্পদ দান করে রেখেছো, হে আমাদের রব (এটা কি এ জন্যে,) তারা (এ দিয়ে মানুষদের) তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে? হে আমাদের রব, তাদের (সমুদয়) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও, তাদের অন্তরসমূহকে (আরো) শক্ত করে দাও, (আসলে) একটা কঠিন আযাব না দেখলে তারা ঈমান আনবে না।	وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾
৮৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই কবুল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (দ্বীনের ওপর) সুদৃঢ় থাকো, তোমরা দু'জন কখনো সেসব লোকের অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না।	قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾
৯০. অতপর, আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করিয়ে দিলাম, এরপর ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত বিদ্বেষপরায়ণতা ও সীমালংঘন করতে করতে তাদের পিছু নিলো; এমনকি যখন সাগরের অথৈ ঢেউ তাকে ডুবিয়ে দিতে লাগলো, (তখন) সে বললো, আমি বিশ্বাস করি, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, যার ওপর বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে– আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন।	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾
৯১. (আমি বললাম,) হাঁ এখন তুমি (ঈমান আনছো)? অথচ (একটু) আগেই তুমি না-ফরমানী করছিলে এবং (যমীনে) তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।	آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾
৯২. আজ আমি অবশ্যই তোমাকে– তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে করে তুমি– (তোমার এ দেহ) পরবর্তী (প্রজন্মের লোকদের) জন্যে একটা নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো; অবশ্য অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

৯ রুকু

১৫ব

৯৩. (এরপর) আমি বনী ইসরাঈলের লোকদের উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করলাম, অতপর তারা নানা মতবিরোধ শুরু করে দিলো, এমনকি (দ্বীনের সঠিক) জ্ঞান তাদের কাছে এসে পৌঁছার পরও (তারা মতবিরোধ থেকে ফিরে এলো না); অবশ্যই তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন– যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾
৯৪. (হে নবী, তুমি তাদের বলো) আমি তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমার (মনে) কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস করো, যারা তোমার আগে (তাদের ওপর নাযিল করা) কিতাব পড়ছে, তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে সত্য এসেছে, তাই তুমি কখনো সন্দেহবাদীদের (দলে) শামিল হয়ো না,	فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আর তুমি তাদের দলেও শামিল হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (নতুবা) তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾
৯৬. (হে নবী,) অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের কথা (সত্য) প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।	إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তাদের কাছে (আল্লাহর) প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পৌঁছলেও (তারা ঈমান আনবে) না, যতোক্ষণ না তারা কঠিন আযাব দেখতে পাবে।	وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾
৯৮. ইউনুস (নবীর) জাতি ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ এমন ছিলো না, যে তারা (আযাব দেখে) ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার কোনো উপকার করতে পেরেছে; তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের এ পার্থিব জীবনের অপমানকর আযাব সরিয়ে নিলাম এবং তাদের আমি এক (বিশেষ) সময় পর্যন্ত জীবনের উপকরণ দান করলাম।	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾
৯৯. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে যমীনে যতো (জীব) আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; (কিন্তু) তুমি কি মানুষদের জোর জবরদস্তি করবে যেন তারা সবাই মোমেন হয়ে যায়!	وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾
১০০. কোনো মানুষেরই এ সাধ্য নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে ঈমান আনবে; যারা (এটা) বুঝতে পারে না, তিনি তাদের ওপর (কুফুর ও শেরেকের) কলুষ লাগিয়ে দেন।	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

↓ ১৫খ

قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে কি কি জিনিস রয়েছে; কিন্তু যে জাতি ঈমানই আনে না তাদের জন্যে (আল্লাহর এসব) নিদর্শন ও (পরকালের) সাবধানবাণী কোনোই উপকারে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তারা কি সে ধরনের কোনো দিনের অপেক্ষা করছে, যে ধরনের (অপমানকর) দিন তাদের আগের লোকদের ওপর এসেছিলো; (হাঁ) তুমি বলো, তোমরা (সেদিনের) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতপর (আযাব এলে) আমি আমার রসূলদের এবং যারা ঈমান আনে (তাদের সে আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেই, আমার ওপর কর্তব্য যে, আমি মোমেনদের উদ্ধার করি।

১০ রুকু

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষরা, তোমরা যদি আমার দ্বীনে কোনো সন্দেহ করো (তাহলে শুনে রাখো), আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন মোমেনদেরই অন্তর্ভুক্ত হই।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. (আমাকে আরো বলা হয়েছে,) তুমি (আল্লাহর) দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও করতে পারে না। যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সে কল্যাণ রদ করারও কেউ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই তা প্রদান করেন; তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (দ্বীন) এসেছে; অতএব যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে

فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী,) তোমার ওপর যে হেদায়াত নাযিল করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা (হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে) কোনো ফয়সালা না করেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

১১ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১২৩
রুকু ১০

সূরা হুদ

মক্কায় অবতীর্ণ

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-রা। এ (কোরআন হচ্ছে এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অতপর (এর বর্ণনাসমূহও) বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে, (এ কিতাব এসেছে) প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার কাছ থেকে।

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

২. (এর বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে তাঁর কাছ থেকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদদানকারী।

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾

৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তোমরা যেন তোমাদের মালিকের (দরবারে গুনাহখাতার জন্যে) ক্ষমা চাইতে পারো, অতপর তাঁর কাছে তাওবা করতে পারো, তিনি তোমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উত্তম (জীবন) সামগ্রী দান করবেন এবং তিনি প্রতিটি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী (পাওনা আদায় করে) দেবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের ওপর একটি কঠিন দিনের আযাবের ভয় করছি।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

৪. (এ জীবনের শেষে) আল্লাহ তায়ালার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, তিনি সর্ব-বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

৫. সাবধান, এরা নিজেদের অন্তরসমূহকে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারে; জেনে রেখো, যখন তারা কোনো কাপড় দিয়ে (নিজেদের) ঢেকে দেয়, তখন তিনি অবশ্যই জানেন তারা (তার ভেতরে) কোন্ বিষয় লুকিয়ে রাখছে, আর কোন্ বিষয় তারা প্রকাশ করছে, অবশ্যই তিনি মনের ভেতরের সব কথা জানেন।

পারা ১২

৬. যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রেযেক (পৌঁছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নয়, তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও (তিনি জানেন); এসব (বিবরণ) একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।	وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾
৭. আর তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি ছয় দিনের মধ্যে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, (সে সময়) তাঁর 'আরশ' ছিলো পানির ওপর, (এটা এ জন্যে), যেন তিনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে কাজে কর্মে উত্তম; (হে নবী,) যদি তুমি (এদের) বলো, মৃত্যুর পর তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তাহলে যেসব মানুষ কুফরী অবলম্বন করেছে তারা সাথে সাথেই বলবে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।	وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾
৮. আমি যদি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্যে কোনো উম্মত থেকে আযাব সরিয়ে রাখি, তাহলে (তামাশাচ্ছলেই) ওরা বলবে, কোন্ জিনিস এখন একে আটকে রেখেছে; সাবধান! যেদিন এ (আযাব) তাদের কাছে আসবে, সেদিন একে তাদের কাছ থেকে সরাবার কেউই থাকবে না, যে (আযাব) নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করছিলো, তা তাদের পরিবেষ্টন করেই ফেলবে।	وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ط اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾ ع
৯. আমি যদি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾
১০. (আবার) কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাই, তখন সে অবশ্যই বলতে শুরু করবে (হ্যাঁ, এবার) আমার সব বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (যেমন অল্পতে) উৎফুল্ল (হয়, তেমনি সহজে) অহংকারীও (হয়ে যায়),	وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ط اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾
১১. কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, (তাদের কথা আলাদা) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।	اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾
১২. (হে নবী, কাফেররা মনে করে,) তোমার কাছে যা কিছু ওহী নাযিল হয় সম্ভবত তার কিয়দংশ তুমি ছেড়ে দাও এবং এ কারণে তোমার মনোকষ্ট হবে– যখন তারা বলে বসবে,	فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا

১ রুকু

لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

এ ব্যক্তির ওপর কোনো ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন, কিংবা তার সাথে (নবুওতের স্বাক্ষী হয়ে) কোনো ফেরেশতা এলো না কেন? আসলে তুমি হচ্ছো (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী (একজন রসূল মাত্র); যাবতীয় কাজকর্মের কর্মবিধায়ক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

১৩. অথবা এরা কি বলে, (মোহাম্মদ নামের) সে (ব্যক্তি) তা নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (যদি তাই মনে করো) তাহলে (তোমরাও রচনা করে) নিয়ে এসো এর অনুরূপ দশটি সূরা এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যদি তারা তোমাদের (কথায়) সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান (ও কুদরত) দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, (বলো) তোমরা কি (তার প্রতি) আত্মসমর্পণকারী নও?

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

১৫. যদি কোনো ব্যক্তি এ পার্থিব জীবন ও তার প্রাচুর্য ভোগ করতে চায়, তাহলে আমি তাদের সবাইকে তাদের কর্মসমূহ এখানেই আদায় করে দেই এবং সেখানে তাদের (পাওনা মোটেই) কম করা হবে না।

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, যা কিছু তারা বানিয়েছে সেখানে তা সব বাতিল হয়ে যাবে, যা কিছু তারা করে এসেছে তাও হবে নিরর্থক।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

১৭. অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কোরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে নিজেও তেলাওয়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মোহাম্মদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (আরো রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, (যা ছিলো) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে অতপর যে একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নাযিল করা), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।

১৮. আল্লাহ তায়ালার ওপর যে মিথ্যা আরোপ করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এ লোকদের যখন কেয়ামতের দিন তাদের মালিকের সামনে হাযির করা হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের রব), এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, জেনে রেখো, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. যারা (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং (তাঁর পথে) সেখানে দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়– তারা হচ্ছে সেসব লোক যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. এরা যমীনের বুকে (আল্লাহ তায়ালাকে) কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারেনি, না আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের (সেখানে) কোনো অভিভাবক ছিলো। এদের জন্যে আযাব দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; এরা কখনো (দ্বীন-ঈমানের কথা) শুনতে সক্ষম হতো না, না এরা (সত্য দ্বীন) দেখতে পেতো!

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

ওয়াকফে লাযেম

২১. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের দারুণ ক্ষতি সাধন করলো, (দুনিয়ায়) যতো মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো, (আখেরাতে) তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. অবশ্যই আখেরাতে এরা হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. (পক্ষান্তরে) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (উপরন্তু) যারা নিজেদের মালিকের প্রতি সদা বিনয়াবনত থেকেছে, তারাই হচ্ছে জান্নাতের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. (জাহান্নামী আর জান্নাতী এ) দুটো দলের উদাহরণ হচ্ছে– যেমন (একদল) অন্ধ ও বধির, (আরেক দল) চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন; এ দুটো দল কি সমান? তোমরা কি (এখনো) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

রুকু ২

২৫. আমি অবশ্যই নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, (সে তাদের বললো), আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ ۫ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾

أَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. (আমার দাওয়াত হচ্ছে,) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করো, আমি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاْیِ ۚ وَمَا نَرٰی لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِیْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতপর তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা– যারা কুফরী করছিলো, বললো, আমরা তোমার মধ্যে এর বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা এও দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের মধ্যেকার কিছু নিম্নস্তরের লোক ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করছে এবং তারাও তা করছে (মনে হয়) শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে, (আসলে) আমরা আমাদের ওপর তোমাদের তো (আলাদা) কোনো মর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি না, বরং আমরা মনে করি তোমরা মিথ্যাবাদী।

قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَاٰتٰىنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের (পাঠানো) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) বিশেষ রহমত দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, যা তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে, তাহলে সে (বিষয়টার) ব্যাপারে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, এবং তোমরা তাকে অপছন্দ করতে থাকবে।

وَیٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّیْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. হে আমার জাতি, আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে এবং যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, (গরীব হওয়ার কারণে) তাদের তাড়িয়ে দেয়ার (মানুষ) আমি নই; তারা অবশ্যই তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাত করবে, বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমরা হচ্ছো এক (নিরেট) অজ্ঞ সম্প্রদায়।

وَیٰقَوْمِ مَنْ یَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. হে আমার জাতি, আমি যদি (তোমাদের কথায়) তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে আমাকে কে বাঁচাবে; তোমরা কি অনুধাবন করতে পাচ্ছো না?

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّیْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ تَزْدَرِیْۤ اَعْیُنُكُمْ لَنْ یُّؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّیْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আমি তোমাদের (কখনো) একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, না আমি গায়ব জানি, না আমি একজন ফেরেশতা, না আমি সেসব লোকের ব্যাপারে– যাদের তোমাদের দৃষ্টি হেয় করে দেখে– এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না; তাদের মনে কি আছে তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন (এমন কিছু করলে) সত্যি সত্যিই আমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

৩২. লোকেরা বললো, হে নূহ (এ বিষয়টা নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিতন্ডা করছো এবং আমাদের সাথে বিতন্ডা তুমি একটু বেশীই করেছো, (এখন) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে (আযাবের) সে জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো।	قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বললো, তা তো আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের কাছে আনবেন যদি তিনি চান, আর তোমরা কখনো তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না।	قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. (আসলে) তোমাদের জন্যে আমার (এ) শুভ কামনা কোনো কাজেই আসবে না, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোমরাহ করে দিতে চান; তাহলে আমি তোমাদের ভালো কামনা করলে (তাতেও কিছু হবে না, কারণ) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে;	وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. (হে নবী,) এরা কি বলছে, এ (গ্রন্থ)-টা সে (ব্যক্তি নিজেই) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো, যদি আমি তা রচনা করে থাকি তাহলে আমার অপরাধ (-এর দায়িত্ব) আমার ওপর, (তবে মিথ্যা বলে) যে অপরাধ তোমরা করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. নূহের ওপর (এই মর্মে) ওহী পাঠানো হলো যে, তোমার জাতির লোকদের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউই (নতুন করে) ঈমান আনবে না, সুতরাং এরা যা কিছু করছে (হে নবী), তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না,	وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে (থেকে) আমারই ওহী (-এর নির্দেশ) অনুযায়ী একটি নৌকা বানাও এবং যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কিছু বলো না, নিশ্চয়ই তারা (মহাপ্লাবনে) নিমজ্জিত (হবে)।	وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. (আল্লাহর নির্দেশে) সে নৌকা বানাতে থাকলো এবং যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন তারা (নৌকা দেখে) তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতো; সে বললো, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের নিয়ে হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসবো;	وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর (এমন) আযাব আসবে যা তাকে (দুনিয়াতে) অপমানিত করবে এবং (পরকালে) স্থায়ী আযাব কার ওপর আসবে।	فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩ রুকু

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمۡرُنَا وَفَارَ التَّنُّوۡرُ ۙ قُلۡنَا احۡمِلۡ فِيۡهَا مِنۡ كُلٍّ زَوۡجَيۡنِ اثۡنَيۡنِ وَاَهۡلَكَ اِلَّا مَنۡ سَبَقَ عَلَيۡهِ الۡقَوۡلُ وَمَنۡ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيۡلٌ (৪০)

৪০. অবশেষে (তাদের কাছে আযাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছলো এবং চুলা (থেকে পানি) উথলে ওঠলো, আমি (নূহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও), তাকে বাদ দিয়ে যার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও ওঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; তার সাথে (আল্লাহর ওপর তখন) খুব কমসংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো।

وَقَالَ ارۡكَبُوۡا فِيۡهَا بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرٖٮهَا وَمُرۡسٰٮهَا ؕ اِنَّ رَبِّىۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ (৪১)

৪১. সে (তাঁর সাথীদের) বললো, তোমরা এতে উঠে পড়ো, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত হবে); নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَهِىَ تَجۡرِىۡ بِهِمۡ فِىۡ مَوۡجٍ كَالۡجِبَالِ وَنَادٰى نُوۡحُ ۨابۡنَهٗ وَكَانَ فِىۡ مَعۡزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارۡكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنۡ مَّعَ الۡكٰفِرِيۡنَ (৪২)

৪২. অতপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। নূহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো– সে (আগে থেকেই) দূরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়িয়ে) ছিলো– হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) ওঠো, (এই কঠিন দিনে) তুমি কাফেরদের দলভুক্ত হয়ো না।

قَالَ سَاٰوِىۡۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعۡصِمُنِىۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡيَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِيۡنَ (৪৩)

৪৩. সে বললো, (পানি বেশী হলে) আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো (এবং) তা-ই আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নূহ বললো, (কিন্তু) আজ তো কেউই আল্লাহর (গযবের) হুকুম থেকে (কাউকে) বাঁচাতে পারবে না, তবে যার ওপর তিনি দয়া করবেন তার কথা আলাদা, (এ সময়) হঠাৎ করে একটা (বিশাল) ঢেউ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

وَقِيۡلَ يٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِىۡ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقۡلِعِىۡ وَغِيۡضَ الۡمَآءُ وَقُضِىَ الۡاَمۡرُ وَاسۡتَوَتۡ عَلَى الۡجُوۡدِىِّ وَقِيۡلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ (৪৪)

৪৪. (অতপর) বলা হলো, হে যমীন, তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান, তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও, এক সময় পানি (-র প্রচন্ডতা) প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো, (নূহের) নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর ওপর গিয়ে স্থির হলো, (আল্লাহর ঘোষণা) ধ্বনিত হলো, (আজ) যালেম সম্প্রদায়ের লোকেরা (নিশেষিত হয়ে) বহুদূর চলে গেছে।

وَنَادٰى نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِىۡ مِنۡ اَهۡلِىۡ وَاِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَـقُّ وَاَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِيۡنَ (৪৫)

৪৫. নূহ (ছেলেকে ডুবতে দেখে) তাঁর মালিককে ডেকে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং (তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছো সর্বোচ্চ বিচারক।

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নূহ, কোনো অবস্থায়ই সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে এক অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন জাহেলদের দলে শামিল না হও।	قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. সে বললো, হে আমার রব, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই; তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তাকে বলা হলো, হে নূহ (বন্যার পানি নেমে গেছে), এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে এবং (অন্য) সম্প্রদায়সমূহ! (হাঁ) আমি (আবার) তাদের জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ প্রদান করবো, এরপর (নাফরমানী করলে) আমার কাছ থেকে মর্মান্তিক শাস্তিও তাদের ভোগ করতে হবে।	قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. (হে নবী,) এগুলো হচ্ছে অজানা অদৃশ্য গায়বের কিছু খবর, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার জাতি এগুলো জানতো; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই (ভালো) পরিণাম সব সময় আল্লাহভীরু লোকদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকে)।	تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আ'দ জাতির কাছে এসেছিলো তাদেরই ভাই হূদ; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; আসলে তোমরা তো (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও।	وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. হে (আমার) জাতি, (আল্লাহর দিকে ডেকে) আমি তার ওপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না; আমার (যাবতীয়) পাওনা তো তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তোমরা কি বুঝতে পারো না?	يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. হে (আমার) জাতি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গুনাহখাতা মাফ চাও, অতপর তোমরা তাঁর কাছে তাওবা করো, তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের (আরো) শক্তি যুগিয়ে তোমাদের (বর্তমান) শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে (তাঁর এবাদাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।	وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৪ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৫৩. তারা বললো, হে হূদ, তুমি তো আমাদের কাছে (ধরা-ছোঁয়ার মতো) কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার (মুখের) কথায় আমরা (কিন্তু) আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার (লোক) নই, (এমনটিও মনে করো না,) আমরা তোমার ওপর ঈমান এনে ফেলবো!	قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আমরা তো (বরং) বলি, আমাদের কোনো দেবতা অশুভ কিছু দ্বারা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে; (এ উদ্ভট কথা শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেকো, তোমরা যে (আল্লাহর সাথে) শেরেক করছো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,	اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. (যাও,) তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বিরুদ্ধে যতো রকম ষড়যন্ত্র (করতে চাও) করো, অতপর আমাকে কোনো রকম (প্রস্তুতির) অবকাশও দিয়ো না।	مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾
৫৬. আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করি, (যিনি) আমার রব, তোমাদেরও রব; বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের মুঠোয় নেই; অবশ্যই আমার রব সঠিক পথের ওপর রয়েছেন।	اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾
৫৭. (এ সত্ত্বেও) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমি যে (বাণী) তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; (তোমরা তা না মানলে অচিরেই) আমার রব অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; অবশ্যই আমার রব প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর একক রক্ষক।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. অতপর যখন আমার (আযাবের) হুকুমটি এলো, তখন আমি হূদকে এবং তার সাথে যতো ঈমানদার ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছি, (সত্যি সত্যিই) আমি তাদের এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করেছি।	وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. এ হচ্ছে আদ জাতি (ও তাদের ঘটনা), তারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো, তারা তাঁর (পাঠানো) রসূলদের নাফরমানী করেছিলো, (সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো।	وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾
৬০. (পরিশেষে) এ দুনিয়ায় (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পিছু নিলো, কেয়ামতের দিনও (এ অভিশাপ তাদের পিছু নেবে);	وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

ভালো করে শুনে রেখো, আদ (জাতি) তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; এও জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিলো হূদের জাতি আ'দের (একমাত্র) পরিণতি।

৫ রুকু

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬১. আমি সামুদের কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে। সে (তাদের) বললো, হে (আমার) জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি তোমাদের যমীন থেকেই পয়দা করেছেন, তাতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতপর তোমরা তাঁর কাছেই গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো, অবশ্যই আমার রব (প্রত্যেকের) একান্ত নিকটবর্তী এবং তিনি (প্রত্যেকেরই) ডাকের জবাব দেন।

১ ওয়াকফে লাযেম

قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন (একজন মানুষ) ছিলে, (যার) ব্যাপারে আমাদের মাঝে (নানা) আশা করা হতো, (আর এখন) কি তুমি আমাদের সেসব মাবুদের এবাদাত থেকে বিরত রাখতে চাও– যাদের এবাদাত আমাদের পিতা-মাতারা (যুগ যুগ থেকে) করে আসছে, (আসলে) আমাদের তুমি যে (দ্বীনের) দিকে ডাকছো, সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, (এ ব্যাপারে) আমরা খুব দ্বিধাগ্রস্তও বটে!

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৩. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি একটুও চিন্তা করোনি? যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) অনুগ্রহ দিয়ে (ধন্য) করেন– আর যদি আমি তার বিরোধিতা করি তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে) তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই তো বাড়াচ্ছো না?

وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো) উটনী, (এটা আল্লাহ তায়ালার) নিদর্শন। অতপর একে তোমরা ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে থাক, তোমরা তাকে কোনো রকম কষ্ট দেয়ার নিয়তে ছুঁয়ো না, (তেমনটি করলে) অতিসত্বর (বড়ো ধরনের) আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতপর তারা সেটিকে বধ করে ফেললো, তারপর সে বললো (যাও), তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও; (আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর) এই ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবার নয়।

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَٱلَّذِينَ

৬৬. এর পর (যখন আমার আযাবের) নির্দেশ এলো (এবং তা তাদের পাকড়াও করলো), তখন

আমি সালেহকে এবং তার সাথে আরো যারা ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার রহমত দিয়ে সে দিনের অপমান (-কর আযাব) থেকে বাঁচিয়ে দিলাম; (হে নবী,) অবশ্যই তোমার রব প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতপর যারা যুলুম করেছে, এক মহানাদ তাদের আঘাত করলো, ফলে তারা তাদের ঘরসমূহেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো,	وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾
৬৮. (মনে হলো) যেন তারা কোনোদিন সেখানে বসবাসই করেনি, শুনে রাখো, সামুদ জাতি তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; আরো জেনে রেখো, সামুদ জাতির জন্যে এই ধ্বংসই (নির্ধারিত) ছিলো!	كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾
৬৯. (একবার) আমার পাঠানো কতিপয় ফেরেশতা একটি সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তারা (তাকে) বললো, (তোমার ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক); সে (জবাবে) বললো, (তোমাদের ওপরও) শান্তি (বর্ষিত হোক), অতপর সে (তাদের মেহমানদারীর জন্যে) একটি ভুনা গো-বৎস নিয়ে আসতে একটুও বিলম্ব করলো না।	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾
৭০. সে যখন দেখলো, তাদের হাত (খাবারের) দিকে যাচ্ছে না, তখন তাদের (এ বিষয়টি) তার (কাছে) খারাপ লাগলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে একটা (প্রচ্ছন্ন) ভয়ের সৃষ্টি হলো; তারা (ইবরাহীমকে) বললো, (আমাদের ব্যাপারে) তুমি কোনো রকম ভয় করো না, আমরা (আসলে) প্রেরিত হয়েছি লূতের জাতির প্রতি;	فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾
৭১. তার স্ত্রী– (সেখানে) দাঁড়িয়ে ছিলো, (এদের কথাবার্তা শুনে) সে হেঁসে উঠলো, অতপর আমি তাঁকে (তার ছেলে) ইসহাক ও ইসহাক পরবর্তী ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।	وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾
৭২. সে বললো, এ কি (আশ্চর্য)! আমি সন্তান জন্ম দেবো! আমি তো বৃদ্ধা (হয়ে গেছি,) আর এই (যে) আমার স্বামী! (সেও তো) বৃদ্ধ হয়ে গেছে; (এ সময় সন্তান হলে) এটা (সত্যিই হবে) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।	قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
৭৩. তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর কোনো কাজে বিস্ময় বোধ করছো, (নবীর) পরিবার-পরিজন (হিসেবে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (বিশেষ) রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে; অবশ্যই তিনি প্রচুর প্রশংসা ও বিপুল সম্মানের মালিক।	قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতপর যখন ইবরাহীমের (মন থেকে) ভীতি দূরীভূত হয়ে গেলো এবং (ইতিমধ্যে) তার কাছে (সন্তানের ব্যাপারেও) সুসংবাদ পৌঁছে গেলো, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের (কাছে আযাব না পাঠানোর) ব্যাপারে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করলো;	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

৬ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৭৫. অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো (একান্ত) সহনশীল, কোমল হৃদয় (আল্লাহর প্রতি) নিবেদিত।	إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾
৭৬. (আমি বললাম) হে ইবরাহীম, এ (যুক্তিতর্ক) থেকে তুমি বিরত থাকো, কেননা (এদের ব্যাপারে) তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত এসে গেছে, এদের ওপর এমন এক ভয়ানক শাস্তি আসবে, যা রোধ করা সম্ভব হবে না।	يٰٓإِبْرٰهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهٗ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. আমার পাঠানো ফেরেশতারা যখন লূতের কাছে এলো, তখন সে (কিছুটা) বিষণ্ন হলো, তাদের কারণে তার মনও খারাপ হয়ে গেলো এবং সে বললো, আজকের দিনটি (দেখছি) সত্যিই বড়ো (কঠিন) বিপদের (দিন)।	وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. (এই অপরিচিত লোকদের দেখে) তার জাতির লোকেরা তার কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো; আর তারা তো আগে থেকেই পাপকর্ম করে আসছিলো; (তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে) লূত বললো, হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে আমার (জাতির) মেয়েরা, (বিধিবদ্ধ দৈহিক সম্পর্কের জন্যে) এরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে বেশী পবিত্র, সুতরাং (তোমরা) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে তোমরা অপমানিত করো না; তোমাদের মধ্যে (এগুলো শোনার মতো) একজন ভালো মানুষও কি (অবশিষ্ট) নেই?	وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۖ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٨﴾
৭৯. তারা বললো, তুমি ভালো করেই জানো, তোমার (জাতির) মেয়েদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই, তুমি ঠিকই জানো, আমরা কি চাই!	قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾
৮০. সে বললো, (কতো ভালো হতো) যদি তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা চলতো, কিংবা যদি (আজ) আমি কোনো শক্তিশালী স্তম্ভের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!	قَالَ لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ اٰوِيْٓ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾
৮১. তারা বললো, হে লূত (তুমি ভেবো না), আমরা হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফেরেশতা, (আমাদের কথা দূরে থাক) এরা কখনো তোমার কাছেও পৌঁছতে পারবে না, তুমি রাতের কোনো এক প্রহরে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে পড়ো, (তবে) তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়) পেছনে ফিরে না তাকায়, –তোমার স্ত্রী ব্যতীত; (কেননা) যা কিছু (আযাবের তান্ডব) তাদের (ওপর) ঘটবে, তা তার (ওপর)-ও ঘটবে; তাদের (আযাবের) ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; আর সকাল কি খুব কাছে নয়?	قَالُوْا يٰلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿৮২﴾

৮২. অতপর যখন আমার (আযাবের নির্ধারিত) হুকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম,

مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ بِبَعِيۡدٍ ﴿৮৩﴾

৮৩. এগুলো (অপরাধী ব্যক্তিদের নাম-ধামসহ) তোমার মালিকের কাছে চিহ্নিত ছিলো, আর (গযবের) সে স্থানটি তো যালেমদের কাছ থেকে দূরেও নয়!

৭ রুকু

وَاِلٰى مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَـكُمۡ مِّنۡ اِلٰـهٍ غَيۡرُهٗ ؕ وَلَا تَـنۡقُصُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ اِنِّىۡۤ اَرٰٮكُمۡ بِخَيۡرٍ وَّاِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ مُّحِيۡطٍ ﴿৮৪﴾

৮৪. মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে (পাঠানো হয়েছিলো) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে (তাদের) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আর সে মাবুদেরই নির্দেশ হচ্ছে,) তোমরা মাপ ও ওযনে কখনো কম করো না, আমি তো (অর্থনৈতিকভাবে) তোমাদের ভালো অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছি, (তারপরও এমনটি করলে) আমি (কিন্তু) তোমাদের জন্যে এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশংকা করছি।

وَيٰقَوۡمِ اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ﴿৮৫﴾

৮৫. হে আমার জাতি, তোমরা মাপ ও ওযনের কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন করবে, লোকদের জিনিসপত্র (কম দিয়ে) তাদের ক্ষতি করো না, আর (আল্লাহর) যমীনে (কখনো) বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيۡكُمۡ بِحَفِيۡظٍ ﴿৮৬﴾

৮৬. যদি তোমরা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে সম্পদ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। আমি (কিন্তু) তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

قَالُوۡا يٰشُعَيۡبُ اَصَلٰوتُكَ تَاۡمُرُكَ اَنۡ نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوۡ اَنۡ نَّـفۡعَلَ فِىۡۤ اَمۡوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنۡتَ الۡحَـلِيۡمُ الرَّشِيۡدُ ﴿৮৭﴾

৮৭. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের এবাদাত ছেড়ে দেবো, (এমন সব দেবতাদের)- যাদের এবাদাত আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো, অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তাই করতে পারবো? (আমরা জানি) অবশ্যই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ!

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُخَالِفَكُمۡ اِلٰى مَاۤ اَنۡهٰٮكُمۡ عَنۡهُ ؕ اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعۡتُ ؕ

৮৮. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, অতপর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করেন; (তাহলে কি আমি তোমাদের তাঁর পথে ডাকবো না?) আমি (কখনো) এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের বারণ করি, নিজে (তার বিরুদ্ধে চলে) তোমাদের বিরোধিতা করবো; আমি আমার সাধ্যমতো (তোমাদের) সংশোধনই কামনা

করবো; আমার পক্ষে ততোটুকুই কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা চাইবেন; আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হই।	وَمَا تَوْفِيقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾
৮৯. হে আমার জাতি, আমার বিরুদ্ধে (তোমাদের) জেদ (এবং শত্রুতা) যেন তোমাদের জন্যে এমন এক (আযাবজনিত) বিষয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপরও সে ধরনের কিছু আপতিত হবে, যেমনটি নূহ কিংবা হূদ অথবা সালেহের জাতির ওপর আপতিত হয়েছিলো; আর লূতের সম্প্রদায়ের (আযাবের স্থানটি তো) তোমাদের থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।	وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾
৯০. তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (নিজেদের গুনাহের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো; অবশ্যই আমার রব পরম দয়ালু, স্নেহময়।	وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾
৯১. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা বলো তার অধিকাংশই আমাদের বুঝে আসে না, (আসলে) আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালীও নও (যে, তুমি কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে)।	قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾
৯২. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে আমার গোত্রীয় ভাই-বন্ধু কি আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী প্রভাবশালী (যে, তোমরা ওদের দোহাই দিচ্ছো)? তাঁকে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে রাখলে? তোমরা যা কিছু করছো, আমার মালিকের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা তা অবশ্যই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾
৯৩. হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা কিছু করতে চাও করে যাও; আমিও (আমার জায়গায় যা করার) করে যাবো; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর এমন আযাব আসবে যা তাকে অপমানিত করে ছাড়বে, আর কে মিথ্যাবাদী (তাও তখন জানা যাবে); অতএব তোমরা (সেদিনের) প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করবো।	وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾
৯৪. (পরিশেষে) যখন আমার (আযাবের) সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমি শোয়ায়বকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের আমার নিজস্ব রহমত দ্বারা (প্রলয়ংকরী আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,	وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

১৬ক

وَاَخَذَتِ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِيۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ﴿۹۴﴾

অতপর যারা যুলুম করেছে, তাদের ওপর এক মহানাদ আঘাত হানলো, ফলে মুহূর্তের মাঝেই তারা নিজেদের ঘরসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো,

كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّمَدۡيَنَ كَمَا بَعِدَتۡ ثَمُوۡدُ ﴿۹۵﴾

৯৫. (অবস্থা এমন হলো) যেন সেখানে কখনো তারা কোনো কিছুই অর্জন করেনি, শুনে রাখো, এ ধ্বংসই ছিলো মাদইয়ান (বাসী)-এর চূড়ান্ত পরিণাম, (ঠিক) যেমন পরিণাম হয়েছিলো সামুদের!

৮ রুকু

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۹۶﴾

৯৬. আমি মূসাকে তার জাতির কাছে আমার নিদর্শনসমূহ ও (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীলসহ পাঠিয়েছিলাম,

اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوۡۤا اَمۡرَ فِرۡعَوۡنَ ۚ وَمَاۤ اَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيۡدٍ ﴿۹۷﴾

৯৭. (পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, এরা ফেরাউনের কথা মেনে চলতো, (অথচ) ফেরাউনের তো কোনো কাজ ও আদেশই সঠিক ছিলো না।

يَقۡدُمُ قَوۡمَهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فَاَوۡرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئۡسَ الۡوِرۡدُ الۡمَوۡرُوۡدُ ﴿۹۸﴾

৯৮. কেয়ামতের দিন সে তার (দন্ডপ্রাপ্ত) জাতির আগে আগে থাকবে, অতপর সে তাদের (জাহান্নামের) আগুন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে; কতো নিকৃষ্ট সে জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে পৌঁছুবে!

وَاُتۡبِعُوۡا فِيۡ هٰذِهٖ لَعۡنَةً وَّيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ بِئۡسَ الرِّفۡدُ الۡمَرۡفُوۡدُ ﴿۹۹﴾

৯৯. এখানে (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হলো, (আবার) কেয়ামতের দিনও (তারা কঠিন আযাবে নিমজ্জিত হবে); কতো নিকৃষ্ট (এ) পুরস্কার, যা সেদিন (তাদের) দেয়া হবে।

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيۡكَ مِنۡهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيۡدٌ ﴿۱۰۰﴾

১০০. (হে নবী,) এ হচ্ছে (ধ্বংসপ্রাপ্ত) কতিপয় জনপদের কাহিনী, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এদের (ধ্বংসাবশেষের) কিছু (এখনো) বিদ্যমান আছে, (আবার কিছু) বিলীনও (হয়ে গেছে)।

وَمَا ظَلَمۡنٰهُمۡ وَلٰكِنۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فَمَاۤ اَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيۡ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ شَيۡءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوۡهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيۡبٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. (এ আযাব পাঠিয়ে) আমি তাদের ওপর যুলুম করিনি, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে, যখন তাদের ওপর তোমার মালিকের আযাব নাযিল হয়েছে, তখন তাদের সেসব দেবতা তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যাদের তারা আল্লাহর বদলে ডাকতো, বরং তারা (সেদিন) এদের ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতে পারেনি।

وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২. (হে নবী,) তোমার রব যখন কোনো জনপদকে তাদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়; অবশ্যই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কষ্টদায়ক, অত্যন্ত কঠোর।

اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ ؕ

১০৩. এ (কাহিনীগুলো)-র মাঝে তার জন্যে নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের আযাবকে ভয় করে,

↓ ১৬খ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

সেদিন (হচ্ছে) সব মানুষদের একত্রিত করার দিন, (উপরন্তু) সেটা সবাইকে হাযির করার দিনও বটে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আমি সে (দিন)-টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মুলতবি করে রেখেছি;

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫. সেদিন (যখন) আসবে (তখন) কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কথা বলবে না, অতপর (মানুষরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে,) তাদের মধ্যে কিছু থাকবে হতভাগ্য গুনাহগার আর কিছু (থাকবে) ভাগ্যবান।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. অতপর যারা গুনাহ করেছে, তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আযাবের ভয়াবহ) চীৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আর্তনাদ,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল– যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা যাদের ব্যাপারে তোমার রব ভিন্ন কিছু চান; তোমার রব যখন যা চান তার বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (অপরদিকে) যাদের নেক পথে পরিচালিত করা হয়েছে (সেদিন) তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তার কথা আলাদা যা তোমার রব ইচ্ছা করেন; আর এ (জান্নাত) হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না।

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰۤؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾ ع

১০৯. সুতরাং (হে নবী), যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া এসব কিছুর গোলামী করে, তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি কখনো সন্দিগ্ধ হয়ো না; (আসলে) ওদের বাপ দাদারা আগে যাদের বন্দেগী করতো, এরাও তাদের বন্দেগী করে; আমি এদের (অপরাধের) পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবো, তাতে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

৯ রুকু

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১১০. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতেও নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এ (বিদ্রোহী)-দের ব্যাপারে যদি আগে থেকেই (পরকালের বিচার সংক্রান্ত) ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই এদের ব্যাপারে (গযবের) সিদ্ধান্ত এসে যেতো; নিসন্দেহে এরা এ (গ্রন্থের) ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর এক সন্দেহে নিমজ্জিত আছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾

১১১. অবশ্যই তোমার রব এদের কাজকর্মের পুরোপুরি বিনিময় আদায় করে দেবেন; এরা যা কিছু করছে তিনি অবশ্যই তার সব জানেন।

১১২. অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাতেই দৃঢ় থাকো, তোমার সাথে আরো যে ব্যক্তি (কুফরী থেকে) ফিরে এসেছে সেও (যেন তোমার সাথে সত্যের ওপর দৃঢ় থাকে), তোমরা কখনো সীমালংঘন করো না; এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সব কিছু দেখছেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾

১১৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কখনো তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না যারা যুলুম করেছে, (যুলুম করলে) জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে, (আর তেমন অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এরপর তোমাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ
النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ
ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৪. (হে নবী,) নামায প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের একভাগে; অবশ্যই মানুষের ভালো কাজসমূহ তাদের মন্দ কাজসমূহকে দূর করে দেয়; এটা হচ্ছে (বিশেষ) উপদেশ তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ
الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ
ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা নেককারদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬. এমনটি কেন হয়নি যে, যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের) অবশিষ্ট লোকেরা (অন্য মানুষদেরকে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো, তাদের মধ্যে আমি যাদের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম, আর যালেমরা যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিলো তার পেছনেই পড়ে থেকেছে, তারা ছিলো (আসলেই) অপরাধী।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ
أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ
وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ أُتْرِفُوْا فِيْهِ
وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭. এটা কখনো তোমার মালিকের কাজ নয় যে, তিনি কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন– অথচ সে জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনে নিয়োজিত থাকে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ
وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে মানুষদের তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না), আর এভাবে তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯. তবে তোমার রব যার ওপর দয়া করেন তার কথা আলাদা; তাদের তো আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, (আর এটা লংঘিত হলে) তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের ওয়াদাই সত্য (হবে, আর তা হচ্ছে); অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে পূর্ণ করবো।

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاۤءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. (হে নবী,) আগের নবীদের কাহিনীগুলো আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, যেন আমি এর দ্বারা তোমার মনকে দৃঢ়তা দান করতে পারি, এ সত্যের মাঝে যে শিক্ষা তা তোমার কাছে এসে গেছে; (তা ছাড়া রয়েছে) ঈমানদারদের জন্যে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ এবং সাবধানবাণীও।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۗ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. যারা ঈমান আনে না, তুমি তাদের বলো, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা করার করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো,

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. তোমরা অপেক্ষা করো (জাহান্নামের), অবশ্যই আমরা অপেক্ষা করছি (জান্নাতের)।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়বের বিষয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) এবং এর সব কয়টি বিষয় তাঁর দিকেই ধাবিত হবে, অতএব তুমি তাঁরই এবাদাত করো এবং একান্তভাবে তাঁর ওপরই ভরসা করো; (হে মানুষ,) তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে তোমার রব মোটেই বে-খবর নন।

১০ রুকু

সূরা ইউসুফ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১১১
রুকু ১২

الٓرٰ ۟ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿١﴾

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো (হচ্ছে একটি) সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾

২. নিসন্দেহে আমি একে আরবী কোরআন (হিসেবে) নাযিল করেছি, আশা করা যায়, তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারবে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٣﴾

৩. (হে নবী,) আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে এই কোরআন পাঠিয়েছি, যদিও তার আগ পর্যন্ত তুমি (এ সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿٤﴾

৪. (এটা সে সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারা, চাঁদ ও সুরুজ, আমি এদের আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায় দেখেছি।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٥﴾

৫. (এ কথা শুনে তার পিতা বললো,) হে আমার স্নেহের পুত্র, তুমি তোমার স্বপ্ন (কিন্তু) তোমার ভাইদের কাছে বলো না, (বললে) তারা অতপর তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করবে; (কেননা) নিসন্দেহে শয়তান মানুষের খোলাখুলি দুশমন।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦﴾ ع

৬. এমনি করেই তোমার রব তোমাকে (নবুওতের জন্যে) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর নেয়ামত তোমার ওপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপর তেমনিভাবেই পূর্ণ করে দেবেন, যেমনিভাবে এর আগেও তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর তা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন; অবশ্যই তোমার রব সর্বজ্ঞ কুশলী।

১ রুকু

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿٧﴾

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের (এ কাহিনীর) মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাদের জন্যে প্রচুর নির্দশন রয়েছে।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚۖ ﴿٨﴾

৮. (এ কাহিনীটি শুরু হয়েছিলো ইউসুফের ভাইদের দিয়ে,) যখন তারা বললো, আমাদের পিতার কাছে নিসন্দেহে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চাইতে বেশী প্রিয়, (যদিও) দলে আমরাই হচ্ছি ভারী; নিসন্দেহে আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন,

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿٩﴾

৯. (শয়তান তাদের পরামর্শ দিলো,) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা তাকে কোনো (অজানা) ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করে এসো, (এরপর দেখবে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে, এরপর তোমরা সবাই ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. (এ সময়) তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, না, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে কোনো গভীর কূপে ফেলে দিয়ে এসো, (আসা যাওয়ার পথে) কোনো যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿١١﴾

১১. (এক পর্যায়ে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এ কি হলো তোমার, তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে (আমাদের ওপর) ভরসা করতে পারছো না, আমরা অবশ্যই সবাই তার শুভাকাংখী!

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে (জংগলে) যেতে দিয়ো, সে (আমাদের সাথে) ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. সে বললো, এটা অবশ্যই আমাকে দুশ্চিন্তা দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, (তদুপরি) আমি ভয় করছি (এমন তো হবে না), কোনো বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী থাকবে!

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল (-বদ্ধ শক্তি) হওয়া সত্তেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা সত্যিই (অথর্ব) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো!

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. অতপর (অনেক বলে কয়ে) যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তারা তাকে এক অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, (একদিন) তুমি অবশ্যই এসব কথা এদের (সবাইকে) বলে দেবে, এরা তো (কেউই এ ঘটনার পরিণাম) জানে না।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে) রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো;

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. (অনুযোগের স্বরে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা (জংগলে দৌড়ের) প্রতিযোগিতা দিচ্ছিলাম, আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানার পাশে ছেড়ে গিয়েছিলাম, অতপর একটা নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবে না, যতো সত্যবাদীই আমরা হই না কেন!

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা তার জামার ওপর মিথ্যা রক্ত (মেখে) নিয়ে এসেছিলো; (তাদের কথা শুনে) সে বললো, (আসল ঘটনা তো এটা নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটা (খারাপ) কথা বানিয়ে দিয়েছে, (এ অবস্থায়) উত্তম ধৈর্য ধারণই (আমার করণীয়); তোমরা যে মনগড়া কথা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সাহায্যস্থল।

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. (ইতিমধ্যে) একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা (কুয়ার পাশে) এলো, তারপর তারা একজন পানি সংগ্রাহককে (সেখানে) পাঠালো, সে যখন তার বালতি (কুয়ায়) নিক্ষেপ করলো, অতপর সে (যখন) বালতি টান দিলো; তখন সে বললো, ওহে, সুখবর, এ তো (দেখছি) একটি বালক; (কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে) একে লুকিয়ে নিলো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিলো।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. তারা তাকে স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো, (সহজে পাওয়ার কারণে) এ ব্যাপারে তারা বেশী (মূল্যের) প্রত্যাশীও ছিলো না।

২ রুকু

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো,

أَكْرِمِي مَثْوٰىهُ عَسٰٓى أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۚ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

সম্মানজনকভাবে এর প্রতিপালন করো, সম্ভবত (বড়ো হয়ে) সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য বিষয়-আশয়) সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) তার কর্মের (বাস্তবায়নের) ওপর ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. অতপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে নানারকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম এবং আমি এভাবেই নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهٗ رَبِّيْٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. (একদিন এমন হলো যে,) সে যে মহিলার ঘরে থাকতো সে তাকে তার প্রতি (অসৎ উদ্দেশে) আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং (এ উদ্দেশে) সে তার ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে (তাকে) বললো, এসো– (এ অশ্লীল প্রস্তাব শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, অবশ্যই তিনি আমার রব, তিনিই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয়; আল্লাহ তায়ালা (অকৃতজ্ঞ) যালেমদের কখনো সাফল্য দেন না।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সে মহিলা তার প্রতি (অসৎ কাজের) এরাদা করলো এবং সেও তার প্রতি এরাদা (প্রায়) করেই ফেলেছিলো, যদি না সে তার মালিকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো, এভাবেই (আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি; অবশ্যই সে ছিলো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْٓءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. অতপর তারা উভয়েই (সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে) দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মহিলা পেছন দিক থেকে তার জামা (টেনে) ছিঁড়ে ফেললো, এমতাবস্থায় তারা (উভয়েই) তার স্বামীকে দরজার পাশে (দেখতে) পেলো, তখন মহিলাটি (ইউসুফকে অভিযুক্ত করে) বললো, কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে যে– তাকে হয় জেলে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি (দিতে হবে)।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ

২৬. সে বললো, সে (মহিলা)-ই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো, (এ সময়) সে মহিলার আপনজনদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বললো (তদন্ত করে দেখা যাক),

إِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে, অভিযোগের ব্যাপারে) সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের একজন,

وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে), সে (মহিলাই) মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে হচ্ছে সত্যবাদীদের একজন।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. অতপর সে (গৃহস্বামী) যখন দেখলো, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (আসল ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে) বললো, কোনো সন্দেহ নেই, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনার অংশ, সত্যিই তোমাদের (মতো নারীদের) ছলনা বড়ো জঘন্য!

يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۜ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে) ইউসুফ, তুমি (এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা) ছেড়ে দাও এবং (হে নারী,) তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অবশ্যই তুমি অপরাধীদের একজন।

৩ রুকু

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০. (বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে) শহরের (অভিজাত) নারীরা বলতে লাগলো, আযীযের স্ত্রী তার (যুবক) গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে (তার গোলামের) প্রেম উন্মত্ত করে দিয়েছে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۖ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾

৩১. সে (মহিলা) যখন ওদের (কানাকানি ও) চক্রান্তের কথা শুনলো, তখন সে ওদের (নিজের ঘরে) ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে একটি মাহফিলের আয়োজন করলো, (রীতি অনুযায়ী) সে তাদের প্রত্যেক মহিলাকে এক একটি ছুরি দিলো, অতপর (যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্যে ছুরির ব্যবহার শুরু করলো তখন) সে (ইউসুফকে) বললো, (এবার) তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো, যখন মহিলারা তাকে দেখলো তখন তারা তার (রূপ যৌবনের) মাহাত্মে অভিভূত হয়ে গেলো (এবং ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে) নিজেদের হাত তারা কেটে ফেললো, তারা বললো, আল্লাহর কসম, এ কি অদ্ভুত (সৃষ্টি!) এ তো কোনো মানুষ নয়; এ তো হচ্ছে এক সম্মানিত ফেরেশতা!

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ

৩২. (বিজয়িনীর ভংগিতে) সে (মহিলা) বললো, (এবার দেখলে; তো?) এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে, (হাঁ) আমি তার কাছ থেকে অসৎ কিছু কামনা করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; (তবে) আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে

لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং অপমানিতদের মাঝে গণ্য হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, এরা আমাকে যে (পাপের) দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, যদি তুমি আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং (এক সময় হয়তো) আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো!

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

৩৪. অতপর তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (মানুষের ডাক) শোনেন এবং (তাদের ষড়যন্ত্র) তিনি জানেন।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. লোকদের কাছে অতপর এটাই (তখনকার মতো) সঠিক (সিদ্ধান্ত) মনে হলো যে, তাকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে, অথচ ইতিমধ্যেই তারা (তার সচ্চরিত্রতার) যাবতীয় নিদর্শন দেখে নিয়েছে।

৪ রুকু

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۭ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. (একই সময়) তার সাথে আরো দু'জন যুবকও (সে) কারাগারে প্রবেশ করলো, (একদিন) ওদের একজন (ইউসুফকে) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, আমি আংগুর নিংড়ে (তার) রস বের করছি, অপর জন বললো, আমি দেখেছি আমি আমার মাথার ওপর রুটি বহন করছি, (কিছু) পাখী তা থেকে (খুঁটে খুঁটে) খাচ্ছে, (উভয়ই ইউসুফকে বললো); তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি (আসলেই) ভালো মানুষদের একজন।

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۭ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۭ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সে বললো (এ বেলা) তোমাদের যে খাবার দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো, (আসলে) এ হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ, যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমি ইতিমধ্যেই তাদের জাতিকে বর্জন করেছি যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, (উপরন্তু) তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে না।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۗءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতের অনুসরণ করি; (ইবরাহীমের অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেরই একটা অংশ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমরাই বলো, মানুষের জন্যে) ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো– না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালা!

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের এবাদাত করছো, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে কোনো দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি, (মূলত) আইন জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; আর তিনিই আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবে না; এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমাদের একজন সে তার মালিককে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, যার মাথা থেকে পাখী (খুঁটে খুঁটে) রুটি খাচ্ছিলো, সে অচিরেই শূলবিদ্ধ হবে (এই হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা), যা তোমরা উভয়ে জানতে চাচ্ছিলে, (ইতিমধ্যেই কিন্তু) তার ফয়সালাও হয়ে গেছে!

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ؗ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে (উদ্দেশ্য করে) সে বললো, (মুক্তি পাওয়ার পর তুমি) তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো, কিন্তু (সে মুক্তি পাওয়ার পর) শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে (ইউসুফের কথাটা বলতে) ভুলিয়ে দিলো, ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারেই পড়ে থাকলো।

৫ রুকু

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (একদিন) বাদশাহ (তার পারিষদদের) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, (দেখলাম) সাতটি সবুজ (ফসলের) শীষ, আর শেষের সাতটি (দেখলাম) শুকনো, হে (আমার দরবার) প্রধানরা, তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা (কেউ এ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো!

قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা বললো (হে রাজন), এ তো হচ্ছে কতিপয় অর্থহীন স্বপ্ন, আমরা তো (এ ধরনের) অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. যে দু'জনের একজন (কারাগার থেকে) মুক্তি পেয়েছিলো, দীর্ঘ দিন পর (ইউসুফের কথা) তার মনে হলো, সে (দরবারী লোকদের কথাবার্তা শুনে) বললো, আমি এক্ষুণি তোমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।

৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বললো,) হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, 'সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'–এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা তুমি আমাদের বলে দাও, আমি আশাকরি (এ ব্যাখ্যা নিয়ে) মানুষদের কাছে ফিরে যাবো, হয় তো (এর ফলে) তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও) জানতে পারবে।

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّیْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সে বললো (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে, অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্য থেকে কিছু অংশ তোমরা খাবারের জন্যে রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ (যাতে করে বিনষ্ট না হয় সে জন্যে) শীষসমেত রেখে দেবে।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন (খরার) বছর, যা এর আগের কয় বছরের (গোটা সঞ্চয়ই) খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্যে জমা করে থাকবে, তার সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা তোমরা (বীজের জন্যে) রেখে দেবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতপর একটি বছর এমন আসবে, যখন মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে, তাতে তারা (প্রচুর) আংগুরের রসও বের করবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. (একথা শুনে) বাদশাহ (আগ্রহের সাথে) বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যখন (শাহী) দূত তার কাছে (এ খবর নিয়ে কারাগারে) এলো, তখন সে বললো (আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আগে তদন্ত হোক), তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, সে নারীদের (সঠিক) ঘটনাটা কি ছিলো? যারা (প্রকাশ্য মজলিসে) নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো (আমি জানি), আমার রব তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. বাদশাহ সে নারীদের (দরবারে তলব করে তাদের) জিজ্ঞেস করলো, (বলো তো, সেদিন) তোমাদের কী হয়েছিলো, যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে; তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা মহান! আমরা তো তার ওপর কোনো পাপ কিংবা এ ধরনের কোনো অভিযোগই দেখতে পাইনি; (একথা শুনে) আযীযের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (আসলে) আমিই তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো সত্যবাদীদের একজন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২. (রাষ্ট্রীয়) তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বললো,) এটি (আমি) এ জন্যেই (করতে বলেছিলাম), যেন বাদশাহ জেনে নিতে পারে, আমি (আযীযের) অবর্তমানে কখনো (তার আমানতের) খেয়ানত করিনি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের সঠিক পথ দেখান না।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

পারা ১৩

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকেও নির্দোষ মনে করি না, অবশ্যই (মানুষের) প্রবৃত্তি মন্দের প্রতিই প্ররোচনা দিতে থাকে, অবশ্য তার কথা আলাদা যার প্রতি আমার রব দয়া করেন; নিসন্দেহে আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের জন্যে নিদৃষ্ট করে রাখবো, অতপর বাদশাহ যখন তার সাথে কথা বললো, (তখন) সে বললো, তুমি আজ সত্যিই আমাদের কাছে একজন সম্মানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি!

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৫. সে বললো, (যদি আমাকে বিশ্বস্তই মনে করো তাহলে) রাজ্যের এ (বিশৃংখল খাদ্য)-ভাণ্ডারের ওপর আমাকে দায়িত্বশীল বানাও, অবশ্যই আমি একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ বটে।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এভাবেই আমি ইউসুফকে (মিসরের) ভূখন্ডে ক্ষমতা দান করলাম, যেন দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে বসবাস করতে পারে, আমি যাকে চাই তার কাছেই আমার রহমত পৌঁছে দিই, আমি কখনো নেককার লোকদের পাওনা বিনষ্ট করি না।

৭ রুকু

وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্যে আখেরাতের পাওনা রয়েছে, যা অনেক উত্তম।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা (দূর্ভিক্ষের রসদের জন্যে মিসরে) এলো এবং (একদিন) তারা তার সামনেও হাযির হলো, সে তাদের চিনতে পারলো, (কিন্তু) তারা তার জন্যে অচেনাই থেকে গেলো।

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যখন সে তাদের রসদের ব্যবস্থা (সম্পন্ন) করে দিলো, তখন সে (তাদের) বললো, (পরেরবার তোমরা) তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইটিকে নিয়ে আমার কাছে আসবে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, আমি (মাথা হিসেবে) মেপে রসদ দেই, আমি একজন উত্তম অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিও বটে।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬০. যদি (আগামীবার) তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে না আসো, তাহলে আমার কাছে কিন্তু তোমাদের জন্যে (আর) কোনো রসদ থাকবে না, (সে অবস্থায়) তোমরা আমার কাছেও ঘেঁষো না।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬১. তারা বললো, এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ (করে সম্মত) করবো, আমরা অবশ্যই (তাকে আনার চেষ্টা) করবো।	قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. সে তার (রসদ) কর্মচারীদের বললো, এ লোকদের মূলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও, যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে তা চিনে নিতে পারে, সম্ভবত (এ কারণেই) তারা (আবার) ফিরে আসবে।	وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের (ভবিষ্যতের) রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও, যাতে করে আমরা (তার ভাগসহ) ওযন করে রসদ আনতে পারি,অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করবো।	فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. সে বললো, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো, যেভাবে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (মানুষের) উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।	قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতপর তারা যখন মালপত্র খুললো তখন তারা (যা দিয়ে রসদ খরিদ করেছিলো– দেখতে) পেলো, সে মূলধন তাদের (পুরোপুরিই) ফেরত দেয়া হয়েছে; (এটা দেখে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, (এর চাইতে বেশী মহানুভবতা) আমরা আর কি চাইতে পারি; (দেখো) এই হচ্ছে আমাদের মূলধন যা আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে; (এবার আমরা যাই এবং) আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদ নিয়ে আসি, আমরা আমাদের ভাইয়েরও হেফাযত করবো এবং (ভাইয়ের কারণে) আমরা অতিরিক্ত একটি উট (বোঝাই) রসদও আনতে পারবো; এবারের রসদ তো পরিমাণে কম।	وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে বললো, আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না– যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে (আমাকে) অংগীকার দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে (ফিরিয়ে) আনবে, তবে যদি তোমরা নিজেরাই (সমস্যায়) পরিবেষ্টিত হয়ে যাও, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, অতপর যখন তারা তার কাছে তাদের অংগীকার নিয়ে হাযির হলো, তখন সে বললো,আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর কর্মবিধায়ক।	قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৭. সে বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে (নগরে) প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (তাহলে তোমাদের সংখ্যা কারো মনে হিংসা সৃষ্টি করবে না, আসলে) আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসবো না; বিধান (জারি করার কাজ) শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); আমি (সর্বদা) তাঁর ওপরই নির্ভর করি, যারা ভরসা করে তারা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. অতপর তারা (সেখানে) ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (যদিও) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ,) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে জ্ঞান আমিই শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৮ রুকু

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে হাযির হলো, তখন সে তার (নিজ) ভাইকে তার পাশে (বসার) জায়গা দিলো এবং (একান্তে) তাকে বললো, আমি হচ্ছি তোমার ভাই (ইউসুফ), এরা (তোমার আমার সাথে) যা করছিলো তার জন্যে তুমি কোনো কষ্ট নিয়ো না।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে দিলো, তখন তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটি (রাজকীয়) পানপাত্র রেখে দিলো, (এরপর যখন তারা রসদ নিয়ে রওনা দিলো, তখন) একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল (শাহী পানপাত্র চুরি হয়ে গেছে), আর নিসন্দেহে তোমরাই হচ্ছো সে চোর!

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. ওরা তাদের দিকে (একটু) এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, বলো তো! কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছো?

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে ব্যক্তি তা (খুঁজে) আনবে, (তার জন্যে) উট বোঝাই (রসদের ব্যবস্থা) থাকবে এবং আমিই তার যামিন থাকবো।

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারা বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই (একথা) জানো, আমরা (এ) দেশে কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, (উপরন্তু) আমরা চোরও নই!

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. লোকেরা বললো, যদি (তল্লাশি নেয়ার পর) তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও তাহলে (যে চুরি করেছে) তার শাস্তি কি হবে?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তারা বললো, তার শাস্তি! (হাঁ) যার মাল-সামানার ভেতরে সে (পানপাত্র)-টি পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে তার শাস্তি; আমরা তো (আমাদের শরীয়তে) যালেমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৬. তারপর সে তার (নিজ) ভাইয়ের মালপত্রের (তল্লাশির) আগে ওদের মালপত্র দিয়েই (তল্লাশি) করতে শুরু করলো, অতপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে (পানপাত্র)-টি বের করে আনলো; এভাবেই ইউসুফের জন্যে আমি (তার ভাইকে কাছে রাখার) একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম; নতুবা (মিসরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তাঁর ভাইকে (চাইলেই) রেখে দিতে পারতো না, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন সেটা ভিন্ন কথা; আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই; প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই অধিকতর জ্ঞানী সত্তা রয়েছেন।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করেই থাকে (তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই), এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিলো, (নিজের সম্পর্কে এই জঘন্য কথা শুনেও) ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করে রাখলো, কখনো তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না, (মনে মনে এটুকুই) সে বললো, তোমাদের অবস্থা তো আরো নিকৃষ্ট, তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তারা বললো, হে আযীয, এ ব্যক্তির পিতা (বেঁচে) আছে, সে অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও, আমরা তোমাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সে বললো, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই, যার কাছে আমরা আমাদের (হারানো) মাল পেয়েছি, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেবো কি করে? এমনটি করলে আমরা তো যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!

৯ রুকু

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ

৮০. অতপর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে পড়লো, তখন তারা একাকী বসে নিজেদের

كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَٰكِمِينَ ﴿٨٠﴾

মধ্যে সলাপরামর্শ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যে বড়ো– সে বললো, (আচ্ছা) তোমরা কি এটা জানো না, তোমাদের (বৃদ্ধ) পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অংগীকার নিয়েছিলো, তা ছাড়া এর আগে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা (কতো) বড়ো অন্যায় করেছিলে! আমি তো কোনো অবস্থায়ই (এ)দেশ থেকে নড়বো না, যতোক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তেমন কিছু করতে অনুমতি দেন, কিংবা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে (কোনো) সিদ্ধান্ত না করেন, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

ارْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ﴿٨١﴾

৮১. (সে তাদের বললো,) তোমরা (বরং) তোমাদের পিতার কাছেই ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের পিতা, তোমার ছেলে (বাদশাহর পানপাত্র) চুরি করেছে, আমরা তো (তোমার কাছে) সেটুকুই বলবো যা আমরা জানতে পেরেছি, আমরা তো গায়বের (খবর) সংরক্ষণ করতে পারি না।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. (বিশ্বাস না হলে) যে জনপদে আমরা অবস্থান করেছি তাদের কাছে (না হয়) তুমি জিজ্ঞেস করো এবং সে কাফেলাকেও (জিজ্ঞেস করো), যাদের সাথে আমরা (একত্রে) এসেছি; আমরা আসলেই সত্য কথা বলছি।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

৮৩. (কথাগুলো শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের মন তোমাদের (সুবিধার) জন্যে একটা কথা বানিয়ে নিয়েছে (তাই তোমরা এসব বলছো), অতপর উত্তম ধৈর্য্যই (আমার একমাত্র পাথেয়); আল্লাহ তায়ালা হয়তো ওদের সবাইকে একত্রেই আমার কাছে এনে হাযির করবেন; তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ, কুশলী।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. সে ওদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং (নিজে নিজে) বললো, হায় ইউসুফ! (ইতিমধ্যে) শোকের কারণে তার চোখও সাদা হয়ে গেছে, সে নিজেও দারুণভাবে ক্লিষ্ট!

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَٰلِكِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. (পিতার এ অবস্থা দেখে) তাঁরা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো দেখছি শুধু ইউসুফের কথাই মনে করছো, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার চিন্তায় তুমি মুমূর্ষু হয়ে পড়বে, কিংবা (তার চিন্তায়) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى اللَّهِ

৮৬. সে বললো, আমি তো আমার যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা সব আল্লাহ তায়ালার কাছেই নিবেদন করছি,

↓ ১৭

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

আমি আল্লাহর কাছ থেকে যতোটুকু জানি, তোমরা তা জানো না।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে) যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে (আরেকবার) তালাশ করো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে তো শুধু কাফের সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিরাশ হতে পারে।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারা যখন (পুনরায়) তার কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, হে আযীয, দুর্ভিক্ষ আমাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে দিয়েছে, (এবার) আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি, (এটা নিয়ে আপনি) আমাদের রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন, এটা আমাদের দান করুন; যারা দান খয়রাত করে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুরস্কৃত করেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. (ভাইদের এ আকুতি শুনে) সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে, কতো মূর্খ ছিলে তোমরা তখন!

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. তারা বলে ওঠলো, তুমিই কি ইউসুফ! সে বললো, হাঁ, আমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার ভাই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনেক মেহেরবানী করেছেন (সত্যি কথা হচ্ছে), যে কোনো ব্যক্তিই তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কখনোই নেককার মানুষের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

৯১. ওরা বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (আজ) তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরা (আসলেই) অপরাধী!

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. (ভাইদের কথা শুনে) সে বললো, আজ তোমাদের ওপর (আমার) কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা) তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমন্ডলের ওপর রেখো, (এতে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতপর তোমরা তোমাদের সমগ্র পরিবার পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

১০ রুকু

↓ ১৭খ

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৯৪. (এদিকে) এ কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (আপনজনদের) বলতে লাগলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে (আমি তোমাদের বলবো,) আমি আসলেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾
৯৫. তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো (দেখছি এখনো) তোমার (সে) পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছো।	قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾
৯৬. অতপর সত্যিই যখন (ইউসুফের খবর নিয়ে) সুসংবাদদাতা তার কাছে উপস্থিত হলো এবং (ইউসুফের) জামাটি তার মুখমন্ডলের ওপর রাখলো, তখন সাথে সাথেই তার দেখার শক্তি ফিরে এলো, (উৎফুল্ল হয়ে) সে বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন সব) কিছু জানি যা তোমরা জানো না।	فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা, তুমি (আল্লাহর কাছে) আমাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, সত্যিই আমরা বড়ো গুনাহগার!	قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. সে বললো, অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে আমার মালিকের কাছে দোয়া করবো, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
৯৯. অতপর যখন তারা (সবাই) ইউসুফের কাছে চলে এলো, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং (তাদের স্বাগত জানিয়ে) সে বললো, তোমরা সবাই আল্লাহর নামে নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো।	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের) উচ্চাসনে বসালো এবং ওরা সবাই (দরবারের নিয়ম অনুযায়ী) তার প্রতি (সম্মানের) সাজদা করলো, সে বললো, হে আমার পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (আজ) আমার রব যা সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তোমাদের মরুভূমি থেকে (রাজদরবারে এনে) তোমাদের ওপরও মেহেরবানী করেছেন, (এমনকি) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্ক খারাপ করার পরও (তিনি দয়া করেছেন); অবশ্যই আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা (অত্যন্ত) নিপুণতার সাথেই আঞ্জাম দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ؗ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. হে (আমার) রব, তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো, তুমি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক, একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিয়ো এবং (পরকালে) তুমি আমাকে নেককার মানুষদের দলে শামিল করো।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. (হে নবী, ইউসুফের) এ (কাহিনী) হচ্ছে গায়বের ঘটনাসমূহের একটি, এটা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমেই জানিয়েছি, তারা (যখন ইউসুফের বিরুদ্ধে) তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলো এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তুমি সেখানে হাযির ছিলে না!

وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি চাও না কেন, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয়।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তুমি তো (এ) কাজের জন্যে তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! এ (কোরআন) সৃষ্টিকূলের জন্যে একটি নসীহত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

১১ রুকু

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আকাশমন্ডলী ও যমীনে (আল্লাহর কুদরতের) কতো (বিপুল) পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে তারা অতিবাহন করে, অথচ তারা তার প্রতি উদাসীন।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তাদের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে (সাথে সাথে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীকও করে।

اَفَاَمِنُوْۤا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে, (হঠাৎ করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সর্বগ্রাসী) আযাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে এবং তারা (তা) টেরও পারবে না!

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ۟ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এ পথে তাদের) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ

১০৯. তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই (তোমার মতো) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম;

إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো; (সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে; তোমরা কি কিছুই অনুধাবন করবে না?

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১০. এমনকি নবীরাও (তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করায় মাঝে মাঝে) নিরাশ হয়ে যেতো, তারা মনে করতো, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে) মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন (হঠাৎ করেই) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ করা যাবে না।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

১১১. অবশ্যই তাদের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে; (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কিতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, (তাতে রয়েছে) প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, (সর্বোপরি রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

১২ রুকু

সূরা আর্ রা'দ

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪৩ রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

الٓمٓرٰ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম-রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না।

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– যিনি আসমানসমূহকে কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করে রেখেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং তিনি সুরুজ ও চাঁদকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; সব কিছুই (এখানে) একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে; তিনিই সব কাজের পরিকল্পনা করেন, তিনি (তাঁর কুদরতের) সব নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে পারো।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

৩. তিনিই (তোমাদের জন্য) এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বানিয়ে দিয়েছেন; (সেখানে) রয়েছে রং বেরংয়ের সব ফল ফুল– তাতে তিনি (সবকিছু) বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত (-এর পোশাক) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা করে।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٤

৪. যমীনের রয়েছে বিভিন্ন অংশ, কোথাও আংগুরের বাগান, (কোথাও) শস্যক্ষেত্র, কোথাও খেজুর, তার (কিছু হয়তো) এক শির বিশিষ্ট (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি) একাধিক শির বিশিষ্ট, (অথচ এর সব কয়টি উৎপাদনে) একই পানি সঞ্চালন করা হয়। আমি স্বাদে (গন্ধে) এক ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٥

৫. (হে নবী,) যদি (কোনো কথার ওপর) তোমার আশ্চর্যান্বিত হতেই হয়, তাহলে আশ্চর্য (হবার মতো বিষয়) হচ্ছে তাদের সে কথা (যখন তারা বলে), একবার মাটিতে পরিণত হবার পরও কি আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করবো? এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃংখল থাকবে, এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٦

৬. এরা তোমার কাছে (হেদায়াতের) কল্যাণের আগে (আযাবের) অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, অথচ এদের আগে (আযাবের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে; এতে সন্দেহ নেই, তোমার রব মানুষের ওপর তাদের (বহুবিধ) যুলুম সত্ত্বেও (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, অবশ্যই তোমার রব শাস্তিদানের বেলায়ও কঠোর।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ ع

১ রুকু

৭. যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, কতো ভালো হতো– তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (দৃশ্যমান) নিদর্শন নাযিল হবে, (তুমি বলো) তুমি তো হচ্ছো (আযাবের) একজন সতর্ককারী (রসূলমাত্র)! আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথপ্রদর্শক আছে।

৮. প্রতিটি নারী (তার গর্ভে) যা কিছু বহন করে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় কমায়, তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন; তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ (৮)
৯. তিনি দেখা অদেখা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ (৯)
১০. তোমাদের মাঝে কোনো লোক আস্তে কথা বলুক কিংবা জোরে বলুক, কেউ রাতে (কোথায়ও) আত্মগোপন করে থাকুক কিংবা দিনে (আলোয়) বিচরণ করুক, এগুলো সবই তাঁর কাছে সমান।	سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ (১০)
১১. (মানুষ যে অবস্থায়ই থাক না কেন,) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাযত করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে; আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্যে কোনো দুঃসময়ের ইচ্ছা করেন তখন তা রদ করার কেউই থাকে না– না তিনি ব্যতীত ওদের আর কোনো অভিভাবক থাকে!	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ (১১)
১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুতের (চমক) দেখান, এই (চমক মানুষের মনে নানা) ভয় ও আশার (সঞ্চার করে) এবং তিনিই (পানি) সঞ্চয়িনী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।	هُوَ الَّذِیْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ (১২)
১৩. (মেঘের নিষ্প্রাণ) গর্জন (যেমন) তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তেমনি (সপ্রাণ) ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি (আকাশ থেকে) বজ্রপাত করান, অতপর যার ওপর চান তার ওপরই তিনি তা পাঠান, অথচ এ (না-ফরমান) ব্যক্তিরাই আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্বের) প্রশ্নে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি তাঁর কৌশলে (ও মাহাত্ম্যে) অনেক বড়ো;	وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۠ (১৩)
১৪. (তাই) তাঁকে ডাকাই হচ্ছে সঠিক (কাজ); যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, তারা (তাদের ডাকে) কখনোই সাড়া দেবে না, (এদের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন একজন মানুষ, (পিপাসায় কাতর হয়ে) নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায়, পানি (তার মুখে) এসে পৌঁছাবে, অথচ তা (কোনো অবস্থায়ই) তার কাছে পৌঁছুবার নয়, কাফেরদের দোয়া নিষ্ফল (কসরত ছাড়া আর কিছুই নয়)।	لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ (১৪)

সাজদা ৮

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ সাজদা

১৫. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করে, তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায় (তাদের মালিককে সাজদা করে)।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে? তুমি (তাদের) বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তুমি (আরো) বলো, তোমরা কেন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো, যারা নিজেদের কোনো লাভ লোকসান করতে সক্ষম নয়; তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, কখনো অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান হয়, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি কখনো সমান হয়? অথবা এরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো (কিছু) বানিয়ে দিয়েছে, যার কারণে সৃষ্টির (ব্যাপার)টি তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে; তুমি তাদের বলো, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী!

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, এরপর (নদী নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, অতপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো; (আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে, (তখনো) কিন্তু তাতে এক ধরনের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) ওপরে ওঠে আসে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, অতপর (আবর্জনার) ফেনা এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি–) যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনেই থেকে যায়; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের জন্যে সুন্দর) দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করেন।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾ ع

১৮. যারা তাদের মালিকের আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর জন্যে সাড়া দেয় না (কেয়ামতের দিন তাদের এমন অবস্থা হবে) যে, তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ) আছে তা সব যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো, তার সাথে যদি থাকতো আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলে (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা তাও মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে দিতো; এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে (খুবই) কঠিন, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস; কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!

রুকু ২

أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

১৯. সে ব্যক্তি কি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ (হয়ে থাকে); আসলে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২০. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না,

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে, যারা (কেয়ামতের) কঠোর হিসাবকে ভয় করে;

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২২. যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে– গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজগুলোকে) দূরীভূত করে, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম,

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৩. (সে শুভ পরিণাম হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের (অভ্যর্থনা জানানোর) জন্যে ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে,

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৪. (ফেরেশতারা বলবে,) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা তারই বিনিময়), আখেরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট!

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ لا أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, যেসব সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক– যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) অভিশাপ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে (আখেরাতে) নিকৃষ্ট আবাস।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা যার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দিতে চান- তাই করেন, আবার যাকে তিনি চান (তার রেযেক) সংকীর্ণ করে দেন; আর এরা বৈষয়িক জীবনের ধন সম্পদের ব্যাপারেই বেশী উল্লসিত হয়, অথচ আখেরাতের তুলনায় এ পার্থিব জীবন (কিছু ক্ষণস্থায়ী) জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩ রুকু

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৭. (হে নবী,) যারা (তোমার নবুওতকে) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে তাঁর অভিমুখী হয়,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৮. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যেকেরে প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যেকেরেই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যেই রয়েছে সুখবর ও শুভ পরিণাম।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩০. আমি তোমাকে এভাবেই একটি জাতির কাছে (নবী করে) পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের কাছেও নবী পাঠিয়েছি) যাতে করে তুমি তাদের কাছে সে (কিতাব) পড়ে শোনাতে পারো, যা আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি, (এ সত্ত্বেও) তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে; তুমি বলো, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ

৩১. যদি পাহাড়সমূহকে কোরআন দিয়ে গতিশীল করে দেয়া হতো, কিংবা যমীন বিদীর্ণ করে দেয়া হতো, অথবা তার মাধ্যমে যদি মরা মানুষকে দিয়ে কথা বলানো যেতো (তবুও এ মানুষগুলো ঈমান আনতো না), তবে (আসমান যমীনের) সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই (হাতে); অতপর ঈমানদাররা কি (একথা জেনে) নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন। যারা কুফুরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের আশপাশে তা আপতিত হতে থাকবে,

حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝۳۱

যে পর্যন্ত না (তাদের জন্য) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আযাবের) ওয়াদা সমাগত হয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

৪ রুকু

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲

৩২. (হে নবী,) তোমার আগেও নবী রসূলদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, অতপর আমি তাদের অবকাশ দিয়েছি যারা কুফরী করেছে, এরপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি; কতো কঠোর ছিলো আমার আযাব!

اَفَمَنْ هُوَ قَاۗىِٕمٌ عَلٰي كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۭ اَمْ تُنَبِّـُٔـوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۭ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝۳۳

৩৩. যিনি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে– সে মানুষটি কি পরিমাণ অর্জন করেছে (তিনি কি করে অন্যদের মতো হবেন)? ওরা তো আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে; (হে নবী) তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা বলো তো ওদের নাম, অথবা তোমরা কি তাঁকে এমন (শরীকদের সম্পর্কে) খবর দিতে চাচ্ছো, এ যমীনে যাকে তিনি জানেনেই না অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথা মাত্র? (আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে তাদের এ প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, তাদের (আল্লাহ তায়ালার) পথ (পাওয়া) থেকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۳۴

৩৪. এদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে অনেক শাস্তি রয়েছে, অবশ্য আখেরাতে যে আযাব রয়েছে তা আরো বেশী কঠোর, (মূলত) আল্লাহ (-এর ক্রোধ) থেকে তাদের বাঁচাবার কেউই নেই।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اُكُلُهَا دَاۗىِٕمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ڰ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝۳۵

৩৫. আল্লাহভীরু লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফলফলারি এবং তার (বাগানের গাছসমূহের) ছায়াসমূহও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, (অপরদিকে) কাফেরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۭ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۭ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ۝۳۶

৩৬. (হে নবী,) যাদের আমি (ইতিপূর্বে) কিতাব দান করেছিলাম তারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে বেশী আনন্দ অনুভব করে, এ দলে কিছু লোক এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে; তুমি বলো, আমাকে তো আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, (আমি আদিষ্ট হয়েছি) যেন আমি তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক না করি; আমি তোমাদেরকে তাঁর দিকেই আহবান করছি, তাঁর দিকেই (সবার) প্রত্যাবর্তন (হবে)।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿৩৭﴾

৩৭. (হে নবী,) আমি এভাবেই এই (কোরআনকে) আরবী (ভাষায়) বিধান (বানিয়ে তোমার ওপর) নাযিল করেছি (যেন তুমি সহজেই তা বুঝতে পারো); তোমার কাছে (আল্লাহর) যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না– না থাকবে (তোমাকে) বাঁচাবার মতো কেউ!

৫ রুকু

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿৩৮﴾

৩৮. (হে নবী,) তোমার আগেও আমি (অনেক) রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও বানিয়েছিলাম; কোনো রসূলের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি আয়াত সে পেশ করবে; (মূলত) প্রতিটি যুগের জন্যেই রয়েছে এক একটি কিতাব।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿৩৯﴾

৩৯. আর (সেসব কিছুর মাঝে থেকে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা বহাল রাখেন, মূল গ্রন্থ তো তাঁর কাছেই আছে।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿৪০﴾

৪০. (হে নবী,) যে (আযাবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, কেননা) তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (সবার কাছ থেকে তার) হিসাব নেয়া।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿৪১﴾

৪১. এরা কি দেখতে পায় না যে, আমি যমীনকে তার চার দিক থেকে (আস্তে আস্তে) সংকুচিত করে আনছি; আল্লাহ তায়ালাই আদেশ জারি করেন, তাঁর সে আদেশ উল্টে দেয়ার কেউই নেই, তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿৪২﴾

৪২. যারা এদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা (নানাভাবে) প্রতারণা করেছে, কিন্তু যাবতীয় কলা-কৌশল আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তি (কখন) কি অর্জন করে। অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে আখেরাতের (সুখ) নিবাস কাদের জন্যে (তৈরী করে রাখা হয়েছে)।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿৪৩﴾

৪৩. (হে নবী,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, (তারা) বলে, তুমি নবী নও, তুমি ওদের বলে দাও, আমার এবং তোমাদের মাঝে (নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (যথেষ্ট) যার কাছে (পূর্ববর্তী) কিতাবের জ্ঞান আছে (তার সাক্ষ্যও)।

৬ রুকু

সূরা ইবরাহীম
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫২
রুকু ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ۙ﴿۱﴾

১. আলিফ, লা-ম, রা। (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, (যা) আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে– যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য!

اللّٰهِ الَّذِیۡ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَ وَیۡلٌ لِّلۡكٰفِرِیۡنَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِیۡدِۣ ۙ﴿۲﴾

২. সে মহান আল্লাহর (পথে), যাঁর জন্যে আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা আছে সব কিছু (নিবেদিত), যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে (রয়েছে) কঠিন শাস্তি।

الَّذِیۡنَ یَسۡتَحِبُّوۡنَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا عَلَی الۡاٰخِرَۃِ وَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ یَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِیۡ ضَلٰلٍۭ بَعِیۡدٍ ﴿۳﴾

৩. (এ শাস্তি তাদের জন্যে) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (সর্বোপরি) এ (পথ)-কে (নিজেদের খেয়াল খুশীমতো) বাঁকা করতে চায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِیُبَیِّنَ لَهُمۡ ؕ فَیُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یَهۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۴﴾

৪. আমি কোনো নবীই এমন পাঠাইনি, যে তাঁর জাতির (মাতৃ)-ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি), যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) স্পষ্ট করে দিতে পারে; অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী।

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰی بِاٰیٰتِنَاۤ اَنۡ اَخۡرِجۡ قَوۡمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ۙ وَ ذَكِّرۡهُمۡ بِاَیّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ﴿۵﴾

৫. অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি, (তাকে নির্দেশ দিয়েছি), তুমি তোমার জাতিকে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে নিয়ে এসো এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও; যারা একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, নিসন্দেহে তাদের জন্যে এর মাঝে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَ اِذۡ قَالَ مُوۡسٰی لِقَوۡمِهِ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰهِ عَلَیۡكُمۡ اِذۡ اَنۡجٰىكُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ یَسُوۡمُوۡنَكُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ وَ یُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَكُمۡ وَ یَسۡتَحۡیُوۡنَ

৬. মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, (বিশেষ করে) যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো, তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো;

১ রুকু

نِسَاءَكُمْ ط وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥

তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এতে বড়ো ধরনের একটি পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ⑦

৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা (একে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আমার আযাব বড়োই কঠিন!

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا لا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑧

৮. মূসা (তার জাতিকে) বলেছিলো, তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সব মানুষ একত্রেও যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো (তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত, প্রশংসার দাবীদার।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ
لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ط جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا
لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨

৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের সংবাদ এসে পৌঁছায়নি– নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের; যাদের (বিবরণ) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না; (এদের সবার কাছেই) তাদের নবীরা (যখন) আমার আয়াতসমূহ নিয়ে এসেছিলো, (তখন) তারা তাদের নিজেদের হাত তাদেরই মুখের ভেতর বসিয়ে দিতো এবং বলতো, যা (কিছু পয়গাম) নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছো, তা আমরা অস্বীকার করি, (তা ছাড়া) যে (দ্বীনের) দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়েও আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ط يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط
قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيدُونَ
أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا
بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑩

১০. তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রয়েছে– যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে পারেন; (একথার ওপর) তারা বললো, তোমরা তো হচ্ছো আমাদের মতোই (কতিপয়) মানুষ; আমাদের বাপ-দাদারা যাদের এবাদাত করতো, তোমরা কি তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও? তাহলে (যাও তোমাদের দাবীর পক্ষে) আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ط وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم

১১. নবীরা তাদের বললো (হাঁ), আমরা তোমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান (নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে

بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আমরাই বা কেন আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবো না? তিনিই আমাদের (আলোর) পথসমূহ দেখিয়ে দিয়েছেন; (এ আলোর পথে চলতে গিয়ে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো; যারা ভরসা করে তাদের সবাইকে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

২ রুকু

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবো; অতপর তাদের রব তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো,

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾

১৪. আর তাদের (বিনাশ করে দেয়ার) পর তাদের জায়গায় আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো; এ (পুরস্কার) তার জন্যে যে ব্যক্তি আমার সামনে (জবাবদিহিতার জন্যে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) শাস্তিকেও ভয় করে।

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۱۵﴾

১৫. ওরা (তো নিজেরাই একটা চূড়ান্ত) ফয়সালা চাইলো– (আর সে ফয়সালা মোতাবেক) প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিই ধ্বংস হয়ে গেছে।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾

১৬. তার পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পুঁজ (জাতীয়) পানি পান করানো হবে,

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾

১৭. সে অতি কষ্টে তা গলধকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলধকরণ করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনোমতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আযাব।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾

১৮. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের (ভালো) কাজের (বিনিময়ের) উদাহরণ ছাই ভস্মের (স্তূপের) মতো, ঝড়ের দিন প্রচন্ড বাতাস এসে যা উড়িয়ে নিয়ে যায়; এভাবে (সে ভালো কাজের দ্বারা) যা কিছু এরা অর্জন করে তা দ্বারা তারা কিছুই করতে সক্ষম হয় না; আর সেটাই হচ্ছে মারাত্মক গোমরাহী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

১৯. (হে মানুষ,) তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে (এ যমীন থেকে) তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নতুন (কোনো) সৃষ্টিকে (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

২০. আর এটা বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর জন্যে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

২১. (মহাবিচারের দিন) তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, অতপর যারা অহংকার করতো, দূর্বলরা তাদের বলবে, (দুনিয়ায়) আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম, (আজ কি) তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে সামান্য কিছুও আমাদের জন্যে কম করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের (আজ মুক্তির) কোনো পথ দেখিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তোমাদের (তা) দেখিয়ে দিতাম, (মূলত) আজ আমরা ধৈর্য ধরি কিংবা ধৈর্যহারা হই, উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান , (আল্লাহর আযাব থেকে আজ) আমাদের কোনোই নিষ্কৃতি নেই।

৩ রুকু

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান (জাহান্নামীদের) বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিলো) সত্য ওয়াদা, আমিও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো আধিপত্য ছিলো না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়েছো, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা দোষারোপ করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদেরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনো রকম) সাহায্য করতে পারবো না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে আমাকে আগে (আল্লাহর) শরীক বানিয়েছিলে, আমি তাও আজ অস্বীকার করছি (আল্লাহর ঘোষণা): অবশ্যই যালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

২৩. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে (রং বে-রংয়ের) ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে অনন্তকাল অবস্থান করবে; সেখানে 'সালাম সালাম' বলে তাদের অভিবাদন করা হবে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৪. তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ তায়ালা 'কালেমায়ে তাইয়েবা'র কি (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন (এবং সেটি হচ্ছে– এ কালেমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (যমীনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিস্তৃত),

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. প্রত্যেক সময়ই তা তার মালিকের আদেশে ফল দান করে; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে (এভাবেই) উপমা পেশ করেন, আশা করা যায় তারা (তার থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৬. (আবার) খারাপ কালেমার তুলনা একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের (মতো), যাকে (যমীনের) উপরিভাগ থেকেই মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়েছে, এর কোনো রকম স্থায়িত্বও নেই।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাশ্বত কালেমা দ্বারা মযবুত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে। আল্লাহ তায়ালা যালেমদের পথভ্রষ্ট করে দেন, তিনি (যখন) যা চান– তাই করেন।

৪
রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৮. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে (তা) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে।

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

২৯. (পরিণামে) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান!

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩০. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে তাঁর কিছু সমকক্ষ উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যাতে করে তারা (মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে; (হে নবী,) তুমি বলো, (কিছুদিনের জন্যে এগুলো) তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর (জাহান্নামের) আগুনের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

৩১. (হে নবী,) আমার যে সব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যেন তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা

বাংলা অনুবাদ	আরবি
প্রকাশ্যে– (কেয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যেদিন (মুক্তির জন্যে) কোনো রকম (সম্পদের) বেচাকেনা চলবে না– না (এ জন্যে কারো) কোনো রকমের বন্ধুত্ব (সেদিন কাজে লাগবে)।	وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾
৩২. (তিনিই) মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দিয়ে আবার যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করেছেন, তিনি যাবতীয় জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তা সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায় এবং তিনি নদীনালাকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন,	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তিনি চন্দ্র সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এর উভয়টা (একই নিয়মের অধীনে) চলে আসছে, আবার তোমাদের জন্যে রাতদিনকেও তিনি তোমাদের অধীন করেছেন।	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তোমরা তাঁর কাছ থেকে যা কিছু চেয়েছো তার সবই তিনি (তোমাদের সামনে) এনে হাযির করেছেন এবং তোমরা যদি (সত্য সত্যই) আল্লাহর সব নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে কখনোই তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় সীমালঘংনকারী অকৃতজ্ঞ বটে।	وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ৫ রুকু
৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার রব, এ (মক্কা) শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো।	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾
৩৬. হে আমার রব, নিসন্দেহে এ (মূর্তি)-গুলো মানুষদের অনেককেই গোমরাহ করেছে, অতপর যে আমার আনুগত্য করবে সে আমার দলভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করবে (তার দায়িত্ব তোমার ওপর), নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. হে আমাদের রব, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে– হে আমাদের রব, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) কিছু মানুষের অন্তরকে এদের প্রতি অনুরাগী করে দাও,	رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

↓ ১৮খ

وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রেযেকের ব্যবস্থা করো, আশা করা যায় ওরা তোমার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. হে আমাদের রব, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো; আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

৩৯. সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাকে আমার বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (-তুল্য নেক পুত্র পৌত্র) দান করেছেন; অবশ্যই আমার রব (বান্দাদের) দোয়া শোনেন।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে আমার রব, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের রব, আমার দোয়া তুমি কবুল করো।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমাদের রব, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের ক্ষমা করে দিয়ো।

৬ রুকু

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

৪২. (হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না, এ যালেমরা যা কিছু করছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল রয়েছেন; (আসলে) তিনি তাদের এমন একটি দিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. (সেদিন) তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, (নিদৃষ্ট দিকের বাইরে অন্য কোনো দিকে) তাদের দৃষ্টিই ফিরবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি মানুষদের এক (ভয়াবহ) দিনের আযাব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও (এমন দিন এলে) এ যালেম লোকেরা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের তুমি কিছুটা সময়ের জন্যে অবকাশ দাও; আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং আমরা রসূলদের অনুসরণ করবো (জবাবে বলা হবে); তোমরা কি সেসব লোক– যারা ইতিপূর্বে শপথ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে যে, তোমাদের (এ জীবনের) কোনোই ক্ষয় নেই!

৪৫. অথচ তোমরা তাদের (পরিত্যক্ত) বাসভূমিতেই বাস করতে, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করেছিলো এবং (এ কারণে) আমি তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিলো, তোমাদের জন্যে আমি তাদের দৃষ্টান্তও (বারবার) উপস্থাপন করেছিলাম,

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এরা (নানা) চক্রান্তের পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে; যদিও তাদের সে চক্রান্ত (দেখে মনে হচ্ছিলো তা বুঝি) পাহাড়সমূহকে টলিয়ে দিতে পারবে!

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে নবী,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর নবীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগকারী মনে করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ؕ ﴿٤٧﴾

৪৮. যেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমূহও (বদলে যাবে) এবং সব মানুষ (হিসাবের জন্যে) এক মহাক্ষমতাধর আল্লাহ তায়ালার সামনে গিয়ে হাযির হবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত অবস্থায় (তাঁর সামনে) দেখতে পাবে,

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۚ ﴿٤٩﴾

৫০. ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো ঘন কালো), আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করে রাখবে,

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۙ ﴿٥٠﴾

৫১. (এটা এ কারণে যে,) আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫২. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহান) বাণী, যাতে করে এ দিয়ে (আযাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে এও) জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۠ ﴿٥٢﴾

৭ রুকু

আয়াত ৯৯
রুকু ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হেজর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লাম-রা। এগুলো হচ্ছে সেই মহান গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

الٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾

২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে (মহা বিচারের দিন) তারা চাইবে, যদি (সত্যি সত্যিই) তারা মুসলমান হয়ে যেতো!	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢
৩. (হে নবী,) তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা খাওয়া দাওয়া করুক, ভোগ উপভোগ করতে থাকুক,(মিথ্যা) আশা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, অচিরেই তারা (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।	ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣
৪. যে কেনো জনপদকেই আমি ধ্বংস করি না কেন– তার (ধ্বংসের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় (আগে থেকেই) লিপিবদ্ধ থাকে।	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤
৫. কোনো জাতি তার (ধ্বংসের) কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারে না, (তেমনি) তারা তা বিলম্বিতও করতে পারে না।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٥
৬. তারা বলে, ওহে– যার ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে–তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি।	وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦
৭. তুমি সত্যবাদী (নবী) হলে আমাদের সামনে (তোমার নবুয়তের সাক্ষী দেয়ার জন্যে) ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন!	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧
৮. (হে নবী, তুমি বলো,) আমি ফেরেশতাদের (কখনো) কোনো সঠিক (কারণ) ছাড়া নাযিল করি না, (একবার যদি আযাবের) ফেরেশতারা এসেই যায়, তবে তো আর তাদের কোনো অবকাশই দেয়া হবে না।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨
৯. অবশ্যই আমিই উপদেশ (সম্বলিত কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩
১০. তোমার আগেও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠
১১. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١
১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে (ঠাট্টা বিদ্রূপের) সে (প্রবণতা)-কে সঞ্চার করে দেই,	كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٢
১৩. (তাই) এরা কোনো অবস্থায়ই তার ওপর ঈমান আনবে না, (আসলে নবীদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপের) নিয়ম তো আগে থেকেই চলে এসেছে।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣

অনুবাদ	আয়াত	
১৪. আমি যদি এদের ওপর আসমানের দরজাও খুলে দেই, এবং তারা যদি তাতে চড়তেও শুরু করে (তারপরও এরা ঈমান আনবে না),	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾	
১৫. বরং (তখনও) এরা বলবে, আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমরা হচ্ছি যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।	لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾	১ রুকু
১৬. আমি আকাশে গম্বুজ তৈরী করে রেখেছি, অতপর তাকে দর্শকদের জন্যে (তারকারাজি দ্বারা) সজ্জিত করে রেখেছি,	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾	
১৭. তাকে আমি প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাযত করে রেখেছি,	وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾	
১৮. অবশ্য যদি কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের) কোনো কথা শুনতে চায় তাহলে সাথে সাথেই একটি প্রদীপ্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে।	إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾	
১৯. আমি যমীনকে বিস্তৃত করে (বিছিয়ে) দিয়েছি, ওতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি, (যেন যমীন নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾	
২০. ওতে আমি তোমাদের সবার জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমরা (কিন্তু) তার (কারোই) রেযেকদাতা নও।	وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾	
২১. কোনো জিনিস এমন নেই যার ভান্ডার আমার হাতে নেই এবং সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ছাড়া আমি কখনো তা পাঠাই না।	وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾	
২২. আমিই বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর আমিই তোমাদের তা পান করাই, তোমরা নিজেরা তো তার কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি।	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾	
২৩. অবশ্যই আমি (তোমাদের) জীবন দান করি, আমিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাই, (সর্বশেষে) আমিই হচ্ছি (সব কিছুর) উত্তরাধিকার।	وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾	
২৪. তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের (যেমন) আমি জানি, তেমনি জানি তোমাদের পরবর্তীদেরও।	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾	
২৫. নিসন্দেহে তোমার রব একদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾	২ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
২৬. অবশ্যই আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে পয়দা করেছি,	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۚ ﴿٢٦﴾
২৭. আর জ্বিন! তাকে আমি আগেই আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।	وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾
২৮. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আমি (অচিরেই) ছাঁচে ঢালা ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে মানুষ পয়দা করতে যাচ্ছি ।	وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾
২৯. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ থেকে (কিছু) তাতে ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সাজদাবনত হয়ে যাবে,	فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতপর (আল্লাহর আদেশে) ফেরেশতারা সবাই সাজদা করলো,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ ﴿٣٠﴾
৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া– সে সাজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।	اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰۤی اَنْ یَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِیْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি যে সাজদাকারীদের দলে শামিল হলে না!	قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِیْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বললো (হে আল্লাহ), আমি কখনো এমন মানুষের জন্যে সাজদা করতে পারি না– যাকে তুমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে বানিয়েছো।	قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তুমি (এক্ষুণি) এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা তুমি অভিশপ্ত,	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۙ ﴿٣٤﴾
৩৫. অবশ্য তোমার ওপর অভিশাপ হিসাব নিকাশের দিন পর্যন্ত।	وَّاِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٣٥﴾
৩৬. সে বললো হে রব, অতপর তুমিও আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে।	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তিনি বললেন (হাঁ যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে নিসন্দেহে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত,	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۙ ﴿٣٧﴾
৩৮. (এ অবকাশ) একটি সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।	اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেভাবে (আজ) আমাকে পথভ্রষ্ট করলে, আমিও মানুষদের জন্যে পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজসমূহকে) শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো,	قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَغْوَیْتَنِیْ لَاُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَلَاُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۙ ﴿٣٩﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা তাদের কথা আলাদা।	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (৪০)
৪১. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (আমার সেসব খাঁটি বান্দাদের) আমার কাছ পর্যন্ত (পৌঁছানোর) এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ।	قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (৪১)
৪২. (হাঁ, এই) গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্যরা অবশ্যই আমার (খাঁটি) বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য চলবে না।	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (৪২)
৪৩. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান,	وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (৪৩)
৪৪. তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা; এগুলোর প্রতিটি দরজার জন্যে (নিদৃষ্ট) থাকবে এক একটা নির্দিষ্ট অংশ।	لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (৪৪)
৪৫. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তারা অবশ্যই (সেদিন) জান্নাত ও (তার) ঝর্ণাধারায় অবস্থান করবে;	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (৪৫)
৪৬. (তাদের বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো।	ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (৪৬)
৪৭. তাদের অন্তরের ঈর্ষা বিদ্বেষ আমি দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে।	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (৪৭)
৪৮. সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও করে দেয়া হবে না।	لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (৪৮)
৪৯. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (৪৯)
৫০. (তাদের এও বলে দাও) নিসন্দেহে আমার আযাবও অত্যন্ত কঠোর।	وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (৫০)
৫১. (হে নবী,) তুমি তাদের ইবরাহীমের মেহমানের কাহিনীর কিছু শোনাও।	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (৫১)
৫২. যখন তারা তার কাছে হাযির হয়ে বললো, (তোমার ওপর) 'সালাম', তখন সে (তাদের ভাব দেখে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (৫২)
৫৩. ওরা বললো, না, তুমি আশংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (৫৩)
৫৪. সে বললো, তোমরা আমার (এমন অবস্থার) ওপর (সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছো– (যখন) বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে, (বলো) তোমরা আমাকে কিসের সুসংবাদ দেবে?	قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (৫৪)

৩ রুকু

ওয়াকফে লাযেম

৫৫. তারা বললো, হাঁ, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি, অতপর তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না।	قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. সে বললো, পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া (আল্লাহর রহমত থেকে) কে নিরাশ হতে পারে?	قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. হে ফেরেশতারা, বলো (এ সুসংবাদ দেয়া ছাড়া) তোমাদের (সামনে) আর কি (অভিযান) রয়েছে?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. তারা বললো (হাঁ), আমাদের এক নাফরমান জাতির বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানো হয়েছে।	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তবে লূতের আপনজনরা বাদে; আমরা অবশ্যই (আযাবের সময়) তাদের সবাইকে উদ্ধার করবো।	اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয় (আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন), আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি যে, (আযাবের সময়) সে পশ্চাদ্বর্তী দলভুক্ত হয়ে থাকবে।	اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. যখন ফেরেশতারা লূতের পরিবার পরিজনদের কাছে এসে হাযির হলো,	فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. (তখন) সে বললো, তোমরা তো (দেখছি) অপরিচিত লোক।	قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তারা বললো (না আসলে তা নয়), আমরা তো বরং তাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টাই নিয়ে এসেছি, যার ব্যাপারে তারা ছিলো সন্দিগ্ধ।	قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আমরা (তোমার কাছে) সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা (হচ্ছি) সত্যবাদী।	وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. সুতরাং তুমি রাতের কিছু অংশ থাকতে তোমার লোকজনসহ (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থেকো, (সাবধান!) তোমাদের মধ্যে একজনও যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, (ঠিক) যেদিকে (যাওয়ার জন্যে) তোমাদের আদেশ করা হবে, সেদিকেই চলতে থাকবে।	فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (ইতিমধ্যে) আমি তার কাছে এ ফয়সালা পাঠিয়ে দিয়েছি যে, এ জনপদের মানুষগুলোকে ভোর হতেই মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে।	وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. (ইতিমধ্যে) নগরের অধিবাসীরা উল্লসিত হয়ে (লূতের কাছে এসে) হাযির হলো।	وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. (এদের আসতে দেখে) সে বললো (হে আমার দেশবাসী), এরা হচ্ছে আমার মেহমান, (এদের সাথে অশালীন আচরণ করে) তোমরা আমাকে অপমান করো না।	قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾

৪ রুকু

৬৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমাকে (এদের সামনে) হেয় করো না।	وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾
৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে সৃষ্টিকুলের (মেহমানদারী করা) থেকে নিষেধ করিনি?	قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. (এদের উক্তি শুনে) সে বললো, (একান্তই) যদি তোমরা কিছু (কামনা বাসনা চরিতার্থ) করতে চাও, তবে এখানে আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে (এদের বিয়ে করে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারো);	قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. (হে নবী,) তোমার জীবনের শপথ (সেদিন) এরা নিদারুণ নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো।	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক মহানাদ (এসে) তাদের ওপর আঘাত হানলো,	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তারপর আমি তাদের নগরগুলো উল্টে দিলাম এবং ওদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾
৭৫. অবশ্যই এ (ঘটনা)-র মাঝে পর্যবেক্ষণসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) বহু নিদর্শন রয়েছে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. (আযাবের নিদর্শন হিসেবে) তা (আজো) প্রধান সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে (আছে)।	وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে;	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. (লূতের জাতির মতো) 'আইকা'র অধিবাসীরাও ছিলো যালেম।	وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আমি তাদের কাছ থেকেও (না-ফরমানীর) প্রতিশোধ নিলাম, (আজ এ) উভয় জনপদই (আযাবের চিহ্ন বহন করে) প্রকাশ্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে;	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾
৮০. 'হেজর'বাসীরাও (তাদের) নবীদের অস্বীকার করেছিলো,	وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহ, অতপর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,	وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের জন্যে ঘর বানাতো (এ আশায় যে,) তারা (সেখানে) নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতপর (না-ফরমানীর জন্যে এক) প্রত্যূষে তাদের ওপর মহানাদ এসে আঘাত হানলো,	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. অতপর তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু কামাই করেছে, (আল্লাহর গযবের সামনে) তা কোনোই কাজে আসেনি।	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

রুকু ৫ ওয়াকফে লাযেম

৮৫. আকাশমালা, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমি অযথা পয়দা করিনি; অবশ্যই একদিন কেয়ামত আসবে, অতএব হে নবী, তুমি সৌজন্যমূলক আচরণের সাথে (ওদের) ক্ষমা করো।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿৮৫﴾
৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿৮৬﴾
৮৭. অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতরে ও বাইরে) বার বার পঠিত হয়– আরো দিয়েছি (জীবনের বিধান হিসেবে) মহা (গ্রন্থ) আল কোরআন।	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿৮৭﴾
৮৮. আমি এদের কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ তুলে তাকাবে না, তাদের (অবস্থার) ওপর তুমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না, (তাদের বদলে) তুমি সর্বদা ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে থেকো।	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿৮৮﴾
৮৯. (হে নবী) তুমি বলো, নিসন্দেহে আমি হচ্ছি (জাহান্নামের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী,	وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۚ ﴿৮৯﴾
৯০. যারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত তাদের ওপরও আমি এভাবে (কিতাব) নাযিল করেছিলাম,	كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۙ ﴿৯০﴾
৯১. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো।	الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿৯১﴾
৯২. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, আমি ওদের অবশ্যই প্রশ্ন করবো,	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ ﴿৯২﴾
৯৩. (প্রশ্ন করবো) সেসব বিষয়ে যা কিছু (আচরণ) তারা (কোরআনের সাথে) করেছে।	عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿৯৩﴾
৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তা খোলাখুলি বলে দাও, যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে তুমি তাদের উপেক্ষা করো।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿৯৪﴾
৯৫. (এ) বিদ্রূপকারী ব্যক্তিদের মোকাবেলায় আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট,	اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۙ ﴿৯৫﴾
৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরেই (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।	الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿৯৬﴾
৯৭. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি, ওরা যা কিছু বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়,	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۙ ﴿৯৭﴾
৯৮. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তুমি নিজেও সাজদাকারীদের দলে শামিল হয়ে যাও,	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ ﴿৯৮﴾

৬ রুকু

৯৯. (হে নবী,) যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে (মৃত্যুর) নিশ্চিত ঘটনাটি না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

সূরা আন নাহ্‌ল
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১২৮
রুকু ১৬

১. আল্লাহ তায়ালার (আযাবের) আদেশ এসে গেছে! অতপর (হে কাফেররা), এর জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করো না; তিনি মহিমান্বিত, এরা তাঁর সাথে যে (ভাবে) শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।	أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١﴾
২. তিনি ওহী দিয়ে তাঁর আদেশবলে তাঁর যে বান্দার ওপর চান ফেরেশতাদের পাঠান, তোমরা যেন (মানুষদের) এই মর্মে সতর্ক করতে পারো যে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।	يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ أَنْذِرُوْٓا أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾
৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি তৈরী করেছেন; তারা যাদের (তাঁর সাথে) শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তিনি (ক্ষুদ্র) শুক্রকণা থেকে মানুষ তৈরী করেছেন– (আশ্চর্যের ব্যাপার!) সে (মানুষটিই এখন সৃষ্টির পর তার স্রষ্টার সাথেই) প্রকাশ্য বিতর্ককারী বনে গেলো!	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤﴾
৫. তিনি চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্যে ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণ (সহ আরো) অনেক ধরনের উপকার রয়েছে, তাদের কিছু তো তোমরা আহারও করে থাকো,	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনো এবং প্রভাতে যখন ওদের (চারণভূমিতে) নিয়ে যাও, তখন এর মাঝে তোমাদের জন্যে (নয়নাভিরাম) সৌন্দর্য (উপকরণ) থাকে,	وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তোমাদের (পণ্যসামগ্রীর) বোঝাও তারা (এমন দূর দূরান্তের জনপদ ও) শহরে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে তোমরা (কোনোদিনই) পৌঁছুতে পারতে না; অবশ্যই তোমাদের রব তোমাদের ওপর স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু,	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ؕ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧﴾
৮. ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (তিনিই সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু) পয়দা করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনো) অনেক কিছু জানো না।	وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۹﴾

৯. আল্লাহ তায়ালার ওপরই (রয়েছে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে যেখানে) তার মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করে দিতেন।

১ রুকু

هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿۱۰﴾

১০. তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন,তার কিছু হচ্ছে পান করার, আর কিছু (এমন যে,) তা দ্বারা গাছপালা (জন্মে) যাতে তোমরা (জন্তু জানোয়ারদের) লালন পালন করো।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্যে শস্যও উৎপাদন করেন– যায়তুন, খেজুর ও আংগুর (-সহ) সব ধরনের ফল (উৎপাদন করেন), অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. তিনি তোমাদের জন্যে রাত, দিন ও চাঁদ সুরুজকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন; নক্ষত্ররাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্যে (প্রচুর) নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন,

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. রং বে-রংয়ের আরো অনেক বস্তুও পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন; অবশ্যই এর মাঝে সেসব জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (এসব থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– যিনি সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মাঝে মাঝে মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে জলযানগুলো তার বুক চিরে এগিয়ে চলে, যেন তোমরা এর মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَاَلْقٰى فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহ বসিয়ে রেখেছেন, যাতে করে যমীন তোমাদের নিয়ে (এদিক সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনি নদী ও পথঘাট বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (নিজেদের) গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারো,

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. (তিনি তোমাদের জন্যে) বিভিন্ন চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, (তা ছাড়া) নক্ষত্রের (অবস্থান) দ্বারাও তারা পথের দিশা পায়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. যিনি (এতো কিছু) সৃষ্টি করেন তিনি কি (করে) তার মতো (হবেন) যে কিছু সৃষ্টিই করতে পারে না; তোমরা কি কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৮. তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতগুলো গণনা করতে চাও, তাহলে কখনো তা গণনা (করে শেষ) করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾
১৯. তোমরা যা কিছু গোপন রাখো, আর যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।	وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে, তারা তো কিছুই পয়দা করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়;	وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ ؕ
২১. সেগুলো তো হচ্ছে (কতিপয়) মৃত (বস্তু), জীবিত কিছু নয়, তারা চৈতন্য রাখে না যে, তাদের কখন আবার উঠিয়ে আনা হবে।	اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾ ؑ
২২. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ একজন অতপর যারা পরকালের ওপর ঈমান আনে না তাদের অন্তরসমূহ (এমনিই সত্য) অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে এবং এরা নিজেরাও হয় (দারুণ) অহংকারী।	اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে, তিনি কখনো অহংকারীদের পছন্দ করেন না।	لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. যখন এদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রব কি ধরনের জিনিস নাযিল করলেন, তখন তারা বলে, তা হচ্ছে আগের কালের উপকথা।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ ۙ
২৫. ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) ভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, (এরা সেদিন) তাদের (পাপের) বোঝাও (বহন করবে) যাদের এরা জ্ঞান (-ভিত্তিক কোনো প্রমাণ) ছাড়া গোমরাহ করে দিয়েছিলো;(সেদিন) ওরা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!	لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ ؑ
২৬. এর আগেও (অনেক) মানুষ (দ্বীনের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের (পরিকল্পনার সমগ্র) ইমারত– তার ভিত্তিমূল থেকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন, তার পর তাদের (এ চক্রান্তরূপী) ইমারতের ছাদ তাদের ওপরই ধসে পড়লো এবং তাদের ওপর এমন (বহু) দিক থেকেই আযাব এসে আপতিত হলো, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।	قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. অতপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ওদের (আরো বেশী) লাঞ্ছিত করবেন, তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের ব্যাপারে তোমরা (মানুষদের সাথে) বাকবিতন্ডা	ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ

২ রুকু

৩ রুকু

قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

করতে? যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলবে, অবশ্যই যাবতীয় অপমান লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ (আজ) কাফেরদের ওপরই (আপতিত হবে),

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ سُوْٓءٍ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এরা হচ্ছে তারা– ফেরেশতারা (এমন অবস্থায়) যাদের মৃত্যু ঘটায় যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা আত্মসমর্পণ করে (বলে), আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না; (ফেরেশতারা বলবে) হাঁ, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন।

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং (আজ) জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট!

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ
قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের বলা হবে, তোমাদের রব (তোমাদের জন্যে) কি নাযিল করেছেন; তারা বলবে, (হাঁ, তা তো এক) মহাকল্যাণ; যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো হচ্ছে (আরো) উৎকৃষ্ট কল্যাণ; মোত্তাকীদের (এ) আবাস কতো সুন্দর!

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ
كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. চিরস্থায়ী এক জান্নাত– যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীদের প্রতিফল দান করেন,

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ
يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, তারা (তাদের) বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ
يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. ওরা কি (শুধু এ জন্যেই) অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (আযাবের) হুকুম আসবে; এদের আগে যারা এসেছিলো তারা ঠিক এমনটিই করেছে; (এদের ওপর আযাব পাঠিয়ে) আল্লাহ তায়ালা কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ

৩৪. অতপর তাদের ওপর তাদের (মন্দ) কাজের শাস্তি আপতিত হলো, (এক সময়) তাই তাদের

مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

পরিবেষ্টন করে নিলো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াতো।

৪ রুকু

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ
ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ
كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ
عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৫. মোশরেকরা বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর এবাদাত করতাম না– না আমরা, না আমাদের বাপ দাদারা (অন্য কারো এবাদাত করতো), আমরা তাঁর (অনুমতি) ছাড়া কোনো জিনিস হারামও করতাম না; (আসলে) একই ধরনের কাজ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছে, রসূলদের ওপর (আল্লাহর) সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব কি আছে?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ
ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ
فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ
عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ
فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (সে রসূল বলতে পারে যে,) তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং তাঁর বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো। সে জাতির মধ্যে থেকে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন, আর কতেক লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেলো; অতএব তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো, তারপর দেখো, যারা (রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى
مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. (হে নবী,) তুমি এদের হেদায়াতের ওপর যতোই তোমার আগ্রহ দেখাওনা কেন (এরা কখনো হেদায়াত পাবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকে (বিদ্রোহের জন্যে) গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, আর এমন লোকদের জন্যে কোনো সাহায্যকারীও নেই!

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ
ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কঠিন শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে (দ্বিতীয় বার) কখনো উঠিয়ে আনবেন না, (হে নবী, তুমি বলো), হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তো) জানে না,

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. (এটা এ জন্যে যে,) যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করতো, (কেয়ামতের দিন) তাদের তিনি যেন তা স্পষ্ট করে দিতে পারেন এবং যারা (আজ) অস্বীকার করে তারাও যেন (এ কথাটা) জেনে নিতে পারে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ
لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪০. আমি যখনই কোনো কিছু (ঘটাতে) চাই, তখন সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এটুকুই হয়– 'হও' অতপর তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।

৫ রুকু

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا
ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ

৪১. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে (ঈমান আনার কারণে) তাদের ওপর যুলুম হওয়ার পর– আমি অবশ্যই তাদের এ পৃথিবীতে উত্তম আশ্রয় দেবো;

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

আর আখেরাতের পুরস্কার– তা তো (এর থেকে) অনেক বড়ো। (কতো ভালো হতো) তারা যদি (এটা) জানতো!

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. (আখেরাতের পুরস্কার তাদের জন্যে) যারা (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগেও (এ) মানুষদের মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি– যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি, যদি তোমরা না জানো তাহলে কিতাবধারীদের (সে কথা) জিজ্ঞেস করো,

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (এ সব নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে যা কিছু মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তুমি তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, আশা করা যায় তারা চিন্তা ভাবনা করবে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করে, তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা এমন কোনো দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসে আপতিত হবে না, যা তারা কখনো চিন্তাও করতে পারে না!

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. কিংবা তাদের তিনি (এমন সময়) পাকড়াও করবেন, যখন তারা (স্বাভাবিকভাবে) চলাফেরা করতে থাকবে। এরা কখনোই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না,

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. অথবা তিনি তাদের (কিছু দূর) চলার (অবকাশ) দেবেন, অতপর পাকড়াও করবেন, অবশ্যই তোমার রব একান্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এরা কি আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করে না, তার ছায়াও তো আল্লাহর সামনে সাজদাবনত অবস্থায় (কখনো) ডান দিক থেকে (কখনো) বাঁ দিক থেকে ঢলে পড়ে, এরা সবাই তাঁর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং এ যমীনে যা কিছু বিচরণশীল আছে, আছে যতো ফেরেশতাকুল, তারা সবাই আল্লাহকে সাজদা করে যাচ্ছে, এদের কেউই (আল্লাহর সামনে) অহংকার করে না।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۩ ﴿٥٠﴾

সাজদা

৫০. (উপরন্তু) তারা ভয় করে তাদের রবকে– যিনি (রয়েছেন) তাদের (অনেক) ওপরে, তাদের যা আদেশ করা হয় তা তারা (বিনীতভাবে) পালন করে।

ওয়াকফে লাযেম

সাজদা ৩

রুকু ৬

৫১. আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না, মাবুদ তো শুধু একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।	وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰـهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾
৫২. আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্যে, জীবনবিধানকে একান্ত তাঁর অনুগত করে দেয়াই কর্তব্য; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে।	وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. যা কিছু নেয়ামত তোমাদের কাছে আছে তা তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে, অতপর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন (তা দূর করার জন্যে) তাঁকেই তোমরা বিনীতভাবে ডাকো,	وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতপর তিনি যখন তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই এক দল লোক তাদের মালিকের সাথে অন্যদের শরীক বানিয়ে নেয়–	ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যাতে করে আমি তাদের যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অস্বীকার করে নিতে পারে; অতপর (কিছুদিনের জন্যে জীবনটা) তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আমি ওদের যা কিছু রেযেক দান করেছি তার একাংশকে ওরা এমন লোকদের জন্যে নির্ধারণ করে নেয়; যারা জানেও না (রেযেকের উৎসমূল কোথায়?) আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (তাঁর সম্পর্কে) যে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে!	وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে, (অথচ) তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র, ওরা নিজেদের জন্যে তাই কামনা করে যা তারা পছন্দ করে।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. যখন এদের কাউকে কন্যা (জন্ম) হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন (দুঃখে ব্যথায়) তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়,	وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۚ ﴿٥٨﴾
৫৯. যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (ভাবতে থাকে); সে কি এ (এ সন্তান)-কে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, (কন্যাদের নিয়ে) ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট!	يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾

↓ ১৯২

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ ধরনের নিকৃষ্ট পরিণামই (অপেক্ষা করছে), আর আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিদৃষ্ট (রয়েছে) যাবতীয় ভালো পরিণাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৭ রুকু

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালা মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্যে যদি (সাথে সাথেই) পাকড়াও করতেন, তাহলে এ (যমীনের) বুকে কোনো (বিচরণশীল) জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন (অবকাশের) সে সময় তাদের সামনে এসে হাযির হয়, তখন তারা (যেমন) মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারে না, (তেমনি) তাকে তারা (একটুখানি) এগিয়েও আনতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সে বিষয়টি প্রস্তাব করে– তা তারা (নিজেদের জন্যেও) পছন্দ করে না, তাদের জিহ্বা তাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলে যে, (পরকালে নাকি) তাদের জন্যেই সব কল্যাণ রয়েছে; (অথচ) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে (শুধু জাহান্নামের) আগুন এবং অবশ্যই তারা (সেখানে) নিক্ষিপ্ত হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. (হে নবী,) আল্লাহর শপথ, তোমার আগেও আমি জাতিসমূহের কাছে নবী পাঠিয়েছিলাম, অতপর শয়তান তাদের (খারাপ) কাজসমূহ তাদের জন্যে শোভনীয় করে দিয়েছিলো, সে (শয়তান) আজো তাদের বন্ধু, তাদের (সবার) জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব এ জন্যেই নাযিল করেছি যেন তুমি তাদের সামনে সে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করতে পারো, যে বিষয় তারা মতবিরোধ করেছে, বস্তুত (এ কিতাব হচ্ছে) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহস্বরূপ।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (একবার) মুর্দা হয়ে যাওয়ার পর সে পানি দিয়ে তিনি যমীনকে জীবিত করে তোলেন; অবশ্যই এতে (আল্লাহর কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর কথা) শোনে।

৮ রুকু

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মাঝে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের উদরস্থিত (দুর্গন্ধময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্যবর্তি স্থান থেকে নিসৃত খাঁটি দুধ আমিই তোমাদের পান করাই, পানকারীদের জন্যে (এটি) হচ্ছে বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু।

৬৭. খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও (শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে), তা থেকে তোমরা নেশাকর (হারাম) জিনিস যেমন বের করে আনছো, তেমনি (তা থেকে হালাল এবং) উত্তম রেযেকও তোমরা লাভ করছো, নিসন্দেহে এতে জ্ঞানবান জাতির জন্যে (আল্লাহর) অনেক নিদর্শন আছে।	وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমার রব মৌমাছিকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ের (গায়ে) গাছে (-র ডালে) এবং (অন্য কিছুর ওপর) তোমরা যা কিছু বানাও তার ওপর নিজেদের থাকার ঘর নির্মাণ করো,	وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তারপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে (রস আহরণ করে তা) খেতে থাকো, অতপর তোমার মালিকের (নির্ধারিত) পথ ধরে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে (সেদিকে) এগিয়ে চলো; (এভাবে) তার পেট থেকে রং বেরঙের পানীয় (দ্রব্য) বের হয়, যার মধ্যে মানুষদের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে; (অবশ্য) এতেও নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র নিয়ে) চিন্তা করে।	ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۭ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তোমাদের কোনো কোনো ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কোনো বিষয় জানার পর সে এমন হয়ে যাবে যে, যেন সে কিছুই জানে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ڦ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾ ع
৭১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা (আবার) তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায় না, (তাদের আশংকা হচ্ছে,) এ সম্পদে তারা উভয়েই সমান হয়ে যাবে; তবে কি এরা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করছে?	وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَاۗدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰي مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় বানিয়েছেন এবং তোমাদের এ যুগল থেকে তিনি তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করেছেন; তারপরও কি এরা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস করবে?	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৯ রুকু

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন (মাবুদদের) গোলামী করবে, যাদের আকাশমন্ডলী ও যমীনের (কোথাও) থেকে রেযেক সরবরাহ করার কোনো ক্ষমতাই নেই।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. সুতরাং (হে মানুষ,) তোমরা আল্লাহ তায়ালার কোনো সদৃশ দাঁড় করিয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ তায়ালা (অপরের) অধিকারভুক্ত একটি দাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না– আরেক (উদাহরণ এমন) ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রেযেক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই কিছু জানে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আল্লাহ তায়ালা আরো দু'জন মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের একজন হচ্ছে মূক– সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের ওপর বোঝা হয়ে থাকে, যেখানেই তাকে সে পাঠাক না কেন, সে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মূক তো নয়ই বরং) সে অন্য মানুষদেরও ন্যায় কাজের আদেশ দিতে সক্ষম, (সর্বোপরি) যে ব্যক্তি সহজ সরল পথের ওপর আছে!

১০ রুকু

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে), কেয়ামতের ব্যাপারটি তো (তাঁর কাছে) চোখের পলকের চাইতে (বেশী দূরের) কিছু নয়, বরং তা তার চাইতেও নিকটবর্তী; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা শোকর আদায় করবে।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ

৭৯. এরা কি পাখীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না? আকাশের শূন্যগর্ভে সে (সহজে) বিচরণ করে চলছে,

مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কে আছে যিনি এদের (শূন্যের মাঝে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই এ (ব্যবস্থাপনার) মাঝে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُیُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُیُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰی حِیْنٍ ﴿٨٠﴾

৮০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে (শান্তির) নীড় বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর চামড়া দিয়ে (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যেন ভ্রমণের দিনে তোমরা তা সহজভাবে (বহন) করে নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থান নেয়ার সময়ও (তা ব্যবহার করতে পারো), ওদের পশম, ওদের লোম, ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহার (উপযোগী) সামগ্রী বানাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি (আরো) ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের (প্রচন্ড) তাপ থেকে রক্ষা করে, তিনি ব্যবস্থা করেছেন (এমন) পরিধেয়সমূহের যা তোমাদেরকে তোমাদের সমস্যা সংকট থেকে বাঁচিয়ে রাখে; এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন, আশা করা যায় তোমরা তাঁর অনুগত (বান্দা) হতে পারবে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿٨٢﴾

৮২. যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তুমি জেনে রেখো, তাদের কাছে) সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর কথা) পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমার দায়িত্ব।

یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ভালো করেই চেনে, অতপর তারা তা অস্বীকার করে, (আসলে) ওদের অধিকাংশই (মানুষ)-ই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

১১ রুকু

وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا ثُمَّ لَا یُؤْذَنُ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক একজন সাক্ষী উঠিয়ে আনবো, অতপর তাদের কোনো (কৈফিয়ত দেয়ার) অনুমতি দেয়া হবে না– যারা কুফরী করেছে না তাদের (সেদিন এ) সুযোগ দেয়া হবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ یُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যখন যালেমরা আযাব দেখতে পাবে (তখন কিন্তু কোনো কিছুতেই) তাদের ওপর থেকে সে আযাব লঘু করা হবে না, না তাদের কোনো অবকাশ দেয়া হবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا

৮৬. মোশরেক ব্যক্তিরা তাদের যেসব শরীকদের (আল্লাহর সাথে) অংশীদার বানিয়েছিলো, (সেদিন) যখন তারা দেখবে, তখন বলবে,

হে আমাদের রব, এরাই তো আমাদের সেসব শরীক লোক– যাদের আমরা তোমার বদলে ডাকতাম, অতপর সে ব্যক্তিরা উল্টো তাদের ওপরই অভিযোগ নিক্ষেপ করে বলবে, না, তোমরাই হচ্ছো মিথ্যাবাদী,	رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, (তখন) যা কিছু তারা উদ্ভাবন করতো তা নিষ্ফল হয়ে যাবে।	وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ۣ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. যারা নিজেরা কুফরী করেছে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি (সেদিন) তাদের আযাবের ওপর আযাব বৃদ্ধি করবো, এটা হচ্ছে তাদের (সেই) অশান্তি ও ফাসাদের শাস্তি, যা তারা করে এসেছে।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে তাদের ওপর একজন সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এদের সবার ওপর আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে নিয়ে আসবো; আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা হচ্ছে সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহর) হেদায়াত ও মুসলমানদের জন্যে (তা হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদস্বরূপ।	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন (এগুলো মেনে চলার), আশা করা যায় তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।	اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. যখন তোমরা আল্লাহর নামে কোনো অংগীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং এ (শপথ) পাকাপোক্ত করে নেয়ার পর তা ভংগ করো না, কেননা (এ শপথের জন্যে) তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা কি করো।	وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾
৯২. (শপথ ভাংতে গিয়ে) তোমরা কখনো সেই নারীর মতো হয়ো না, যে অনেক পরিশ্রম করে নিজের (জন্যে কিছু) সুতা কাটলো, কিন্তু পরে তা (নিজেই) টুক্‌রো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ

১২ রুকু

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

তোমরা তো তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে (নিজেদের) শপথগুলো ধোকা প্রবঞ্চনার উদ্দেশে ব্যবহার করো, যাতে করে (তোমাদের) এক দল আরেক দল থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন মাত্র; (তা ছাড়া) তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছো, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দেবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন; (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশে গ্রহণ করো না, (নতুবা সত্যের ওপর মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়ায়ও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর (আখেরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তোমরা আল্লাহর (নামে করা) অংগীকারকে (দুনিয়ার) সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না; আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার আছে তোমাদের জন্যে তা অনেক উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যা কিছু (সম্পদ) তোমাদের কাছে আছে তা (একদিন) নিশেষ হয়ে যাবে, (অপরদিকে) আল্লাহর কাছে (এর) যা (বিনিময়) আছে তা (হামেশাই) বাকী থাকবে; (সে আশায়) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (সেসব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে– এমতাবস্থায় যে, সে হবে একজন যথার্থ মোমেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখেরাতের জীবনেও আমি তাদের (দুনিয়ার জীবনের) কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।

৯৮. তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।	فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾
৯৯. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।	اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. তার সব আধিপত্য তো তাদের ওপর– যারা তাকে বন্ধু (ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করেছে, (উপরন্তু) যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে।	اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. (হে নবী,) আমি যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরেক আয়াত নাযিল করি– (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু তিনি নাযিল করেন– তখন তারা বলে, তুমি তো এগুলো নিজ থেকে বানিয়ে নিচ্ছো; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (বিষয়টি) জানে না।	وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. তুমি তাদের বলো, হাঁ এ (কোরআন)-কে জিবরাঈল তোমার মালিকের কাছ থেকে ঠিকভাবেই নাযিল করেছে, যাতে করে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে তাদের তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, (সর্বোপরি) এটা যেন হয় অনুগত বান্দাদের পথনির্দেশ ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী।	قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি (এরা কি বলে), এরা বলে, এ (কোরআন) তো একজন মানুষ (এসে) এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়; (অথচ) যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইংগিত করে তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٣﴾
১০৪. (আসল কথা হচ্ছে,) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালাও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মান্তিক আযাব।	اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾
১০৫. নিজের পক্ষ থেকে কথা বানানো (কোনো নবীর কাজ নয়, বরং এটা) হচ্ছে তাদের কাজ, যারা আল্লাহর আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, (আসলে) এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী।	اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. যে ব্যক্তি একবার তার ঈমান আনার পর কুফরী করে–	مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ

১৩ রুকু

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

যাকে (কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে তার ব্যাপার আলাদা, কিন্তু যে (তার) অন্তরকে কুফরীর জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব রয়েছে এবং তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে, কানে ও চোখের ওপর আল্লাহ তায়ালা সিল এঁটে দিয়েছেন, (আসলে) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সম্পূর্ণ বেখবর।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. অবশ্যই ওরা আখেরাতে (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. (অপরদিকে) যারা (ঈমানের পথে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতপর (আল্লাহর পথে) জেহাদ করে এবং (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে (হে নবী), অবশ্যই তোমার রব এরপর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

১৪ রুকু

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

১১১. (স্মরণ করো,) যেদিন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে (এগিয়ে) আসবে, (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (কানাকড়ি হিসাব করে) তার কৃতকর্মের প্রতিফল আদায় করে দেয়া হবে এবং তাদের (কারো) ওপর কোনো রকম অবিচার করা হবে না।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জনপদের উদাহরণ (তোমাদের সামনে) উপস্থাপন করছেন, যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, (সেখানে) সর্বদিক থেকেই তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ রেযেক আসতো, অতপর তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করলো, তারা আল্লাহর সাথে যে আচরণ করতো তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাস্তি দিলেন।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

১১৩. অবশ্যই তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিলো, অতপর তারা তাকে অস্বীকার

করলো, (পরিশেষে আল্লাহর) আযাব তাদের পাকড়াও করলো এমন অবস্থায় যখন তারা ছিলো যালেম!	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾
১১৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা কিছু হালাল পবিত্র রেযেক দিয়েছেন তোমরা তা খাও, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী করো।	فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. তিনি তো তোমাদের ওপর (শুধু) মৃত (জন্তু), রক্ত এবং শুয়োরের গোশতই হারাম করেছেন, (আরো হারাম করেছেন) এমন জানোয়ার যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে (এর কোনো একটার জন্যে) বাধ্য করা হয়– সে যদি বিদ্রোহী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾
১১৬. তোমাদের জিহ্বা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) মিথ্যা আরোপ করে বলে– কখনো একথা বলো না যে, এটা হালাল ও এটা হারাম (জেনে রেখো), অবশ্যই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।	وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾ ؕ
১১৭. (এটা ছিলো পার্থিব জীবনের) সামান্য কিছু সামগ্রী (মাত্র, পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব।	مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾
১১৮. (হে নবী,) ইহুদীদের ওপর আমি সেসব কিছু হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, (এগুলো হারাম করে) আমি তাদের ওপর কোনো অবিচার করিনি, বরং (আমার আদেশ না মেনে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে।	وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾
১১৯. অতপর তোমার রব (তাদের ওপর দয়া করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ করলো, অতপর (অন্যায় বুঝতে পেরে) তাওবা করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদের সংশোধনও করে নিলো (হে নবী,) তোমার রব অবশ্যই এরপর তাদের জন্যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾ ع
১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো একটি উম্মত (-এর সমমর্যাদাবান ব্যক্তি, সে ছিলো) আল্লাহর একান্ত	اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ

১৫ রুকু

حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দা), সে কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না,

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২১. সে (ছিলো) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি তাঁকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং তাঁকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেছেন।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. আমি তাকে দুনিয়াতেও (প্রচুর) কল্যাণ দান করেছি, আর পরকালেও সে নিসন্দেহে নেক মানুষদের অন্তর্ভুক্ত (হবে);

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. অতপর (হে নবী,) আমি তোমার ওপর ওহী পাঠালাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো; আর সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. শনিবার (পালন করা) তো কেবল তাদের জন্যেই (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছিলো, যারা এ (বিষয়টি) নিয়ে (অযথা) মতবিরোধ করেছে; অবশ্যই তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে সেখানে তারা মতবিরোধ করতো।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (তর্কের সময়) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা উৎকৃষ্ট; তোমার রব (এটা) ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. যদি তোমাদের কখনো কারো ওপর কঠোরতা আরোপ করতেই হয় তাহলে ঠিক ততোটুকু কঠোরতাই অবলম্বন করো যতোটুকু তোমাদের সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্যধারণ আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হবে না, এদের (আচরণের) ওপর তুমি দুঃখ করো না এবং এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তারা সৎকর্মশীল।

১৬ রুকু

আয়াত ১১১
রুকু ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কায় অবতীর্ণ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١

১. মহিমান্বিত (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন,যার পারিপার্শ্বিতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম, (উদ্দেশ্য ছিলো) আমি যেন তাকে আমার (দৃশ্য অদৃশ্য) কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ؕ ۝٢

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, আমি এ (কিতাব)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উপকরণ বানিয়েছি, (আমি তাদের আদেশ দিয়েছি), আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা (নিজেদের) কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৩. (তোমরা হচ্ছো সেসব লোকের) বংশধর, যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৪. আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (তাদের) কিতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের ওপর তখন) তোমরা বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করবে।

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

৫. অতপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হাযির হলো, তখন আমি তোমাদের ওপর আমার এমন কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো বীরত্বের অধিকারী, অতপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

৬. অতপর আমি তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন) ফিরিয়ে দিলাম এবং ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের আমি সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ قف وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ

৭. যদি তোমরা কোনো ভালো কাজ করে থাকো তা করেছো তোমাদের নিজেদের জন্যে। তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে থাকো, তার দায়িত্বও একান্তভাবে তার নিজের ওপর; অতপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় হাযির হলো (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়েছিলাম), যেন তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে,

যেমন করে প্রথমবার এ (আক্রমণকারী) ব্যক্তিরা মাসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করছে (আবারও) যেনো তারা মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে যে জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা ধ্বংস করে দিতে পারে।	وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٧
৮. সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহান্নামকে (তাদের) কারাগারে পরিণত করেই রেখেছি।	عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨
৯. অবশ্যই এ কোরআন এমন এক পথের নির্দেশনা দেয় যা মযবুত এবং যেসব ঈমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ (কিতাব) তাদের (এ) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) এক মহাপুরস্কার রয়েছে।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩
১০. (অপরদিকে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠
১১. মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে সুঝে) কিছু কল্যাণও কামনা করে, (আসলে) মানুষ (কাংখিত বস্তুর জন্যে এমনিই) তাড়াহুড়ো করে।	وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝١١
১২. আমি রাত ও দিনকে (আমার কুদরতের) দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, অতপর রাতের নিদর্শন আমি বিলীন করে দেই এবং দিনের নিদর্শনকে আমি আলোকময় করি, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক সংগ্রহ করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা (এর মাধ্যমে) বছরের গণনা ও (এর) হিসাবও জানতে পারো; (এর) সব কয়টি বিষয়ই আমি (এখানে) খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।	وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝١٢
১৩. প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপিকে আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি; কেয়ামতের দিন তার জন্যে (তার আমলনামার) একটি গ্রন্থ আমি বের করে দেবো, সে তা (তার সামনে) খোলা অবস্থায় (দেখতে পাবে)।	وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝١٣
১৪. (তাকে বলা হবে) পড়ো, (এ হচ্ছে) তোমার আমলনামা; আজ নিজের হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট;	اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝١٤

ওয়াকফে লাযেম

১ রুকু

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

১৫. যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলবে, সে তো চলবে নিজের (ভালোর) জন্যে যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব থাকবে একান্তই তার ওপর; (কেয়ামতের দিন) একজন আরেকজনের (গুনাহের) ভার বইবে না; আমি কখনোই (কোনো জাতিকে) আযাব দেই না,যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আযাব থেকে সতর্ককারী) কোনো রসূল না পাঠাই।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾

১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিত্তশালী লোকদের (ভালো কাজের) আদেশ করি, কিন্তু (ভালো কাজের বদলে) সেখানে তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭. নূহের পর (এই একই কারণে) কতো মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; (হে নবী,) তোমার রব তাঁর বান্দাদের গুনাহের খবর রাখা ও তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে (একাই) যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾

১৮. কোনো ব্যক্তি দ্রুত (দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ) পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্যে যতোটুকু দিতে চাই তা সত্বর দিয়ে দেই, (কিন্তু) তার জন্যে অতপর জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾

১৯. (অপরদিকে) যারা আখেরাত (ও তার সাফল্য) কামনা করে এবং তা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে চেষ্টা সাধনা করে, (মূলত) তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের প্রচেষ্টা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত হয়।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾

২০. (হে নবী,) আমি এদের এবং ওদের সবাইকেই তোমার মালিকের দান থেকে সাহায্য করে যাচ্ছি এবং তোমার মালিকের দান (কারো জন্যেই) বন্ধ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

২১. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদে) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অনেক বড়ো, তার ফযীলতও বহুলাংশে বেশী।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

২২. (হে মানুষ,) আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ো না, নতুবা (পরকালে) তোমরা নিন্দিত ও নিসহায় হয়ে পড়বে।

রুকু ২

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا
كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৩. তোমার রব আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৪. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো, তুমি বলো, হে (আমার) রব, ওদের ওপর (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে (দয়া করে) লালন পালন করেছে।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ
تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ
غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৫. তোমাদের রব তোমাদের অন্তরসমূহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা), যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬. আত্মীয় স্বজনকে তাদের পাওনা আদায় করে দেবে, অভাবগ্রস্ত এবং মোসাফেরদেরও (তাদের হক আদায় করতে ভুলবে না), কখনো অপব্যয় করো না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ
وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৭. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ!

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ
رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

২৮. যদি তোমাকে কখনো এদের বিমুখ করতে হয় (এই কারণে যে, দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই) তবে তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো– তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলো।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا
مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

২৯. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাতকে নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশী খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত নিস্ব হয়ে যাবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾ ع

৩০. তোমার রব যার জন্যে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং (তাদের অবস্থাও) তিনি দেখেন।

৩ রুকু

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রেযেক দান করি, তোমাদেরও কেবল আমিই রেযেক দান করি; (রেযেকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা অবশ্যই একটি মারাত্মক গুনাহ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এটি হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. কোনো জীবনকে তোমরা হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তবে (আইন ও) বিধিসম্মতভাবে (হত্যার বিচারে) হত্যার কথা আলাদা; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি যে, (সে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায়) মযলুম ব্যক্তিকেই সাহায্য করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৪. তোমরা এতীমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পন্থা বাদে যা উত্তম– যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (এতীম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেয়া) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৫. পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওযন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এটা হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামে (-র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. (আল্লাহর) যমীনে তোমরা দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কখনো এ যমীন বিদীর্ণ করে (এর নীচে যেতে) পারবে না, আর উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমানও হতে পারবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৮. (হে নবী,) এগুলো সবই (খারাপ কাজ,) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছে একান্ত ঘৃণিত।

২০ক

অনুবাদ	আয়াত
৩৯. তোমার রব ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তারই অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।	ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓی اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰی فِیْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿۳۹﴾
৪০. (এটা কেমন কথা,) তোমাদের রব কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন, আর ফেরেশতাদের নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন; তোমরা সত্যিই (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) বড়ো জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছো!	اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِیْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا ﴿۴۰﴾
৪১. আমি এ কোরআনে (কথাগুলোকে) সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যাতে করে তারা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু এ (বিষয়)-টি (মনে হয়) তাদের (ঈমানের প্রতি) বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই বাড়ালো না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِیَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا یَزِیْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿۴۱﴾
৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আল্লাহর সাথে আরো মাবুদ থাকতো যেভাবে এ (মোশরেক) লোকেরা বলে, তাহলে অবশ্যই তারা (এতোদিনে) আরশের মালিকের কাছে পৌঁছার একটা পথ বের করে নিতো।	قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا یَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰی ذِی الْعَرْشِ سَبِیْلًا ﴿۴۲﴾
৪৩. (মূলত) এরা তাঁর সম্পর্কে যা (অবান্তর কথাবার্তা) বলে, তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র, অনেক মহিমান্বিত।	سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِیْرًا ﴿۴۳﴾
৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসও এমন নেই যা তাঁর নামে তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُوْرًا ﴿۴۴﴾
৪৫. (হে নবী,) যখন তুমি কোরআন পাঠ করো তখন তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি পর্দা এঁটে দেই।	وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿۴۵﴾
৪৬. আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরনের) আবরণ দিয়ে রেখেছি, ওদের কানে (এনে) দিয়েছি বধিরতা, যাতে করে ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে, (তাই তুমি দেখবে); যখন তুমি কোরআনে তোমার একক মালিককে স্মরণ করতে থাকো, তখন তারা ঘৃণাভরে (তোমার কাছ থেকে) সরে পড়ে।	وَّجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَّفْقَهُوْهُ وَفِیْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓی اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾

৪ রুকু

২০খ

৪৭. আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে– তখন (আসলে) ওরা কান পেতে (কি) শোনে (আমি এও জানি) যখন এ যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করে চলেছো।	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾
৪৮. (হে নবী,) তুমি দেখো, এরা তোমার ব্যাপারে কি ধরনের উপমা তৈরী করেছে, (মূলত এসব কারণেই) এরা গোমরাহ হয়ে গেছে, অতপর এরা আর সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।	انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾
৪৯. এ (মূর্খ) লোকেরা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) হাড্ডিতে পরিণত হয়ে পঁচে গেলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরায় উত্থিত হবো?	وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾
৫০. তুমি বলো, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহায় (পরিণত) হও (সর্বাবস্থায়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে),	قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾
৫১. কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি, তোমাদের ধারণায় যা খুবই কঠিন, (তা–ও পুনরুত্থিত হবে, তখন) তারা বলবে, কে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে; তুমি বলো (হাঁ), তিনিই করবেন যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তুমি দেখবে) তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, (তাহলে) কবে হবে (এ সব কিছু); তুমি বলো, সম্ভবত সেদিন খুব শীঘ্রই (সংঘটিত) হবে।	أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾
৫২. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ডাক দেবেন এবং তোমরা সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, (তখন) তোমরা ভাববে, সামান্য কিছু সময়ই তোমরা (কবরে) কাটিয়ে এসেছো!	يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾
৫৩. (হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন সব কথা বলে যা আসলেই উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের (এমনিই) প্রকাশ্য দুশমন।	وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾
৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন; তিনি চাইলে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিংবা তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন, (হে নবী); আমি তো তোমাকে তাদের ওপর অভিভাবক করে পাঠাইনি।	رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমার রব ভালো করেই জানেন যা আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে রয়েছে;	وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ

৫ রুকু

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝٥٥	আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর (স্বতন্ত্র কিছু) মর্যাদা দান করেছি, (এমনিভাবেই আমি) দাউদকে যাবুর কিতাব দান (করে মর্যাদাবান) করেছি।
قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝٥٦	৫৬. (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের (মাবুদ) মনে করে ডাকো, তাদের ডেকে দেখো, তারা তোমাদের কাছ থেকে কষ্ট দূর করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না– না ক্ষমতা রাখে (তাকে) বদলে দেয়ার।
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝٥٧	৫৭. ওরা যাদের ডাকে তারা তো নিজেরাই তাদের মালিকের কাছে (পৌঁছার) ওসীলা তালাশ করতে থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে, তারা তাঁর আযাবকে ভয় করে; নিসন্দেহে তোমার মালিকের আযাব ভীতিপ্রদ।
وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٥٨	৫৮. এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্বংস করে দেবো না, কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দেবো না, এসব কথা তো আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।
وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝٥٩	৫৯. আমাকে (তাদের কথামতো আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি যে, তাদের আগের লোকেরা এই বিষয়কে অস্বীকার করেছিলো; আমি সামুদ জাতিকে দৃশ্যমান নিদর্শন (হিসেবে) একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতপর তারা সেটির সাথে যুলুম করেছে; (আসলে) আমি (তাদের) ভয় দেখানোর জন্যেই নিদর্শনসমূহ পাঠাই।
وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝٦٠ ع	৬০. (হে নবী,) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রব (তাঁর জ্ঞান দিয়ে) সব মানুষদের পরিবেষ্টন করে আছেন; যে স্বপ্ন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম তাকে আমি (আসলে) মানুষদের জন্যে পরীক্ষার (বিষয়) বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোরআনে (বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও আমি পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই, (মূলত) আমার ভয় দেখানোটা তাদের গোমরাহীকেই কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে!
وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝٦١	৬১. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, ইবলীস ছাড়া; সে বললো, আমি কি তাকে সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।

৬ রুকু

৬২. সে বললো, তুমি দেখো তো! এই কি সে ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে! যদি তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তার (গোটা) বংশধরদের আমার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া (যারা বেঁচে থাকতে পারবে)।	قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾
৬৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন যাও, (দূর হও এখান থেকে) যারা তোমার আনুগত্য করবে, তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, আর (জাহান্নামের) শাস্তি (হবে) পুরোপুরি।	قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾
৬৪. এদের মধ্যে যাকে যাকে পারো তুমি তোমার আওয়ায দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতো পারো) তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।	وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾
৬৫. নিসন্দেহে যারা আমার (খাস) বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না; (হে নবী,) তোমার রব (অবশ্যই তাদের) কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।	إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾
৬৬. (হে মানুষ,) তোমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে করে তোমরা (জলে স্থলে তাঁর প্রদত্ত) রেযেক তালাশ করতে পারো; অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর পরম দয়ালু।	رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾
৬৭. আর (উত্তাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মসিবত আপতিত হয় তখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতিপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (একে একে) হারিয়ে যায়; অতপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলেই) মানুষ (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ।	وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদের স্থলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের ওপর (মরণমুখী) কোনো ধূলিঝড় নাযিল করবেন না, (এমন অবস্থা আসলে) তখন তোমরা তোমাদের (উদ্ধারের) জন্যে কোনো অভিভাবকও পাবে না,	أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ
فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৬৯. অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের ওপর প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উত্তাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্যে (সেদিন) আমার মোকাবেলায় তোমরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং পবিত্র জিনিস দিয়ে আমি তাদের রেযেক দান করেছি, আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৭
রুকু

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭১. যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (খুশী হয়ে তা) পড়তে শুরু করবে, তাদের ওপর সেদিন বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭২. যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নেয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং সে হবে অধিক পরিমাণে পথহারা!

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ
وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৩. (হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চেষ্টা থেকেই বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (তেমন কিছু করলে) অবশ্যই এরা তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিতো।

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪. যদি আমি তোমাকে (আমার পথে) অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুঁকে পড়তে।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ
الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, অতপর তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনোই সাহায্যকারী পেতে না।

وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

৭৬. (হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেনি যে, তোমাকে এ ভূখন্ড থেকে উৎখাত করে (বাইরে কোথাও ফেলে) দেবে,

وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ٧٦

যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও (সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণ মাত্রই টিকে থাকতে পারতো!

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ٧٧

৭৭. তোমার আগে আমি যতো নবী রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে (এই) ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

৮ রুকু

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ٧٨

৭৮. (হে নবী,) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের নামায (ও তার কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি) যত্নবান হবে; অবশ্য ফজরের নামায (ও কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে ফেরেশতাদের) হাজিরা দেয়ার সময়।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ٧٩

৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (নামায আদায় করো), এটা তোমার জন্যে (ফরয নামাযের) অতিরিক্ত, আশা করা যায় (এর দ্বারা) তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ٨٠

৮০. তুমি বলো, হে আমার রব (যেখানেই নিয়ে যাও), তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখান থেকেই বের করো) সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করো।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ٨١

৮১. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ٨٢

৮২. আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু (এ সত্ত্বেও) তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ٨٣

৮৩. যখন আমি মানুষদের ওপর অনুগ্রহ করি তখন (কৃতজ্ঞতার বদলে তারা আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন কষ্ট মসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ٨٤

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে; অতপর তোমাদের রব ভালো করেই জানেন কে উত্তম পথের ওপর রয়েছে।

৯ রুকু

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥

৮৫. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে 'রূহ' সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বলো, রূহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্ত কম।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ٨٦

৮৬. আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, যদি আমি চাইতাম তা অবশ্যই তোমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, আর (সে অবস্থায়) তুমি আমার মোকাবেলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতে না,

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ٨٧

৮৭. তোমার মালিকের দয়ার কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়ো।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٨٨

৮৮. তুমি বলো, যদি সব মানুষ ও জ্বিন (এ উদ্দেশ্যে) একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ (কিছু) বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু (তৈরী করে) আনতে পারবে না, (এ ব্যাপারে) তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও নয়।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٨٩

৮৯. আমি এ কোরআনের মধ্যে মানুষদের (বুঝানোর) জন্যে সব ধরনের উপমা দ্বারা (হেদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না।

وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ٩٠

৯০. এরা বলে, কখনোই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যমীন থেকে প্রস্রবণ (ধারা) প্রবাহিত না করবে,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَـٰرَ خِلَـٰلَهَا تَفْجِيرًا ٩١

৯১. কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নালা বইয়ে দেবে,

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِاللَّهِ وَالْمَلَـٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ٩٢

৯২. অথবা যেমন করে তুমি (কেয়ামত দিবসে এসব ঘটবে বলে) মনে করো– সে অনুযায়ী (এখনি) আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে,

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ

৯৩. কিংবা তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর থাকবে, অথবা

তুমি আসমানে আরোহণ করবে; কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাও বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে– যা আমরা পড়তে পারবো। (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র আমার রব, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে আসা) একজন মানুষ রসূল বৈ কিছুই নই।

تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾

১০ রুকু

৯৪. যখনই মানুষদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালা কি (আমাদেরই মতো) একজন মানুষকে নবী করে পাঠালেন!

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۴﴾

৯৫. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি যমীনে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿۹۵﴾

৯৬. তুমি বলো, আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেন, তিনি (তাদের সব কর্মকাণ্ডও) দেখেন।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿۹۶﴾

৯৭. যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাদের (হেদায়াত দানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি তাঁকে ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না; সব (গোমরাহ) লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যতোবার তা স্তিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাকে তাদের জন্যে (প্রজ্বলিত করে) আরো বাড়িয়ে দেবো।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾

৯৮. এ হচ্ছে তাদের (যথার্থ) শাস্তি, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, তারা আরো বলতো, (মৃত্যুর পর) যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবো?

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۹۸﴾

৯৯. এ (মূর্খ) লোকেরা কি কখনো ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা– যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

করেছেন, তিনি এ বিষয়ের ওপরও ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি তাদেরই মতো (মানুষ আবারও) সৃষ্টি করতে পারেন, (দ্বিতীয় বার) তাদের (পয়দা করার) জন্যে একটি ক্ষণ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন– যাতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই; তথাপি এ যালেম লোকেরা (সেদিনকে) অস্বীকার করেই যাচ্ছে।

وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

১০০. (হে নবী,) বলো, আমার মালিকের দয়ার ভান্ডার যদি তোমাদের করায়ত্তে থাকতো, তবে তা খরচ হয়ে যাবে এ ভয়ে তোমরা তা আঁকড়ে রাখতে চাইতে, (আসলে) মানুষ এমনই কৃপণ,

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

১১ রুকু

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, (হে নবী), তুমি স্বয়ং বনী ইসরাঈলদের কাছেই (কথাটা) জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মূসা, আমি মনে করি তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

১০২. (এর জবাবে) মূসা বলেছিলো, তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, (নবুওতের প্রমাণ সম্বলিত) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (এ) নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক ছাড়া অন্য কেউই নাযিল করেননি, হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতপর ফেরাউন তাদের (এ) যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে চাইলো, কিন্তু আমি তাকে এবং যারা তাঁর সংগী-সাথী ছিলো তাদের সবাইকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিলাম।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলদের বললাম, তোমরা (এবার) এ যমীনে বসবাস করতে থাকো, যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (-র সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (সামনে) নিয়ে আসবো।

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

১০৫. এ (কোরআন)-কে আমি সত্য (বাণী) সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য নিয়েই তা নাযিল হয়েছে; আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

ওয়াক্ফে গোফরান

১০৬. আমি কোরআনকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তুমিও থেমে থেমে তা মানুষদের সামনে পড়তে পারো, আর (এ কারণেই) আমি তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

১০৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা এ (কোরআন)-কে মানো কিংবা না মানো (তা একান্তই তোমাদের ব্যাপার) তবে যাদের এর আগে (আসমানী কিতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাদের অবস্থা হচ্ছে), যখনি তাদের সামনে এটি পড়া হয় তখন তারা অবনত মস্তকে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।	قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
১০৮. তারা বলে, আমাদের রব পবিত্র, অবশ্যই আমাদের মালিকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হবে।	وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾
১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ওপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, (মূলত) এ (কোরআন) তাদের নিষ্ঠা ও বিনয়ই শুধু বৃদ্ধি করে।	وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ সাজদা
১১০. তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকো কিংবা রহমানকে ডাকো; তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী), তুমি চীৎকার করে তোমার নামায পড়ো না, আবার তা অতিশয় ক্ষীণভাবেও নয়, বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।	قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾
১১১. তুমি বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কখনোই কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই, না তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না, তুমি তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো– পরমতম মাহাত্ম্য।	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

সাজদা ৪

১২ রুকু

সূরা আল কাহাফ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১১০
রুকু ১২

১. সকল তা'রীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি তাঁর (একজন বিশেষ) বান্দার ওপর (এ) গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং এর কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি;	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾ سكتة
২. (একে তিনি) প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সহজ সরল পথের ওপর), যাতে করে তাঁর পক্ষ থেকে সে (নবী তাদের জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা ঈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) উত্তম পুরস্কার রয়েছে,	قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

৩. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে	مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ﴿٣﴾
৪. এবং সে সেসব লোকদেরও ভয় দেখাবে যারা বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন।	وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ﴿٤﴾
৫. (অথচ) তাদের কাছে এর কোনো জ্ঞান (-সম্মত দলীল) নেই, তাদের বাপ দাদাদের কাছেও ছিলো না; এটা বড়ো কঠিন কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; (আসলে) তারা (জঘন্য) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।	مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾
৬. (হে নবী,) তারা যদি এ কথার ওপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় দুঃখে-কষ্টে এদের পেছনে পড়ে তুমি নিজেকেই বিনাশ করে দেবে।	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾
৭. যা কিছু যমীনের বুকে আছে আমি তাকে অবশ্যই তার জন্যে শোভা বর্ধনকারী (করে) বানিয়েছি, যাতে করে তাদের আমি পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কাজকর্মের দিক থেকে কে বেশী উত্তম।	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾
৮. (আজ) যা কিছু এর ওপর আছে, (একদিন তাকে) আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো।	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ؕ﴿٨﴾
৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো, গুহা ও (পাহাড়ের) উপত্যকার অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?	اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
১০. (ঘটনাটি ছিলো এই যে,) কতিপয় যুবক যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা (এই বলে) দোয়া করলো, হে আমাদের রব, তুমি একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করো, আমাদের কাজকর্ম সহজ করে দাও, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও।	اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾
১১. অতপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা দিয়ে রাখলাম।	فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۙ﴿١١﴾
১২. তারপর আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি, দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি ঠিক করে বলতে পারে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিলো।	ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ۧ﴿١٢﴾
১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; অবশ্যই তারা ছিলো	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ

১ রুকু

فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

কতিপয় যুবক, যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিলো, আমি তাদের হেদায়াতের পথে এগিয়েও দিয়েছিলাম।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৪. আমি তাদের মনে দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো, আমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনেরও রব, আমরা কখনো তাঁকে বাদ দিয়ে আর কাউকে ডাকবো না, যদি (আমরা) এমন কথা বলি তাহলে (তা হবে) দ্বীন বিরোধী কাজ।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৫. এরা হচ্ছে আমাদের জাতির (লোক, যারা) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মাবুদ গ্রহণ করেছে; (তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে) তারা এদের কাছে স্পষ্ট দলীল নিয়ে আসে না কেন? তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে!

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৬. (অতপর যুবকরা পরস্পরকে বললো,) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের কাছ থেকে তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়েই গেলে, তখন তোমরা একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের (ছায়া)-কে বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের জন্যে সহজ করে দেবেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৭. (হে নবী,) তুমি (যদি সে গুহা দেখতে, তাহলে) দেখতে পেতে, সূর্য (তার) উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে, (আবার) যখন তা অস্ত যায় তখন তা গুহার বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তারা তার (মধ্যবর্তী) এক প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, (সূর্যের প্রখরতা কখনো তাদের কষ্টের কারণ হয় না); আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শন, (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর (যাকে) তিনি গোমরাহ করেন সে কখনো কোনো পথ প্রদর্শনকারী ও অভিভাবক পাবে না।

রুকু ২

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ

১৮. (হে নবী, দেখলে) তুমি তাদের মনে করবে, তারা বুঝি জেগেই রয়েছে, অথচ তারা ঘুমন্ত, আমি তাদের (কখনো) ডানে (কখনো) বামে পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি (গুহার) সামনে তার হাত দুটি প্রসারিত করে (পাহারারত) ছিলো, তুমি যদি তাদের দিকে (সত্যি) উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

অবশ্যই তাদের কাছ থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং (এ আজব দৃশ্য) দেখে তুমি নিসন্দেহে ভয়ে আতংকিত হয়ে যেতে।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

১৯. এ ভাবেই তাদের আমি (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যেন তারা (তাদের অবস্থান সম্পর্কে) নিজেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে; (এ সময়) তাদের এক ব্যক্তি বললো (বলো তো), তোমরা (এ গুহায়) কতোকাল অবস্থান করেছো; তারা বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমরা (এখানে) অবস্থান করেছি; অতপর তারা বললো, তোমাদের রব ভালো জানেন, তোমরা (এ গুহায়) কতো কাল অবস্থান করেছো; এখন (এই বিতর্ক রেখে বরং) তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে (বাজারে) গিয়ে দেখুক উত্তম খাবার কোনটি, অতপর সেখান থেকে কিছু খাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসুক, সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন কোনো অবস্থায় কাউকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু না জানায়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾

২০. তারা হচ্ছে (এমন) লোক যদি তাদের কাছে তোমাদের (কথা) তারা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তারা তোমাদের প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবে কিংবা তোমাদের (জোর করে) তাদের (আগের) দ্বীনে ফিরিয়ে নেবে, (আর) তেমনটি হলে কখনোই তোমরা মুক্তি পাবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

২১. আর এভাবেই আমি (একদিন) তাদের ব্যাপার (শহরবাসীদের) জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (এ কথাটি) জানতে পারে, (মৃতকে জীবন দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা (আসলেই) সত্য এবং কেয়ামতের ব্যাপারেও কোনো রকম সন্দেহ নেই, যখন তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো, (তখন) কিছু লোক বললো, (তাদের সম্মানে) তাদের ওপর একটি (স্মৃতি-) সৌধ নির্মাণ করে দাও; (আসলে) তোমাদের রবই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক খবর রাখেন; (অপর দিকে) যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর বেশী প্রভাবশালী ছিলো তারা বললো (স্মৃতিসৌধ বানানোর বদলে চলো)– আমরা তাদের ওপর একটি মাসজিদ নির্মাণ করি।

২২. কিছু লোক বলে, (গুহার অধিবাসীরা ছিলো) তিন জন, ওদের মধ্যে চতুর্থটি (ছিলো) ওদের (পাহারাদার) কুকুর, (আবার) কিছু লোক বলে, (তারা ছিলো) পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি (ছিলো) ওদের কুকুর, (আসলে) অজানা অদেখা বিষয়সমূহের প্রতি এরা (খামাখা) অনুমান নিক্ষেপ করেই (এ সব কিছু) বলে, তাদের কেউ বলে (ওরা ছিলো) সাত জন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (হ্যাঁ), আমার রব ভালো করেই জানেন ওদের (আসল) সংখ্যা কতো ছিলো, তাদের সংখ্যা খুব কম লোকই বলতে পারে। তুমিও এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার বাইরে বেশী বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে (খামাখা অন্য) মানুষদের কাছেও মতামত জানতে চেয়ো না।	سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿۲۲﴾
২৩. (হে নবী,) কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে এ কথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো,	وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿۲۳﴾
২৪. বরং (বলো,) আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটা করতে পারবো), যদি কখনো (কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার রব এর চাইতে নিকটতর কোনো কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন।	اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾
২৫. (সৌর গণনায়) তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট তিনশ বছর, আর (চন্দ্র বছরের গণনায়) তারা (এর সাথে) আরো নয় (বছর) যোগ করেছে।	وَلَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿۲۵﴾
২৬. (হে নবী,) তুমি বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক করে বলতে পারেন, ওরা (গুহায়) কতো বছর কাটিয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তাঁর (জন্যেই নির্দিষ্ট); কতো সুন্দর দ্রষ্টা তিনি, কতো সুন্দর শ্রোতা তিনি! তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনোই অভিভাবক নেই, তিনি নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে কখনো শরীক করেন না।	قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ ۫ وَّلَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾
২৭. (হে নবী,) তোমার ওপর তোমার মালিকের যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা তুমি তেলাওয়াত করো; তাঁর (কিতাবে বর্ণিত) কথাবার্তা রদবদল করার কেউই নেই, তিনি ছাড়া তুমি আর কখনো কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।	وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

৩ রুকু

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে (সদা) সেসব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তুমি কখনো তাদের কাছ থেকে তোমার (স্নেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না (এমন যেন না হয় যে,) তুমি শুধু এ পার্থিব জগতের সৌন্দর্যই কামনা করো, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সীমানা লংঘন।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এ সত্য (দ্বীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে (তা) অস্বীকার করুক, আমি এ (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্যে এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার পরিধি তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে; যখন তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করতে থাকবে, তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যারাই (আল্লাহ তায়ালার) ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশংকা নেই কেননা), আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না যারা নেক কাজ করে,

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩১. এদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত, তাদের পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি!

৪ রুকু

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ

৩২. (হে নবী,) তাদের জন্যে তুমি দু'জন লোকের উদাহরণ পেশ করো,

جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

যাদের একজনকে আমি দুটো আংগুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তাদের উভয় (বাগান)-কে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলাম, আবার এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে (পরিণত) করেছিলাম একটি সুফলা শস্যক্ষেত্রে।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগানই (এক পর্যায়ে) যথেষ্ট ফল দান করলো, (ফলদানে) বাগান দুটো কোনোরকম ত্রুটি করেনি, উভয় বাগানে আমি পানির ঝর্ণাধারাও প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. (সেখানে) তার জন্যে ফল (উৎপাদিত) হলো, অতপর (একদিন) সে তার সাথীকে বললো, দেখো, আমি ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার চাইতে (যেমন) বড়ো, (তেমনি) জনবলেও আমি তোমার চাইতে বেশী শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৫. নিজের (শক্তি সামর্থের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে (এক সময়) নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি ভাবতেই পাচ্ছি না, এ বাগান (-এর সৌন্দর্য কোনো দিন) নিশেষ হয়ে যাবে!

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি (এও) মনে করি না যে, একদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (কেয়ামতের পর) আমাকে যদি আমার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু আমি (সেখানে) পাবো।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. (তার) সে (গরীব) সাথীটি– যে তার সাথে কথা বলছিলো, বললো, (এ পার্থিব সম্পদ দেখে) তুমি কি সত্যিই সে মহান সত্তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে অতপর শুক্রকণা থেকে পয়দা করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে (একটি) মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাংগ করেছেন;

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি,) সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমার রব এবং আমার রব-এর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তুমি যখন তোমার (ফলবতী) বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন (একথা) বললে না যে, আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন তা কতো সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে কারোই (কিছুই ঘটানোর) শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে ধনে জনে তোমার চাইতে কম দেখলে (কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান রাখি)।

২১ক

৪০. সম্ভবত আমার রব আমাকে তোমার (এ পার্থিব) বাগানের চাইতে (আখেরাতে) উৎকৃষ্ট (বাগান) দান করবেন এবং (অকৃতজ্ঞতার জন্যে) তার ওপর আসমান থেকে এমন কোনো বিপর্যয় নাযিল করবেন, ফলে তা (উদ্ভিদ–) শূন্য (বিরান) ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।	فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾
৪১. কিংবা তার পানি তার (যমীনের) নীচেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে, (তেমন কিছু হলে) তুমি কখনো তা (আবার) খুঁজে আনতে পারবে না।	أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾
৪২. (অতপর তাই ঘটলো,) তার (বাগানের) ফলফলারিকে বিপর্যয় দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো, তখন সে ব্যক্তি সেই ব্যয়ের ওপর– যা সে বাগানের (শোভাবর্ধনের) পেছনে করেছিলো, হাতের ওপর হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, (অপরদিকে) তার বাগান মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো এবং সে বলতে লাগলো, কতো ভালো হতো যদি আমি আমার মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করতাম!	وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾
৪৩. কোনো দলই (আজ) তাকে আল্লাহর (এ প্রতিশোধের) মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্যে (অবশিষ্ট) রইলো না– না সে নিজে কোনো রকম প্রতিশোধ নিতে পারলো!	وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾
৪৪. ওখানে তো রক্ষা করার যাবতীয় এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনিই একমাত্র সত্য, পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম।	هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾
৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পেশ করো, (এ জীবনটা হচ্ছে) পানির মতো, আমি তা আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার কারণে যমীনের উদ্ভিদ ঘন (সুশোভিত) হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় তা ভুষিতে পরিণত হয়ে যায়, বাতাস তা উড়িয়ে নেয়; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর প্রচন্ড ক্ষমতাবান।	وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. (আসলে) ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজসমূহ, তোমার মালিকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে (তা) অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা হিসেবেও তা হচ্ছে উত্তম।	ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

৫ রুকু

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমূহকে চলমান করে (সরিয়ে) দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে, (তা) একটি শূন্য প্রান্তর, (সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ো করবো, তাদের কোনো একজনকেও (সেদিন) আমি বাদ দেবো না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৮. তাদের (সবাই)-কে তোমার মালিকের সামনে সারিবদ্ধভাবে এনে হাযির করা হবে; (অতপর আমি বলবো, আজ) তোমরা সবাই আমার কাছে এসে গেছো– (ঠিক) যেমনি করে আমি তোমাদের প্রথম বার পয়দা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা (অনেকেই) মনে করতে, আমি তোমাদের (আমার কাছে হাযির করার) জন্যে কোনো সময় (-সূচীই) নির্ধারণ করে রাখিনি!

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۡ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৯. (অতপর তাদের সামনে) আমলনামা রাখা হবে, (তখন) নাফরমান ব্যক্তিদের তুমি দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তারা (খুবই) আতংকগ্রস্ত থাকবে, তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এ (আবার) কেমন বই! এ তো (দেখছি আমাদের) ছোটো এবং বড়ো প্রত্যেক বিষয়েরই হিসাব রেখেছে, জীবনভর তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিটি বস্তুই তারা (সে গ্রন্থে) মজুদ দেখতে পাবে, তোমার মালিক কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করবেন না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

৬ রুকু

৫০. (স্মরণ করো), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস ছাড়া; সে ছিলো (আসলে) জ্বিনদেরই একজন, সে তার মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো; (এরপরও) তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? অথচ সে তোমাদের (প্রকাশ্য) দুশমন; (চেয়ে দেখো,) যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় (দেয়া হয়েছে)।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদের কাউকে ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের বানানোর সময়ও (তো আমি তাদের ডাকিনি), অন্যদের যারা গোমরাহ করে আমি তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না।

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۠ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. সেদিন তিনি বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (দুনিয়ায় আমার শরীক) মনে করতে, অতপর ওরা তাদের ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের (ডাকে) কোনোই সাড়া দেবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ রেখে দেবো।

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫৩. নাফরমান লোকেরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে কখনোই মুক্তির পথ পাবে না।

৭ রুকু

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. অবশ্যই আমি মানুষের জন্যে এই কোরআনে সব ধরনের উপমা (ও উদাহরণ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষরা অধিকাংশ বিষয় নিয়েই (অযথা) তর্ক করে।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৫. হেদায়াত যখন মানুষের সামনে এসে গেলো তখন ঈমান আনা ও (গুনাহের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে তাদের কোন্ জিনিস বিরত রাখছে, তারা (কি) তাদের কাছে পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা এসে পৌছানোর অপেক্ষা করছে কিংবা তাদের সামনে আযাব এসে হাযির হবার অপেক্ষা করছে?

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি তো রসূলদের (মানুষদের জন্যে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী করেই পাঠাই, কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা (অযথ) ঝগড়া শুরু করে, যাতে তারা এ দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, (মূলত) তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেসব বিষয় দিয়ে তাদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাকে একটি বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যাকে তার মালিকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যা কিছু (গুনাহ) তার হাত দুটো অর্জন করেছে সে (তাও) ভুলে যায়; আমি অবশ্যই তাদের অন্তরের ওপর (জাহেলিয়াতের) আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, তাই তারা (সত্য দ্বীন) বুঝতে পারছে না, তাদের কানেও কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি (তারা সত্য কথা শুনতে পায় না, অতএব হে নবী); তুমি ওদের যতোই হেদায়াতের পথে ডাকো না কেন, তারা কখনো হেদায়াত পাবে না।

৫৮. (হে নবী,) তোমার রব বড়োই ক্ষমাশীল, দয়াবান; তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি (সহজে) শাস্তি ত্বরান্বিত করতে পারতেন; বরং (এর পরিবর্তে) তাদের জন্যে (শাস্তির) একটি প্রতিশ্রুত ক্ষণ (নির্ধারিত) আছে, যা থেকে ওদের কারোই পরিত্রাণ নেই!

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿۵۸﴾

৫৯. এ জনপদ (ও তার অধিবাসীরা) যখন (আল্লাহ তায়ালার) সীমা লংঘন করেছিলো তখন আমি তাদের নির্মূল করে দিয়েছি, তাদের ধ্বংসের জন্যে আমি একটি দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿۵۹﴾

৮ রুকু

৬০. (হে নবী, তুমি এদের মূসার ঘটনা শোনাও,) যখন মূসা তার খাদেমকে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি (আমার পরিকল্পনা থেকে) ফিরে আসবো না, কিংবা (প্রয়োজনে) আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি চলা অব্যাহত রাখবো!

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿۶۰﴾

৬১. যখন তারা উভয়ে (সেই প্রত্যাশিত) দুটো সাগরের সংগমস্থলে এসে পৌঁছলো, তখন তারা উভয়েই তাদের (খাবাবের জন্যে রাখা) মাছটির কথা ভুলে গেলো, অতপর মাছটি সুড়ংয়ের পথ করে সাগরে চলে গেলো।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿۶۱﴾

৬২. যখন তারা দু'জন আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলো তখন সে তার খাদেমকে বললো, (এবার) আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা এ সফরে সত্যিই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ؗ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿۶۲﴾

৬৩. সে বললো, তুমি কি দেখোনি, আমরা যখন শিলাখন্ডের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন মাছের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, (আসলে) শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি তার কথাটা স্মরণ রাখবো, আর সে (মাছটি)ও কি আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে নিজের পথ ধরে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ؗ وَمَاۤ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿۶۳﴾

৬৪. সে বললো (আরে), এই তো হচ্ছে সে (জায়গা), যার আমরা সন্ধান করছিলাম, অতপর তারা নিজেদের পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿۶۴﴾

৬৫. এরপর তারা (সেখানে) আমার বান্দাদের মাঝ থেকে একজন (পুণ্যবান) বান্দাকে পেলো,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ

اٰتَیْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

যাকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছি, (উপরন্তু) তাকে আমি আমার কাছ থেকে (বিশেষ) জ্ঞানও শিখিয়েছি।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰی هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤی اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা তাকে বললো, আমি কি তোমার অনুসরণ করতে পারি, যাতে করে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তার কিছু অংশ তুমি আমাকে শেখাতে পারো।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বললো (হাঁ পারো), তবে আমার সাথে থেকে (তো) তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. (অবশ্য,) যে বিষয়টি তুমি (জ্ঞান দিয়ে) আয়ত্ত করতে পারোনি তার ওপর তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কি করে?

قَالَ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِیْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাহলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল (হিসেবেই) পাবে, আমি তোমার কোনো আদেশেরই বরখেলাফ করবো না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِیْ فَلَا تَسْـَٔلْنِیْ عَنْ شَیْءٍ حَتّٰۤی اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ ع

৭০. সে বললো, (আচ্ছা) যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করোই তাহলে কোনো বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, যতোক্ষণ না সে কথা আমি তোমাকে বলে দেবো!

৯ রুকু

فَانْطَلَقَا حَتّٰۤی اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

৭১. অতপর তারা দু'জন পথ চলতে শুরু করলো। (নদীর পাড়ে এসে) উভয়েই একটি নৌকায় আরোহণ করলো, (নৌকায় উঠেই) সে তাতে ছিদ্র করে দিলো; সে বললো, তুমি কি এ জন্যে তাতে ছিদ্র করে দিলে যেন এর আরোহীদের তুমি ডুবিয়ে দিতে পারো, তুমি তো সত্যিই এক গুরুতর (অন্যায়) কাজ করেছো!

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭২. (মূসার কথা শুনে) সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি যে, আমার সাথে থেকে তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِیْ بِمَا نَسِیْتُ وَلَا تُرْهِقْنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩. সে বললো, আমি যে (কথা) ভুলে গেছি সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং (এ ব্যাপারে) আমার ওপর বেশী কঠোরতাও আরোপ করো না।

فَانْطَلَقَا حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِیَّةًۢ بِغَیْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪. আবার তারা উভয়ে পথ চলতে শুরু করলো, (কিছু দূর গিয়ে) তারা উভয়ে এক (কিশোর) বালককে পেলো, (সাথে সাথে) সে তাকে হত্যা করে ফেললো, (এটা দেখে) সে বললো, তুমি তো কোনোরকম হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবনকে বিনাশ করলে! তুমি (সত্যিই) একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছো!

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٥

৭৫. সে বললো, আমি কি তোমাকে (একথা) বলিনি যে, তুমি আমার সাথে (থেকে) কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না।

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦

৭৬. সে বললো, যদি এরপর একটি কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না, (অবশ্য এখন তো) তুমি আমার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করার (প্রান্ত)-সীমায় পৌঁছে গেছো।

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧

৭৭. তারা দু'জন আবার পথ চলতে শুরু করলো। (কিছুদূর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলো, (সেখানে পৌঁছে) তারা (সেখানকার) অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু তারা তাদের উভয়ের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, অতপর সেখানে তারা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর (দেখতে) পেলো, সে প্রাচীরটাকে সোজা করে দিলো, মূসা বললো, তুমি চাইলে তো এ কাজের ওপর কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে!

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨

৭৮. সে বললো (বেশ), এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (হয়ে গেলো, কিন্তু তার আগে) যেসব ব্যাপারে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারোনি–তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিতে চাই।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

৭৯. (প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মূলত) তা ছিলো কয়েকজন গরীব মানুষের (মালিকানাধীন), তারা (এটা দিয়ে) সমুদ্রে (জীবিকা অন্বেষণের) কাজ করতো, কিন্তু আমি (নৌকাটিতে ছিদ্র করে) তা ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিলো (এমন) এক বাদশাহ, যে (ত্রুটিবিহীন) যে নৌকাই পেতো, তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٠

৮০. (আর সে) কিশোরটি (-র ঘটনা হচ্ছে) তার পিতামাতা উভয়েই ছিলো মোমেন, আমি আশংকা করলাম, (বড়ো হয়ে) সে এদের দু'জনকেই (আল্লাহর) নাফরমানী ও কুফুর দ্বারা প্রভাবান্বিত করে দেবে,

فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ٨١

৮১. আমি চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদের (এমন) একটি সন্তান দান করবেন, যে দ্বীনদারী ও রক্তের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতে বেশী ভালো (প্রমাণিত) হবে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

৮২. (সর্বশেষ ছিলো ওই) প্রাচীরটি (-র ঘটনা! আসলে) তা ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের, এর নীচেই তাদের জন্যে (রক্ষিত) ছিলো (গুপ্ত) ধনভান্ডার, ওদের পিতা ছিলো নেককার ব্যক্তি,

(এ কারণেই) তোমার রব চাইলেন ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের (সে ভান্ডার থেকে তারা) সম্পদ বের করে আনুক (এ প্রাচীরটাকে আমি তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম), এ ছিলো (মূলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত কতিপয় কাজ), এর কোনোটাই আমি আমার নিজে থেকে করিনি; আর এ হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি (আমার সাথে থেকে) ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না!	فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ۭ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝٨٢
৮৩. (হে নবী,) এরা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলো, (হ্যাঁ) আমি (আল্লাহর কিতাবে যা আছে) তা থেকে (সে) বিবরণ তোমাদের (পড়ে) শোনাচ্ছি।	وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۭ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝٨٣
৮৪. (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) আমি যমীনের বুকে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং আমি তাকে (এর জন্যে) সব উপকরণও দান করেছিলাম,	اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝٨٤
৮৫. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বেরুলো।	فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٥
৮৬. (চলতে চলতে) এমনিভাবে সে সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, সেখানে গিয়ে সে সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবতে দেখলো, তার পাশে সে একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলো, আমি বললাম, হে যুলকারনায়ন, (এরা তোমার অধীনস্থ, তারা খারাপ কাজ করলে), তুমি (তাদের) শাস্তি দিতে পারো অথবা (ভালো কাজ করলে) তাদের সাথে তুমি সদয় ভাবও গ্রহণ করতে পারো।	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ڛ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝٨٦
৮৭. সে বললো (হ্যাঁ), এদের মাঝে যে যুলুম করবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, অতপর তাকে (যখন) তার মালিকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (তখন) তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।	قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨٧
৮৮. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্যে (আখেরাতে) থাকবে উত্তম পুরস্কার, আর আমিও তার সাথে আমার কাজকর্ম সম্পাদনের সময় একান্ত সহজ (ও নম্র) ব্যবহার করবো;	وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۗءَۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝٨٨
৮৯. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বেরুলো।	ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝٨٩
৯০. এমনকি (চলতে চলতে) সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, তখন সে সূর্যকে এমন এক জাতির ওপর (দিয়ে) উদয় হতে দেখলো; যাদের জন্যে তার (উত্তাপ) থেকে (রক্ষার) কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করে রাখিনি।	حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰي قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝٩٠

১০ রুকু

كَذٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿৯১﴾

৯১. (যুলকারনায়নের ঘটনা) এরকমই (ছিলো); তার কাছে যা ছিলো আমার কাছে সে সম্পর্কিত সব খবর (মজুদ) আছে।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿৯২﴾

৯২. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো।

حَتّٰىٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿৯৩﴾

৯৩. এমনকি (চলতে চলতে) সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে (পৌঁছে) সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেলো, যারা (যুলকারনায়নের) কোনো কথাই (তেমন) বুঝতে পারছিলো বলে মনে হলো না।

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰىٓ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿৯৪﴾

৯৪. তারা (বিভিন্নভাবে তাকে) বললো, হে যুলকারনায়ন, নিসন্দেহে ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (দুটো দল, তাদের থেকে বাঁচার জন্যে) আমরা কি তোমাকে (এ শর্তে) কিছু 'কর' দেবো যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবে।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿৯৫﴾

৯৫. সে বললো (করের প্রয়োজন হবে না, কেননা), আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই (আমার জন্যে) উত্তম (হ্যাঁ, শারীরিক) শক্তি দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবো।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتّٰىٓ إِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتّٰىٓ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ آتُونِيٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿৯৬﴾

৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার পাতগুলো নিয়ে এসো (অতপর তা দিয়ে প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেলো); যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি (দুটো পর্বতের) সমান হয়ে গেলো, তখন সে (তাদের) লক্ষ্য করে বললো, তোমরা (হাঁপরে) দম দিতে থাকো; অতপর যখন তা আগুনকে উত্তপ্ত করলো, (তখন) সে বললো, (এখন) তোমরা আমার কাছে (কিছু) গলানো তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেবো।

فَمَا اسْطَاعُوٓا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿৯৭﴾

৯৭. অতপর (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলের) লোকেরা তার ওপর (আর) উঠতে সক্ষম হলো না– না তারা তা ভেদ করে (বাইরে) আসতে পারলো!

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿৯৮﴾

৯৮. (যুলকারনায়ন বললো,) এগুলো আমার মালিকের অনুগ্রহ, কিন্তু যখন আমার মালিকের ওয়াদা (-মতো কেয়ামত) আসবে, তখন তিনি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে একাকার করে দেবেন, আর আমার মালিকের ওয়াদা হচ্ছে সত্য ওয়াদা;

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

৯৯. (কেয়ামতের আগে আবার) আমি তাদের দলে দলে ছেড়ে দেবো, তারা (সমুদ্রের) ঢেউয়ের আকারে একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে,

وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের সবাইকে আমি একত্রিত করবো,

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০০. (সেদিন) আমি জাহান্নামকে (তার) অবিশ্বাসীদের জন্যে (সামনে) এনে হাযির করবো,

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০১. যাদের চোখের মধ্যে আমার স্মরণ থেকে আবরণ পড়ে ছিলো, তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতেই পেতো না।

১১ রুকু

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০২. কাফেররা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে, তারা আমার বদলে আমারই (কতিপয়) গোলামকে অভিভাবক বানিয়ে নেবে, (আর আমি এ ব্যাপারে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবো না) আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের মেহমানদারীর জন্যে সাজিয়েই রেখেছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলবো, যারা আমলের দিক থেকে আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত;

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয় প্রচেষ্টাই এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও, ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের (নাজাতের) জন্যে ওযনের কোনো মানদন্ডই স্থাপন করবো না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. এটাই জাহান্নাম! (এটাই) তাদের (যথার্থ) পাওনা, কেননা তারা (স্বয়ং স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহ ও (তার বাহক) রসূলদের বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' (সাজানো) রয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে (অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে) জায়গা বদল করতে চাইবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি বানিয়ে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

১১০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয়, (আর সে ওহীর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন (সব সময়) ভালো কাজ করে, সে যেন কখনো তার মালিকের এবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

১২ রুকু

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা মারইয়াম
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৯৮
রুকু ৬

كٓهيعٓصٓ ﴿١﴾

১. কা-ফ হা-ইয়া আঈন ছোয়া-দ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ﴿٢﴾

২. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোকে) স্মরণ (করা), যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন–

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾

৩. যখন সে একান্ত নীরবে তাঁর মালিককে ডাকছিলো।

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

৪. সে বলেছিলো, হে আমার রব, আমার হাড় সত্যি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে (তুমি আমার দোয়া কবুল করো), হে আমার রব, আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি!

وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

৫. আমার পর আমি আমার পেছনে পড়ে থাকা আমার ভাই বন্ধুদের (দ্বীনের ব্যাপারে) আশংকা করছি, (এদিকে) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা হয়ে গেছে, একান্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো,

يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে– উত্তরাধিকত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, হে (আমার) রব, তুমি তাকে একজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও।

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

৭. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলে (হওয়া)-র সুখবর দিচ্ছি, তার নাম (হবে) ইয়াহইয়া, এর আগে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

৮. সে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও (এখন) বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে উপনীত হয়ে গেছি।

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ

৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), এটা এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, এটা আমার জন্যে নিতান্ত সহজ কাজ,

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম– (তখন) তুমিও তো কিছুই ছিলে না!	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩
১০. সে বললো, হে আমার রব, আমাকে (এ জন্যে কিছু) একটা নিদর্শন (বলে) দাও; তিনি বললেন (হ্যাঁ), তোমার নিদর্শন হচ্ছে, (সুস্থ থেকেও) তুমি ক্রমাগত তিন রাত মানুষদের সাথে কোনোরকম কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠
১১. অতপর সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার জাতির লোকদের কাছে এলো এবং ইশারা ইংগিতে তাদের বুঝিয়ে দিলো, তারা যেন সকাল সন্ধ্যা (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।	فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١
১২. (এরপর ইয়াহইয়ার জন্ম হলো, সে যখন বড়ো হলো, তখন আমি তাকে বললাম,) হে ইয়াহইয়া, তুমি (আমার) কিতাবকে শক্ত করে ধারণ করো; (আসলে) আমি তাকে ছেলেবেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম,	يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢
১৩. সে একান্ত আমার কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা লাভ করলো; সে ছিলো (আসলেই) একজন পরহেযগার ব্যক্তি,	وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣
১৪. (তদুপরি) সে ছিলো পিতা মাতার একান্ত অনুগত– কখনো সে অবাধ্য নাফরমান ছিলো না।	وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝١٤
১৫. তার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিলো), যেদিন তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন)– যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে।	وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝١٥
১৬. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি মারইয়ামের কিছু কথা স্মরণ করো। (বিশেষ করে সে সময়ের কথা–) যখন সে তার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো।	وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝١٦
১৭. অতপর লোকদের কাছ থেকে (নিজেকে আড়াল করার জন্যে) সে পর্দা করলো। আমি তার কাছে আমার রূহ (জিবরাঈল)-কে পাঠালাম, সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧
১৮. সে বললো (হে আগত ব্যক্তি), তুমি যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো, তাহলে আমি তোমা (-র অনিষ্ট) থেকে দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছে আশ্রয় চাই।	قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨
১৯. সে বললো, আমি তোমার মালিকের পাঠানো দূত (আমি এসেছি),	قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ

১ রুকু

ওয়াকফে লাযেম

যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি।	لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ١٩
২০. সে বললো (এ কি বলছো তুমি)! আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে (তো আজ পর্যন্ত) কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি, আর না আমি কখনো অসতী ছিলাম!	قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠
২১. সে বললো (হ্যাঁ), এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, তা আমার জন্যে খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্যে (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ (-সদৃশ একটি মানুষ) বানাতে চাই, (মূলত) এটা ছিলো (আমার পক্ষ থেকে) এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।	قَالَ كَذَٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١
২২. অতপর সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো এবং তাকে সহ সে দূরে (কোনো) এক জায়গায় চলে গেলো।	فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا ٢٢
২৩. তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে নিয়ে এলো। সে বললো, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি (মানুষদের স্মৃতি থেকে) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম!	فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ٢٣
২৪. তখন একজন (ফেরেশতা) তাকে তার নীচের দিক থেকে আহ্বান করে বললো (হে মারইয়াম), তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না, তোমার রব (পিপাসা নিবারণের জন্যে) তোমার (পায়ের) নীচে একটি (পানির) ঝর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন,	فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٤
২৫. তুমি এ খেজুর গাছের কান্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে,	وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٥
২৬. অতপর (এ গাছের) খেজুর তুমি খাও, (এ ঝর্ণার) পানীয় পান করো এবং (সন্তানের দিকে তাকিয়ে) চোখ জুড়াও, যখনি তুমি মানুষদের কাউকে দেখবে তাহলে বলবে, আমি রহমান আল্লাহ তায়ালার নামে রোযার মান্নত করেছি (এবং এ কারণে) আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ٢٦
২৭. অতপর সে তাকে (নবজাতককে) কোলে বহন করে তার জাতির কাছে (ফিরে) এলো; লোকেরা (তার কোলে সন্তান দেখে) বললো, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কান্ড নিয়ে এসেছো।	فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ٢٧
২৮. হে হারূনের বোন (একি করলে তুমি)? তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলো না, তোমার মাতাও তো (চারিত্রিক দিক থেকে) কোনো খারাপ (মহিলা) ছিলো না!	يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ٢٨

২৯. সে তার (কোলের শিশুটির) দিকে ইশারা করলো (এবং বললো তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে একেই জিজ্ঞেস করো); তারা বললো, আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার শিশু!	فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۹﴾
৩০. (এ কথা শুনেই) সে (শিশুটি) বলে ওঠলো (হ্যাঁ), আমি হচ্ছি আল্লাহ তায়ালার বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী বানিয়েছেন,	قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿۳۰﴾
৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন আমি বেঁচে থাকি ততোদিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান করি।	وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳۱﴾
৩২. (তদুপরি) আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি, (আল্লাহর শোকর) তিনি আমাকে না-ফরমান বানাননি।	وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۳۲﴾
৩৩. আমার ওপর (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) প্রশান্তি– যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, প্রশান্তি (থাকবে) সেদিন, যেদিন আমি (আবার) মৃত্যুবরণ করবো এবং (মৃত্যুর পরে) যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।	وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۳﴾
৩৪. এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আর (এ হচ্ছে তাঁর) আসল ঘটনা, যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ করে।	ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. (তারা বলে, সে আল্লাহ তায়ালার সন্তান, কিন্তু) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার কাজ নয়, তিনি (এ থেকে) অনেক পবিত্র; তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন 'হও' এবং সাথে সাথেই তা 'হয়ে যায়';	مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۳۵﴾
৩৬. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা সবাই তাঁরই গোলামী করো; আর এটাই হচ্ছে সরল পথ।	وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۳۶﴾
৩৭. এরপর (তাদের) দলগুলো নিজেদের মাঝে (মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর (যারা আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা) অস্বীকার করলো তাদের জন্যে রয়েছে (কেয়ামতের) কঠিন দিনের দুর্ভোগ।	فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۳۷﴾
৩৮. যেদিন এরা আমার সামনে এসে হাযির হবে, সেদিন তারা ভালো করেই শুনবে এবং ভালো করেই দেখতে পাবে,	اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا

لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾	কিন্তু আজ এ যালেমরা (না শোনা ও না দেখার ভান করে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।
وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾	৩৯. (হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (বিচারের চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো) এরা এ ব্যাপারে গাফলতে (ডুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপরও) ঈমান আনছে না।
اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾	৪০. নিসন্দেহে (এ) পৃথিবীর মালিক আমি এবং তাঁর ওপর যা কিছু রয়েছে সেসবেরও, আর তারা সবাই আমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾	৪১. (হে নবী, এ) কিতাবে তুমি ইবরাহীম (-এর ঘটনা)-কে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক সত্যবাদী নবী।
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾	৪২. যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, তুমি কেন এমন একটা জিনিসের পূজা করো, যে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, না সে তোমার কোনো কাজে আসে।
يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾	৪৩. হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো।
يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾	৪৪. হে আমার পিতা (আল্লাহর সে জ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে), তুমি শয়তানের গোলামী করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে রহমান আল্লাহ তায়ালার না-ফরমান।
يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾	৪৫. হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, (সে না-ফরমান শয়তানের গোলামী করলে পরম দয়ালু) রহমান-এর কোনো আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, (ফলে জাহান্নামে) তুমি শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে।
قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾	৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি (আসলেই) আমার দেব দেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো, যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো, (বেঁচে থাকতে চাইলে) তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও।
قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ	৪৭. সে বললো (আচ্ছা), তোমার প্রতি আমার সালাম, (আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু) আমি আমার মালিকের কাছে তোমার জন্যে মাগফেরাত কামনা করবো;

৬ ওয়াকফে গোফরান

২ রুকু

অবশ্যই তিনি আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান।	إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (৪৭)
৪৮. আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের সবার কাছ থেকেও (আলাদা হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার মালিককেই ডাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না।	وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (৪৮)
৪৯. অতপর যখন সে সত্যিই তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং (পৃথক হয়ে গেলো তাদের থেকেও) যাদের ওরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতো, তখন আমি তাকে ইসহাক ও (ইসহাক পুত্র) ইয়াকুব দান করলাম; এদের সবাইকেই আমি নবী বানিয়েছি।	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (৪৯)
৫০. আমি তাদের জন্যে আমার (আরও) অনেক অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাদের আমি সুউচ্চ নাম যশ দান করেছি।	وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (৫০)
৫১. (হে নবী,) তুমি (এ) কিতাবে মূসার (ঘটনা) স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো একনিষ্ঠ (বান্দা), সে ছিলো রসূল-নবী।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (৫১)
৫২. আমি তাকে 'তূর' (পাহাড়ের) ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং গোপন তথ্য (-সমৃদ্ধ কথা) বলার জন্যে আমি তাকে আমার নিকটবর্তী করলাম।	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (৫২)
৫৩. আমি আমার নিজ অনুগ্রহে তাঁর ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে তাঁকে (তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে) দান করলাম।	وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (৫৩)
৫৪. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি ইসমাঈলের (কথাও) স্মরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রুতি পালনকারী, আর সে ছিলো রসূল (ও) নবী,	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (৫৪)
৫৫. সে তার পরিবার পরিজনদের নামায (প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, (উপরন্তু) সে ছিলো তার মালিকের কাছে একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।	وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (৫৫)
৫৬. (হে নবী,) তুমি এ কিতাবে ইদরীসের (কথাও) স্মরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (৫৬)
৫৭. আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম।	وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (৫৭)
৫৮. এরা হচ্ছে সেসব নবী (রসূল), যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, (এরা সবাই ছিলো)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

৩ রুকু

النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَاۤءِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا (সাজদা) ۞ ৫৮

আদমের বংশোদ্ভূত, যাদের তিনি (মহাপ্লাবনের সময়) নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছেন এরা তাদেরই বংশের লোক, (এদের কিছু লোক) ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, (উপরন্তু) যাদের তিনি হেদায়াতের আলো দান করেছিলেন এবং যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন (এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত); যখনি এদের সামনে রহমান আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হতো তখন এরা রহমান (আল্লাহ তায়ালা)কে সাজদা করার জন্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় যমীনে লুটিয়ে পড়তো।

সাজদা ৯

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ ৫৯

৫৯. তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অচিরেই তারা (তাদের এ) গোমরাহীর (পরিণাম ফলের) সম্মুখীন হবে,

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ ৬০

৬০. কিন্তু যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা), তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনোরকম যুলুম করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ৬১

৬১. স্থায়ী জান্নাত এমন এক বস্তু যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে গায়ব করে রেখে দিয়েছেন; অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ৬২

৬২. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ৬৩

৬৩. এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানাবো।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ج ৬৪

৬৪. (ফেরেশতারা বললো, হে নবী,) আমরা কখনো তোমার মালিকের আদেশ ছাড়া (যমীনে) অবতরণ করি না, আমাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এর মধ্যবর্তী স্থানে, তা সবই তো তাঁর জন্যে, (মূলত) তোমার মালিক (কখনো কাউকে) ভুলে থাকেন না,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ع ৬৫

৬৫. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং (তিনি রব) এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে (তারও), অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করো, তাঁর গোলামীর ওপরই কায়েম থাকো, তুমি কি তাঁর সম (-গুণসম্পন্ন এমন) কোনো নাম জানো (যার, তুমি গোলামী করবে!)

৪ রুকু

২২ক

৬৬. (কিছু মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় (মাটির ভেতরে থেকে) পুনরুত্থিত হবো?	وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
৬৭. (এ নির্বোধ) মানুষটি কি চিন্তা করে না যে, এর আগে তো আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছুই ছিলো না।	اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾
৬৮. অতপর তোমার মালিকের শপথ, আমি অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো) শয়তানদেরও, অতপর এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে এনে জড়ো করাবো।	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ج ﴿٦٨﴾
৬৯. তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি যারা সবচাইতে বেশী বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বার করে আনবো।	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ج ﴿٦٩﴾
৭০. ওদের মধ্যে যারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবার অধিকতর যোগ্য, আমি তাদেরকে সবার চাইতে বেশী জানি।	ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾
৭১. তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও হবে না, যাকে (জাহান্নাম)-এর ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার মালিকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।	وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ج ﴿٧١﴾
৭২. (এ সময়) আমি শুধু ওসব মানুষদেরই পার করিয়ে নেবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো।	ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾
৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়েছে, তখন যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে, (বলো তো) আমাদের উভয় দলের মাঝে কোন্ দলটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও কোন্ দলের মাহফিল বেশী শানদার!	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا لا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾
৭৪. (অথচ) ওদের পূর্বে কতো (শানদার মাহফিলের অধিকারী) মানবগোষ্ঠীকে আমি নির্মূল করে দিয়েছি, যারা সহায় সম্পদে এ (এদের চাইতে) অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলো!	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾
৭৫. (হে নবী, এদের) বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) থাকে, তাকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অনেক ঢিল দিতে থাকেন– যতোক্ষণ না তারা সে (বিষয়)-টি (স্বচক্ষে) প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে– হয় তা (আল্লাহ তায়ালার) শাস্তি, নতুবা হবে কেয়ামত, তারা অচিরেই একথা জানতে পারবে, কোন্ ব্যক্তি মর্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলো এবং কার জনশক্তি ছিলো দুর্বল!	قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ج حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ط فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

↓ ২২খ

আরবি	অনুবাদ
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾	৭৬. (এর বিপরীত) যারা হেদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন; (হে নবী,) তোমার মালিকের কাছে তো স্থায়ী জিনিস হিসেবে (মানুষের) নেক আমলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার– পাবার দিক থেকে যেমন (তা ভালো, তেমনি) প্রতিদান হিসেবেও (তা) উত্তম।
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾	৭৭. তুমি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছো কি– যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, (একদিন) আমাকে অবশ্যই (আমার) মাল ও সন্তান দিয়ে দেয়া হবে।
أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾	৭৮. সে কি গায়বের কোনো খবর পেয়েছে? না দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ ব্যাপারে) সে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে!
كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾	৭৯. না কখনো নয়, যা কিছু সে বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং সে হিসেবেই (কেয়ামতের দিন) আমি তার শাস্তি বাড়াতে থাকবো,
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾	৮০. সে (তার শক্তি সম্পর্কে) যা কিছু বলছে (একদিন) আমিই হবো তার অধিকারী, আর সে একাকী (অবস্থায়ই) আমার কাছে (ফিরে) আসবে।
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾	৮১. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাবুদ বানায়, যেন এরা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হতে পারে,
كَلَّا ط سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾	৮২. কখনো না; (কেয়ামতের দিন) এরা (বরং) তাদের এবাদাতের কথা অস্বীকার করবে, এরা (সেদিন) তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾	৮৩. (হে নবী,) তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আমি (কিভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, তারা (আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে) তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে,
فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾	৮৪. তুমি এদের (আযাবের) ব্যাপারে কোনো রকম তাড়াহুড়ো করো না; আমি তো এদের (ধ্বংসের) দিনটিই গণনা করে যাচ্ছি,
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾	৮৫. সেদিন আমি তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দাদের সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে একত্রিত করবো,
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾	৮৬. আর না-ফরমানদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত (উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো,
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ	৮৭. (সেদিন) কোনো মানুষই (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তবে যদি কেউ দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ

৫ রুকু

৬ ওয়াকফে গোফরান

থেকে (কোনো) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)।	الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ٨٧
৮৮. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন;	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ٨٨
৮৯. এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কথা, তোমরা যা (বানিয়ে) নিয়ে এসেছো,	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ٨٩
৯০. (এটা এতো কঠিন কথা যে,) এর কারণে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে,	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٩٠
৯১. (এর কারণ হচ্ছে,) এরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে সন্তানের কথা বলেছে,	اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ٩١
৯২. (অথচ) সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে কোনো অবস্থায়ই শোভনীয় নয়।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢
৯৩. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (কেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তাঁর অনুগত হিসেবে উপস্থিত হবে না;	اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ٩٣
৯৪. তিনি (তাঁর সৃষ্টির) সব কিছু (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পূর্ণাংগ হিসাব রেখে দিয়েছেন;	لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٩٤
৯৫. কেয়ামতের দিন এদের সবাই নিসংগ একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।	وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ٩٥
৯৬. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের পরস্পরের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ٩٦
৯৭. আমি তো (এ কোরআন)-কে তোমার ভাষায় সহজ (করে নাযিল) করেছি, যাতে করে তুমি এর দ্বারা– যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিতে পারো এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) যে জাতি (খামাখা) ঝগড়া করে, তাদেরও তুমি (এ দিয়ে) সাবধান করে দিতে পারো।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ٩٧
৯৮. তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের একজনেরও কোনোরকম অস্তিত্ব কি তুমি এখন অনুভব করো, না শুনতে পাও এদের (চলার) কোনো ক্ষীণতম শব্দও?	وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ٩٨

ওয়াকফে লাযেম

রুকু ৬

সূরা ত্বাহা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১৩৫
রুকু ৮

১. ত্বা-হা,	طٰهٰ ١
২. (হে নবী,) আমি কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দ্বারা) কষ্ট পাবে,	مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ٢

অনুবাদ	আরবি
৩. বরং এ (কোরআন) তো হচ্ছে (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার) একটি (উপায় ও) নসীহত মাত্র– সে ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,	إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٣
৪. (এ কিতাব) তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন;	تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ۝٤
৫. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা মহান আরশে সমাসীন হলেন।	الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝٥
৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে এবং যমীনের অনন্ত গভীরে, তা (সবই) তাঁর জন্যে।	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝٦
৭. (হে মানুষ,) তুমি যদি জোরে কথা বলো তা (যেমন) তিনি শুনতে পান, (তেমনি) গোপন কথা– (বরং) তার চাইতেও গোপন যা– তাও তিনি জানেন।	وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧
৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাবতীয় উত্তম নাম তাঁর জন্যেই।	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝٨
৯. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝٩
১০. (বিশেষ করে সে ঘটনা–) যখন সে কিছু আগুন দেখতে পেলো, অতপর সে তার পরিবারের লোকজনদের বললো, তোমরা (এখানে অপেক্ষায়) থাকো, হাঁ আমি (কিছু) আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত তা থেকে কিছু আগুনের টুকরো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা আগুনের পাশে আমি (পথঘাট সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ না পেয়ে যাবো!	إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠
১১. অতপর সে যখন সেস্থানে পৌঁছলো তখন তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো, হে মূসা;	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ۝١١
১২. নিশ্চয়ই আমি, আমিই হচ্ছি তোমার রব, তুমি তোমার জুতো দুটো খুলো ফেলো, অবশ্যই তুমি পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় আছো;	إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٢
১৩. আমি তোমাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছি, যা কিছু তোমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শোনো।	وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝١٣
১৪. আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই এবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করো।	إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١٤
১৫. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, (একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) আমি তা গোপন করে রাখতে চাই, যাতে করে প্রত্যেককে (সেদিন) নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝١٥

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৬. যে ব্যক্তি এ দিবসটিকে বিশ্বাস করে না এবং যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, (লক্ষ্য রাখবে) সে যেন তোমাকেও (বিশ্বাস করা) থেকে কখনো বাধা দিতে না পারে, (এমনটি করলে) তুমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে,	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾
১৭. হে মূসা (বলো তো), তোমার ডান হাতে ওটা কি?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾
১৮. সে বললো, এটি হচ্ছে আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দিই, (আবার কখনো) তা দিয়ে আমি আমার মেষের জন্যে (গাছের) পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে।	قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, তুমি একে (মাটিতে) নিক্ষেপ করো।	قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾
২০. অতপর সে তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা সাপ হয়ে (এদিক ওদিক) ছুটাছুটি করতে লাগলো।	فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾
২১. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে মূসা), তুমি একে ধরো, ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তাকে তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনবো।	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾
২২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাতটি তোমার বগলের সাথে লাগিয়ে রাখো, অতপর (দেখবে) কোনো রকম (অসুখজনিত) দোষত্রুটি ছাড়াই তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, এ হচ্ছে (আমার) পরবর্তী নিদর্শন।	وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾
২৩. (উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে) যেন আমি তোমাকে আমার বড়ো বড়ো কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।	لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۚ ﴿٢٣﴾
২৪. (হাঁ, এবার) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে (নিজেকে মাবুদ দাবী করে মারাত্মক) সীমালংঘন করেছে।	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚ ﴿٢٤﴾
২৫. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও ,	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾
২৬. আমার জন্যে আমার কাজকে তুমি সহজ করে দাও,	وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾
২৭. আমার জিহ্বা থেকে (সব) জড়তা তুমি দূর করে দাও,	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
২৮. যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে,	يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۪ ﴿٢٨﴾
২৯. আমার আপনজনদের মধ্য থেকে (একজনকে) আমার সাহায্যকারী বানাও,	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. হারূন হচ্ছে আমার ভাই (তাকেই বরং তুমি আমার সহযোগী বানিয়ে দাও),	هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾

১ রুকু

৩১. তার দ্বারা তুমি আমার শক্তি বৃদ্ধি করো,	اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِیْ ﴿۳۱﴾
৩২. তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দাও,	وَاَشْرِكْهُ فِیْٓ اَمْرِیْ ﴿۳۲﴾
৩৩. যাতে করে আমরা তোমার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি,	كَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا ﴿۳۳﴾
৩৪. তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি;	وَّنَذْكُرَكَ كَثِیْرًا ﴿۳۴﴾
৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের (কার্যক্রমের) সম্যক দ্রষ্টা।	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ﴿۳۵﴾
৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা, তুমি যা কিছু চেয়েছো তা (সবই) তোমাকে দেয়া হলো।	قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَكَ یٰمُوْسٰی ﴿۳۶﴾
৩৭. আমি তো (আগেও) একবার (অলৌকিকভাবে তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে) তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছিলাম,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓی ﴿۳۷﴾
৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের কাছে একটি ইংগিত পাঠিয়েছিলাম, (আসলে) সে (বিষয়টি) ইংগিত করে বলে দেয়ার মতো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ই ছিলো,	اِذْ اَوْحَیْنَآ اِلٰٓی اُمِّكَ مَا یُوْحٰٓی ﴿۳۸﴾
৩৯. (সে ইংগিতে বলা হয়েছিলো,) তুমি তাকে (জন্মের পর ফেরাউনের লোকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্যে একটি) সিন্দুকের ভেতরে রেখে দাও, অতপর তাকে (সিন্দুকসহ) নদীতে ভাসিয়ে দাও, যেন নদী তাকে (ভাসাতে ভাসাতে) তীরে ঠেলে দেয়, (আমি জানি) একটু পরেই তাকে (এমন এক ব্যক্তি)– উঠিয়ে নেবে যে আমার দুশমন এবং তারও দুশমন; (হে মূসা,) আমি আমার কাছ থেকে (ফেরাউন ও অন্য মানুষদের মনে) তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেন তুমি আমার চোখের সামনেই বড়ো হতে পারো।	اَنِ اقْذِفِیْهِ فِی التَّابُوْتِ فَاقْذِفِیْهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّیْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ ۚ۬ وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیْ ﴿۳۹﴾
৪০. যখন তোমার বোন (নদীর তীর ধরে) চলতে থাকলো এবং (এখানে এসে ফেরাউনের লোকজনদের) বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলে দেবো, কে এর লালন পালনের ভার নিতে পারবে, (তারা তোমার প্রতিপালনের প্রস্তাবে রাযি হয়ে গেলো); এভাবেই আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং (তোমাকে হারিয়ে) সে যেন চিন্তাক্লিষ্ট না হয়; (স্মরণ করো,) যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করলে, তখন আমি (হত্যাজনিত সেই) মানসিক যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এ ছাড়াও) তোমাকে আমি আরো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতপর তুমি বেশ কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও কাটিয়ে এলে! এরপর হে মূসা, আল্লাহর নির্ধারিত সময়েই তুমি (আজ) এখানে এসে উপস্থিত হলে।	اِذْ تَمْشِیْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰی مَنْ یَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓی اُمِّكَ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬۟ فَلَبِثْتَ سِنِیْنَ فِیْٓ اَهْلِ مَدْیَنَ ۬ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ یّٰمُوْسٰی ﴿۴۰﴾
৪১. আমি (দীর্ঘ পরীক্ষা দ্বারা) তোমাকে আমার নিজের (কাজের) জন্যে প্রস্তুত করেছি।	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِیْ ﴿۴۱﴾ ۚ

م ওয়াকফে লাযেম

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৪২. আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তুমি ও তোমার ভাই (ফেরাউনের কাছে) যাও, কখনো আমার যেকেরের মাঝে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না,	اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿৪২﴾
৪৩. তোমরা দু'জন (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে যাও, কেননা সে মারাত্মকভাবে সীমালংঘন করেছে,	اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿৪৩﴾
৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে, অথবা সে (আমায়) ভয় করবে।	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿৪৪﴾
৪৫. তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের রব, আমরা ভয় করছি, সে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা সে (আরো বেশী) সীমালংঘন করে বসবে।	قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿৪৫﴾
৪৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি, (সব কিছু) দেখি।	قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿৪৬﴾
৪৭. তোমরা উভয়ই তার কাছে যাও এবং (তাকে) বলো, আমরা তোমার মালিকের পাঠানো দুজন রসূল, অতএব (এ নিপীড়িত) বনী ইসরাঈলের লোকদের আমাদের সাথে যেতে দাও, তুমি তাদের (আর) কষ্ট দিয়ো না; আমরা তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি; যারা এ হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্যে (রয়েছে অনাবিল) শান্তি।	فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿৪৭﴾
৪৮. আমাদের ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি (তার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার ওপর (আল্লাহর) আযাব (নাযিল হবে)।	اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿৪৮﴾
৪৯. (এসব শোনার পর) ফেরাউন বললো, হে মূসা, কে (আবার) তোমাদের দু'জনের রব?	قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿৪৯﴾
৫০. মূসা বললো, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতপর তিনি (সবাইকে চলার পথ) বাতলে দিয়েছেন,	قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿৫০﴾
৫১. ফেরাউন বললো, তাহলে আগের লোকদের অবস্থা কি হবে?	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿৫১﴾
৫২. মূসা বললো, সে বিষয়ের জ্ঞান আমার মালিকের কাছে (সংরক্ষিত) গ্রন্থে মজুদ আছে, আমার রব কখনো ভুল পথে যান না– না (কারো) কথা তিনি ভুলে যান।	قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿৫২﴾
৫৩. তিনি এমন (এক সত্তা), যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ওতে তোমাদের (চলার) জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন; অতপর তা দিয়ে আমি (যমীন থেকে) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি।	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿৫৩﴾

২ রুকু

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝٥٤

৫৪. (তা) তোমরা নিজেরা খাও এবং (যমীনে) তোমাদের পশুদেরও চরাও; অবশ্যই এর (মাঝে) বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝٥٥

৫৫. (যে যমীনে তোমরা চলো) তা থেকেই আমি তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার বের করে আনবো।

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۝٥٦

৫৬. আমি (ফেরাউন)-কে আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) সে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অবিশ্বাস করেছে।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝٥٧

৫৭. (ফেরাউন বললো,) হে মূসা, (তুমি কি) এ জন্যে আমাদের কাছে এসেছো যে, তুমি তোমার যাদু (ও তেলেসমাতি) দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে।

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝٥٨

৫৮. (হাঁ,) আমরা অবশ্যই তোমার সামনে অতপর অনুরূপ যাদু এনে হাযির করবো, অতএব এসো তোমার এবং আমাদের মাঝে একটি (মোকাবেলার) ওয়াদা ঠিক করে নিই, যার আমরাও খেলাপ করবো না, তুমিও করবে না, (এটা হবে) খোলা ময়দানে–

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝٥٩

৫৯. সে বললো, হাঁ তোমাদের (প্রতিযোগিতার) ওয়াদা হবে উৎসবের দিন, (সেদিন) মধ্য দিনেই যেন লোকজন এসে জমা হয়ে যায়।

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۝٦٠

৬০. (অতপর) ফেরাউন উঠলো এবং যাদু (ও তার সামানপত্র) জমা করলো, তারপর (প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে) সে (ময়দানে) এসে হাযির হলো।

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۝٦١

৬১. মূসা তাদের বললো, দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না, এমনটি করলে তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন, (আর) যে ব্যক্তি মিথ্যা বানায় সে (তো এমনি) ব্যর্থ হয়ে যায়।

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ۝٦٢

৬২. (মূসার কথা শুনে) তারা নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মতবিরোধ করলো, কিন্তু (এই) সলাপরামর্শকে তারা গোপনই রাখলো।

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۝٦٣

৬৩. (ফেরাউনের) লোকজন বললো, অবশ্যই এ দুজন মানুষ হচ্ছে (বড়ো) যাদুকর, তারা যাদুর (খেলা) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের এ উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থার অস্তিত্বই খতম করে দিতে চায়।

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۝٦٤

৬৪. অতপর (হে যাদুকররা), তোমরা তোমাদের সব যাদু একত্রিত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হয়ে যাও, আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।

৬৫. তারা বললো, হে মূসা (আগে) তুমি (তোমার লাঠি) নিক্ষেপ করবে– না আমরা নিক্ষেপ করবো?	قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥
৬৬. সে বললো, তোমরাই বরং (আগে) নিক্ষেপ করো, যাদুর প্রভাবে তার কাছে মনে হলো তাদের (যাদুর) রশি ও লাঠিগুলো বুঝি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে,	قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦
৬৭. (এতে) মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভয় (শংকা) অনুভব করলো।	فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ٦٧
৬৮. আমি বললাম (হে মূসা), তুমি ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে।	قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ٦٨
৬৯. (হে মূসা,) তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিক্ষেপ করো (দেখবে,) যা (যাদুর) খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মূলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা (ছিলো) যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো কামিয়াব হয় না– যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন!	وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩
৭০. (মূসার লাঠি অজগর হয়ে যখন যাদুকরদের সাপগুলোকে গিলে ফেললো) তখন যাদুকররা সাজদাবনত হয়ে গেলো। তারা বললো, আমরা হারূন ও মূসার মালিকের ওপর ঈমান আনলাম।	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
৭১. ফেরাউন বললো, আমি তোমাদের (এ ধরনের) কোনো অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আমি দেখতে পাচ্ছি) সে-ই হচ্ছে তোমাদের গুরু, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে, আমি তোমাদের হাত পা উল্টো দিক থেকে কেটে ফেলবো, তদুপরি আমি তোমাদের খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবো, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আমাদের (উভয়ের) মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।	قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٧١
৭২. তারা বললো, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে এবং যিনি আমাদের পয়দা করেছেন, তাঁর ওপর আমরা কখনোই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই করো; তুমি (বড়ো জোর আমাদের) এ পার্থিব জীবন সম্পর্কেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;	قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٧٢
৭৩. আমরা অবশ্যই আমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ–(বিশেষ করে) তুমি যে আমাদের যাদু করতে বাধ্য করেছো তা যেন মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তিনিই হচ্ছেন অধিকতরো স্থায়ী।	إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ٧٣
৭৪. যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার মালিকের দরবারে হাযির হবে, অবশ্যই তার জন্যে	إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
জাহান্নাম নিদৃষ্ট হয়ে যাবে, আর (জাহান্নাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না!	جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾
৭৫. অপর দিকে যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে মোমেন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাযির হবে– তারাই হবে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা,	وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾
৭৬. জান্নাত হচ্ছে এমন এক স্থায়ী নিবাস, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল; এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে (জীবনকে গুনাহ থেকে) পবিত্র করেছে।	جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾
৭৭. আমি মূসার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়ই (এ দেশ ছেড়ে) চলে যাও এবং ওদের জন্যে তুমি সমুদ্রের মধ্যে একটি শুষ্ক সড়ক বানিয়ে নাও, তোমার পেছন থেকে কারো ধাওয়া করার আশংকা করবে না– না তোমার (সাগরের মাঝখান থেকে পার হওয়ার কোনো) ভয় থাকবে।	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ ۙ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾
৭৮. (মূসা তার জাতিকে নিয়ে সাগর পানে বেরিয়ে গেলো,) ফেরাউন ও তার সৈন্য সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সাগরের (অথৈ) পানি তাদের ডুবিয়ে দিলো, ঠিক যেমনটি তাদের ডুবিয়ে দেয়া উচিত ছিলো;	فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
৭৯. ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে দিয়েছে, সে তাদের সঠিক পথ দেখায়নি।	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾
৮০. হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের শত্রু (ফেরাউন) থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং আমি তোমাদের (নবীর) কাছে তূর (পাহাড়ের) ডান দিকের যে (স্থানে তাওরাত গ্রন্থ দানের) ওয়াদা করেছিলাম (তাও পূরণ করেছি), তোমাদের জন্যে আমি 'মান' এবং 'সালওয়া' (নামের খাবার–) নাযিল করেছি।	يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾
৮১. তোমাদের আমি যে পবিত্র খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের ওপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর আমার গযব অবধারিত হবে সে তো এমনিই ধ্বংস হয়ে যাবে!	كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾
৮২. আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতপর হেদায়াতের পথে (অবিচল) থাকলো।	وَإِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾
৮৩. (আমি বললাম,) হে মূসা, কোন্ জিনিস তোমার জাতির লোকদের কাছ থেকে (এখানে আসার জন্যে) তোমাকে তাড়াহুড়ো করালো!	وَمَآ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾
৮৪. (সে বললো) তারা তো আমার পেছনেই রয়েছে, আমি তোমার কাছে আসতে এজন্যে তাড়াতাড়ি	قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلٰٓى أَثَرِيْ وَعَجِلْتُ

৩ রুকু

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

করলাম যাতে করে হে মালিক, তুমি (আমার ওপর) সন্তুষ্ট হও,

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

৮৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার (চলে আসার) পর আমি তোমার জাতিকে (আরেক) পরীক্ষায় ফেলেছি, ‘সামেরী’ (নামের এক ব্যক্তি) তাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

৮৬. অতপর মূসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার জাতির কাছে ফিরে এলো, সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের রব কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি (যে, তোমাদের তিনি এ যমীনের কর্তৃত্ব সমর্পণ করবেন), তবে কি (আল্লাহ তায়ালার) প্রতিশ্রুতি (-র ‘সময়’টাকে) তোমাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিলো, কিংবা তোমরা এটাই চেয়েছিলে যে, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের গযব অবধারিত হয়ে পড়ুক, (এবং এভাবে) তোমরা আমার ওয়াদা ভংগ করে ফেললে!

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বললো (হে মূসা), আমরা নিজেদের ইচ্ছায় তোমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করিনি বরং জাতির (মানুষদের) অলংকারপত্রের বোঝা আমাদের ওপর চাপানো হয়েছিলো, আমরা তা (বইতে না পেরে আগুনে) নিক্ষেপ করে দেই, আর এভাবেই সামেরীও (অলংকারগুলো) নিক্ষেপ করলো;

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারপর সে (অলংকার দিয়ে) তাদের জন্যে একটি বাছুর বের করে আনলো, (মূলত) তা (ছিলো) একটি (নিষ্প্রাণ) অবয়ব, তাতে গরুর (মতো) শব্দ ছিলো (মাত্র), তারা (এটুকু দেখেই) বলতে লাগলো, এ হচ্ছে তোমাদের মাবুদ, (এটি) মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা (এর কথা) ভুলে গেছে।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. (ধিক তাদের বুদ্ধির ওপর,) তারা কি দেখে না, ওটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না, না ওটা তাদের কোনো রকম ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে!

৪ রুকু

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ﴿٩٠﴾

৯০. (মূসা তার জাতির কাছে ফিরে আসার) আগেই হারূন তাদের বলেছিলো, হে আমার জাতি, এ (গো-বাছুর) দ্বারা তোমাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের রব তো হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।

قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

৯১. ওরা বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসবে আমরা এর (পূজা) থেকে বিরত হবো না।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৯২. মূসা বললো, হে হারূন, তুমি যখন দেখলে ওরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো–	قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ﴿٩٢﴾
৯৩. যে, তুমি আমার কথার অনুসরণ করলে না! তুমি কি আমার আদেশ (তাহলে) অমান্যই করলে?	اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾
৯৪. সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার দাড়ি ও মাথার (চুল) ধরো না, আমি (এমনি একটি) আশংকা করেছিলাম, তুমি (ফিরে এসে হয় তো) বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্ন নাওনি।	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾
৯৫. সে বললো হে সামেরী (বলো), তোমার ব্যাপারটা কি (হয়েছিলো?)	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾
৯৬. সে বললো, আসলে আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা কখনো দেখতে পায়নি, (ঘটনাটা ছিলো), আমি (আল্লাহর) বাণীবাহকের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) নিয়ে নিলাম, অতপর তা (ওতে) নিক্ষেপ করলাম, আমার মন (কেন জানি) এভাবেই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾
৯৭. সে বললো, চলে যাও (আমার সম্মুখ থেকে), তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এ (শাস্তিই নির্ধারিত) হলো, তুমি বলতে থাকবে- 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না', এ ছাড়া তোমার জন্যে আরো আছে (পরকালের আযাবের) ওয়াদা, যা কখনো তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না, তাকিয়ে দেখো তোমার বানানো মাবুদের প্রতি, যার পূজায় তুমি (এতোদিন) রত ছিলে; আমি ওকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তার ছাই বিক্ষিপ্ত করে (সমুদ্রে) নিক্ষেপ করবো।	قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾
৯৮. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই; তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।	اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾
৯৯. (হে নবী, মূসার) যেসব ঘটনা তোমার আগে ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবেই তোমাকে শুনাচ্ছি, (তা ছাড়া) আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে একটি স্মরণিকাও দান করেছি।	كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۚۖ﴿٩٩﴾
১০০. যে কেউই এ (স্মরণিকা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন (নিজ কাঁধে) গুনাহের এক ভারী বোঝা বইবে,	مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ﴿١٠٠﴾
১০১. তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; কেয়ামতের (কঠিন) দিনে তাদের জন্যে এ বোঝা কতো মন্দ (প্রমাণিত)হবে!	خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۙ﴿١٠١﴾
১০২. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো যে, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (হয়ে যাবে)।	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚۖ﴿١٠٢﴾
১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড়ো জোর) দশ দিন অবস্থান করে এসেছো।	يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. (আসলে সে অবস্থানের পরিমাণ নিয়ে) তারা যা কিছু বলছিলো তা আমি জানি, (বিশেষ করে) যখন তাদের মধ্যকার সবচাইতে বিবেকবান ব্যক্তিটি বলবে, তোমরা তো (দুনিয়ায়) মাত্র একদিন অবস্থান করে এসেছো!

৫
রুকু

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (কেয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কি হবে) জানতে চাইবে, তুমি বলো, (সে সময়) আমার রব এগুলোকে উড়িয়ে দেবেন,

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. অতপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেবেন,

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَاۤ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. তুমি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু নীচু দেখবে না;

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. সেদিন সব মানুষ একজন আহ্বানকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না, সেদিন দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (প্রচন্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (ভীতবিহ্বল মানুষের পায়ে চলার) মৃদু আওয়ায ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. সেদিন কারো কোনোরকম সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার ব্যাপার আলাদা।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন, তারা তা দিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞানকে কোনো দিনই পরিবেষ্টন করতে পারে না।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۭ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১১. (সেদিন) মানুষের চেহারাগুলো চিরঞ্জীব ও অনাদি সত্তার সামনে অবনত হয়ে যাবে, ব্যর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে সেদিন শুধু যুলুমের ভারই বহন করবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১২. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (দুনিয়ায়) নেক কাজ করেছে, (সেদিন) সে কোনো যুলুমের ভয় করবে না– না তার কোনো ক্ষতির ভয় থাকবে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. এভাবেই আমি কোরআনকে (পরিষ্কার) আরবী (ভাষায়) নযিল করেছি এবং তাতে (আযাবের) সাবধানতা সংক্রান্ত কথাগুলো সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যেন তারা (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা (তাদের মনে) তা তাদের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. আল্লাহ তায়ালা অতি মহান, তিনিই (সৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (হে নবী), তোমার কাছে তার ওহী নাযিল পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না, (তবে জ্ঞান বাড়াতে চাইলে) বলো, হে আমার রব, তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

৬ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১১৫. অবশ্য আমি এর আগে আদমের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম, কিন্তু (একপর্যায়ে শয়তানের প্ররোচনায়) সে (তা) ভুলে গেছে, (আসলে) আমি (কখনো) তার মধ্যে খুব দৃঢ় সংকল্প পাইনি।	وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾
১১৬. আমি ফেরেশতাদের যখন বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা (সাথে সাথেই) সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস! (সে সাজদা করতে) অস্বীকার করলো।	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾
১১৭. আমি বললাম, হে আদম, এ (শয়তান) হচ্ছে তোমার ও তোমার (জীবন) সাথীর দুশমন; সুতরাং (দেখো) এমন যেন না হয়, সে তোমাদের উভয়কেই জান্নাত থেকে বের করে দেবে, ফলে তুমি দারুণ দুঃখ কষ্টে পড়ে যাবে,	فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾
১১৮. নিসন্দেহে তোমার অবস্থা এমন যে, এখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না– না তুমি কখনো পোশাকবিহীন হবে!	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾
১১৯. তুমি এখানে (কখনো) পিপাসার্ত হবে না, কখনো রোদেও কষ্ট পাবে না!	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾
১২০. অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে (তাকে) বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলবো এবং বলবো কি এমন রাজত্বের কথা, যার কখনো পতন হবে না!	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾
১২১. অতপর তারা উভয়ে ওই (নিষিদ্ধ গাছের) ফল খেলো, সাথে সাথেই তাদের শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলো, এভাবেই আদম তার মালিকের না-ফরমানী করলো, অতপর সে (সাময়িকভাবে) পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো।	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾
১২২. অতপর তাঁর রব তাঁকে (নবী হিসেবে) বাছাই করে নিলেন, তাঁর ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাঁকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন।	ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾
১২৩. তিনি বললেন, (শয়তান ও তোমাদের) উভয় দলই এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমরা কিন্তু একজন আরেক জনের দুশমন, অতপর তোমাদের কাছে (দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্যে) আমার কাছ থেকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) আসবে, যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে সে না কখনো (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে, না (আখেরাতে সে) কষ্ট পাবে।	قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾
১২৪. (হাঁ,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাযির করবো।	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾
১২৫. সে বলবে, হে আমার রব, তুমি আমাকে কেন (আজ) অন্ধ বানিয়ে উঠালে? (দুনিয়াতে তো) আমি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই ছিলাম!	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

১২৬. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে দুনিয়াতে) তুমি এমনি (অন্ধই) ছিলে! আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো, অতপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, এভাবে আজ তোমাকেও ভুলিয়ে দেওয়া হবে।

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿১২৬﴾

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং তার মালিকের আয়াতের ওপর কখনো ঈমান আনেনি, আমি তাদের এভাবেই শাস্তি দেবো। নিসন্দেহে আখেরাতের আযাব হচ্ছে বেশী কঠিন এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿১২৭﴾

১২৮. (এ বিষয়টিও) কি এদের পথ প্রদর্শন করেনি যে, এদের আগে আমি কতো কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, আর এ (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদসমূহের ওপর দিয়ে এরা তো (হরহামেশাই) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে বিবেকবান মানুষদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿১২৮﴾

৭ রুকু

১২৯. যদি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এদের অবকাশ দেয়ার এ) ঘোষণা না থাকতো এবং এদের ওপর আযাব আসার সুনির্দিষ্ট কালক্ষণ আগেই ঠিক করা না থাকতো, তাহলে এদের ওপর (কবেই আযাব) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো;

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿১২৯﴾

১৩০. অতএব (হে নবী), এরা যা কিছু বলে তুমি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (বরং) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো– সূর্যোদয়ের আগে ও তা অস্ত যাওয়ার আগে, রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রান্তেও তুমি (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করো, যেন তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿১৩০﴾

১৩১. (হে নবী,) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের সেসব উপকরণ আমি তাদের অনেককেই দিয়ে রেখেছি, তার দিকে তুমি কখনো তোমার দুচোখ তুলে তাকাবে না, (এসব কিছু আমি এ কারণেই দিয়েছি) যেন আমি তাদের সেখানে পরীক্ষা করতে পারি, (মূলত) তোমার মালিকের রেযেকই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿১৩১﴾

১৩২. (হে নবী,) তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো, আমি তোমার কাছে কোনোরকম রেযেক চাই না, রেযেক তো তোমাকে আমিই দান করি; তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যেই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿১৩২﴾

১৩৩. তারা বলে, এ ব্যক্তি তাঁর মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন; (তুমি কি মনে করো,) তাদের কাছে সেসব দলীল প্রমাণ আসেনি– যা আগের কিতাবসমূহে মজুদ রয়েছে!

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿১৩৩﴾

১৩৪. আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে অবশ্যই এরা বলতো, হে আমাদের রব, তুমি (আযাব পাঠাবার আগে) আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন? (রসূল) পাঠালে আমরা এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿১৩৪﴾

১৩৫. (হে নবী,) তুমি বলো (হাঁ), প্রত্যেক ব্যক্তিই (তার কাজের প্রতিফল পাবার) অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরাও অপেক্ষা করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে সোজা পথের অনুসারী কারা, আর কারাই বা সঠিক পথ পেয়েছে।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿১৩৫﴾

৮ রুকু

পারা ১৭

আয়াত ১১২
রুকু ৭

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আম্বিয়া
মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মুহূর্তটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা (এখনো) উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে আছে,	ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ مُّعۡرِضُونَ ١
২. যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন (মনে হয়) তারা তা শুনছে, অথচ তারা (তখনও) নানারকম খেলাধুলায় নিমগ্ন থাকে,	مَا يَأۡتِيهِم مِّن ذِكۡرٖ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ ٢
৩. ওদের মন সম্পূর্ণ অমনোযোগী; যারা যালেম তারা গোপনে বলাবলি করে, এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমরা কি (সব কিছু) দেখে শুনেও (তার) যাদুর ফাঁদে ফেঁসে যাবে?	لَاهِيَةٗ قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡۖ أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣
৪. সে বললো, আমার রব (প্রতিটি) কথা জানেন, তা আসমানে থাকুক কিংবা যমীনে, তিনি (সব) শোনেন, (সব) জানেন।	قَٰلَ رَبِّي يَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٤
৫. তারা তো বরং (কোরআনের ব্যাপারে এও) বলে যে, এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্ন, সে নিজেই এসব উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, (নবী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) সে এমন সব নিদর্শন নিয়ে আসুক, যা দিয়ে (আগের নবীদের) পাঠানো হয়েছিলো।	بَلۡ قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمِۭ بَلِ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٞ فَلۡيَأۡتِنَا بِـَٔايَةٖ كَمَآ أُرۡسِلَ ٱلۡأَوَّلُونَ ٥
৬. এদের আগে এমন সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা (এসব নিদর্শন দেখেও) ঈমান আনেনি, (তুমি কি মনে করো) এরা (এখন) ঈমান আনবে?	مَآ ءَامَنَتۡ قَبۡلَهُم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَآۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ ٦
৭. তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমরা যদি না জানো তাহলে (আগের) কিতাবধারীদের কাছে জিজ্ঞেস করো।	وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧
৮. আমি তাদের এমন দেহাবয়ব দিয়ে পয়দা করিনি যে, তারা খাবার খেতো না, (তা ছাড়া), তারা কেউ (এ দুনিয়ায়) চিরস্থায়ীও হয়নি!	وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدٗا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ ٨
৯. অতপর আমি (আযাবের) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখালাম, (আযাব এলে) আমি যাদের চাইলাম শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, আর সীমালংঘনকারীদের আমি সমূলে বিনাশ করে দিলাম।	ثُمَّ صَدَقۡنَٰهُمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَٰهُمۡ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٩

২৩ক

১০. (হে মানুষ,) আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের (সবার) কথাই (মজুদ) রয়েছে, তোমরা কি (সে কথাগুলো) বুঝতে পারছো না?	لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ كِتٰبًا فِیْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۠ ﴿١٠﴾
১১. আমি এর আগে কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো (আসলেই) যালেম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ﴿١١﴾
১২. এরা যখন আমার আযাবকে (একান্ত) সামনে দেখতে পেলো তখন তারা সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো।	فَلَمَّاۤ اَحَسُّوْا بَاْسَنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا یَرْكُضُوْنَ ؕ ﴿١٢﴾
১৩. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) তোমরা (আজ) পালিয়ো না, (বরং) ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে যেখানে তোমরা আরাম করছিলে, সম্ভবত তোমাদের (এসব ব্যাপারে কিছু) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْۤا اِلٰی مَاۤ اُتْرِفْتُمْ فِیْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালেম ছিলাম।	قَالُوْا یٰوَیْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ﴿١٤﴾
১৫. অতপর তারা এ আহাযারি করতেই থাকলো, যতোক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিলাম, আমি তাদের কাটা ফসলকে নির্বাপিত আলোকরশ্মি বানিয়ে দিলাম।	فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰی جَعَلْنٰهُمْ حَصِیْدًا خٰمِدِیْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুকে আমি কোনো খেল-তামাশার জন্যে পয়দা করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لٰعِبِیْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আমি যদি কোনো খেল-তামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমার কাছে যা (নিষ্প্রাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই আমি (এসব কিছু) বানিয়ে দিতাম।	لَوْ اَرَدْنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّاۤ ۖۗ اِنْ كُنَّا فٰعِلِیْنَ ﴿١٧﴾
১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতপর সে (সত্য) এ (মিথ্যা)-র মগয বের করে দেয়, (এর ফলে যা মিথ্যা) তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা কিছু উদ্ভাবন করছো (তা থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র)।	بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর (মালিকানাধীন), তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তারা কখনো তাঁর এবাদাত করতে অহংকার করে না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না,	وَلَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا یَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ ﴿١٩﴾
২০. তারা দিবানিশি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না।	یُسَبِّحُوْنَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا یَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

১ রুকু

২৩খ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার বদলে) যমীনের কোনো কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিচ্ছে– যারা এদের পুনরুত্থান ঘটাবে?	أَمِ اتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾
২২. যদি (আসমান যমীন) এ দুয়ের মাঝে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আরো অনেক মাবুদ থাকতো, তাহলে (কবেই এর) উভয়টাই বিপর্যস্থ হয়ে যেতো, এরা যা কিছু বলে, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান!	لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে।	لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. এরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (অন্যদের) মাবুদ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা তোমাদের দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা হচ্ছে) আমার সাথে যে আছে তার কিতাব, (এটা হচ্ছে) আমার আগে যে ছিলো তার কিতাব, (পারলে এখান থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো, আসলে); এদের অধিকাংশই (প্রকৃত সত্য) জানে না, এরা (সত্য থেকেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।	أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই এবাদাত করো।	وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾
২৬. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, দয়াবান আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের (নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; (মূলত) তিনি (এসব কথাবার্তা থেকে) অনেক পবিত্র; বরং তারা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সম্মানিত বান্দা,	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَٰنَهُۥ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা (কখনো) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে।	لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা আল্লাহ তায়ালার সমীপে সেসব লোক ছাড়া অন্য কারো জন্যেই সুপারিশ করে না যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারা (নিজেরাও সব সময়) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকে)।	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۙ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. (যারা অহংকারী) তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার বদলে আমিই হচ্ছি মাবুদ, তাহলে তাকে আমি এ জন্যে জাহান্নামের (কঠিন) শাস্তি দেবো; (মূলত) আমি যালেমদের এভাবেই শাস্তি দেই।	وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

২ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩০. যারা (আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে) অস্বীকার করে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এই সত্যের পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
৩১. আমি যমীনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে, আমি ওতে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা (তা দিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে পারে।	وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
৩২. আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে স্থাপন করেছি, কিন্তু এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা তার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٢
৩৩. আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সুরুজ ও চাঁদ পয়দা করেছেন; এরা প্রত্যেকেই (মহাকাশের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٣
৩৪. (হে নবী,) আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; (আজ) তুমি মরে গেলে (তুমি কি মনে করো) তারা এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে?	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُونَ ٣٤
৩৫. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ,) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি; অতপর (তোমাদের) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
৩৬. কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল তাদের বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা (তোমার দিকে ইশারা করে) বলে, এ কি সে ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের (মন্দভাবে) স্মরণ করে, আসলে এরা (নিজেরাই) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণকে অস্বীকার করে।	وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُونَ ٣٦
৩৭. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াহুড়ো (করার প্রকৃতি) দিয়ে, অচিরেই আমি তোমাদের আমার (কুদরতের) নিদর্শনগুলো দেখিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়ো কামনা করো না।	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ اٰيٰتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
৩৮. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কেয়ামতের এ ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে?	وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ٣٨
৩৯. যদি কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

তারা তাদের সামনে ও তাদের পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়) তাদের (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না।	لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ٣٩
৪০. (মূলত কেয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেয়া হবে!	بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ٤٠

৩ রুকু

৪১. (হে নবী,) তোমার আগেও অনেক রসূলকে (এভাবে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, পরে (দেখা গেলো) তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٤١
৪২. (হে নবী,) তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (আযাব) থেকে রক্ষা করবে- তা রাতের বেলায় আসুক কিংবা দিনের বেলায় আসুক, কিন্তু এরা নিজেদের মালিকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।	قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ٤٢
৪৩. তবে কি তাদের আরো কোনো মাবুদ আছে যারা আমার (আযাব) থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে; তারা তো নিজেদেরই কোনো সাহায্য করতে পারবে না, না তারা আমার (আযাব) থেকে নিরাপদ!	اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ٤٣
৪৪ কিন্তু আমি এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের যাবতীয় ভোগসম্ভার দান করে যাচ্ছিলাম এবং এভাবে এদের ওপর দিয়ে (সমৃদ্ধির) এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; তারা কি দেখতে পাচ্ছে না, আমি যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি, তারপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)?	بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ٤٤
৪৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি শুধু ওহী দিয়েই তোমাদের (জাহান্নামের) ভয় দেখাই, কিন্তু এ বধিররা কোনো ডাকই শুনতে পায় না, তাদের সতর্ক করা হলেও (তারা কিছুই শুনতে পায় না)।	قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖؗ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ٤٥
৪৬. (অথচ) তোমার মালিকের আযাবের সামান্য কিছু অংশও যদি এদের স্পর্শ করে অবশ্যই তখন এরা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!	وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ٤٦
৪৭. কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে কিছু মানদন্ড স্থাপন করবো,	وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿৪৭﴾	অতপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম যুলুম হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের সময়) তাকে আমি (যথার্থই) এনে হাযির করবো, হিসাব নেয়ার জন্যে আমিই যথেষ্ট।
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿৪৮﴾	৪৮. নিসন্দেহে আমি মূসা ও হারূনকে (ন্যায় অন্যায়ের) ফয়সালাকারী একটি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তাকওয়া অবলম্বনকারী লোকদের জন্যে দিয়েছিলাম (আঁধারে চলার) আলো ও (জীবনে চলার) উপদেশ,
ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿৪৯﴾	৪৯. (এটা তাদের জন্যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে গায়ব থেকে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।
وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿৫০﴾	৫০. আর এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ উপদেশ, আমিই এটি নাযিল করেছি, তোমরা কি এর অস্বীকারকারী হতে চাও ?
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿৫১﴾	৫১. (এর) আগে আমি ইবরাহীমকে তাঁর ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম,
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿৫২﴾	৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, এ মূর্তিগুলো আসলে কি– যার (এবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো।
قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ﴿৫৩﴾	৫৩. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর এবাদাত করতে দেখেছি।
قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿৫৪﴾	৫৪. সে বললো, (এগুলো করে) তোমরা নিজেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছো, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও (এ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো)।
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ﴿৫৫﴾	৫৫. তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে কোনো সত্য নিয়ে এসেছো, না অযথাই তুমি (আমাদের সাথে) তামাশা করছো।
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿৫৬﴾	৫৬. সে বললো (না, এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়), বরং তোমাদের রব যিনি, তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের রব, তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি নিজেই হচ্ছি এর সাক্ষীদের একজন।
وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ ﴿৫৭﴾	৫৭. আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (এখান থেকে) পেছনে সরে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করবো।

৪ রুকু

৫৮. অতপর (তারা চলে গেলে) ওদের বড়োটি ছাড়া অন্য মূর্তিগুলোকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, যাতে করে তারা (ঘটনা জানার জন্যে) তার দিকেই ধাবিত হতে পারে।	فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (মূর্তিদের এ দুরবস্থা দেখে) তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরণ করলো কে? যে-ই করেছে নিসন্দেহে সে যালেমদেরই একজন।	قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি এক যুবক ওদের (কথা) আলোচনা করছিলো, (হ্যাঁ) সে যুবককে বলা হয় ইবরাহীম;	قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বললো, (যাও) তাকে সব মানুষের চোখের সামনে এনে হাযির করো, যাতে করে তারা (তার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে।	قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. (ইবরাহীমকে আনার পর) তারা (তাকে) জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের মাবুদগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো;	قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾
৬৩. সে বললো, বরং ওদের বড়োটিই সম্ভবত এসব (কিছু) ঘটিয়েছে, তোমরা তাদেরই জিজ্ঞেস করো না, তারা যদি কথা বলতে পারে!	قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. (ইবরাহীমের যুক্তি শুনে) তারা নিজেদের দিকেই ফিরে এলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো (যালেম তো সে নয়, যে ওটা ভেংগেছে), যালেম তো হচ্ছো তোমরা– (যারা এর পূজা করো),	فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতপর (লজ্জায়) ওদের মাথা অবনত হয়ে গেলো, ওরা বললো (হে ইবরাহীম), তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।	ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে বললো, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা করো যারা (কথা বলতে পারে না) তোমাদের উপকার করতে পারে না, তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।	قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তাদের জন্যেও; তোমরা কি (কিছুই) বুঝতে পারছো না।	اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. (এ সময় রাজার) লোকেরা বললো, একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে (তার থেকে) তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করো।	قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (অপরদিকে) আমিও (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও,	قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾
৭০. ওরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি (উল্টো) তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত (ও ব্যর্থ) করে দিলাম,	وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. অতপর আমি তাঁকে এবং (নবী) লূতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সৃষ্টিকূলের জন্যে অনেক কল্যাণ রেখেছি।	وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. অতপর আমি ইবরাহীমকে (তার ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম; তার ওপর আরো দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব; এদের সবাইকেই আমি ভালো (মানুষ) বানিয়েছিলাম,	وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, তারা (সর্বত্রই) আমার আনুগত্য করতো।	وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আর (ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করেছিলাম, তাকে আমি এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যে জনপদ শুধু অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গুনাহগার জাতি,	وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আমি তাকে আমার (অপরিসীম) অনুগ্রহের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি; নিসন্দেহে সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল (নবী)।	وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. (নবী,) নূহ যখন আমাকে ডেকেছিলো, (ডেকেছিলো ইবরাহীমেরও) আগে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,	وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾
৭৭. আমি তাঁকে এমন এক জাতির মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো; তারা ছিলো খারাপ জাতের লোক, অতপর আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি।	وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনাও (তাদের শোনাও), যখন তারা দু'জন একটি ক্ষেতের ফসলের (মোকদ্দমায়) রায় প্রদান করছিলো– (মোক দ্দমাটা ছিলো এমন), রাতের বেলায় কিছু মেষ (মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে) তা তছনছ করে দিলো,	وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

৫ রুকু

আমি নিজেও তাদের সাথে এ বিচারপর্ব পর্যবেক্ষণ করছিলাম,	وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতপর আমি (সঠিক রায় যা–) তা সোলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আমি পাহাড় পর্বত এবং পাখ-পাখালিকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যেন তারাও (তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারে; আর (এ সব কিছু) আমিই ঘটাচ্ছিলাম।	فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আমি তাকে তোমাদের (যুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো, তোমরা কি (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করবে না?	وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আমি প্রবল হাওয়াকে সোলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি (এর) প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি।	وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২ শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু কিছু (জ্বিন অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো, এ ছাড়াও এরা তার জন্যে (আরো) বহু কাজ আঞ্জাম দিতো, (আসলে) তাদের সবার রক্ষক তো আমিই ছিলাম,	وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. (স্মরণ করো,) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (তুমি আমায়) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো (নিরাময়কারী) সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,	وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিলো তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফলের (কথাও স্মরণ করো), এরা সবাই ছিলো (আমার) ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত,	وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম, কেননা তারা ছিলো নেককার মানুষদের দলভুক্ত।	وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭. (স্মরণ করো) 'যুন্নুন' (-মাছের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীর কথা), যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো, সে মনে করেছিলো আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবো না, (একপর্যায়ে আমি যখন তাকে ধরে ফেললাম), তখন সে (মাছের পেটের) অন্ধকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, (হে আল্লাহ), তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি,	وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে (তাঁর মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মোমেন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তাঁর মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে একা (নিসন্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী,	وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. অতপর আমি তাঁর জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহইয়া এবং তাঁর (আশা পূরণের) জন্যে আমি তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; এ লোকগুলো সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো আমার অনুগত (বান্দা)।	فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. (স্মরণ করো সেই পুণ্যবতী নারীকে,) যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, অতপর তার মধ্যে আমি আমার পক্ষ থেকে এক (বিশেষ সম্মানী) আত্মা ফুঁকে দিলাম, এভাবে আমি তাকে এবং তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্যে এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলাম।	وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾
৯২. এ হচ্ছে তোমাদেরই জাতি, এরা সবাই একই জাতি, আর আমি তোমাদের সবাইর রব, অতএব তোমরা আমারই গোলামী করো।	اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾
৯৩. (কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (দ্বীনের) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে ফেললো; এদের সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।	وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾
৯৪. কোনো ব্যক্তি যদি মোমেন অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে তাহলে তার (সৎপথে চলার) প্রচেষ্টাকে কিছুতেই অস্বীকার করা হয় না, অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজ) লিখে রাখি।	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾

৬ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৯৫. এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে জাতিকে আমি একবার ধ্বংস করে দিয়েছি তারা আবার (তাদের ধ্বংস পূর্ব অবস্থায়) ফিরে আসবে।	وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. এমনকি যখন (কেয়ামতের নির্দশন হিসেবে) ইয়াজুজ ও মা'জুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকবে।	حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. (যখন কেয়ামতের) অমোঘ প্রতিশ্রুতি আসন্ন হয়ে আসবে, (তখন) তাকে আসতে দেখে যারা একে অস্বীকার করেছিলো তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায়, কতোই না দুর্ভোগ আমাদের, আমরা এ (দিন) সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!	وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সেসব কিছু, যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে মাবুদ বানাতে, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে; (আজ) তোমাদের সবাইকেই সেখানে পৌঁছতে হবে।	اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. তারা যদি সত্যি সত্যিই মাবুদ হতো, তাহলে আজ তারা কিছুতেই সেখানে পৌঁছতো না; (উপাস্য উপাসক) সবাই তাতে চিরকাল ধরে অবস্থান করবে।	لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ আর্তনাদই (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চীৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।	لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. (অপরদিকে) যাদের জন্যে আমার কাছ থেকে (অনন্ত) কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, অবশ্যই তাদের (জাহান্নাম ও) তার (আযাব) থেকে (অনেক) দূরে রাখা হবে,	اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. তারা (সেখানে ভয়াবহ চীৎকারের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং) থাকবে তাদের মন যা চায় তাই, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে,	لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. (জাহান্নামের) বড়ো ভীতি তাদের (সেদিন মনে) কোনো রকম দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারবে না, (সেদিন) ফেরেশতারা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবে; (হাঁ) তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো– এ হচ্ছে তোমাদের সে (ওয়াদা পূরণের) দিন।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

অনুবাদ	আয়াত
১০৪. (এটা হবে এমন একদিনের ঘটনা) যেদিন আমি আসমানসমূহ গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কিতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়; যেভাবে আমি একদিন এ সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, এটা (এমন এক) ওয়াদা, (যা) পালন করা আমার ওপর জরুরী; আর এ কাজ তো আমি করবোই।	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾
১০৫. আমি যবুর কিতাবেও এ উপদেশ উল্লেখের পর (দুনিয়ার কর্তৃত্বের ব্যাপারে) এ কথা লিখে দিয়েছি, আমার যোগ্য ও নেক বান্দারাই (এ) যমীনের উত্তরাধিকার হবে।	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. এ (কথার) মধ্যে (আমার) অনুগত বান্দাদের জন্যে একটি ঘোষণা আছে;	إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾
১০৭. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾
১০৮. তুমি বলো, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ একজনই, তোমরা কি (তাঁর) অনুগত হবে না?	قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. (হ্যাঁ,) তারা যদি (তোমার কথা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদের (জান্নাতের সুখবরের পাশাপাশি আযাবের ব্যাপারেও) একই পরিমাণ সতর্ক করেছি, আমি একথা জানি না, যে (আযাবের) ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে তা কি খুব কাছে, নাকি (অনেক) দূরে?	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾
১১০. একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনিই জানেন যা কিছু তোমরা (অন্তরে) গোপন করো।	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾
১১১. আমি জানি না, (অবকাশের) এ (সময়টুকু) হতে পারে তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা (মাত্র, কিংবা হতে পারে) সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে (তোমাদের) কিছু মাল সম্পদ (দান করা)।	وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾
১১২. সে বললো, হে আমার রব, তুমি (এদের বিষয়টি) ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও (হে মানুষ); তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কথা বানাচ্ছো, সেসব (অনিষ্টের) ব্যাপারে একমাত্র আমাদের রব দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছেই আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে।	قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

৭ রুকু

আয়াত ৭৮
রুকু ১০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হাজ্জ
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, অবশ্যই কেয়ামতের কম্পন (হবে) একটি ভয়ংকর ঘটনা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

২. সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতংকে) তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বোঝা ফেলে দেবে, মানুষকে (যখন) তুমি দেখবে (তখন তোমার মনে হবে) তারা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা এক ধরনের আযাব,) আল্লাহ তায়ালার আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

৩. মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালার (শক্তি ক্ষমতা) সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾

৪. (অথচ) তার ওপর (আল্লাহ তায়ালার এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গোমরাহীই) তাকে প্রজ্বলিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٤﴾

৫. হে মানুষ, পুনরুত্থান (দিবস) সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (তোমরা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা ভেবে দেখো-) আমি তোমাদের (প্রথমত) মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, অতপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর মাংসপিন্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতিবিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত) হয়েছে কিংবা আকৃতিবিশিষ্ট না হয়ে (নষ্ট হয়ে) গেছে যেন আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি, (অতপর আরো লক্ষ্য করো); আমি (শুক্রবিন্দুসমূহের মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতপর আমি তোমাদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কাউকে (বয়োপ্রাপ্তির আগেই) মৃত্যু দেয়া হয়, আবার তোমাদের কাউকে অকর্মণ্য (বৃদ্ধ) বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়,) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক ভূমি,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً

অতপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে।

فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

৬. এগুলো এ জন্যেই (ঘটে) যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমোঘ সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সব কিছুর ওপর তিনিই একক ক্ষমতাবান,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٦

৭. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ ٧

৮. (তারপরও) মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনোরকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কিতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতন্ডা শুরু করে,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٨

৯. (অহংকারবশত) সত্যবিমুখ হয়ে– যাতে মানুষদের সে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান লাঞ্ছনা, (শুধু তাই নয়) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহান্নামের) আগুনের কঠিন শাস্তিও আস্বাদন করাবো।

ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ٩

১০. (আমি তাকে বলবো,) এ হচ্ছে তোমার সেই কর্মফল যা তোমার হাত দুটো (অর্জন করে আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কখনো (এতো) বড়ো যালেম নন।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ١٠

১ রুকু

১১. মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ঈমানের প্রান্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে, যদি (এতে) তার কোনো (পার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে (ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١١

১২. এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা আল্লাহর বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটা হচ্ছে (আসলেই এক) চরমতম গোমরাহী,

يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٢

১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী কাছে; কতো নিকৃষ্ট (এদের) অভিভাবক, কতো নিকৃষ্ট (সে অভিভাবকের) সহচর!

يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ ١٣

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱۴﴾

১৪. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿۱۵﴾

১৫. যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ তায়ালা (যাকে নবুওত দিয়েছেন) তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো সাহায্যই করবেন না, সে যেন নিজে আসমান পর্যন্ত একটি রশি ঝুলিয়ে নেয়, অতপর (আসমানে গিয়ে) যেন সে (ওহী আগমনের ধারা) কেটে দিয়ে আসে, তারপর নিজেই যেন দেখে নেয়, যে জিনিসের প্রতি তার এতো আক্রোশ, এ কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা!

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿۱۶﴾

১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন (সম্বলিত) এ (কোরআন)–টি নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সঠিক পথের হেদায়াত দান করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۱۷﴾

১৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা (প্রাচীনধর্ম বিশ্বাসী) 'সাবেয়ী', (যারা) খৃস্টান ও অগ্নিপূজক, (সর্বোপরি) যারা (আল্লাহর সাথে) শেরেক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এদের সবার (জান্নাত ও দোযখের) ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক্ষক।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۸﴾

সাজদা

১৮. তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহে আছে, যতো (সৃষ্টি) আছে যমীনে– সবকিছুই আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে, সাজদা করছে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষলতা, যমীনের ওপর বিচরণশীল সব জীবজন্তুও, মানুষের মধ্যেও অনেকে (আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে); এ মানুষদের অনেকের ওপর (আবার না-ফরমানীর কারণে আল্লাহর) আযাব অবধারিত হয়ে আছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউই নেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি এরাদা করেন।

সাজদা ৭

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ

১৯. এ হচ্ছে (বিপরীতমুখী) দুটো দল, যারা নিজেদের মালিকের ব্যাপারে (একে অন্যের সাথে) বিতর্ক করলো, অতপর এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের (গায়ে পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে;

অনুবাদ	আরবী	
(শুধু তাই নয়,) তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে,	يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾	
২০. তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো গলে যাবে;	يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾	
২১. তাদের (শাস্তির) জন্যে সেখানে আরো থাকবে (বড়ো বড়ো) লোহার গদা।	وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾	
২২. যখনই তারা (দোযখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাক্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে দেয়া হবে, (বলা হবে), আজ তোমরা জ্বলনের প্রচন্ড যন্ত্রণা আস্বাদন করো।	كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾	২ রুকু
২৩. (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে (অমিয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো মালা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপরন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾	
২৪. (দুনিয়ায়) তাদের ভালো কথার দিকে হেদায়াত করা হয়েছিলো এবং মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ তাদের দেখানো হয়েছিলো (এবং তারা তা মেনেও নিয়েছিলো)।	وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾	
২৫. অবশ্যই যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্যদেরও) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, (বাধা দেয়) মানুষদের মাসজিদুল হারাম (-এর তাওয়াফ ও যেয়ারত) থেকে- যাকে আমি স্থানীয় অস্থানীয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একই রকম (মর্যাদার স্থান) বানিয়েছি (এমন লোকদের মনে রাখতে হবে); যারা তাতে ইচ্ছাপূর্বক (আল্লাহ) বিরোধী কাজ করবে, আমি তাদের (সবাইকে) কঠিন আযাব আস্বাদন করাবো।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾	৩ রুকু
২৬. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি ইবরাহীমকে এ (কাবা) ঘর নির্মাণের জন্যে স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম, (তখন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম), আমার সাথে তুমি অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার (এ) ঘর তাদের জন্যে পবিত্র রেখো যারা (এর) তাওয়াফ করবে, যারা (এখানে নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে, রুকু করবে, সাজদা করবে।	وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾	

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. (তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম,) তুমি মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা (প্রচার করে) দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে দূর দূর থেকে পায়ে হেঁটে এবং দূর্বল ও সবল উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

২৮. যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ফায়দার জন্যে (সময়মতো) এখানে এসে হাযির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে (কোরবানী করার সময়) তার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তুগুলো থেকে, অতপর (কোরবানীর) এ গোশত থেকে (কিছু) তোমরা (নিজেরা) খাবে, দুস্থ অভাবগ্রস্তদেরও তার কিছু অংশ দিয়ে আহার করাবে,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

২৯. অতপর তারা যেন (এখানে এসে) তাদের (যাবতীয়) ময়লা কালিমা দূর করে, নিজেদের মানতসমূহ পুরো করে, (বিশেষ করে) তারা যেন এ প্রাচীন ঘরটির তাওয়াফ করে।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

৩০. এ হচ্ছে (কাবা ঘর বানানোর উদ্দেশ্য), যে কেউই আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) পবিত্র অনুষ্ঠানমালার সম্মান করে, এটা তার জন্যে তার মালিকের কাছে (একটি) উত্তম কাজ (বলে বিবেচিত হবে, একথাও মনে রেখো), সেসব জন্তু ছাড়া– সেগুলোর কথা তোমাদের জন্যে (কোরআনে) পাঠ করা হয়েছে, অন্য সব চতুষ্পদ জন্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, অতএব তোমরা মূর্তি (পূজা)-র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকো এবং বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা থেকে,

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

৩১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিষ্ঠাবান (হও), তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করে, তার অবস্থা হচ্ছে, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর (মাঝ পথে) কোনো পাখী যেন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা (যমীনে পড়ার আগেই) বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোনো (অজ্ঞাতনামা) স্থানে ফেলে দিলো।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

৩২. এ হলো (মোশরেকদের পরিণাম, অপর দিকে) কেউ আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তার অন্তরের তাকওয়ার মধ্যেই (শামিল) হবে।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ

৩৩. (হে মানুষ,) এসব (পশু) থেকে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নানাবিধ উপকার (গ্রহণ করার ব্যবস্থা) রয়েছে, অতপর (মনে রেখো,)

↓ ২৪ক

مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

তাদের (কোরবানীর) স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির সন্নিকটে!

৪ রুকু

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (পশু) কোরবানীর এ নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে (সেই) লোকেরা সেসব পশুর ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে পারে, যা তিনি তাদের দান করেছেন; তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমরা তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো; (হে নবী,) তুমি (আমার) বিনীত বান্দাদের (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও,

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. (এ বিনীত বান্দা হচ্ছে তারা,) যাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হলে (ভয়ে) তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, যতো বিপদ (মসিবত তাদের ওপর) আসুক না কেন যারা তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, (সর্বোপরি) আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি তোমাদের জন্যে (কোরবানীর) উটগুলোকে আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (শামিল) করেছি, এতে তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রয়েছে, অতএব সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় (যবাই করার সময়) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নাও, অতপর (যবাই শেষে) তা যখন একদিকে পড়ে যায় তখন তোমরা তার (গোশত) থেকে নিজেরা খাও, যারা এমনিই (আল্লাহর রেযেকে) সন্তুষ্ট আছে তাদের এবং যারা (তোমার কাছে) সাহায্যপ্রার্থী হয়, এদের সবাইকে খাওয়াও; এভাবেই আমি এ (জন্তু)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করতে পারো।

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার কাছে (কিন্তু) কখনো (কোরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়াটুকুই; এভাবে তিনি এ (জন্তু)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে যে (দ্বীনের) পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তার (সে অনুগ্রহের) জন্যে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারো; (হে নবী,) নিষ্ঠার সাথে যারা নেক কাজ করে তুমি তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ তায়ালাই সে সব লোকদেরকে (যালেমদের থেকে) রক্ষা করেন, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে; আল্লাহ তায়ালা কোনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শোকর বান্দাকে ভালোবাসেন না।

৫ রুকু

২৪খ

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হয়েছিলো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মাযলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম,	أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿৩৯﴾
৪০. যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে- শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে ধ্বংস না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টানদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদ সমূহও- যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (দ্বীনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।	الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿৪০﴾
৪১. আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, (তৃতীয়ত) আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে (চতুর্থত) তারা মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে, তবে সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এখতিয়ারভুক্ত।	اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿৪১﴾
৪২. (হে নবী,) এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে (তাতে তোমার উদ্বেগের কিছুই নেই), এদের আগে নূহের জাতি, আদ ও সামুদের লোকেরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۙ﴿৪২﴾
৪৩. ইবরাহীমের জাতি এবং লূতের জাতিও (তাই করেছিলো),	وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۙ﴿৪৩﴾
৪৪. (আরো করেছে) মাদইয়ানের অধিবাসীরা, মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তারপরও আমি কাফেরদের ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অতপর (সময় এসে গেলে) আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করেছি, কি ভয়ংকর ছিলো আমার (সে) আযাব!	وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿৪৪﴾
৪৫. আমি ধ্বংস করেছি (আরো) অনেক জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, অতপর তা (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো, (কতো) কূপ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, (কতো) শখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে!	فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿৪৫﴾

৪৬. এরা কি যমীনে ঘুরে ফিরে (এগুলো পর্যবেক্ষণ) করেনি? (পর্যবেক্ষণ করলে) এদের অন্তর এমন হবে যা দ্বারা এরা তা বুঝতে পারবে, তাদের কান এমন হবে যা দ্বারা তারা শুনতে পারবে, আসলে (এদের) চোখ তো কখনো অন্ধ হয়ে যায় না, অন্ধ হয়ে যায় সে অন্তর, যা মনের ভেতর (লুকিয়ে) থাকে।	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾
৪৭. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে, (তুমি বলো) আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না; তোমার মালিকের কাছে যা একদিন, তা তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আরো কতো জনপদ! তাদেরও আমি (প্রথম দিকে) ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অথচ তারা ছিলো যালেম, অতপর আমি তাদের (কঠিনভাবে) পাকড়াও করেছি, (পরিশেষে সবাইকে তো) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾
৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে (আযাবের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾
৫০. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾
৫১. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা এমন সব লোক (যারা) জাহান্নামের অধিবাসী।	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾
৫২. (হে নবী,) আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী কিংবা রসূলই পাঠাইনি যে, যখন সে (নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করেছে তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফেরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, অতপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানের নিক্ষিপ্ত (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহকে (আরো) মযবুত করে দেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী,	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾
৫৩. তিনি যেন (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রক্ষিপ্ত (সন্দেহ)-গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের	لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ

৬ রুকু

অন্তরে (আগে থেকেই মোনাফেকীর) ব্যাধি আছে, উপরন্তু যারা একান্ত পাষাণ হৃদয়; অবশ্যই (এ) যালেমরা অনেক মতবিরোধ ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে,	فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾
৫৪. যাদের (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটাই তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, অতপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যারা ঈমান এনেছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।	وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা এ (কোরআনের) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে কখনো বিরত হবে না, যতোক্ষণ না একদিন আকস্মিকভাবে তাদের ওপর কেয়ামত এসে পড়বে, অথবা তাদের ওপর ভয়ংকর দিনের আযাব এসে পড়বে।	وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾
৫৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; তিনি তাদের সবার মাঝে ফয়সালা করবেন; যারা (তাঁর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।	اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্যে অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা থাকবে।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়েছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেযেক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা (খুবই) পছন্দ করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময় ও একান্ত সহনশীল।	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾
৬০. এ হচ্ছে (প্রকৃত অবস্থা, অপরদিকে) কোনো ব্যক্তি যদি (দুশমনকে) ততোটুকুই কষ্ট দেয়, যতোটুকু কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো, অতপর তার ওপর (যদি) বাড়াবাড়ি করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ (মযলুম) ব্যক্তির সাহায্য করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ	ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

৭ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
তায়ালা (মানুষের) পাপ মোচন করেন এবং (তাদের) ক্ষমা করেন।	لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ٦٠
৬১. এটা (হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম,) নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে আবার দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন সব কিছুই দেখেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٦١
৬২. এটা (হচ্ছে আল্লাহর বিধান,) কেননা আল্লাহ তায়ালাই (একমাত্র) সত্য, যাদের এরা তাঁর বদলে ডাকে, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালাই সমুচ্চ, তিনিই মহান।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ٦٢
৬৩. তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (পানি পেয়ে কিভাবে) যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপরায়ণ, তিনি সূক্ষ্ম বিষয়েরও খবর রাখেন,	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ٦٣
৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত ও প্রশংসার একমাত্র মালিক।	لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ٦٤
৬৫. তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) যমীনে যা কিছু আছে তাকে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানকে নিজের আদেশক্রমে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন; তিনিই আসমানকে ধরে রেখেছেন যাতে করে তা যমীনের ওপর পড়ে না যায়, কিন্তু তাঁর আদেশ হলে (সেটা ভিন্ন কথা); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে স্নেহপ্রবণ ও দয়াবান।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٦٥
৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন, অবশ্যই মানুষ অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ٦٦
৬৭. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (এবাদাতের কিছু আচার) অনুষ্ঠান ঠিক করে দিয়েছি যা তারা পালন করে, অতএব এ ব্যাপারে তারা যেন কখনো তোমার সাথে কোনো তর্ক না করে, (মানুষদের) তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো,	لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ

৮ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো।	إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।	وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) মতবিরোধ করছিলে, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।	اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. তুমি কি জানো না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছুই একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (প্রক্রিয়া)-টা আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই সহজ একটি কাজ।	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾
৭১. (তারপরও) তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছুর গোলামী করে, যার সমর্থনে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও কোনো জ্ঞান নেই; বস্তুত (কেয়ামতের দিন) যালেমদের কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না।	وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾
৭২. (হে নবী,) যখন এদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় (তীব্র) অসন্তোষ দেখতে পাবে; অবস্থা দেখে মনে হয়, যারা তাদের সামনে আমার আয়াত তেলাওয়াত করছে– এরা বুঝি এখনি তাদের ওপর হামলা করবে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (এবং তা হচ্ছে জাহান্নামের) আগুন; আল্লাহ তায়ালা এর ওয়াদা করেছেন– (ওয়াদা করেছেন) তাদের সাথে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, আবাসস্থল হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট!	وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾
৭৩. হে মানুষ, (তোমাদের জন্যে এখানে) একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, কান পেতে তা শোনো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো কখনো (ক্ষুদ্র) একটি মাছিও তৈরী করে দেখাতে পারবে না, যদি এ (কাজের) জন্যে তারা সবাই একত্রিতও হয় (তবুও নয়); (এমনকি) যদি সে (মাছি) তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছে থেকে তাও ছাড়িয়ে নিতে	يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا

৯ রুকু

পারবে না; কতো দুর্বল যারা (এদের কাছে সাহায্য) প্রার্থনা করে; কতো দুর্বল তারা যাদের কাছে (এ সাহায্য) প্রত্যশা করা হয়।	لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾
৭৪. (আসলে) এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালাকে কোনো মূল্যায়নই করতে পারেনি, ঠিক যেভাবে (তাঁর ক্ষমতার) মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো; আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী।	مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿٧٤﴾
৭৫. আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও (তিনি বাণীর গ্রহীতা বাছাই করেন); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।	اَللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌۢ بَصِیْرٌ ﴿٧٥﴾
৭৬. তাদের সামনে যা আছে তা (যেমনি) তিনি জানেন, (তেমনি) জানেন তাদের পেছনে যা আছে তাও; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সবকিছুকে ফিরে যেতে হবে।	یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾
৭৭. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সামনে) রুকু করো, সাজদা করো এবং তোমাদের মালিকের যথাযথ এবাদাত করো, নেক কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পাবে।	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ارْکَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّکُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ﴿٧٧﴾
৭৮. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদ করো, যেমনি তাঁর জন্যে জেহাদ করা (তোমাদের) উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবনবিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, তোমরা তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর (প্রতিষ্ঠিত থেকো); সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এর (কোরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেয়া হয়েছে), (তোমাদের) রসূল যেন তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, আর তোমরাও (গোটা) মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালার রশি শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (তিনি), কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!	وَجَاهِدُوْا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِیْکُمْ اِبْرٰهِیْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِیْ هٰذَا لِیَکُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِیْدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ ۚۖ فَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىکُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ ﴿٧٨﴾

১০ রুকু

পারা ১৮

অনুবাদ	আয়াত
১. নিসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে–	قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾
২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত থাকে,	الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾
৩. যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾
৪. যারা (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿٤﴾
৫. যারা তাদের যৌন অংগসমূহের হেফাযত করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾
৬. তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী, কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে যৌন অংগসমূহের হেফাযত না করলে) কখনো তারা তিরস্কৃত হবে না,	اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. অতপর এ (বিধিবদ্ধ উপায়) ছাড়া কেউ যদি অন্য কোনো (পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে) চায়, তাহলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾
৮. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফাযত করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٨﴾
৯. যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়;	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾
১০. এ লোকগুলোই (হচ্ছে মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী,	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।	الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١﴾
১২. আমি অবশ্যই মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে পয়দা করেছি,	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾
১৩. অতপর তাকে আমি শুক্রকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি,	ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾
১৪. এরপর এ শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এ পিন্ডকে অস্থি পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অস্থি পাঁজরকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই, অতপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি– (পূর্ণাঙ্গ মানুষ) পয়দা করি; আল্লাহ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কতো নিপুণ তাঁর সৃষ্টি);	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

ওয়াকফে গোফরান

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. এরপর (এক সময়) তোমরা অবশ্যই মৃত্যু মুখে পতিত হবে;

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তোমাদের ওপর সাত আসমান বানিয়েছি। আমি কখনো আমার সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আমি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছি এবং সে পানি যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার (সেখান থেকে) তা (উড়িয়ে) নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর (সংরক্ষিত সেই পানি) দিয়ে আমি তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্যে তাতে প্রচুর ফল পাকড়াও (উৎপাদিত) হয়, আর তা থেকে তোমরা (পর্যাপ্ত) আহার (গ্রহণ) করো,

ওয়াক্ফে লাযেম ৭

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. সিনাই পাহাড়ে তেল (-এর উপাদান) নিয়ে এক প্রকার গাছ জন্ম লাভ করে, খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্যে তা ব্যঞ্জন (হিসেবেও ব্যবহৃত) হয়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তার পেটের ভেতরে (দুধের) যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই, (এ ছাড়াও) তোমাদের জন্যে তাতে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার (গোশত) থেকে তোমরা তো আহারও গ্রহণ করো।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. (আবার কিছু আছে) তার ওপর তোমরা আরোহণ করো, (অবশ্য) নৌ-যানেও তোমাদের (মাঝে মাঝে) আরোহণ করানো হয়।

রুকু ১

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি নূহকে তার জাতির কাছে (হেদায়াত নিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তার জাতির মোড়লরা, যারা (আগে থেকেই) কুফরী করছিলো- (একে অন্যকে) বললো, এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়; আল্লাহ তায়ালা যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন তাহলে ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো ঘটনা আমাদের পূর্বপুরুষদের যমানায়ও (ঘটেছে বলে) শুনিনি।

বাংলা অনুবাদ	আরবী
২৫. এ এমন একজন মানুষ, যার মধ্যে (মনে হয় কিছু) পাগলামী এসে গেছে, (তোমরা তার কথায় কান দিয়ো না), বরং এর ব্যাপারে কয়টা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো।	إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾
২৬. সে (নূহ) বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তুমি (তাই তাদের মোকাবেলায়) আমাকে সাহায্য করো।	قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾
২৭. অতপর আমি তার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো, তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেবে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার (শাস্তির) ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত এসে গেছে তার কথা আলাদা, যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরযি পেশ করো না, অবশ্যই (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই।	فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তুমি এবং তোমার সাথীরা যখন (নৌকায়) আরোহণ করো তখন বলো, সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের (একটি) অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন।	فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. তুমি আরো বলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে নামিয়ে দাও, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে ভালোভাবে নামিয়ে দিতে।	وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. নিসন্দেহে এ (কাহিনীর) মধ্যে আমার (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে, অবশ্যই আমি (মানুষদের) পরীক্ষা নিয়ে থাকি।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতপর এদের পরে আমি আরেক জাতি পয়দা করেছি,	ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾
৩২. আমি তাদের কাছে তাদেরই একজনকে নবী করে পাঠিয়েছি (যেন), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; তোমরা কি (সে আযাব দেখেও) সাবধান হবে না?	فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. (এর জবাবে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) সাক্ষাতের বিষয়টিকেও,	وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ

২ রুকু

(সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম– তারা বললো, এ ব্যক্তিটি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে,	وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ یَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নবী হিসেবে) মেনে চলো; তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে,	وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. (এ) ব্যক্তিটি কি তোমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে, যখন তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে আবার) উঠিয়ে আনা হবে?	اَیَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. (আসলে) তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অসম্ভব অসম্ভব।	هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. (তারা বললো, কিসের আবার পুনরুত্থান?) দুনিয়ার জীবনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা (এখানে) মরবো, (এখানেই) বাঁচবো, আমাদের কখনোই পুনরুত্থিত করা হবে না।	اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. (নবুওতের দাবীদার) এ ব্যক্তিটি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তার ওপর ঈমান আনবো না।	اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ِۨ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে আল্লাহ তায়ালাকে বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, (তাই) তুমি আমাকে সাহায্য করো।	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٣٩﴾
৪০. আল্লাহ তায়ালা বললেন, অচিরেই এরা (নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে) অনুতপ্ত হবে।	قَالَ عَمَّا قَلِیْلٍ لَّیُصْبِحُنَّ نٰدِمِیْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতপর (একদিন) এক মহাতান্ডব এসে তাদের ওপর আঘাত হানলো এবং আমি তাদের সবাইকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার স্তূপ সদৃশ (বস্তুতে) পরিণত করে দিলাম, যালেম সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٤١﴾
৪২. তাদের (ধ্বংসের) পর আমি (আরো) অনেক জাতিকে সৃষ্টি করেছি;	ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِیْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. কোনো জাতিই তার নির্দিষ্ট কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারেনি, (তেমনি) তাকে কেউ বিলম্বিতও করতে পারেনি;	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতপর আমি একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি, যখনি কোনো জাতির কাছে তার রসূল এসেছে, (তখনই) তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে,	ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
অতপর আমিও ধ্বংস করার জন্যে তাদের এক এক জনকে একেক জনের পেছনে (ক্রমিক নম্বর) লাগিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের (ইতিহাসের) কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি, ধ্বংস হোক সে জাতি, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে না।	بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. তারপর আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসা এবং তাঁর ভাই হারূনকে পাঠিয়েছি,	ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. (তাদের আমি পাঠিয়েছি) ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে, কিন্তু তারা অহংকার করলো, তারা ছিলো একটি না-ফরমান জাতি,	اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা বললো, আমরা কি আমাদের মতোই দু'জন মানুষের ওপর ঈমান আনবো, (অথচ) তাদের জাতি হচ্ছে (বংশানুক্রমে) আমাদের সেবাদাস,	فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তারা তাদের উভয়কেই মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে গেলো।	فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমি মূসাকে (আমার) কিতাব দান করেছিলাম, আশা ছিলো যে, তারা (তা থেকে) হেদায়াত লাভ করবে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. আমি মারইয়াম পুত্র (ঈসা) ও তার মাকে (আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং আমি তাদের এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছি।	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾
৫১. হে রসূলরা, তোমরা পাক পবিত্র জিনিসসমূহ খাও, (সব সময়) নেক আমল করো, তোমরা যা কিছু করো অবশ্যই আমি সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছি।	يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾
৫২. অবশ্যই তোমাদের জাতি (কিন্তু দ্বীনের বন্ধনে) একই জাতি, আর আমি হচ্ছি তোমাদের একমাত্র রব, তোমরা আমাকেই ভয় করো।	وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের মাঝে বিষয়টাকে বিভক্ত করে দিয়েছে; আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা খুশী।	فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۗ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. (হে নবী), তুমি তাদের একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (নিজ নিজ) বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দাও,	فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়াতেই থাকবো?	اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৩ রুকু

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি (সব সময়ই) তাদের জন্যে সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করেই যাবো? (আসলে) এরা কিছুই বোঝে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. নিসন্দেহে যারা নিজেদের মালিকের ভয়ে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা তাদের মালিকের (নাযিল করা) আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা তাদের মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. যারা (তাঁর পথে) যা কিছু দিতে পারে (মুক্তহস্তে) দান করে, (তারপরও) তাদের মন ভীত কম্পিত থাকে, কেননা তারা অবশ্যই একদিন তাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবে,

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নেকীর কাজে সদা তৎপর থাকে, (এই কাজে) তারা (অন্যদের তুলনায়) অগ্রগামীও।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আমি কারো ওপরই তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপাই না, (এমন) একটি গ্রন্থ আমার কাছে (সংরক্ষিত) আছে, যা (তাদের কথা ঠিক) ঠিক বলে দেবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ ছাড়াও তাদের (জীবনে) আরো বহুতরো (খারাপ) কাজ আছে যা তারা (সব সময়ই) করে থাকে।

حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. (এরা এ থেকে কখনো বিরত হবে না) যতোক্ষণ না আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে নানা শাস্তি দ্বারা আঘাত করবো, (এমন হলে) তারা সাথে সাথেই আর্তনাদ করে ওঠবে;

لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আজ আর আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. যখন আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হতো, তখন তোমরা উল্টো দিকে সরে পড়তে,

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. (সরে পড়তে) নেহায়াত দম্ভভরে, (পরে সেখানে) অর্থহীন গল্প-গুজব জুড়ে দিতে।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ

৬৮. এরা কি (কোরআনের) কথার ওপর চিন্তা গবেষণা করে না, কিংবা তাদের কাছে (নতুন

مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

কিছু একটা) এসেছে যা তাদের বাপ দাদাদের কাছে আসেনি,

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতেই পারেনি– (যে জন্যেই) তারা তাকে অস্বীকার করছে?

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. কিংবা তারা কি একথা বলে যে, তার সাথে (কোনো রকম) পাগলামী রয়েছে; বরং (আসল কথা হচ্ছে,) রসূল তাদের কাছে সত্য (বাণী) নিয়ে হাযির হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্যকে অপছন্দ করে।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৭১. যদি 'সত্য' তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করতো, তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন এবং আরো যা কিছু এ উভয়ের মাঝে আছে, অবশ্যই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো; পক্ষান্তরে আমি তাদের কাছে তাদের (নিজেদের) কাহিনী নিয়েই এসেছি, কিন্তু (আশ্চর্য), তারা (এখন) তাদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. তবে কি (এরা মনে করে) তুমি এদের কাছে (দ্বীন পৌঁছানোর জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছো, (অথচ তোমার জন্যে) তোমার মালিকের দেয়া পারিশ্রমিকই উত্তম, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

৭৩. অবশ্যই তুমি তাদের সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছো।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না তারা অবশ্যই (হেদায়াতের) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. যদি আমি এদের ওপর দয়া করি এবং যে বিপদ মসিবত তাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা যদি দূর করে দেই, তাহলেও এরা নিজেদের না-ফরমানীতে শক্তভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. (অতপর) আমি এদের কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের প্রতি নত হলো না এবং কাতর প্রার্থনা পর্যন্ত (আমার কাছে) পেশ করলো না।

৪ রুকু

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এমন করতে করতে যেদিন (সত্যি সত্যিই) আমি এদের ওপর কঠোর আযাবের দুয়ার খুলে দেবো তখন তুমি দেখবে, এরা তাতে কতো হতাশ (হয়ে পড়বে)!

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের (শোনার জন্যে) কান. (দেখার জন্যে) চোখ (ও চিন্তা গবেষণার জন্যে) মন দিয়েছেন, কিন্তু তোমাদের খুব অল্পই (এসব দানের) শোকর আদায় করো।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করে যমীনে ছড়িয়ে রেখেছেন, (একদিন) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।

৮০. (তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তাঁর (ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এসব দেখেও) তোমরা কি (সত্য) অনুধাবন করবে না?	وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরনের (অর্থহীন) কথাই বলে, যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে।	بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. তারা বলেছে, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?	قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. (তারা আরো বলেছে, এভাবে) আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও (পুনরুত্থানের) এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে, (মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভের) এ কথাগুলো (আসলে) অতীত দিনের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।	لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এ যমীনে এবং যমীনের মাঝে যা (কিছু সৃষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)?	قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. ওরা বলবে (হাঁ), সব কিছুই আল্লাহর; (তুমি) বলো, এরপরও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমানের রব কে? মহান আরশের অধিপতিই বা কে ?	قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾
৮৭. ওরা বলবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর; তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. তুমি জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যমীন) সবকিছুর একক সার্বভৌমত্ব? (হাঁ,) তিনিই সবাইকে আশ্রয় দেন, কিন্তু তার ওপর কারো আশ্রয় চলে না।	قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. ওরা বলবে, (হ্যাঁ) মহান আল্লাহ তায়ালা; তুমি বলো, তাহলে কোন দিক থেকে তোমাদের ওপর যাদু করা হচ্ছে।	سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾
৯০. আমি তো বরং (এই) সত্য কথাটিই এদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী!	بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. আল্লাহ তায়ালা (কাউকেই) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি– না তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ রয়েছে, যদি (তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ) থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ মাবুদরা) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো। এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা বলে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র ও মহান।	مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৫ রুকু

৯২. দৃশ্য অদৃশ্য, জানা অজানা সবকিছুর সম্যক ওয়াকেফহাল তিনি, এরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের) যেভাবে শরীক করে তিনি সে থেকে (অনেক) পবিত্র, অনেক মহান।	عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟ ﴿٩٢﴾
৯৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, যে (আযাবের) ওয়াদা (এ কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও–	قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ ﴿٩٣﴾
৯৪. (তাহলে) হে আমার রব, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল (করে এ আযাব প্রত্যক্ষ) করায়ো না।	رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আযাবের) ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম।	وَاِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. (হে নবী,) কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এমন পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত উত্তম (পন্থা); আমি ভালো করেই জানি ওরা তোমার ব্যাপারে কি বলে।	اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার রব, শয়তানদের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই,	وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ ﴿٩٧﴾
৯৮. হে আমার রব, আমি এ থেকেও তোমার আশ্রয় চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছে ঘেঁষবে।	وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾
৯৯. এমনকি (এ অবস্থায় যখন) এদের কারো মৃত্যু এসে হাযির হবে, তখন সে বলবে, হে আমার রব, তুমি আমাকে (আরেকবার পৃথিবীতে) ফেরত পাঠাও,	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ ﴿٩٩﴾
১০০. যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক কাজ আমি করে আসতে পারি, যা আমি (আগে) ছেড়ে এসেছি, (তখন বলা হবে), না, তা আর কখনো হবার নয়; (মূলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা শুধু বলার জন্যেই সে বলবে, এদের সামনে থাকবে একটি যবনিকা সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হবে!	لَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতপর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই অবশিষ্ট) থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে!	فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾
১০২. (সেদিন) যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ যারা মুক্তিপ্রাপ্ত।	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেসব (ব্যর্থ) মানুষ– যারা নিজেদের জীবনকে (মিথ্যার পেছনে) বিনষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল।	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۚ ﴿١٠٣﴾

২৫৫

১০৪. (জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমন্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে।	تَلۡفَحُ وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ وَهُمۡ فِيۡهَا كٰلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾
১০৫. (তাদের জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছিলো এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে!	اَلَمۡ تَكُنۡ اٰيٰتِىۡ تُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ فَكُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾
১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের (চারদিক থেকে) ঘিরে ধরেছিলো এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্প্রদায়।	قَالُوۡا رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَيۡنَا شِقۡوَتُنَا وَكُنَّا قَوۡمًا ضَآلِّيۡنَ ﴿۱۰۶﴾
১০৭. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আগুন) থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিগণিত হবো।	رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَاِنۡ عُدۡنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوۡنَ ﴿۱۰۷﴾
১০৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অপমানিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই তোমরা আমাকে বলো না।	قَالَ اخۡسَـُٔوۡا فِيۡهَا وَلَا تُكَلِّمُوۡنِ ﴿۱۰۸﴾
১০৯. অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের (দোষ ত্রুটিসমূহ) মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো, তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম দয়ালু।	اِنَّهٗ كَانَ فَرِيۡقٌ مِّنۡ عِبَادِىۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا وَاَنۡتَ خَيۡرُ الرّٰحِمِيۡنَ ۚۖ ﴿۱۰۹﴾
১১০. তোমরা এ লোকদেরই উপহাসের বস্তু বানিয়ে রেখেছিলে, এমনকি তা তোমাদের আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি তামাশাই করতে।	فَاتَّخَذۡتُمُوۡهُمۡ سِخۡرِيًّا حَتّٰۤى اَنۡسَوۡكُمۡ ذِكۡرِىۡ وَكُنۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ تَضۡحَكُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾
১১১. তাদের সে ধৈর্যের কারণেই আজ আমি তাদের (এই) প্রতিফল দিলাম, (মূলত) তারাই হচ্ছে (সত্যিকার) সফল মানুষ।	اِنِّىۡ جَزَيۡتُهُمُ الۡيَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾
১১২. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (বলো), তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর কাটিয়ে এসেছো?	قٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ عَدَدَ سِنِيۡنَ ﴿۱۱۲﴾
১১৩. তারা বলবে, আমরা (সেখানে) অবস্থান করেছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা হিসাব রেখেছে।	قَالُوۡا لَبِثۡنَا يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ فَسۡـَٔلِ الۡعَآدِّيۡنَ ﴿۱۱۳﴾
১১৪. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে) তোমরা পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ই কাটিয়ে এসেছো, কতো ভালো হতো যদি তোমরা (এ কথাটা) জানতে।	قٰلَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا لَّوۡ اَنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱۴﴾
১১৫. তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছিলে যে, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না,	اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّاَنَّكُمۡ اِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾

↓ ৫খ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. (না, তা কখনো নয়,) মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতি তিনি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার কোনো রকম দলিল প্রমাণ নেই, (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে; সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, তুমি (আমায়) ক্ষমা করো এবং তুমি হচ্ছো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

৬ রুকু

সূরা আন্ নূর

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৬৪
রুকু ৯

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١﴾

১. (এটি একটি) সূরা, তা আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই (এতে বর্ণিত বিধানসমূহ) ফরয করেছি, আমিই এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আশা করা যায় তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

২. (এ বিধানসমূহের একটি হচ্ছে,) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (সংক্রান্ত, এদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে), তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ'টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের (এ আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনো রকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো! মোমেনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে (সেখানে মজুদ) থাকে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. (আল্লাহর হুকুম হচ্ছে,) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোনো ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মোশরেক নারী ছাড়া (অন্য কোনো ভালো নারীকে) বিয়ে করবে না, অপরদিকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মোশরেক পুরুষ ছাড়া (অন্য কোনো ভালো পুরুষকে) বিয়ে করবে না, (সাধারণ) মোমেনদের জন্যে এ (বিয়ে)-কে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾

৪. (অপরদিকে) যারা (খামাখা) সতী সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করবে অতপর এর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী হাযির করতে পারবে না, তাদেরও আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং (ভবিষ্যতে) আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে বড়োই গুনাহগার,

৫. অবশ্য যেসব ব্যক্তি এরপর তাওবা করে এবং (নিজেদের) শুধরে নেয় (আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়ালু।	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾
৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী।	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
৭. (এরপর) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালার লানত (নাযিল) হয়।	وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾
৮. কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (এভাবে আনীত অভিযোগের) শাস্তি রহিত করা হবে– যদি সেও চার বার আল্লাহর নামে কসম করে বলে, এ (পুরুষ) ব্যক্তিটি আসলেই মিথ্যাবাদী,	وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
৯. (অতপর সেও) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, সে (অভিযোগকারী ব্যক্তিটি) সত্যবাদী হলে তার (অভিযুক্তের) ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক!	وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾
১০. তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকতো (তাহলে অপবাদকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহান তাওবা গ্রহণকারী প্রবল প্রজ্ঞাময়!	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾
১১. যারা (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা (ছিলো) তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল; এ (বিষয়টি)-কে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ ভেবো না; বরং (তা) তোমাদের জন্যে (একান্ত) কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতোটুকু গুনাহ করেছে সে ততোটুকুই (তার ফল) পাবে, আর তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ গর্হিত কাজে) অংশ গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও থাকবে অনেক বড়ো।	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
১২. যদি সে (মিথ্যা ঘটনা)-টি শোনার পর মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো! (কতো ভালো হতো) যদি তারা বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা অপবাদমাত্র!	لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾
১৩. (যারা অপবাদ রটালো) তারাই বা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করলো না,	لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ

১ রুকু

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

যেহেতু তারা (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী হাযির করতে পারেনি, তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা এমনিই মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. (হে মোমেনরা,) যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (একজন নবীপত্নীর) যে বিষয়টির তোমরা চর্চা করছিলে, তার জন্যে এক বড়ো ধরনের আযাব এসে তোমাদের স্পর্শ করতো,

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫. (যখন) তোমরা এ (মিথ্যা)-কে নিজেদের মুখে মুখে প্রচার করছিলে, (তখন) নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না, তোমরা একে তুচ্ছ বিষয় মনে করছিলে, কিন্তু তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি গুরুতর বিষয়।

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা যখন ব্যাপারটা শুনলে তখন সাথে সাথেই কেন বললে না, আমাদের এটা মোটেই সাজে না যে, আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো, (হে) আল্লাহ তুমি অনেক পবিত্র, অনেক মহান, সত্যিই (এ ছিলো) এক গুরুতর অপবাদ!

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মোমেন হও তাহলে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন বিজ্ঞ, কুশলী।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা (কিছুই) জানো না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো (তাহলে মোনাফেকদের এ রচনার ফলে একটা বড়ো বিপর্যয় ঘটে যেতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ!

২ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

২১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে;

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পাক পবিত্র হতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী) মর্যাদা ও (পার্থিব) ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন (কখনো এ মর্মে) শপথ না করে যে, তারা (তাদের গরীব) আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করেছে– তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. অবশ্যই যারা (এমন সব) সতী-সাধ্বী মোমেন নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, যারা (এ অপবাদের ব্যাপারে) কোনো খবরই রাখে না, এসব মানুষদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই অভিশাপ দেয়া হয়েছে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব,

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা (দুনিয়ার জীবনে) যা করতো সে ব্যাপারে সেদিন তাদের ওপর তাদের জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো (ইনসাফের সাথে) সাক্ষ্য দেবে।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেবেন এবং তারা জেনে নেবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. (জেনে রেখো,) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষদের জন্যে, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্যে, (আবার) ভালো নারীরা হচ্ছে ভালো পুরুষদের জন্যে, ভালো পুরুষরা হচ্ছে ভালো নারীদের জন্যে, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র; (আখেরাতে) এদের জন্যেই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।

৩ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে– (সে ঘরের লোকদের) অনুমতি না চেয়ে ও তার বাশিন্দাদের প্রতি সালাম না করে প্রবেশ করো না; এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

২৮. যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো কারণে) তোমাদের বলা হয়, তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম; তোমরা যা করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন।	فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾
২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, (অথচ) যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামানা রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো।	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী (ও সংযত) করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফাযত করে; এটা তাদের জন্যে উত্তম পন্থা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে অবহিত রয়েছেন।	قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. (হে নবী,একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের ওড়নাগুলোকে তাদের বক্ষদেশের ওপর দিয়ে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজে দের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না– (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে– যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (আগের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।	وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اٰبَآئِهِنَّ أَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, (একইভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরও (বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করো); যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে; তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অগ্রিম) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সম্ভাবনা) বুঝতে পারো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের (মুক্তির সময় তোমরা মুক্তহস্তে) দান করবে; তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধ্বী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না; যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, (আরো) উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে যারা (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে (এ হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৪ রুকু

৩৫. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের নূর; তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে– তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে; প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর; কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো– তা প্রজ্বলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছ (নিসৃত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পূর্ব দিকের নয়, পশ্চিম দিকেরও নয়, (এটি আলোকপ্রাপ্ত সকল দিকের); আবার এর তেল এতো পরিষ্কার যে, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শও না করে থাকে; (আর আগুন স্পর্শ করলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর এ নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন; আল্লাহ তায়ালা (এভাবে) মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে নানা উপমা পেশ করে থাকেন;

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন,	وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣٥
৩৬. সে ঘরসমূহে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন যেন তার সম্মান মর্যাদা উন্নীত করা এবং (তাতে) তাঁর নিজের (পবিত্র) নাম স্মরণ করা হয়, সেসব জায়গাসমূহে সকাল সন্ধ্যা (এরা) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,	فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝٣٦
৩৭. (তারা) এমন লোক– ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো (আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে) গাফেল করে দেয় না– না বেচাকেনা তাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে, তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন তদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।	رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝٣٧
৩৮. যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তায়ালা যেন (এর মাধ্যমে) তাদের উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তাদের যা পাওনা তার চাইতেও বেশী দান করবেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন।	لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨
৩৯. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে– তাদের (দৈনন্দিন) কার্যকলাপ যেন মরুভূমিতে মরীচিকা– পিপাসার্ত মানুষ (দূরে থেকে) তাকে পানি বলে মনে করলো; পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির কিছুই সে পেলো না, (এই মরীচিকার জীবন শেষ হয়ে গেলে) সে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তার পাশে পাবে, অতপর তিনি তার পাওনা পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দেবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত হিসাব গ্রহণে সক্ষম।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٣٩
৪০. কিংবা (তাদের কর্মকান্ডের উদাহরণ হচ্ছে) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার ওপর (ছেয়ে গেলো কিছু) ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের ওপর (এলো) আরেক অন্ধকার; যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত বার করে, (আঁধারের কারণে) তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না; বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও থেকে) আলো থাকবে না।	اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝٤٠
৪১. (হে মানুষ,) তুমি কি (ভেবে) দেখোনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আছে, তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৫ রুকু

আর পাখীকুল– যারা পাখা বিস্তার করে (আকাশে উড়ে চলেছে), তারাও সবাই (আল্লাহর তাসবীহ করছে), প্রত্যেকেই তার তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে; এরা যে যা করছে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত রয়েছেন।	وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿৪১﴾
৪২. (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, (সব কিছুকে) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿৪২﴾
৪৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালাই মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুক্‌রোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে (পুঞ্জীভূত করে রাখেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফোঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আরো দেখবে) আসমানের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুত ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে;	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿৪৩﴾
৪৪. আল্লাহ তায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান; অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে এর মাঝে অনেক শিক্ষা রয়েছে।	يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿৪৪﴾
৪৫. (যমীনের ওপর) বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই আল্লাহ তায়ালা পানি থেকে পয়দা করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বুকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, (আবার) কিছু চলে চার (পা)-এর ওপর (ভর করে); আল্লাহ তায়ালা (যখন) যা চান (তখন) তাই পয়দা করেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।	وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿৪৫﴾
৪৬. আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।	لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿৪৬﴾
৪৭. (যারা মোনাফেক) তারা বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর আনুগত্য করেছি, (অথচ) এর একটু পরেই তাদের একটি দল (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়; ওরা আসলে মোমেনই নয়।	وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿৪৭﴾

৪৮. যখন ওদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে (আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের পারস্পরিক (বিরোধের) মীমাংসা করা যায়, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে।

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. যদি এ (বিচার ফয়সালার) বিষয়টা তাদের সপক্ষে যায়, তাহলে তারা একান্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে;

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. এদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি আছে, না এরা (রসূলের নবুওতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা এরা কি ভয় করে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? (আসলে) তারা নিজেরাই হচ্ছে যালেম।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৬ রুকু

৫১. (অপর দিকে) ঈমানদার লোকদের কথা (তো এমনি) হয়– যখন তাদের পারস্পরিক বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ) শুনলাম এবং তা (যথাযথ) মেনেও নিলাম; বস্তুত এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত।

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাঁর (নাফরমানী থেকে) বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী,) এ (মোনাফেক) লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (হে নবী,) তুমি যদি আদেশ করো তাহলে তারা (ঘরবাড়ী ছেড়ে) অবশ্যই তোমার সাথে বেরিয়ে যাবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরা (বেশী বেশী) শপথ করো না, (তোমাদের) আনুগত্য (আমার) জানা (আছে); তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (হ্যাঁ) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন পৌঁছানোর) যে দায়িত্ব তাঁর ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে তোমরা দায়ী; যদি তোমরা তাঁর কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; রসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো) ঠিক ঠিকমতো পৌঁছে দেয়া।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন– যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবনবিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থা (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা তাঁর নেয়ামতের) নাফরমানী করবে তারাই গুনাহগার (বলে পরিগণিত হবে)।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য করো, আশাকরা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

৫৭. কাফেরদের ব্যাপারে কখনো একথা ভেবো না যে, তারা (আমার) যমীনে (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে, তাদের ঠিকানা তো হচ্ছে জাহান্নাম; (আর) কতো নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

৭ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (মনে রেখো), তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিন সময় তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে); ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র (শিথিল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মূলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলোর পর (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে; (কেননা) তোমরা তো সব সময়ই একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করো, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রবল প্রজ্ঞাবান।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তোমাদের (নিজেদের) সন্তানরাও যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তারাও যেন (তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে) সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে (বড়োরা) অনুমতি নিতো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে খুলে খুলে বর্ণনা করেন; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি পরম কুশলী বটে।

৬০. বৃদ্ধা নারী যাদের (এখন আর) কারো বিয়ের (বন্ধনে আসার) আশা নেই, তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, (তবে শর্ত হচ্ছে) তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না; (অবশ্য) এ (অতিরিক্ত কাপড় খোলা) থেকেও যদি তারা বিরত থাকতে পারে তা (তাদের জন্যে) ভালো; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾

৬১. যে ব্যক্তি অন্ধ– তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে পঙ্গু তার ওপরও কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে ব্যক্তি অসুস্থ তার ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তোমাদের নিজেদের ওপরও কোনো দোষ নেই– যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু খেয়ে নাও, একইভাবে এটাও তোমাদের জন্যে দূষণীয় হবে না, যদি তোমরা তোমাদের পিতা (পিতামহের) ঘরে, মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, (আবার) এমন সব ঘরে– যার চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে (কিছু খাও); অতপর এতেও কোনো দোষ নেই, (এসব জায়গায়) তোমরা সবাই একত্রে খাবে কিংবা আলাদা আলাদা খাবে, তবে যখনি (এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে (তাঁরই নির্ধারিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা (এসব বিধিনিষেধের মর্ম) অনুধাবন করতে পারবে।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۱﴾

৮ রুকু

৬২. (খাঁটি ঈমানদার তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, কখনো যদি তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তাঁর সাথে একত্রিত হয় তাহলে যতোক্ষণ তারা তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চাইবে না, ততোক্ষণ তারা (সেখান থেকে) কেউ সরে যাবে না; (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস করে, যদি তারা কখনো তাদের নিজেদের কোনো কাজে (বাইরে যাবার জন্যে) তোমার কাছে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এদের গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۶۲﴾

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা রসূলের ডাককে পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না; আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের (এ ব্যাপারে) ভয় করা উচিত, (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্যে) তাদের ওপর (এ দুনিয়ায়) কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে, কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে (নিবেদিত), তোমরা যে (অবস্থার) ওপর আছো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই (তা) জানেন; যেদিন মানুষ সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যবর্তিত হবে, অতপর তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করতো; আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই ওয়াকেফহাল।

৯ রুকু

সূরা আল ফোরকান
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে−

আয়াত ৭৭
রুকু ৬

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ﴿١﴾

১. কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী) 'ফোরকান' নাযিল করেছেন, যাতে করে সে (নবী) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে,

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা−) যাঁর জন্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব, তিনি কখনো কাউকে (নিজের) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি− না (তাঁর এ) সার্বভৌমত্বে অন্য কারো কোনো অংশ আছে, তিনিই প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং তিনি তাঁর (প্রত্যেকটি সৃষ্টির) জন্যে (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

৩. (এ সত্ত্বেও) এ (মোশরেক) লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে) তারা (যেমন) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারও করতে সক্ষম নয়, তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না− কাউকে জীবনও দিতে পারে না, পারে না (কাউকে) পুনরায় (কবর থেকে) উঠিয়ে আনতে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ

৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবিশ্বাস করে, তারা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এ তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা এ ব্যক্তি নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে

বাংলা অনুবাদ	আরবি
এবং (এ কাজে) অন্য জাতির লোকেরা তার ওপর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, (মূলত এসব বলে) এরা (এক জঘন্য) যুলুম ও (নির্জলা) মিথ্যা নিয়ে হাযির হয়েছে।	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾
৫. তারা বলে, এ (কোরআন) হচ্ছে সেকালের উপকথা, যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে এগুলো পড়া হয়।	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾
৬. (হে নবী,) তুমি বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾
৭. ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রসূল– যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে; কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তার সাথে (আযাবের) সতর্ককারী হয়ে থাকতো,	وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾
৮. কিংবা (গায়ব থেকে) তার কাছে কোনো ধনভান্ডার এসে পড়লো না কেন, অথবা তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকতো, যা থেকে সে (খাবার) খেতো; এ যালেম লোকেরা (মুসলমানদের) বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।	أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾
৯. (হে নবী,) চেয়ে দেখো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি ধরনের কথা বানাচ্ছে, এরা (আসলেই) গোমরাহ হয়ে গেছে, তারা আর কখনো সঠিক পথ পাবে না।	انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾
১০. (হে নবী, তুমি বলো,) আল্লাহ তায়ালা এমন এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিম্নদেশে (অমিয়) ঝর্ণধারা প্রবাহিত হবে, তিনি (তোমাদের আরো) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ!	تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾
১১. এরা মূলত কেয়ামতের দিনকেই অস্বীকার করে; আর যারাই কেয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।	بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾
১২. তারা যখন দূর থেকে তাদের (জাহান্নামীদের) দেখবে, তখন (স্পষ্টত) তার গর্জন ও চীৎকার তারা শুনতে পাবে।	إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾
১৩. অতপর হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় যখন তাদের জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেয়া হবে,	وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ

১ রুকু

তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধ্বংসকেই ডাকতে থাকবে;

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾

১৪. (তখন তাদের বলা হবে,) আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং ডাকো বহুবার– (কোনো ডাকই আজ কাজে আসবে না)।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৫. (হে নবী,) তুমি বলো, (জাহান্নামের) এ (কঠোর আযাব) শ্রেয়– না সেই স্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মোত্তাকীদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে; এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তনের স্থান!

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৬. সেখানে তারা যা কিছু পেতে চাইবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে, (তাও আবার) থাকবে স্থায়ীভাবে; এ প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন তোমার মালিকেরই দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

১৭. যেদিন তিনি এ (মোশরেক) ব্যক্তিদের এবং তাদের ও তাদের (মাবুদদের)– যাদের এরা আল্লাহর বদলে এবাদাত করতো, (সবাইকে) একত্রিত করবেন, অতপর তিনি (সে মাবুদদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছো, না তারা নিজেরাই (সত্য থেকে) বিচ্যুত হয়ে গেছে;

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰۤؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

১৮. ওরা বলবে (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, তুমি মহান, তোমার বদলে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে শোভনীয় ছিলো না, তুমি তো এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের (নানা) ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে, (এগুলো পেয়ে) তারা এমনকি (তোমার) স্মরণকেও ভুলে বসেছে এবং তারা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢبُوْرًا ﴿١٨﴾

১৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আজ) তোমরা যা বলছো এ (মাবুদ)-রা তো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতএব (এখন আর) তোমরা (আমার আযাব) সরাতে পারবে না, না (তোমরা আজ) কারো সাহায্য পাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (আমার আনুগত্যের) সীমালংঘন করে তাহলে তাকে আমি কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

২০. (হে নবী,) তোমার আগে আমি আরো যতো রসূল পাঠিয়েছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার করতো, (মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে যেতো (আসল কথা হচ্ছে); মানুষদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্যে পরীক্ষা (-র উপকরণ) বানিয়েছি; (এ পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার রব (কিন্তু) সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّاۤ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

২ রুকু

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. যারা আমার সাথে (তাদের) সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, কতো ভালো হতো যদি আমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হতো, অথবা আমরা যদি আমাদের মালিককে দেখতে পেতাম! তারা নিজে দের বড়ো (অহংকারী) মনে করলো এবং তারা (আল্লাহর নাফরমানীতেও) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন করে ফেললো।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২. যেদিন (সত্যিই) তারা সে ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন (কিন্তু) অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না, (বরং) তারা বলবে, (হে আল্লাহ, এদের থেকে) আমরা (তোমার কাছে) আশ্রয় চাই– আশ্রয় চাই। (কারণ ফেরেশতারা হবে আযাবের প্রতীক)।

وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৩. (এবার) আমি তাদের সে সব কর্মকান্ডের দিকে মনোনিবেশ করবো, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, আমি তাকে উড়ন্ত ধূলিকণার মতোই (নিষ্ফল) করে দেবো।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৪. সেদিন জান্নাতের অধিবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৫. (সেদিনকে স্মরণ করো,) যেদিন আসমান তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর দলে দলে ফেরেশতারা (যমীনে) নেমে আসবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে; যারা তাকে অস্বীকার করেছে তাদের ওপর সেদিনটি হবে (বড়োই) কঠিন!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসূলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুক লোকটিকে আমার বন্ধু না বানাতাম!

لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে লোকটি আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (সব সময়ই) মানুষকে (পথভ্রষ্ট করে) কেটে পড়ে।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. রসূল বলবে, হে আমার রব, অবশ্যই আমার জাতি কোরআনকে (একটি) পরিত্যাজ্য (বিষয়) মনে করেছিলো।

অনুবাদ	আয়াত
৩১. (হে নবী,) এভাবেই আমি (প্রত্যেক যুগের) অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে থাকি; (অবশ্য) তোমার পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করার জন্যে তোমার রব একাই যথেষ্ট!	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿۳۱﴾
৩২. যারা (কোরআন) অস্বীকার করে তারা বলে, (এ) পুরো কোরআনটা তার ওপর একবারে নাযিল করা হলো না কেন? (আসলে কোরআন তো) এভাবেই (নাযিল হয়েছে), যাতে করে এ (ওহী) দ্বারা আমি তোমার অন্তর মযবুত করে দিতে পারি, (আর এ কারণেই) আমি একে থেমে থেমে নাযিল করেছি।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۛۚ كَذٰلِكَ ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿۳۲﴾
৩৩. ওরা তোমার কাছে যে কোনো ধরনের বিষয় নিয়েই আসুক না কেন, আমি (সাথে সাথেই) তোমার কাছে (এর একটা) যথার্থ (সমাধান) এনে হাযির করি এবং (তার) একটা সুন্দর ব্যাখ্যাও (তোমাকে বলে দেই),	وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿۳۳﴾
৩৪. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের (কেয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভ্রষ্ট।	اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۳۴﴾
৩৫. অবশ্যই আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি এবং তাঁর ভাই হারুনকে আমি তাঁর সাথে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়েছি,	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿۳۵﴾
৩৬. আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা উভয়েই (আমার হেদায়াত নিয়ে) এমন এক জাতির কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে; অতপর (আমাকে অস্বীকার করায়) আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছি;	فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿۳۶﴾
৩৭. (একইভাবে) যখন নূহের সম্প্রদায়ও আমার রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তখন আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি এবং আমি ওদেরকে (পরবর্তী) মানুষদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় করে রেখেছি; আমি যালেমদের জন্যে মর্মন্তুদ আযাব ঠিক করে রেখেছি,	وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۳۷﴾
৩৮. (একই নিয়মে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি আদ, সামুদ ও 'রাস'-এর অধিবাসীদের এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আরো বহু সম্প্রদায়কেও,	وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿۳۸﴾
৩৯. (তাদের) প্রত্যেকের কাছেই আমি (আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের) নিদর্শনসমূহ উপস্থাপন করেছি, (সতর্কবাণী না শোনার কারণে) আমি সবাইকে নির্মূল করে দিয়েছি।	وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿۳۹﴾

৩ রুকু

২৬খ

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

৪০. এরা তো সে জনপদ দিয়ে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে, যার ওপর আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো; ওরা কি এসব দেখছিলো না? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (পুনরায়) জীবিত হওয়ার কোনো আশাই পোষণ করে না।

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪১. (হে নবী,) এরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গণ্য করে (এবং বলে); এই কি সে লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল করে পাঠিয়েছেন!

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. এ ব্যক্তি তো আমাদের দেবতাদের (এবাদাত) থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতই করে দিতো যদি আমরা তাদের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকতাম; (হ্যাঁ,) তারা যখন আযাবকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাবে তখন ভালো করেই জানতে পারবে, কে তোমাদের মাঝে বেশী পথভ্রষ্ট ছিলো।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে; তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) অভিভাবক হতে পারো?

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে; (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (তার চাইতেও) বেশী পথভ্রষ্ট।

৪ রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী,) তুমি কি তোমার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখো না? কি ভাবে তিনি ছায়াকে বিস্তার করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে তার ওপর একটি স্থায়ী নির্ঘন্ট বানিয়ে রেখেছি,

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. অতপর আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনবো।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

৪৭. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তোমাদের জন্যে রাতকে আবরণ, ঘুমকে আরাম ও দিনকে জেগে ওঠার সময় করে বানিয়ে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

৪৮. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর আসমান থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন,

لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তিনি যেন তা দিয়ে মৃত ভূখন্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে আমি আমার সৃষ্টি করা অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করাতে পারি।

৫০. আমি বার বার এ (ঘটনা)-টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু স্বীকারই করলো না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾
৫১. আমি চাইলে প্রতিটি জনপদে এক একজন সতর্ককারী (নবী) পাঠাতাম,	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾
৫২. অতএব, তুমি কাফেরদের পেছনে পড়ো না, তুমি (বরং) এ (কোরআন) দিয়ে তাদের সাথে বড়ো ধরনের জেহাদ করো।	فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾
৫৩. তিনি আল্লাহ তায়ালা– যিনি (একই জায়গায়) দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান।	وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾
৫৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষকে (এক বিন্দু) পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তাকে (রক্ত সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার (বন্ধন) ও (বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা) শ্বশুরালয়ে পরিণত করেছেন; তোমার রব প্রভূত ক্ষমতাবান,	وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা আল্লাহর বদলে এমন সবকিছুর এবাদাত করে যা– না তাদের কোনো উপকার করতে পারে, না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে; (আসলে) কাফের ব্যক্তি নিজের মালিকের মোকাবেলায় (বিদ্রোহীদেরই বেশী) সাহায্যকারী (হয়)।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾
৫৬. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾
৫৭. তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, (হাঁ, আমি চাই) প্রতিটি ব্যক্তিই যেন তার রব পর্যন্ত পৌঁছার (সঠিক) রাস্তা অবলম্বন করে।	قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾
৫৮. (হে নবী,) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো; তাঁর বান্দাদের গুনাহখাতা সম্পর্কে তাঁর অবগত হওয়াই যথেষ্ট,	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٨﴾
৫৯. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তাঁর) আরশে সমাসীন হন, (তিনি) অতি দয়াবান, তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে সে লোককে তুমি জিজ্ঞেস করো যে (এ সম্পর্কে) অবগত আছে।	الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

সাজদা ৭
৫ রুকু

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ٦٠ (সাজদা)

৬০. যখন ওদের বলা হয়, তোমরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি সাজদাবনত হও, তখন তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা আবার) কে? যাকেই তুমি সাজদা করতে বলবে তাকেই কি আমরা সাজদা করবো? (বস্তুত তোমার এ আহ্বান) তাদের বিদ্বেষকে বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ٦١

৬১. কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য গম্বুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি (আবার) পয়দা করেছেন প্রদীপ (-সম একটি সূর্য) এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ٦٢

৬২. তিনি রাত ও দিনকে (পরস্পরের) অনুগামী করেছেন, (এসব আয়োজন তাদের জন্যে) যারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কিংবা (সে জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ٦٣

৬৩. দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা যমীনে নেহায়াত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা (খারাপভাবে) তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা (বলে, তোমাদের ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক)।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ٦٤

৬৪. যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ٦٥

৬৫. যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে সরিয়ে নাও, অবশ্যই তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ,

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٦٦

৬৬. আশ্রয় ও থাকার জন্যে তা (আসলেই) একটি নিকৃষ্ট জায়গা!

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ٦٧

৬৭. তারা যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না, (আবার কোনো প্রকার) কার্পণ্যও তারা করে না; বরং তাদের ব্যয় (সব সময় এ দুয়ের) মধ্যবর্তী (একটি ভারসাম্যমূলক) অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ ٦٨

৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন তাকে তারা হত্যা করে না, যারা ব্যভিচার করে না, (তারাই মূলত আল্লাহর নেক বান্দা, অপরদিকে) যে ব্যক্তি এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে,

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ ٦٩

৬৯. কেয়ামতের দিন তার জন্যে এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে,

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

৭০. কিন্তু যারা (এসব কিছু থেকে) তাওবা করেছে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের গুনাহসমূহকে তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে আল্লাহ তায়ালার কাছেই তাওবা করে যেমন তাওবা করা উচিত।

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭২. (দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা তারাও–) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (ঘটনাচক্রে) যদি কোনো অযথা বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে (সেখান থেকে) সরে পড়ে।

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭৩. (এরা হচ্ছে এমন লোক,) তাদের কাছে যখন তাদের মালিকের কোনো আয়াত পড়ে (কিছু) স্মরণ করানো হয়, তখন তারা তার ওপর অন্ধ ও বধির হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকে না।

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৪. (নেক বান্দা তারাও) যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো, (উপরন্তু) তুমি আমাদের মোত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।

أُو۟لَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾

৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ সেদিন যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে,

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা আশ্রয় নেয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জায়গা) থাকার জন্যে!

قُلْ مَا يَعْبَؤُا۟ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًۢا ﴿٧٧﴾

৭৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি (তাঁকে) না ডাকো তাতে আমার রব তোমাদের মোটেই পরোয়া করবেন না, তোমরা (যে তাঁকে) অস্বীকার করো, (তাই) অচিরেই তোমাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে।

৬ রুকু

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আশ শোয়ারা

মক্কায় অবতীর্ণ

طسٓمٓ ﴿١﴾

১. ত্বা-সীম, মীম।

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের (কতিপয়) আয়াত।

মনযিল ৫

৩. (হে নবী,) তারা যে ঈমান আনছে না (সে দুঃখে) মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্বংস করে দেবে।	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣
৪. আমি চাইলে এদের ওপর আসমান থেকে (এমন) নিদর্শন নাযিল করতে পারি, (ফলে) তাদের গর্দান তার সামনে ঝুঁকে যাবে।	إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ٤
৫. এমন হয়নি যে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের কাছে কোনো (নতুন) উপদেশ এসেছে; কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।	وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥
৬. এরা যেহেতু (আল্লাহর আযাবকে) অস্বীকার করেছে, (তাই) অচিরেই তাদের কাছে সে খবর এসে হাযির হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো!	فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٦
৭. এরা কি যমীনের দিকে নযর করে দেখে না! আমি কতো কতো ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিসপত্র তাতে উৎপাদন করাই।	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧
৮. নিশ্চয়ই এর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে (আমার সৃষ্টি কৌশলের নানা) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী নয়।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨
৯. অবশ্যই তোমার রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٩
১০. (হে নবী, তুমি তাদের সে কাহিনী শোনাও,) যখন তোমার রব মূসাকে ডাকলেন, সে যেন (দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে) যালেম জাতির কাছে যায়–	وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠
১১. ফেরাউনের জাতির কাছে; তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করবে না?	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١١
১২. সে বললো, হে আমার রব, আমি আশংকা করছি– তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে;	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٢
১৩. (এ আশংকায়) আমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আমার জিহ্বাও তো (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, (আমার সাহায্যের জন্যে) তুমি হারূনের কাছেও নবুওত পাঠাও।	وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ١٣
১৪. (তা ছাড়া) আমার ওপর তাদের (আগে থেকেই একটা) অপরাধ (-জনিত অভিযোগ) আছে, তাই আমি ভয় করছি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে,	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤
১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, (তা) কখনো হবে না, আমার আয়াত নিয়ে তোমরা উভয়েই (তার কাছে) যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছুই শুনতে পাই।	قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥

১ রুকু

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও, তোমরা তাকে বলো, আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ তায়ালার) প্রেরিত রসূল,

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٧﴾

১৭. (তাকে আরো বলো) তুমি বনী ইসরাঈলদের আমাদের সাথে যেতে দাও!

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. (ফেরাউন এসব শুনে) বললো, (হে মূসা,) আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন পালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছরই আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছো।

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. (তখন) তোমার যা কিছু করার ছিলো তা তুমি করেছো, তুমি তো (দেখছি ভারী) অকৃতজ্ঞ মানুষ!

قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. সে বললো (হ্যাঁ), আমি তখন সে কাজটি একান্ত না জানা অবস্থায় করে ফেলেছি;

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. অতপর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে (প্রতিশোধের ব্যাপারে) ভয় পেয়ে গেলাম তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম, তারপর আমার রব আমাকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে তিনি রসূলদের দলে শামিল করলেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমার (রাজপরিবারের) সে অনুগ্রহ, যে কথা বলে তুমি আমাকে খোটা দিলে (তার মূল কারণ ছিলো), তুমি বনী ইসরাঈলদের নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে;

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. ফেরাউন বললো, সৃষ্টিকুলের রব (আবার) কে?

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সে বললো, তিনি হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর রব; যদি তোমরা (এ কথাটা) বিশ্বাস করতে!

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা (বসা) ছিলো তাদের বললো, তোমরা কি শুনছো– (মূসা কি বলছে)?

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. সে বললো, তিনি তোমাদের রব এবং রব তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও।

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরাউন (তার দলবলকে) বললো, তোমাদের কাছে পাঠানো তোমাদের এ রসূল হচ্ছে (আসলেই) এক বদ্ধ পাগল।

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. সে বললো, তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের রব, আরো (রব) এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেসব কিছুরও; যদি তোমরা অনুধাবন করতে!

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. সে বললো (হে মূসা), যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরবো।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩০. সে বললো, আমি যদি তোমার সামনে (নবুওতের) সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ হাযির করি তবুও কি (তুমি এমনটি করবে)?	قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ ﴿٣٠﴾
৩১. সে বললো, (যাও) নিয়ে এসো সে দলীল প্রমাণ, যদি তুমি সত্যবাদী হও!	قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অতপর সে তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাৎ তা একটি দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেলো।	فَاَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ ﴿٣٢﴾
৩৩. (দ্বিতীয় নিদর্শন হিসেবে) সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, (সাথে সাথেই) তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগলো।	وَّنَزَعَ یَدَهٗ فَاِذَا هِیَ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. (ফেরাউন) তার আশেপাশে উপবিষ্ট দরবারের বড়ো আমলাদের বললো, এ তো (দেখছি) আসলেই একজন সুদক্ষ যাদুকর!	قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. সে তার যাদু (-র শক্তি) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরই বের করে দিতে চায়, বলো, এখন তোমরা আমাকে (এ ব্যাপারে) কি পরামর্শ দেবে?	یُّرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖۗ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তারা বললো, তুমি তাকে ও তার ভাইকে (কিছু) অবকাশ দাও এবং (এ সুযোগে) তুমি শহরে বন্দরে (যাদুকরদের নিয়ে আসার ফরমান দিয়ে) সংগ্রাহকদের পাঠিয়ে দাও।	قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তারা যেন প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার সামনে এনে হাযির করে।	یَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیْمٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতপর এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট সময়ে (সত্যি সত্যিই দেশের) সব যাদুকরদের একত্রিত করা হলো,	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. সাধারণ মানুষদের বলা হলো, তোমরাও কি (সেখানে) একত্রিত হবে?	وَّقِیْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আমাদের আশা, যদি যাদুকররা (আজ) বিজয়ী হয় তাহলে আমরা (মূসাকে বাদ দিয়ে) তাদের অনুসরণ করতে পারবো।	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِیْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতপর যাদুকররা এসে যখন ফেরাউনকে বললো, আমরা যদি (আজ) জয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্যে (পর্যাপ্ত) পুরস্কার থাকবে তো?	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِیْنَ ﴿٤١﴾
৪২. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই), তেমন অবস্থায় তোমরাই তো (হবে) আমার ঘনিষ্ঠ জন!	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. (মোকাবেলা শুরু হয়ে গেলে) মূসা তাদের বললো (হাঁ), তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে!	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤی اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি (মাটিতে) ফেললো এবং তারা বললো, ফেরাউনের ইযযতের কসম, অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো।	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

২ রুকু

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, সহসা তা (অজগর হয়ে) তাদের (যাদুর) অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগলো,	فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. অতপর (ঘটনার আকস্মিকতা) যাদুকরদের সাজদাবনত করে দিলো,	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা বললো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,	قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. (ঈমান আনলাম) মূসা ও হারূনের মালিকের ওপর।	رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. (ক্রোধান্বিত হয়ে) সে (ফেরাউন) বললো, (একি!) আমি তোমাদের (কোনো রকম) অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার (মালিকের) ওপর ঈমান এনে ফেললে! (বুঝতে পারছি, আসলে) এই হচ্ছে তোমাদের বড়ো (গুরু), এ-ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতিসত্বর তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে; আমি তোমাদের হাত ও পা-বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতপর আমি তোমাদের সবাইকেই শূলে চড়াবো,	قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. তারা বললো, (এতে) আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই, অবশ্যই আমরা আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো,	قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. আমরা আশা করবো আমাদের রব আমাদের (যাদু সংক্রান্ত) সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন, কেননা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।	إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾
৫২. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠিয়ে বললাম, রাত থাকতে থাকতেই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে যাও, (সাবধান থেকে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা হবে।	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. ইতিমধ্যে ফেরাউন (সৈন্য জড়ো করার জন্যে) শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো,	فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾
৫৪. (সে বললো,) এরা তো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র,	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. এরা আমাদের (অনেক) ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়েছে,	وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. (এদের মোকাবেলায়) আমরা হচ্ছি একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী;	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি (ধীরে ধীরে) তাদেরকে উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারাসমূহ থেকে বের করে আনলাম,	فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾
৫৮. (বের করে আনলাম) তাদের (সঞ্চিত) ধনভান্ডারসমূহ ও সুরম্য প্রাসাদ থেকে–	وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

৩ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৫৯. (ঘটনাটি) এভাবেই (ঘটেছে), আমি বনী ইসরাঈলদের (ফেরাউন ও তাদের) লোকজনদের (ফেলে আসা) সবকিছুর মালিক বানিয়ে দিলাম;	كَذٰلِكَ ؕ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ؕ ﴿۵۹﴾
৬০. তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো।	فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ ﴿۶۰﴾
৬১. (এক পর্যায়ে) যখন একদল আরেক দলকে দেখে ফেললো, তখন মূসার সাথীরা বললো, আমরা (বুঝি এখনি) ধরা পড়ে যাবো,	فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰٓى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ ۚ ﴿۶۱﴾
৬২. সে বললো, না কিছুতেই নয়, আমার সাথে অবশ্যই আমার রব রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে (এ মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের একটা) পথ বাতলে দেবেন।	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ ﴿۶۲﴾
৬৩. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত হানো, (আঘাতের পর) তা ফেটে (দু'ভাগ হয়ে) গেলো এবং এর প্রতিটি ভাগ ছিলো, উঁচু উঁচু (একটা) পাহাড়ের মতো,	فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰٓى اَنِ اضۡرِبْ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ ۚ ﴿۶۳﴾
৬৪. (এবার) আমি অপর দলটিকে (এ জায়গার) কাছে নিয়ে এলাম,	وَاَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِيۡنَ ۚ ﴿۶۴﴾
৬৫. আমি মূসা ও তাঁর সকল সাথীকে (ফেরাউন থেকে) উদ্ধার করলাম,	وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ۚ ﴿۶۵﴾
৬৬. অতপর আমি অপর দলটিকে (সাগরে) ডুবিয়ে দিলাম;	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ؕ ﴿۶۶﴾
৬৭. অবশ্যই এ ঘটনার মাঝে (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে না।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۶۷﴾
৬৮. অবশ্যই তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ع ﴿۶۸﴾
৬৯. (হে নবী,) তুমি ওদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করো।	وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ۘ ﴿۶۹﴾
৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমরা সবাই কার এবাদাত করো?	اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۰﴾
৭১. তারা বললো, আমরা মূর্তির পূজা করি, নিষ্ঠার সাথেই আমরা তাদের পূজায় মগ্ন থাকি।	قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ ﴿۷۱﴾
৭২. সে বললো, তোমরা যখন তাদের ডাকো তারা কি তোমাদের কথা শুনতে পায়,	قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ۙ ﴿۷۲﴾
৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে; কিংবা (পারে কি) তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে?	اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ ﴿۷۳﴾
৭৪. তারা বললো, (না– তা পারে না, তবে) আমরা আমাদের বাপদাদাদের এভাবেই এদের এবাদাত করতে দেখেছি,	قَالُوۡا بَلۡ وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۷۴﴾

৪ রুকু ওয়াকফে লাযেম

৭৫. সে বললো, তোমরা কি কখনো তাদের ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো–যাদের তোমরা এবাদাত করো,	قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥
৭৬. তোমরা নিজেরা (যেমনি করছো)– তোমাদের আগের লোকেরাও (তেমনি করেছে),	أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦
৭৭. (এভাবে যাদের এবাদাত করা হচ্ছে,) তারা সবাই হচ্ছে আমার দুশমন। সৃষ্টিকুলের মালিকের কথা আলাদা–	فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٧٧
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর যিনি আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন,	ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨
৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় যোগান,	وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩
৮০. আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন,	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠
৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দেবেন,	وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١
৮২. শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকেই আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন;	وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢
৮৩. (অতপর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার রব, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো–	رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣
৮৪. এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখো,	وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ٨٤
৮৫. আমাকে তুমি (তোমার) নেয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো,	وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥
৮৬. আমার পিতাকে (হেদায়াতের তাওফীক দিয়ে) তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে পথভ্রষ্টদের একজন,	وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٨٦
৮৭. (যেদিন সব মানুষদের) পুনরায় জীবন দেয়া হবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করো না।	وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧
৮৮. সেদিন (কারো) ধন সম্পদ কাজে লাগবে না– না সন্তান সন্ততি (কোনো কাজে আসবে),	يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨
৮৯. অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হবে তার কথা আলাদা;	إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩
৯০. (সেদিন) জান্নাতকে মোত্তাকীদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে–	وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠
৯১. এবং জাহান্নামকে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচিত করে দেয়া হবে,	وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١
৯২. (তখন) তাদের বলা হবে, (বলো) এখন কোথায় তারা, (দুনিয়ার জীবনে) যাদের তোমরা এবাদাত করতে?	وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢

৯৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (তোমরা যাদের) ডাকতে, আজ তারা কি তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে? না তারা নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচাতে পারবে?	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ؕ﴿٩٣﴾
৯৪. অতপর (যাদের তারা পূজা করতো) তারা এবং পথভ্রষ্ট মানুষ (যারা তাদের এবাদাত করতো), সবাইকে সেখানে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে,	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. (নিক্ষেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও;	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ؕ﴿٩٥﴾
৯৬. সেখানে (গিয়ে) তারা নিজেরা এক (মহা) বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং (প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাবুদদের) বলবে-	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۙ﴿٩٦﴾
৯৭. আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿٩٧﴾
৯৮. (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ)-এর সাথে তোমাদেরও (তাঁর) সমকক্ষ মনে করতাম।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯. (আসলে) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তিই আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।	وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾
১০০. (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না,	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۙ﴿١٠٠﴾
১০১. না আছে (এমন) কোনো সুহৃদ বন্ধু (যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ পেশ করবে)	وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!	فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. নিসন্দেহে এ (ঘটনার) মাঝে (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾
১০৪. নিশ্চয়ই তোমার রব পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع ﴿١٠٤﴾
১০৫. নূহের জাতির লোকেরাও (আমার) রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۚۖ﴿١٠٥﴾
১০৬. যখন তাদেরই ভাই নূহ তাদের বললো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ﴿١٠٦﴾
১০৭. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ﴿١٠٧﴾
১০৮. তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ﴿١٠٨﴾
১০৯. আমি এ (দাওয়াত পৌঁছানোর) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করি না,	وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ

৫ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আমার যা পারিশ্রমিক তা তো রাব্বুল আলামীনের কাছেই (মজুদ) রয়েছে,	اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۹﴾
১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো;	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ﴿۱۱۰﴾
১১১. তারা বললো, আমরা কিভাবে তোমার ওপর ঈমান আনবো– (আমরা দেখতে পাচ্ছি) কতিপয় নীচু লোক তোমার অনুসরণ করছে;	قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾
১১২. সে বললো, ওরা (কে) কি কাজ করে তা আমার জানার (বিষয়) নয়।	قَالَ وَمَا عِلْمِیْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۲﴾
১১৩. তাদের (কাজের) হিসাবের বিষয় সম্পূর্ণ আমার মালিকের, (কতো ভালো হতো এ কথাটা) যদি তোমরাও বুঝতে পারতে!	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾
১১৪. এটা আমার কাজ নয় যে, যারা ঈমান আনবে (সামাজিক মানের কারণে) আমি তাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবো,	وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱۴﴾
১১৫. (উঁচু নীচু সবার জন্যেই–) আমি একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই;	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۱۵﴾
১১৬. তারা বললো, হে নূহ, যদি তুমি (এ কাজ থেকে) ফিরে না আসো, তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ یٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ ﴿۱۱۶﴾
১১৭. সে বললো, হে আমার রব, আমার জাতি অবশ্যই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে!	قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِ ﴿۱۱۷﴾
১১৮. তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দাও, তুমি আমাকে এবং আমার সাথে যেসব ঈমানদার মানুষরা আছে তাদের (সবাইকে) এদের (ফেতনা) থেকে উদ্ধার করো।	فَافْتَحْ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِیْ وَمَنْ مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱۸﴾
১১৯. আমি তাকে এবং তার সংগী সাথী যারা– ভরা নৌকায় (তার সাথে) আরোহী ছিলো, তাদের (মহাপ্লাবন থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,	فَاَنْجَیْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۱۹﴾
১২০. অতপর অবশিষ্ট লোকদের আমি (মহা প্লাবনে) ডুবিয়ে দিলাম;	ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِیْنَ ﴿۱۲۰﴾
১২১. এ ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয়) নিদর্শন আছে; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।	اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۲۱﴾
১২২. অবশ্যই তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۲۲﴾
১২৩. আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।	كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۱۲۳﴾

৬ রুকু

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তাদেরই একজন ভাই তাদের বললো, এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৫. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পাঠানো) একজন বিশ্বস্ত রসূল,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান রয়েছে রাব্বুল আলামীন (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছেই;

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (-সৌধ হিসেবে বড়ো বড়ো ঘর) বানিয়ে নিচ্ছো! এগুলো তোমরা (কিন্তু) অপচয় (হিসেবেই) করছো,

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, (দেখে মনে হয়) তোমরা বুঝি এখানে চিরদিন থাকবে,

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো, সে আঘাত হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী হিসেবে,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. তোমরা ভয় করো তাঁকে– যিনি তোমাদের এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা ভালো করেই জানো,

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তিনি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন,

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারা দিয়ে,

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে) তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি,

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তারা বললো (হে নবী), তুমি আমাদের কোনো উপদেশ দাও কিংবা না দাও; উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান,

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. (তোমার) এ সব কথা আগের লোকদের কিছু নিয়মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়,

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. (আসলে) আমাদের কখনো আযাব দেয়া হবে না,

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ

১৩৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, আমিও তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম, (মূলত) এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (শিক্ষণীয়) নির্দশন,

বাংলা অনুবাদ	আরবি
(তা সত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।	وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩
১৪০. অবশ্যই তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ١٤٠
১৪১. (এভাবে) সামুদ জাতিও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,	كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ١٤١
১৪২. যখন তাদেরই ভাই সালেহ তাদের বলেছিলো (তোমাদের এ কি হলো), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
১৪৩. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٣
১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٤
১৪৫. আমি তো তোমাদের কাছে এ কাজের ওপর কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ)-এর কাছেই (মজুদ) রয়েছে;	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ١٤٥
১৪৬. (তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে,) এ (দুনিয়া)-র মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্যে) তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে,	أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَا آمِنِينَ ١٤٦
১৪৭. নিরাপদ থাকবে (তোমরা) উদ্যনামালা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে?	فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ١٤٧
১৪৮. শস্যক্ষেত্র, নাযুক ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগিচার মধ্যে (কি তোমরা নিরাপদ?)	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٨
১৪৯. তোমরা যে নিপুণ শিল্প দ্বারা পাহাড় কেটে রং চং করে বাড়ী বানাও (তাতে কি তোমরা নিরাপদ?)	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ ١٤٩
১৫০. (অতএব) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠
১৫১. (সেসব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না–	وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ١٥١
১৫২. যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না।	الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
১৫৩. (এসব শুনে) তারা বললো (হে সালেহ), আসলেই তুমি হচ্ছো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি,	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো!	مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ١٥٤

৭ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৫৫. সে বললো– এ উষ্ট্রীই (হচ্ছে আমার প্রমাণ), এর জন্যে (কুয়ার) পানি পান করার (নির্দিষ্ট) পালা থাকবে, আর একটি নির্দিষ্ট দিনের পালা থাকবে তোমাদের (পশুদের পানি) পান করার জন্যে,	قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. কখনো একে কোনো রকম খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করো না, নতুবা বড়ো (কঠিন) দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।	وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. তারা (পায়ের নলি কেটে দিয়ে) সেটিকে হত্যা করলো, অতপর (কঠিন শাস্তি দেখে) তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলো,	فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۙ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. এরপর (আল্লাহ তায়ালার) শাস্তি এসে তাদের গ্রাস করলো, এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো ঈমানই আনে না।	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۧ ﴿١٥٩﴾
১৬০. (একইভাবে) লূতের জাতিও (আল্লাহর) রসূলদের অস্বীকার করেছে,	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ۚۖ ﴿١٦٠﴾
১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললো (এ কি হলো তোমাদের), তোমরা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ ﴿١٦١﴾
১৬২. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. আমি এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর দরবারেই (মজুদ) রয়েছে;	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. (এ কি! জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে) তোমরা দুনিয়ার পুরুষগুলোর কাছে যাও!	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. (অথচ) তোমাদের রব তোমাদের (এ প্রয়োজনের) জন্যে তোমাদের স্ত্রী সাথীদের পয়দা করে রেখেছেন, (আর) তাদেরই তোমরা পরিহার করো, তোমরা (আসলেই) সীমালংঘনকারী জাতি।	وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. তারা বললো, হে লূত, যদি তুমি তোমার এসব (ওয়ায নসীহত) থেকে নিবৃত্ত না হও, তাহলে তোমাকে বহিস্কার করে দেয়া হবে।	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. সে বললো, আমি তোমাদের এ নোংরা কাজের বড়ো দুশমন;	قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۗ ﴿١٦٨﴾

৮ রুকু

২৭

১৬৯. (লূত বললো,) হে আমার রব, তারা যা কিছু করে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে সেসব (ঘৃণিত কাজ) থেকে বাঁচাও।	رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. অতপর আমি (সত্যি সত্যিই) লূত ও তার পরিবার পরিজনদের সকলকে উদ্ধার করলাম।	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এক (পাপী) বৃদ্ধাকে বাদ দিয়ে, সে পেছনে থেকে (আযাবে নিমজ্জিত হয়ে) গেলো,	اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. অতপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. তাদের ওপর আমি (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট ছিলো সেই (আযাবের) বৃষ্টি!	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (রয়েছে শিক্ষণীয়) নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. আইকা'র অধিবাসীরাও রসূলদের অস্বীকার করেছিলো,	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. যখন শোয়ায়ব তাদের বলেছিলো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾
১৮০. এ জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার কাছেই মজুদ রয়েছে;	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. (হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মেপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না।	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. (ওযন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওযন করবে,	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
১৮৩. মানুষদের জিনিসপত্রে কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না,	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

৯ রুকু

১৭খ

১৮৪. ভয় করবে তাঁকে– যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন;	وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
১৮৫. তারা বললো (হে শোয়ায়ব), তুমি তো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত,	قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
১৮৬. তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই অন্তর্ভুক্ত,	وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾
১৮৭. (হ্যাঁ,) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যাও, আসমান (ভেংগে) এর একটি টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও।	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾
১৮৮. সে বললো, যা কিছু (উদ্ভট দাবী) তোমরা করছো– আমার রব তা ভালো করেই জানেন,	قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
১৮৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের এক ভীষণ আযাব তাদের পাকড়াও করলো, এ ছিলো সত্যিই এক কঠিন দিনের আযাব।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾
১৯০. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; (কিন্তু) তাদের অনেকেই (এর ওপর) ঈমান আনে না।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
১০ রুকু — ১৯১. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾
১৯২. (হে নবী,) অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা (একটি গ্রন্থ);	وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾
১৯৩. একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা এটা নাযিল করেছে,	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
১৯৪. (নাযিল করেছে) তোমারই মনের ওপর যাতে করে তুমিও সতর্ককারী (নবী)-দের একজন হতে পারো,	عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
১৯৫. (একে নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়;	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾
১৯৬. আগের (উম্মতদের কাছে) নাযিল করা কিতাবসমূহে অবশ্যই এটি (উল্লিখিত) আছে।	وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
১৯৭. এটা কি এদের জন্যে দলিল নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরাও এর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছে;	أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
১৯৮. যদি আমি এ (কোরআন)–কে (আরবীর বদলে অন্য) কোনো অনারবের ওপর (তার ভাষায়) নাযিল করতাম,	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. তারপর সে (অনারব) ব্যক্তি তাদের কাছে এসে (কিতাব) পাঠ করতো, অতপর (ভাষার অজুহাত তুলে) তারা এর ওপর (মোটেই) ঈমান আনতো না;	فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ؕ﴿١٩٩﴾
২০০. এভাবেই আমি এ (মিথ্যা)-কে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি;	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ؕ﴿٢٠٠﴾
২০১. তারা কখনো এর ওপর ঈমান আনবে না, যতোক্ষণ না তারা কোনো কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে,	لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰی یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ۙ﴿٢٠١﴾
২০২. আর সে (আযাব কিন্তু) তাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা কিছুই টের পাবে না,	فَیَاْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۙ﴿٢٠٢﴾
২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদের কি (কিছু সময়ের জন্যেও) অবকাশ দেয়া হবে?	فَیَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ؕ﴿٢٠٣﴾
২০৪. (অথচ) সে লোকগুলোই (এক সময়) আমার আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলো!	اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
২০৫. তুমি চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি তাদের অনেক দিন ধরে (পার্থিব) ভোগবিলাস ভোগ করতেও দিই,	اَفَرَءَیْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِیْنَ ۙ﴿٢٠٥﴾
২০৬. তারপর যে (আযাব) সম্পর্কে তাদের ওয়াদা করা হয়েছিলো তা (যদি সত্যিই) তাদের কাছে এসে পড়ে,	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا یُوْعَدُوْنَ ۙ﴿٢٠٦﴾
২০৭. তাহলে যে বৈষয়িক বিলাস তাদের ভোগ করানো হচ্ছিলো তা তাদের কোন্ কাজে লাগবে?	مَاۤ اَغْنٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یُمَتَّعُوْنَ ؕ﴿٢٠٧﴾
২০৮. আমি (কাফেরদের) কোনো জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী (নবীরা) মজুদ ছিলো না,	وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۛ﴿٢٠٨﴾
২০৯. (এ হচ্ছে মূলত সুস্পষ্ট) উপদেশ, আর আমি তো যালেম নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের ধ্বংস করে দেবো)।	ذِكْرٰی ۛ۫ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ﴿٢٠٩﴾
২১০. এ (কোরআন)-টি কোনো শয়তান নাযিল করেনি।	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیٰطِیْنُ ﴿٢١٠﴾
২১১. ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন কোনো ক্ষমতা রাখে;	وَمَا یَنْۢبَغِیْ لَهُمْ وَمَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ؕ﴿٢١١﴾
২১২. তাদের তো (ওহী) শোনা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে;	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ؕ﴿٢١٢﴾
২১৩. অতএব তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, নতুবা তুমিও শাস্তিযোগ্য লোকদের দুলভুক্ত হয়ে যাবে।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِیْنَ ۚ﴿٢١٣﴾
২১৪. (হে নবী,) তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের (আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে) ভয় দেখাও,	وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ۙ﴿٢١٤﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২১৫. যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে তোমার অনুবর্তন করবে তুমি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করো,	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾
২১৬. যদি কেউ তোমার নাফরমানী করে তাহলে তুমি তাকে বলে দাও, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি কিন্তু (মোটেই) দায়ী নই,	فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾
২১৭. (তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী, দয়ালু সত্তা (আল্লাহ তায়ালা)-এর ওপরই ভরসা করো,	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾
২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন, যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও,	الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾
২১৯. এবং সাজদাকারীদের মাঝে তোমার ওঠা বসাও (তিনি প্রত্যক্ষ করেন)।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾
২২০. অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছুই) জানেন।	إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾
২২১. (হে নবী,) আমি কি তোমাকে বলে দেবো, শয়তান কার ওপর (বেশী) সওয়ার হয়?	هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾
২২২. (শয়তান সওয়ার হয়) প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপী মানুষের ওপর,	تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾
২২৩. ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী;	يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾
২২৪. আর (ভোগবাদী) কবিরা! গোমরাহ ব্যক্তিরাই তাদের অনুসরণ করে;	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾
২২৫. তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা (কল্পনার হাওয়ায় চড়ে) প্রতিটি ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়,	أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾
২২৬. এরা এমন কথা বলে যা তারা নিজেরাও করে না,	وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾
২২৭. তবে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, নেক কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের ওপর যুলুম করার পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামূলক) প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর যুলুম যারা করে তারা অচিরেই জানতে পারবে তাদের ফিরে যাবার জায়গা কোন্‌টি যেখানে তারা ফিরে যাবে?	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

১১ রুকু

আয়াত ৯৩
রুকু ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আন নামল
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ত্বা-সীন। এগুলো কোরআনেরই আয়াত এবং এগুলো সুস্পষ্ট কিতাব (-এর অংশ),

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿١﴾

২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী (গ্রন্থ),

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿٢﴾

৩. (ঈমানদার হচ্ছে তারা) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা শক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾

৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ভ্রান্তের মতো (আপন কর্মকান্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়াচ্ছে;

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ؕ﴿٤﴾

৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব রয়েছে, আর পরকালে এরা (এমনি) ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾

৬. (হে নবী,) অবশ্যই তোমাকে প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ (আল্লাহ তায়ালা)-এর পক্ষ থেকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٦﴾

৭. (স্মরণ করো,) মূসা যখন তার পরিবারের লোকজনদের বলেছিলো, অবশ্যই আমি আগুন (সদৃশ কিছু) দেখতে পেয়েছি; সেখান থেকে আমি এক্ষুণি তোমাদের কাছে– হয় (পথঘাটের ব্যাপারে) কোনো খোঁজ খবর কিংবা একটি অংগার নিয়ে আসবো, যাতে করে তোমরা (ঠান্ডার সময়) আগুন পোহাতে পারো।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٧﴾

৮. অতপর সে যখন (আগুনের) কাছে পৌঁছলো, তখন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়ায দেয়া হলো, বরকতময় হোক সে (জায়গা), যা এ আগুনের ভেতর (আলোকিত হয়ে) আছে, বরকতময় হোক সে (মানুষ) যে এর আশেপাশে রয়েছে; সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালা কতো পবিত্র প্রশংসিত।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾

৯. (আওয়ায এলো,) হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ﴿٩﴾

১০. হে মূসা, তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটা (যমীনে) নিক্ষেপ করো; অতপর সে যখন তাকে দেখলো, তা যমীনে সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে (কিছুটা ভীত হয়ে) উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো, পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না (তখন আমি বললাম);

وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ

হে মূসা তুমি ভয় পেয়ো না, আমার সামনে (আমার নবী) রসূলরা কখনো ভয় পায় না,	يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾
১১. (হ্যাঁ, যদি) কেউ কখনো কোনো অন্যায় করে (তাহলে) তা ভিন্ন কথা, অতপর সে যদি অন্যায়ের পর তার বদলে (পুনরায়) নেক আমল করে, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾
১২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাত দুটো তোমার জামার (বুক) পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দাও, (দেখবে) কোনো রকম দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। (এ মোজেযাগুলো হচ্ছে সে) নয়টি নিদর্শনেরই অন্তর্গত, যা ফেরাউন ও তার জাতির জন্যে (আমি পাঠিয়েছিলাম;) ওরা অবশ্যই ছিলো গুনাহগার জাতি।	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿١٢﴾
১৩. অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ হাযির হলো তখন তারা বললো, এ তো হচ্ছে স্পষ্ট যাদু,	فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
১৪. তারা যুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এসব (নিদর্শন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো; অতপর (হে নবী), তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিলো!	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾
১৫. আমি অবশ্যই দাউদ এবং সোলায়মানকে (দ্বীন দুনিয়ার) জ্ঞান দান করেছিলাম; তারা উভয়েই বললো, যাবতীয় তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾
১৬. সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো, সে বললো হে মানুষ, আমাদেরকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পাখীদের বুলি (পর্যন্ত) শেখানো হয়েছে, প্রতিটি জিনিসই আমাদের দেয়া হয়েছে; এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।	وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾
১৭. সোলায়মানের (কাজ করে দেয়ার) জন্যে মানুষ, জ্বিন ও পাখীদের মধ্য থেকে এক (বিশাল) বাহিনী সমবেত করা হয়েছিলো, এরা আবার বিভিন্ন ব্যূহে সুবিন্যস্ত ছিলো।	وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

১ রুকু

১৮. (সোলায়মান একবার অভিযানে বের হলো,) তারা যখন পিপীলিকা (অধ্যুষিত) উপত্যকায় পৌঁছালো, তখন একটি স্ত্রী পিপীলিকা (তার স্বজনদের) বললো, হে পিপীলিকার দল, তোমরা (দ্রুত) নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো, (দেখো) এমন যেন না হয়, সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পায়ের নীচে পিষে ফেলবে তারা (হয়তো) টেরও পারবে না।

حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. তার কথা শুনে সোলায়মান মৃদু হাসি হাসলো এবং বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে (এ পিপীলিকাটির ব্যাপারেও আমি অমনোযোগী না হই এবং) আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নেয়ামত দান করেছো, আমি যেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, (অতপর) তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. (একবার) সে তার পাখী (বাহিনী) পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো কি ব্যাপার, 'হুদহুদ' (পাখীটাকে) দেখছি না যে! না সে (আজ) অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. হয় সে (এ অনুপস্থিতির) কোনো পরিষ্কার ও সংঘত কারণ নিয়ে আমার কাছে হাযির হবে, না হয় তাকে আমি (অবহেলার জন্যে) কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা (বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে) তাকে আমি হত্যাই করে ফেলবো।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَا۟ذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২. (এ খোঁজাখুঁজির পর) বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সে (পাখীটি ছুটে এসে) বললো (হে বাদশাহ), আমি এমন এক খবর জেনেছি, যা তুমি এখনো অবগত হওনি, আমি তোমার কাছে 'সাবা' (জাতি)-র একটি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি, (আর এটাই হচ্ছে আমার অনুপস্থিতির কারণ)।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি সেখানে এক রমণীকে দেখেছি, তাদের ওপর সে রাজত্ব করছে, (দেখে মনে হলো), তাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি জিনিসই (বুঝি) দেয়া হয়েছে, (তদুপরি) তার রয়েছে বিরাট এক সিংহাসন।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি তাকে এবং তার জাতিকে (এমন অবস্থায়) পেলাম যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সাজদা করছে, (মূলত) শয়তান তাদের (পার্থিব) কর্মকান্ড তাদের জন্যে শোভন করে রেখেছে এবং সে (শয়তান) তাদের (সৎ) পথ থেকেও নিবৃত্ত করেছে, ফলে ওরা হেদায়াত লাভ করতে পারছে না,

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. (শয়তান তাদের বাধা দিয়েছে,) যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (উদ্ভিদসহ সব) গোপন জিনিস বের করে আনেন,

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(তিনি জানেন) তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।	وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের অধিপতি।	সাজদা اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾
২৭. (এটা শুনে) সে বললো, (হ্যাঁ,) আমি এক্ষুণি দেখছি, তুমি কি সত্য কথা বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন!	قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾
২৮. তুমি আমার এ চিঠিটা নিয়ে যাও, এটা তাদের কাছে রেখে এসো, তারপর তাদের কাছ থেকে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরে থেকো– দেখো তারা এর কি উত্তর দেয়?	اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
২৯. (সোলায়মানের চিঠি পেয়ে সাবা জাতির) সম্রাজ্ঞী (তার পারিষদদের ডেকে) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে,	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. তা (এসেছে) সোলায়মানের কাছ থেকে এবং তা (লেখা হয়েছে) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–	إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾
৩১. (চিঠির বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে আসো।	أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾
৩২. (চিঠি পড়ে) সে (রাণী) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার (এ) বিষয়ে তোমরা আমাকে একটা অভিমত দাও, আমি তো কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত কোনো আদেশ দেই না, যতোক্ষণ না তোমরা আমার কাছে থাকো (এবং আমাকে পরামর্শ না দাও)।	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾
৩৩. তারা বললো (একথা ঠিক) যে, আমরা অনেক শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু (সোলায়মানের সাথে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, অতএব চিন্তা করে দেখো, (এ পরিস্থিতিতে) তুমি আমাদের কি আদেশ দেবে ?	قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সে (রাণী) বললো, (আসলে) রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ীর বেশে) প্রবেশ করে তখন তারা তা তছনছ করে দেয়, সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে ছাড়ে, এরাও (হয়তো) তাই করবে।	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি (বরং সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না বলে) তার কাছে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দেখি দূতেরা কি (জবাব) নিয়ে আসে!	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. সে (দূত হাদিয়া নিয়ে) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন সে বললো, তোমরা কি ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও?	فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ

সাজদা ৭

২ রুকু

(অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাকে দিয়েছেন তা- (তিনি) তোমাদের যা দিয়েছেন তার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, (তোমরা দেখছি) তোমরা তোমাদের এ উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছো!	فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (৩৬)
৩৭. তোমরা (বরং) তাদের কাছেই ফিরে যাও (যারা এগুলো তোমাদের পাঠিয়েছে), আমি অবশ্যই ওদের মোকাবেলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে হাযির হবো, (তাদের যা আছে) তা দিয়ে যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদের সে জনপদ থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো, (পরিণামে) ওরা সবাই অপমানিত হবে।	اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (৩৭)
৩৮. সে (নিজের) পারিষদদের বললো, হে আমার পারিষদরা, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তার (গোটা) সিংহাসনটাই আমার কাছে (তুলে) নিয়ে আসতে পারে এমন কে (এখানে) আছে?	قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ (৩৮)
৩৯. বিশাল (বপুবিশিষ্ট) এক জ্বিন দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা তোমাদের বর্তমান স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো, এ বিষয়ের ওপর আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ক্ষমতাবান।	قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ (৩৯)
৪০. (আরেক জ্বিন-) যার কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের (কিছু) জ্ঞান ছিলো, সে বললো (হে বাদশাহ), তোমার চোখের (পরবর্তী) পলক তোমার দিকে ফেলার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো; (কথা শেষ না হতেই) সে যখন দেখলো- (সিংহাসন সহ) তা তার সামনেই দাঁড়ানো, তখন সে বললো, এ তো হচ্ছে (আসলেই) আমার মালিকের অনুগ্রহ; এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা নিতে চান (তিনি দেখতে চান), আমি কি শোকর আদায় করি, না না-শোকরী করি; (মূলত) যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে (তো) করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (তা) অস্বীকার করে (সে যেন জেনে রাখে), তোমার রব সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত, একান্ত মহানুভব।	قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ (৪০)
৪১. সে বললো, তোমরা (এবার) তার সিংহাসনের আকৃতিটা একটু বদলে দাও, আমরা দেখি সে সত্যিই তা টের পায় কিনা, না সেও তাদের দলে শামিল হয়ে যায়, যারা (কখনো সঠিক) পথের দিশা পায় না।	قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ (৪১)
৪২. অতপর সে (রাণী যখন) এলো (তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো), তোমার সিংহাসন কি (দেখতে) এমন ধরনের (ছিলো)? সে বললো হ্যাঁ, (মনে হয়) তা এ ধরনেরই (ছিলো, আসলে) এ ঘটনার আগেই আমাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে গেছে এবং আমরা	فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۗ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

(তোমার) আনুগত্যও মেনে নিয়েছি।	مُسْلِمِيْنَ ۝৪২
৪৩. তাকে যে জিনিসটি (ঈমান আনতে এ যাবত) বাধা দিয়ে রেখেছিলো; তা ছিলো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের গোলামী করা; তাই (এতো দিন পর্যন্ত) সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।	وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝৪৩
৪৪. (অতপর) তাকে বলা হলো, যাও, এবার তুমি প্রাসাদে প্রবেশ করো, সে যখন (প্রাসাদের আয়নাসম বারান্দাসহ) সব দেখলো তখন তার মনে হলো, এ যেন (স্বচ্ছ জলাশয়) এবং (এটা মনে করে) সে তার উভয় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় টেনে তুলে ধরলো; (তার এ আচরণ দেখে) সে (বাদশাহ) বললো, এটি হচ্ছে স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ; সে (মহিলা) বললো, হে আমার রব, আমি অবশ্যই (এতোদিন) আমার নিজের ওপর যুলুম করে এসেছি, (আজ) আমি সোলায়মানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম।	قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝৪৪ ؑ
৪৫. আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম (সে বলেছিলো), তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, (এ আহ্বানের সাথে সাথে) তার (জাতির) লোকেরা (মোমেন ও কাফের) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলো।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝৪৫
৪৬. (সে বললো,) তোমরা কেন (ঈমানের) কল্যাণের পরিবর্তে (আযাবের) অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছো, কেন তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে।	قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝৪৬
৪৭. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবেই (দেখতে) পেয়েছি; (এটা শুনে) সে বললো, তোমাদের শুভাশুভ সবই তো আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে; (মূলত) তোমরা এমন এক দল যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পরীক্ষা করা হচ্ছে।	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝৪৭
৪৮. সে শহরে ছিলো (নেতা গোছের) এমন নয় জন লোক, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো, সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না।	وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝৪৮
৪৯. (একদিন) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, তোমরা আল্লাহর নামে সবাই কসম করো, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার (ঈমানদার) সাথীদের মেরে ফেলবো, অতপর তার উত্তরাধিকারীকে আমরা বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা (সেখানে) উপস্থিতই ছিলাম না, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।	قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝৪৯

৩ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৫০. তারা (যখন সালেহকে মারার) চক্রান্ত করছিলো, (তখন) আমিও (তাকে রক্ষা করার এমন এক) কৌশল (বের) করলাম, যা তারা (বিন্দুমাত্রও) বুঝতে পারেনি।	وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. (হে নবী,) অতপর তুমি দেখো, তাদের চক্রান্তের কী পরিণাম হয়েছে, আমি তাদের এবং তাদের জাতির সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি।	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾
৫২. (চেয়ে দেখো,) এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী, তাদেরই যুলুমের কারণে তা (আজ) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; অবশ্য এ (ঘটনার) মাঝে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে।	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
৫৩. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, আমি তাদের (আযাব থেকে) মুক্তি দিয়েছি।	وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আর (এক নবী ছিলো) লূত, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছো, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছো (এটা কতো জঘন্য)!	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. তোমরা কি (তোমাদের) যৌনতৃপ্তির জন্যে নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছেই আসবে? (আসলেই) তোমরা হচ্ছো একটি মূর্খ জাতি।	أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তার জাতির লোকদের এছাড়া আর কোনো উত্তরই ছিলো না যে, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা কয়েকজন (আসলেই একটু) বেশী ভালো মানুষ।	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. (পরিশেষে) আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, তাকে আমি পেছনে পড়ে থাকা (আযাবে নিমজ্জিত) মানুষদের সাথে শামিল করে দিয়েছিলাম।	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. অতপর তাদের ওপর আমি (গযবের) বৃষ্টি নাযিল করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্য এ বৃষ্টি কতোই না নিকৃষ্ট ছিলো!	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (হে নবী,) তুমি বলো, সব তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং (যাবতীয়) শান্তি তাঁর সেসব নেক বান্দার জন্যে, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন; (আসলে) কে উত্তম– আল্লাহ তায়ালা? না এরা (তাঁর সাথে) যাদের শরীক করে (তারা)?	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৪ রুকু

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, (আবার) তা দিয়ে (যমীনে) মনোরম উদ্যান তৈরী করেছেন, অথচ তার (একটি ক্ষুদ্র) বৃক্ষ পয়দা করারও তোমাদের ক্ষমতা নেই; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (অন্যকে আল্লাহ তায়ালার) সমকক্ষ সাব্যস্ত করছে!

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি যমীনকে (সৃষ্টিকুলের) বসবাসের উপযোগী করেছেন, (আবার) তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, (যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে) তার মধ্যে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, দুই সাগরের মাঝে (মিষ্টি ও লোনা পানির) সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ সত্যটুকুও) জানে না;

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরুপায় হয়ে) সে তাঁকে ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ আপদ তিনি দূরীভূত করে দেন এবং তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো;

أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি তোমাদের জলে স্থলের (গহীন) অন্ধকারে পথ দেখান, যিনি তাঁর অনুগ্রহ (-সম বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তার সুসংবাদ বহন করার জন্যে বাতাস প্রেরণ করেন; (এ সব কাজে) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ কি আছে? আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, ওরা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে;

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)– যিনি সৃষ্টিকে (প্রথম বার) অস্তিত্বে আনয়ন করে (মৃত্যুর পর) তা আবার সৃষ্টি করবেন, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করছেন? আছে কি কোনো মাবুদ আল্লাহর সাথে (এসব কাজে)? তাদের তুমি বলো (হে নবী), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে (তার সপক্ষে) তোমাদের কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না; তারা এও জানে না, কবে তাদের আবার (কবর থেকে) উঠানো হবে!

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬৬. বরং (মনে হচ্ছে,) আখেরাত সম্পর্কে এদের জ্ঞান নিশেষ হয়ে গেছে। (না, আসলে তা নয়,) বরং তারা (এ ব্যাপারে) সন্দেহে (নিমজ্জিত হয়ে) আছে, কিন্তু তারা তো সে সম্পর্কে (জেনে বুঝেই) অন্ধ হয়ে আছে।	بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপদাদারা (মৃত্যুর পর) যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (কবর থেকে) বের করা হবে!	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. এমন ওয়াদা তো আমাদের সাথে এবং এর আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো, (আসলে) এগুলো পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়!।	لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে সফর করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে ?	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. তুমি ওদের (কোনো কাজের) ওপর দুঃখ করো না, যা কিছু ষড়যন্ত্র ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন (তাতে) মনোক্ষুণ্ন হয়ো না!	وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (আযাবের) ওয়াদা কখন আসবে!	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾
৭২. (হে নবী,) তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার কিছু অংশ সম্ভবত তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েও আছে!	قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অবশ্যই তোমার মালিক মানুষদের ওপর অত্যন্ত দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহ তায়ালার এই অনুগ্রহের) শোকর আদায় করে না।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তোমার রব তা ভালো করেই জনেন, যা কিছু তাদের মন গোপন করে, আর যা কিছু তারা বাইরে প্রকাশ করে।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা (আমার) সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই।	وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾
৭৬. অবশ্যই এ কোরআন বনী ইসরাঈলদের ওপর তাদের এমন অনেক কথা প্রকাশ করে দেয়, যার ব্যাপারে তারা (একে অপরের সাথে) মতভেদ করে।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) হেদায়াত ও রহমত।	وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৫ রুকু

৭৮. (হে নবী,) তোমার রব নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই এদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বজ্ঞ,	إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
৭৯. অতপর (সর্বাবস্থায়ই) তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করো; নিসন্দেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾
৮০. তুমি মৃত লোকদের (কিছু) শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আওয়ায শোনাতে পারবে না– (বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।	إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. (একইভাবে) তুমি অন্ধদেরও (তাদের) গোমরাহী থেকে হেদায়াতের পথে আনতে পারবে না; তুমি তো শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, অতপর তারা (আমার কাছে) আত্মসমর্পণ করে।	وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾
৮২. (শুনে রাখো,) যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় তাদের ওপর এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে এক (অদ্ভুত) জীব বের করে আনবো, যা (অলৌকিকভাবে) তাদের সাথে কথা বলবে। মানুষরা (অনেকেই) আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না।	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. (সেদিনের কথা ভাবো,) যেদিন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ো করবো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতপর তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ করে দেয়া হবে।	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾
৮৪. এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) হাযির হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ (শুধু এ কারণেই) অস্বীকার করেছিলে এবং তোমাদের (সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম) পর্যন্ত পৌঁছতে পারোনি, (বলো, আমার আয়াতের সাথে) তোমরা (এ) কি আচরণ করছিলে?	حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾
৮৫. যেহেতু এরা (দুনিয়ার জীবনে) যুলুম করেছে, (তাই আজ) এদের ওপর (আযাবের) প্রতিশ্রুতি পুরো হয়ে যাবে, অতপর এরা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করতে পারবে না।	وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾
৮৬. এরা কি (এ কথা) চিন্তা করেনি যে, আমি রাতকে এ জন্যেই তৈরী করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে, (অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে) দিনকে বানিয়েছি আলোকোজ্জ্বল; অবশ্যই এর মাঝে সে জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে।	أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾
৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,	وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

৬ রুকু

فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿۸۷﴾

সেদিন যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে (তাদের কথা) আলাদা যাদের আল্লাহ তায়ালা (এ থেকে বাঁচাতে) চাইবেন; সবাই সেদিন তাঁর সামনে অবনমিত অবস্থায় হাযির হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. (হে মানুষ, আজ) তুমি পাহাড় দেখতে পাচ্ছো, তুমি মনে করছো তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; (কিন্তু কেয়ামতের দিন) এ পাহাড়গুলোই মেঘের মতো উড়তে থাকবে, এটা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপুণতা, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মযবুত করে বানিয়ে রেখেছেন;তোমরা যা কিছু করছো অবশ্যই তিনি সেসব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হবে তাকে তার চাইতে আরো উৎকৃষ্ট (প্রতিফল) দেয়া হবে, এমন ধরনের লোকেরা সেদিন ভীতিকর অবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকবে।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি কোনোরকম মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের (সেদিন) উল্টো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়); তোমরা যা কিছু করতে তার বিনিময় এ ছাড়া আর কি তোমাদের দেয়া যাবে?

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ؗ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. (হে নবী, তুমি বলো,) আমাকে তো শুধু এটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ (মক্কা) নগরীর মালিকের এবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সব কিছু তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), আমাকে (এও) হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি (তাঁরই আদেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করি,

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. (আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) আমি যেন কোরআন তেলাওয়াত করি, অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করবে সে তো তা করবে তার নিজের (মুক্তির) জন্যেই, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ থেকে যাবে, (তাকে) তুমি বলো, আমি তো কেবল (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র!

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অচিরেই তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, অতপর তোমরা সহজেই তা চিনে নেবে; তোমরা যা কিছু আচরণ করছো সে সম্পর্কে তোমাদের রব মোটেই বেখবর নন।

৭ রুকু

সূরা আল কাছাছ
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮৮
রুকু ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾

১. ত্বা-সীম-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

৩. (হে নবী, এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে) আমি তোমাকে মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক করে বলে দিতে চাই, (এটা) সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে।	نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣
৪. (ঘটনাটা ছিলো এই,) ফেরাউন (আল্লাহর) যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, সে তার (দেশের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, সে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে রেখেছিলো, সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো; অবশ্যই সে ছিলো (যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একজন।	اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤
৫. (সে) যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা হয়েছিলো আমি তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে চাইলাম, আমি তাদের (ফেরাউনের সেবাদাস থেকে উঠিয়ে দেশের) নেতা বানিয়ে দিতে চাইলাম এবং তাদের আমি (এ যমীনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়ার এরাদা করলাম;	وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥
৬. আমি চাইলাম তাদের (সে) দেশে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার লয় লশকরদের সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবো, যে ব্যাপারে তারা আশংকা করছিলো।	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦
৭. (এমনি এক সময়ে যখন মূসার জন্ম হলো, তখন) আমি মূসার মায়ের কাছে এ আদেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে বুকের দুধ খাওয়াও, যদি কখনো তার (নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমার ভয় হয় তাহলে তাকে (বাক্সে ভরে) নদীতে ফেলে দিয়ো, কোনো রকম ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, অবশ্যই আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবো, আমি তাকে রসূলদের মধ্যে শামিল করবো।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧
৮. (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মূসার মা তাকে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলো,) অতপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিলো, যেন সে তাদের জন্যে দুশমনী ও দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো ভয়ানক অপরাধী।	فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ۝٨
৯. ফেরাউনের স্ত্রী (শিশুটিকে দেখে তার স্বামীকে) বললো, এ শিশুটি আমার এবং তোমার জন্যে চক্ষু শীতলকারী (হবে), একে হত্যা করো না, হয় তো একদিন এ আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তারা (তখন আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই) বুঝতে পারেনি।	وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖۗ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩
১০. (ওদিকে) মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিলো,	وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ

২৮ব

إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾	(আমার প্রতি) আস্থাশীল থাকার জন্যে যদি আমি তার মনকে দৃঢ় না করে দিতাম, তাহলে সে তো (দুশমনদের কাছে) তার খবর প্রায় প্রকাশ করেই দিচ্ছিলো!
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾	১১. সে মূসার বোনকে বললো, তুমি (নদীর পাড় ধরে) এর পেছনে পেছনে যাও, (কথানুযায়ী) সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো, যাতে ফেরাউনের লোকেরা টের করতে পারলো না।
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾	১২. (ওদিকে) আগে থেকেই আমি তার ওপর (ধাত্রীদের) স্তনের দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম, (এ অবস্থা দেখে) সে (বোনটি) বললো, আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের নাম (ঠিকানা) বলে দেবো, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন পালন করবে, (সাথে সাথে) তারা এর শুভানুধ্যায়ীও হবে।
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾	১৩. (এভাবেই) আমি তাকে (আবার) তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে (নিজের সন্তানকে দেখে) তার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সে কোনো রকম দুঃখ না পায়, সে (একথাও যেন ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যদিও অধিকাংশ লোক এটা জানে না।
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾	১৪. যখন সে (পূর্ণ) যৌবনে উপনীত হলো এবং (শারীরিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, (তখন) আমি তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম; আমি নেককার লোকদের এভাবেই প্রতিফল দান করি।
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾	১৫. (একদিন) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন (সেখানে) নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (আরাম কর-) ছিলো, অতপর সে সেখানে দু'জন মানুষকে মারামারি করতে দেখলো, এদের একজন ছিলো তার নিজ জাতি (বনী ইসরাঈলের) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো তার শত্রু দলের (লোক), যে ব্যক্তি ছিলো তার দলের, সে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মোকাবেলায় তার সাহায্য চাইলো– যে ছিলো তার শত্রু দলের, তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারলো, এভাবে সে তাকে হত্যাই করে ফেললো, (সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে) সে বললো, এ তো একটা শয়তানী কাজ; অবশ্যই সে (হচ্ছে মানুষের) দুশমন এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী।
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾	১৬. সে বললো, হে আমার রব, (অনিচ্ছাকৃত এ কাজটি করে) আমি আমার নিজের ওপর যুলুম করে ফেলেছি (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, অবশ্যই তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾	১৭. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেহেতু আমার ওপর মেহেরবানী করেছো, (তাই আমিও তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,) আমি আর কখনো কোনো অপরাধী ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকারী হবো না।

১ রুকু

৮খ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. অতপর ভীত শংকিত অবস্থায় সে নগরীতেই তার ভোর হলো, হঠাৎ সে দেখতে পেলো, আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, সে (আবারও তার) সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে; মূসা (এবার) তাকে বললো, তুমি তো দেখছি ভারী ভেজালে লোক !

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

১৯. (তারপরও) যখন সে (ও ফরিয়াদী ব্যক্তিটি) তাদের উভয়ের শত্রুর ওপর হাত উঠাতে চাইলো (তখন এ ফরিয়াদী ব্যক্তিটি মনে করলো, মূসা বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে), তাই সে বললো, হে মূসা, তুমি কি আজ আমাকে সেভাবেই হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, তুমি তো দেখছি যমীনে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছো, তুমি কি শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২০. (এর কিছুক্ষণ পরই) এক ব্যক্তি নগরীর (আরেক) প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে বললো, হে মূসা (আমি এ মাত্র শুনে এলাম), ফেরাউনের দরবারীরা তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ করছে, অতএব তুমি এক্ষুণি (এই শহর থেকে) বের হয়ে যাও, অবশ্যই আমি তোমার একজন শুভাকাংখী (বন্ধু)!

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২১. অতপর সে ভীত আতংকিত অবস্থায় নগরী থেকে বের হয়ে গেলো এবং (যেতে যেতে) বললো, হে রব, তুমি আমাকে যালেম জাতি (-র হাত) থেকে রক্ষা করো।

২ রুকু

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

২২. (মিসর ছেড়ে) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আমি আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. (অবশেষে) যখন সে মাদইয়ানের (একটি) পানির (কূপের) কাছে পৌঁছলো, তখন সে দেখলো তার পাশে অনেক মানুষ, (নিজ নিজ পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে সে দু'জন রমণীকে (দেখতে) পেলো, যারা (নিজ নিজ পশুদের) আগলে রাখছে, সে (তাদের) জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি হলো (তোমরা পশুদের পানি খাওয়াচ্ছো না যে)? তারা বললো, আমরা (পশুদের) পানি খাওয়াতে পারবো না, যতোক্ষণ না রাখালদের (এখান থেকে) সরিয়ে না নেয়া হবে। আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ (তাই আমরাই পশুদের নিয়ে এসেছি)।

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৪. (একথা শুনে) সে এদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিলো, তারপর সে (গাছের) ছায়ার দিকে গেলো এবং (আল্লাহকে) বললো, হে আমার রব, (নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে) তুমি যে নেয়ামতই আমার ওপর নাযিল করবে, আমি একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো।

২৫. (একটু পরেই সে দেখলো,) সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে ডেকেছেন, তুমি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিয়েছিলে তার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান; অতপর সে তার (পিতার) কাছে এলো এবং (নিজের) কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, (সব শুনে) সে (মূসাকে) বললো, তুমি কোনো ভয় করো না। তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছো।

فَجَاۤءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاۤءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَاۤءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. সে দুই (রমণীর) একজন তার (পিতাকে) বললো, হে (আমার) পিতা, একে বরং তুমি (তোমার) কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে (ব্যক্তিই) উত্তম হবে, যে (শারীরিক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত।

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৭. (এরপর রমণীদের) পিতা (তাকে) বললো, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, (তবে তা হবে) এ কথার ওপর যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি (আট বছরের জায়গায়) দশ বছর পুরো করতে চাও, তবে তা হবে একান্ত তোমার ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট (-কর শর্ত) আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।

قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. সে বললো, আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই (পাকা হয়ে) থাকলো; আপনার দেয়া দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি যদি আমি পূরণ করি, তাহলে আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না (এ নিশ্চয়তাটুকু আমি চাই); আমাদের এ কথার ওপর আল্লাহ তায়ালাই (আমাদের) সাক্ষী।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

৩ রুকু

২৯. অতপর মূসা যখন (চুক্তির) মেয়াদ পূর্ণ করে নিলো, তখন সপরিবারে সে (নিজ দেশের দিকে) রওনা করলো। (পথিমধ্যে যখন) সে তূর পাহাড়ের পাশে আগুন দেখতে পেলো, (তখন) সে তার পরিবারের লোকদের বললো, তোমরা (এখানে) অপেক্ষা করো, অবশ্যই আমি কিছু আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করা যায় আমি সেখান থেকে (রাস্তাঘাট সম্পর্কিত) কোনো খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা জ্বলন্ত আগুনের কিছু টুকরো নিয়ে আসতে পারবো, যেন তোমরা আগুন পোহাতে পারো।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ج قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছালো, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত একটি গাছ থেকে (গায়বী) আওয়ায এলো, হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ- সৃষ্টিকুলের (একমাত্র) রব,

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে মূসা,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত) সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো না (আল্লাহ তায়ালা বললেন); হে মূসা, তুমি এগিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না। অবশ্যই তুমি হচ্ছো নিরাপদ (ও বিশ্বস্ত মানুষ)-দেরই একজন।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿৩১﴾

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার পকেটের ভেতরে রাখো (দেখবে), কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, ভয় (দূরীভূত) করার জন্যে তোমার হাতের বাজু তোমার (বুকের) সাথে মিলিয়ে রাখো, এ হচ্ছে ফেরাউন ও তার দলীয় প্রধানদের কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) দুটো প্রমাণ; তারা আসলেই ছিলো গুনাহগার জাতি।

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿৩২﴾

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, আমি (কিশোর বয়সে ভুলবশত) তাদের একজন মানুষকে হত্যা করেছি, তাই আমার ভয় হচ্ছে (প্রতিশোধ নিতে গিয়ে) তারা আমাকে মেরে ফেলবে!

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿৩৩﴾

৩৪. আমার ভাই হারূন, সে আমার চাইতে ভালো করে কথা বলতে পারে, অতএব তুমি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে সে আমাকে সমর্থন করতে পারে, আমার ভয় হচ্ছে, (আমি একা গেলে) তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْۤ ۫ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿৩৪﴾

৩৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করবো এবং আমার আয়াতসমূহ দিয়ে আমি তোমাদের (এমন) শক্তি যোগাবো, অতপর তারা (আর) কখনো তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না, (পরিশেষে) তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚۛ بِاٰيٰتِنَاۤ ۚۛ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿৩৫﴾

৩৬. অতপর মূসা যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নিয়ে ওদের কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, এ তো কতিপয় অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বাবা-দাদাদের যমানায়ও তো এমন কিছু (ঘটতে) শুনিনি!

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿৩৬﴾

৩৭. মূসা বললো, আমার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর কাছ থেকে সঠিক হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং (সেদিন) কার পরিণাম কি হবে? (তবে একথা ঠিক,) যালেমরা কখনোই সফল হয় না।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْۤ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿৩৭﴾

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى ۚ فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা, আমি তো জানি না, আমি ছাড়া তোমাদের আরও কোনো মাবুদ আছে (অতপর সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বললো), হে হামান (যাও), আমার জন্যে (ইট তৈরী করার জন্যে) মাটি আগুনে পোড়াও এবং (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে উঠে) মূসার মাবুদদের খবর নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি!

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. সে এবং তার বাহিনীর লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) যমীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো যে, ওদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না!

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, এরপর তাদের আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতএব (হে নবী), তুমি দেখো, (বিদ্রোহ করলে) যালেমদের কি ভয়াবহ পরিণাম হয়!

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪১. আমি ওদের (এমন সব লোকদের) নেতা বানিয়েছি যারা (তাদের জাহান্নামের) আগুনের দিকে ডাকবে, কেয়ামতের দিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না।

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে আমার লানত লাগিয়ে রেখেছি, কেয়ামতের দিনও তারা নিতান্ত ঘৃণিত লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

৪ রুকু

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আগের বহু মানবগোষ্ঠীকে (বিদ্রোহী আচরণের জন্যে) ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি, এ কিতাব ছিলো মানুষদের জন্যে জ্ঞান ও তত্ত্বকথার সমাহার, (সর্বোপরি) এ (কিতাব ছিলো) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী,) মূসাকে যখন আমি (নবুওতের) বিধান দিয়েছিলাম, তখন (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পাশে (সে বিশেষ স্থানটিতে) তুমি (উপস্থিত) ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার (প্রত্যক্ষদর্শীদের) দলে শামিল ছিলে!

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. কিন্তু (তারপর) আমি (এই দুনিয়ায়) আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতপর তাদের ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে পড়ে শোনাবে, কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

৪৬. (মূসাকে) যখন আমি (প্রথম বার) আওয়ায দিয়েছিলাম, তখনও তুমি তূর পাহাড়ের (কোনো) দিকে মজুদ ছিলে না, কিন্তু এটা হচ্ছে (তোমার প্রতি) তোমার মালিকের রহমত (তিনি তোমাকে এ সব অবহিত করেছেন), যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে (এভাবে) কোনো সতর্ককারী আসেনি যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. এমন যেন না হয় যে, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? রসূল পাঠালে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এ (নবী)-কে সে ধরনের কিছু (কিতাব) দেয়া হলো না কেন, যা মূসাকে দেয়া হয়েছিলো (কিন্তু তুমি বলো); মূসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তাকে কি ইতিপূর্বে এরা অস্বীকার করেনি? তারা তো (এও) বলেছে যে, এ উভয়টিই হচ্ছে যাদু, এর একটি আরেকটির সমর্থক এবং তারা বলেছে, আমরা (এর) কোনোটাই মানি না।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি (উভয়টাই মিথ্যা হয় এবং) তোমরা (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অন্য কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা এ দু'টোর তুলনায় ভালো হবে, (তাহলে) আমিও তার অনুসরণ করবো।

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. যদি এরা তোমার এ কথার কোনো জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেই (এসব বলে); তার চাইতে বেশী গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত (পাওয়া) ছাড়া কেবল নিজের খেয়াল খুশী মতোই চলে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

৫ রুকু

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. আমি ক্রমাগত (কোরআনের এ) কথা তাদের জন্যে পাঠিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. এর আগে আমি যাদের আমার কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. যখন তাদের সামনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, (কেননা), এটাই সত্য, এটা আমাদের মালিকের কাছ থেকেই এসেছে, আমরা এর আগেও (আল্লাহর কিতাব) মানতাম।

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ٥٣

৫৪. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্যে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূর করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ٥٤

৫৫. এরা যখন কোনো বাজে কথা শুনে তখন তা পরিহার করে চলে এবং (ওদের) বলে, আমাদের (কাজের) দায়িত্ব আমাদের, আর তোমাদের (কাজের) দায়িত্ব তোমাদের, তোমাদের ওপর সালাম। আমরা জাহেলদের (সাথে বিতর্ক) চাই না!

وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ٥٥

৫৬. যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে (এ ভালোবাসার কারণেই) তুমি হেদায়াত করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই তিনি হেদায়াত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদায়াতের অনুসারী (হবে)।

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦

৫৭. (হে নবী,) এরা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে (মিলে) হেদায়াতের পথে চলি তাহলে (অবিলম্বে) আমাদের এ যমীন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে; (তুমি বলো,) আমি কি তাদের (বসবাসের) জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রেযেকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (শোকর করতে) জানে না।

وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧

৫৮. আমি এমন অসংখ্য জনপদ নির্মূল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত্ত করে রেখেছিলো, (অথচ) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ীগুলো (আর এ হচ্ছে তার ধ্বংসাবশেষ), এদের (ধ্বংসের) পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো; (শেষ পর্যন্ত) আমিই (সব কিছুর) মালিক হলাম।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥٨

৫৯. (হে নবী,) তোমার রব কোনো জনপদকেই ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে তিনি কোনো নবী না পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, আমি জনপদসমূহকে কখনো বরবাদ করি না, যতোক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা যালেম (হিসেবে পরিগণিত) হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩

৬ রুকু

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তা কেবল এ (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও তার শোভাসামগ্রী মাত্র, (মনে রাখবে) যা কিছু আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা (এর চাইতে) অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী, তোমরা কি বুঝতে পারো না?

أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

৬১. যাকে আমি (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি এবং যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তা পেয়েও যাবে, সে ব্যক্তি কি করে তার মতো হবে যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছু ভোগসম্ভার দিয়ে রেখেছি, অতপর যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে যাদের কেয়ামতের দিন (হিসাবের জন্যে) আমার সম্মুখে তলব করা হবে।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, আজ কোথায় আমার (সেসব) শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে অংশীদার) মনে করতে!

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. (আযাবের) এ বিধান যাদের ওপর কার্যকর হবে তারা (তখন) বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের আমরা গোমরাহ করেছিলাম, আমরা যেমনি এদের গোমরাহ করেছিলাম, তেমনি আমরা নিজেরাও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম, (আজ) আমরা তোমার দরবারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছি, এরা কেবল আমাদেরই গোলামী করতো না (এরা নিজেদের প্রবৃত্তির গোলামীও করতো)।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অতপর (মোশরেকদের) বলা হবে, ডাকো আজ তোমাদের শরীকদের, তারপর তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের (ডাকের) কোনো জবাবই দিতে পারবে না, (ইতিমধ্যে) মোশরেকেরা নিজের চোখেই (নিজেদের) আযাব দেখতে পাবে, কতো ভালো হতো যদি এরা সঠিক পথের সন্ধান পেতো!

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (পুনরায়) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, (আমার) নবীদের তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সেদিন তাদের (মনের) ওপর (থেকে) সব বিষয়ই হারিয়ে যাবে, তারা একে অপরের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না।

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা), আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে শামিল হবে!

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ

৬৮. (হে নবী,) তোমার রব যা চান তাই তিনি পয়দা করেন এবং যা তিনি পছন্দ করেন (তাই তিনি জারি করেন,

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

এ ব্যাপারে) তাদের কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়ালা মহান, ওদের শেরেক থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমার রব জানেন, যা কিছু এদের অন্তর গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ করে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; সমস্ত তারীফ তাঁর জন্যে– দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁর জন্যেই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۚ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. (হে নবী,) তুমি এদের বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কি কর্ণপাত করবে না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. তুমি বলো, তোমরা কখনো একথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকে (রোয) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে যে তোমাদের (জন্যে) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতোটুকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত) দেখতে পাও না?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এটা তো তাঁরই রহমত, তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর শোকর আদায় করবে!

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (আবার) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে!

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনবো, অতপর আমি (তাদের) বলবো, তোমরা (আজ তোমাদের পক্ষে) দলীল প্রমাণ হাযির করো, (সেদিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (সত্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ভাবন করতো তা নিমিষেই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

৭ রুকু

৭৬. নিসন্দেহে কারূন ছিলো মূসার জাতির লোক, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে তাদের ওপর ভারী যুলুম করেছিলো, (অথচ) আমি তাকে (এতো) বিশাল পরিমাণ ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, তার (ভা ন্ডারের) চাবিগুলো (বহন করা) একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, (ধন সম্পদ নিয়ে) দম্ভ করো না, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ق إِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. যা কিছু সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে তুমি পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ তোমার (পরকালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রয়েছে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবানী করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁর পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না।

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَآ أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. (কারূন একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান (ও যোগ্যতা)-বলেই আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ (মূর্খ) লোকটা কি জানতো না, আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি সামর্থে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা মূলধনও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী; (কেয়ামতের দিন) অপরাধীদের তাদের অপরাধ (-জনিত অজুহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ط أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. অতপর (একদিন) সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো; (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগবিলাস) কামনা করতো তখন তারা বললো, আহা! (কতো ভালো হতো) কারূনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো, আসলেই সে একজন মহাভাগ্যবান ব্যক্তি!

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُوْنُ لا إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০. (অপরদিকে) যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো, ধিক তোমাদের (সম্পদের) ওপর, (বস্তুত) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰىهَآ إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. পরিশেষে আমি তার (ঐশ্বর্যে ভরা) প্রাসাদসহ তাকে যমীনে গেড়ে দিলাম।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف

তখন এমন কোনো দলই (সেখানে মজুদ) ছিলো না, যারা আল্লাহ তায়ালার (গযবের) মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে পারলো, না সে নিজে নিজেকে (গযব থেকে) রক্ষা করতে পারলো!	فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌঁছার কামনা পোষণ করছিলো, তারা আজ সকাল বেলায়ই বলতে লাগলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (তার জন্যে) রেযেক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে চান (তার জন্যে) তা সংকীর্ণ করে দেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও তিনি (আজ) যমীনের ভেতর পুঁতে দিতেন; হায় দূর্ভোগ! (নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞরা কখনোই সফলকাম হয় না।	وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. এটা হচ্ছে আখেরাতের (চির শান্তির) ঘর, আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় (কোনো রকম) প্রাধান্য (বিস্তার করতে) চায় না– না তারা (যমীনে) কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, শুভ পরিণাম তো (এই) আল্লাহভীরু মানুষদের জন্যেই রয়েছে।	تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. যে ব্যক্তিই নেকী নিয়ে হাযির হবে, তাকে তার (পাওনার) চাইতে বেশী পুরস্কার দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (সে যেন জেনে রাখে), যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদের কেবল সেটুকু পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে, যে পরিমাণ (মন্দ নিয়ে তারা) হাযির হবে।	مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনকে তোমার ওপর নাযিল করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার (কাংখিত) গন্তব্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন; তুমি (তাদের) বলো, আমার রব এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছে।	اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾
৮৬. (হে নবী,) তুমি (তো কখনো) এ আশা করোনি যে, তোমার ওপর কোনো কিতাব নাযিল হবে, (হাঁ, এটা ছিলো) তোমার মালিকের একান্ত মেহেরবানী (যে, তিনি তোমাকে কিতাব দান করেছেন), সুতরাং তুমি কখনো (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) যালেমদের পক্ষ নেবে না।	وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নাযিল হবার পর তারা তোমাকে (এর অনুসরণ থেকে) বিরত রাখবে, তুমি মানুষদের তোমার মালিকের দিকে আহ্বান করো	وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ

৮ রুকু

এবং তুমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।	وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া (এখানে) প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَـهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

সূরা আল আনকাবুত
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৬৯
রুকু ৭

১. আলিফ লা-ম মী-ম,	الٓـمّٓ ﴿١﴾
২. মানুষরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি (এটুকু) বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং (ঈমানের দাবীতে) তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না।	اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যারা গুনাহের কাজ করে তারা কি এটা ধরে নিয়েছে যে, তারা আমার (হাত) থেকে বেঁচে যাবে, (এটা তাদের) একটা মন্দ সিদ্ধান্ত, যা তারা করলো।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ আশা করে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সামনাসামনি হবে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সময়টা অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।	مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾
৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করে, সে তো (আসলে) তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।	وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. যারা ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের থেকে তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেবো এবং (দুনিয়ায়) তারা যেসব নেক আমল করে আসছিলো আমি অবশ্যই তাদের সেসব কর্মের উত্তম ফল দেবো।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি; (কিন্তু) যদি কখনো	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ

তারা তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে জবরদস্তি করে, (যেহেতু) এ ব্যাপারে তোমার কাছে (সঠিক কোনো) জ্ঞান নেই, তাই তুমি তাদের কোনো আনুগত্য করো না; (কেননা) তোমাদের তো ফিরে যাবার জায়গা আমার কাছেই, আর তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে!	جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾
৯. যারা (আল্লাহ তায়ালার) ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾
১০. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদের আল্লাহর পথে (চলার কারণে) কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের এ পীড়নকে আল্লাহ তায়ালার আযাবের মতোই মনে করে; আবার যখন তোমার মালিকের কোনো সাহায্য আসে তখন তারা (মুসলমানদের) বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম; (এরা কি মনে করে-) আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে মোটেই অবগত নন?	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
১১. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে, আবার তিনি মোনাফেকদেরও ভালো করে জেনে নেবেন।	وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾
১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ করো, আমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের গুনাহসমূহের বোঝা তুলে নেবো; (অথচ) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের গুনাহসমূহের কোনো বোঝাও উঠাতে পারবে না; অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾
১৩. (কেয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা উঠাবে, (তারপর) তাদের এ বোঝার সাথে (থাকবে তোমাদের) বোঝাও, (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উদ্ভাবন করেছে, অবশ্যই সে ব্যাপারে তাদের সেদিন প্রশ্ন করা হবে।	وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾
১৪. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে ওদের মাঝে অবস্থান করলো পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর, (তারা তার কথা না শোনায়) অতপর মহাপ্লাবন এসে তাদের পাকড়াও করলো, তারা ছিলো (আসলেই বড়ো) যালেম।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
১৫. (এ মহাপ্লাবন থেকে) আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকার আরোহীদের রক্ষা করেছি,	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

১ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
আর আমি এ (ঘটনা)-কে সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি,	وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾
১৬. আর যখন ইবরাহীম তার জাতিকে বললো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং তাঁকেই ভয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো– যদি তোমরা বুঝতে পারো।	وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তোমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিসমূহেরই পূজা করো এবং (স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করো; আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যেসব মূর্তির তোমরা পূজা করো, তারা তোমাদের কোনোরকম রেযেকের মালিক নয়, অতপর তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রেযেক চাও, শুধু তাঁরই এবাদাত করো এবং তাঁর (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।	اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. যদি তোমরা (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো (তাহলে জেনে রেখো), তোমাদের আগের জাতির লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; (মূলত) সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর কথা) পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে রসূলের কাজ।	وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾
১৯. এ লোকেরা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমবার তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করলেন, অতপর কিভাবে তাকে আবার (আগের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন; অবশ্যই এ কাজটা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিতান্ত সহজ।	اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾
২০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো এবং (এর সর্বত্র) দেখো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে প্রথম বার অস্তিত্বে আনলেন এবং (একবার ধ্বংস হয়ে গেলে) কিভাবে আবার আল্লাহ তায়ালা তা পুনর্বার পয়দা করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।	قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾
২১. তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন আবার যাকে চান তাকে (ক্ষমা করে তার ওপর) অনুগ্রহ করেন; (সর্বাবস্থায়) তোমাদের তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।	يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তোমরা যমীনে (আল্লাহ তায়ালাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং (পারবে না) আসমানেও, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও!	وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾

রুকু ২

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনাসামনি হওয়াকে অস্বীকার করে, (মূলত) সেসব লোক আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতপর তাদের কাছে এ ছাড়া (আর কোনো) জবাব থাকলো না যে, তারা বলতে লাগলো, একে মেরেই ফেলো কিংবা একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, (তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর) আল্লাহ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুন থেকে উদ্ধার করলেন; অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এ (ঘটনা)-র মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক নিদর্শন মজুদ রয়েছে।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ قلے

২৫. সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার খাতিরে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে (নিজেদের মাবুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অস্বীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চূড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ م وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৬. অতপর লূত তাঁর (নবী ইবরাহীমের) ওপর ঈমান আনলো। সে বললো, আমি (এবার) আমার মালিকের (বলে দেয়া স্থানের) দিকে হিজরত করছি; অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতপর আমি তাকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক ও (নাতি হিসেবে) ইয়াকুব দান করলাম, তার বংশধারায় আমি নবুওত ও কিতাব (নাযিলের ধারা অব্যাহত) রাখলাম, (নবুওত দ্বারা) আমি দুনিয়াতেও তাকে পুরস্কৃত করলাম, আর আখেরাতে সে অবশ্যই আমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ز مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর (আমি) লূতকে (তার লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কোনো মানুষই করেনি।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۵

২৯. তোমরা কি (তোমাদের দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে মহিলাদের বদলে) পুরুষদের কাছে গিয়ে হাযির হচ্ছো এবং (তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত যৌন সম্পর্কের মূল) পথটাই কেটে দিচ্ছো

ওয়াকফে লাযেম

এবং তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসেও এ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছো; তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিলো না যে, তারা বলল (হাঁ, যাও), নিয়ে এসো আমাদের ওপর আল্লাহর আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. সে (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে) বললো, হে আমার রব, (এই) ফাসাদী জাতির মোকাবেলায় তুমি আমায় সাহায্য করো।	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা একটা সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা (লূতের) এ জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করবো, কেননা তার অধিবাসীরা বড়ো যালেম হয়ে গেছে।	وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. সে বললো, সেখানে তো (নবী) লূতও রয়েছে; তারা বললো, আমরা জানি সেখানে কে আছে, আমরা লূত এবং তার পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়– সে আযাবে পড়ে থাকা লোকদের দলে শামিল হবে।	قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۖ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۟ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۟ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. তারপর যখন (সত্যই) আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, তখন (তাদের আগমন) লূতের কাছে খারাপ লাগলো, এদের কারণে তার মন ভেংগে গেলো, ফেরেশতারা বললো, তুমি ভয় পেয়ো না, (তুমি) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়– সে তো আযাবে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরই একজন।	وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۟ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমরা এ জনপদের (বাকী) অধিবাসীদের ওপর আসমান থেকে এক (ভীতিকর) আযাব নাযিল করবো, কেননা এরা জঘন্য গুনাহর কাজ করছিলো।	اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. (এক সময় সত্যি সত্যিই আমি এ জনপদকে উল্টে দিয়েছি) আমি তাকে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন করে রেখে দিয়েছি।	وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমি মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে পাঠিয়েছি, তখন সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং পরকাল দিবসের (পুরস্কারের) আশা পোষণ করো, (আল্লাহর) যমীনে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।	وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩ রুকু

২৯ক

৩৭. তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আ'দ এবং সামুদকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি), তাদের (সে ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতি থেকেই তো তোমাদের কাছে (আযাবের সত্যতা) প্রমাণিত হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের সামনে শোভন করে রেখেছিলো এবং সে তাদের (সঠিক) রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, অথচ তারা ছিলো (অন্য সব ব্যাপারে) দারুণ বিচক্ষণ!	وَعَادًا وَّثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. কারূন, ফেরাউন এবং হামানকেও (আমি ধ্বংস করেছি), মূসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, তারা যমীনে বড়ো বেশী অহংকার করেছিলো এবং তারা কোনো অবস্থায় (আমার আযাব থেকে পালিয়ে) আগে চলে যেতে পারতো না।	وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾
৪০. অতপর এদের সবাইকেই আমি নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি, এদের কারো ওপর আমি প্রচন্ড ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে মহাগর্জন এসে আঘাত হেনেছে, কাউকে আমি যমীনের নীচে গেড়ে দিয়েছি, আবার কাউকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর কোনো যুলুম করেছেন, যুলুম তো বরং (আল্লাহর আযাবকে অস্বীকার করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে।	فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهٖ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যকে (নিজেদের) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার মতো, তারা (নিজেরাও এক ধরনের) ঘর বানায়; আর (দুনিয়ার) দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। কতো ভালো হতো যদি তারা বুঝতে পারতো।	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
৪২. এরা আল্লাহর পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়।	إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهٖ مِن شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾
৪৩. এ হচ্ছে (সেই) উদাহরণ, যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারে না।	وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾
৪৪. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের) অনেক নিদর্শন রয়েছে।	خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

ওয়াকফে লাযেম

রুকু ৪

৭খ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী,) যে কিতাব তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা তেলাওয়াত করো এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো; নিসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; পরন্তু আল্লাহ তায়ালার স্মরণ একটি মহান কাজ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা, আর (তোমরা) বলো, আমরা ঈমান এনেছি (কিতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপর), আরো ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপরও, আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এভাবেই আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব নাযিল করেছি, আমি (আগে) যাদের কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, (পরবর্তী) লোকদের মাঝেও (কিছু ভালো মানুষ আছে) যারা এর ওপর ঈমান এনেছে; (আসলে) কাফেররা ছাড়া কেউই আমার আয়াতের সাথে বিদ্রোহ করে না।

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি তো এ (কোরআন নাযিল হওয়ার) আগে কোনো বই পুস্তক পাঠ করোনি, না তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখে রেখেছো যে, (তা দেখে) অসত্যের পূজারীরা (আজ) সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ছে!

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. বরং এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন; (আসলে) কতিপয় যালেম ব্যক্তি ছাড়া আমার (এ সুস্পষ্ট) নিদর্শনের সাথে কেউই গোঁড়ামি করে না।

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, এ ব্যক্তির কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) কোনো প্রমাণ নাযিল হয় না কেন? (হে নবী,) তুমি বলো, যাবতীয় নিদর্শন তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; আমি তো (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র!

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

৫১. (হে নবী,) এদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি,

যা (প্রতিনিয়ত) তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হচ্ছে; অবশ্যই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে এতে (আল্লাহ তায়ালার) অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।	يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে (তার) সবকিছু তিনি জানেন; যারা বাতিলের ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ যারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।	قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; যদি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) এদের (শাস্তি দেয়ার) জন্যে একটি দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে (এতোদিনে) তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো! অবশ্যই এদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসবে এবং তারা জানতেও পারবে না।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তোমার কাছে এরা আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; অবশ্যই জাহান্নাম কাফেরদের পরিবেষ্টন করে নেবে।	يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যেদিন তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব তাদের গ্রাস করবে, (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের) বলবেন, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে (এখন তার) স্বাদ উপভোগ করো।	يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছো, (জেনে রেখো) আমার যমীন অনেক প্রশস্ত, অতপর তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত করো।	يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।	كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে (সুরম্য) কোঠায় জায়গা দেবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; কতো উত্তম পুরস্কার এ নেককার (মানুষ)গুলোর!	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫ রুকু

৬০. কতো (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজেদের রেযেক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রেযেক সরবরাহ করেন, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرۡزُقُهَا وَاِيَّاكُمۡ ۖ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿٦٠﴾

৬১. (হে নবী,) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে বশীভূত করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালা, (কিন্তু তারপরও) এদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَسَخَّرَ الشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤۡفَكُوۡنَ ﴿٦١﴾

৬২. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্যে রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (আবার যাকে চান) তার জন্যে তা সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

اَللّٰهُ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ وَيَقۡدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. (হে নবী,) তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর যমীন একবার মরে যাওয়ার পর সে (পানি) দ্বারা কে তাতে জীবন সঞ্চার করেছেন, অবশ্যই সে বলবে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই; তুমি বলো, যাবতীয় তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু ওদের অধিকাংশ মানুষই (তা) অনুধাবন করে না।

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحۡيَا بِهِ الۡاَرۡضَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿٦٣﴾

৬ রুকু

৬৪. এ পার্থিব জীবন অর্থহীন কতিপয় খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; নিসন্দেহে আখেরাতের জীবনই হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ বিষয়টা) জানতো!

وَمَا هٰذِهِ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَاۤ اِلَّا لَهۡوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الۡاٰخِرَةَ لَهِىَ الۡحَيَوَانُ ۘ لَوۡ كَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦٤﴾

ওয়াকফে লাযেম

৬৫. যখন এরা জলযানে আরোহণ করে (বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়), তখন তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকে, জীবনবিধানকে একমাত্র তার জন্যে (নিবেদন করেই ডাকে), কিন্তু তিনি যখন তাদের (বিপদ থেকে) মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন, তখন তারা সাথে সাথে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে শুরু করে,

فَاِذَا رَكِبُوۡا فِى الۡفُلۡكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمۡ اِلَى الۡبَرِّ اِذَا هُمۡ يُشۡرِكُوۡنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. যেন আমি তাদের (ওপর) যা কিছু অনুগ্রহ করেছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে এবং (এভাবেই এরা) কয়টা দিন (দুনিয়ায়) ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দিতে পারে। অচিরেই এরা (আসল ঘটনা) জানতে পারবে।

لِيَكۡفُرُوۡا بِمَاۤ اٰتَيۡنٰهُمۡ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوۡا ۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি 'হারাম (মক্কা)-কে' শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে

اَوَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنۡ حَوۡلِهِمۡ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُوۡنَ

وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾	এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ?
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾	৬৮. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন সে তাকে অস্বীকার করে; (হে নবী,) জাহান্নামের মধ্যেই কি (এ) কাফেরদের আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিৎ) নয় ?
وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾	৬৯. (অপরদিকে) যারা আমার পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে রয়েছেন।

৭ রুকু

সূরা আর রোম
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৬০
রুকু ৬

الٓمّٓ ﴿١﴾	১. আলিফ লা-ম মী-ম,
غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾	২. রোম (জাতি) পরাজিত হয়ে গেছে,
فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾	৩. (পরাজিত হয়েছে) ভূমন্ডলের নিম্নতম অঞ্চলে, তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা (আবার) বিজয় লাভ করবে,
فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾	৪. (এ ঘটনা ঘটবে তিন থেকে নয়– এ) বিজোড় বছরের মাঝে, এর আগেও (চূড়ান্ত) ক্ষমতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং (এ ঘটনার) পরেও (সে চাবিকাঠি থাকবে) তাঁরই হাতে; (রোমকদের বিজয়ে) সেদিন ঈমানদার ব্যক্তিরা ভীষণ খুশী হবে,
بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾	৫. (এটা ঘটবে) আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই, তিনি যাকে চান তাকে (বিজয় দিয়ে) সাহায্য করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,
وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾	৬. (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালারই ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা (কখনো) তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।
يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾	৭. তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের দিকটিই জানে, কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা (সম্পূর্ণই) গাফেল।
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ	৮. এ মানুষগুলো কি নিজেদের মনে (এ কথা) চিন্তা করে না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমানসমূহ, যমীন ও অন্য সব কিছুকে যথাযথ উদ্দেশ্যে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পয়দা করেছেন;

কিন্তু মানুষদের মাঝে অধিকাংশই (এসব কিছুর শেষে) তাদের মালিকের সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করে।	وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾
৯. এরা কি (আমার) যমীনে ভ্রমণ করে না, করলে তারা দেখবে তাদের আগের লোকদের পরিণাম কেমন ছিলো? অথচ তারা শক্তিতে এদের চাইতে ছিলো অনেক প্রবল, তারা এ যমীনে অনেক চাষবাস করেছে, (আজ) এরা যেমন একে আবাদ করছে, তাদের চাইতে (বরং) তারা বেশী পরিমাণেই একে আবাদ করেছিলো, (অতপর) তাদের কাছে তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে হাযির হয়েছিলো (কিন্তু রসূলদের মানতে অস্বীকার করায়); আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (গযব পাঠিয়ে) কোনো যুলুম করেননি, বরং (কুফরী করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾
১০. অতপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে!	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাঁর) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, আবার তিনিই তাকে (তার পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে দেবেন, অতপর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।	اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾
১২. যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (এর ভয়াবহতা দেখে) অপরাধী ব্যক্তিরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।	وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. (সেদিন) তাদের শরীকদের কেউই তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো থাকবে না, তারা (বরং) তাদের শরীকদের (তখন) অস্বীকার করবে।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষরা (ঈমান ও কুফুরের ভিত্তিতে) আলাদা হয়ে পড়বে।	وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপূর্ণ) সুখে শান্তিতে রাখা হবে।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (অস্বীকার করেছে) শেষ (বিচারের দিনে আমার) সামনাসামনি হওয়ার ঘটনাকে, তাদের (ভয়াবহ) আযাবের সম্মুখীন করা হবে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১ রুকু

১৭. অতএব (দিবাশেষে) যখন তোমরা সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, (ঘোষণা করো) যখন সকাল (বেলার মাধ্যমে তোমরা দিনের শুরু) করো তখনও।	فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যে, (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো) যখন তোমরা (দিনের) দ্বিতীয় প্রহর (শুরু) করো, আবার যখন (দিনের) তৃতীয় প্রহর (শুরু) করো (তখনো তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।	وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবন্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটান, একইভাবে জীবন্ত কিছু থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই (সেই সত্তা, যিনি এ) যমীনকে তার নির্জীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন; (ঠিক) এভাবেই তোমাদের (একদিন) পুনরুত্থিত করা হবে।	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (একটি) হচ্ছে, (শুরুতে) তিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে ছড়িয়ে পড়েছো।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের (মাঝে) এও (একটি যে), তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সংগী সংগিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টিও– রয়েছে তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র; অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, (এতে) তোমাদের তাঁর দেয়া রেযেক তালাশ করা তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত; অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে– তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও একটি, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ (ও তার চমক) দেখান– ভয় এবং আশা সঞ্চারের মাঝ দিয়ে (তা প্রতিভাত হয়), তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

২ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।	لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿২৪﴾
২৫. তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন (নিজ নিজ অবস্থানের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে; অতপর যখন তিনি (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার জন্যে ডাক দেবেন, তখন মাটির (ভেতর) থেকে তোমরা বেরিয়ে আসবে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿২৫﴾
২৬. (এ) আকাশমালা ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশের) অনুগত।	وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿২৬﴾
২৭. (তিনিই সেই মহান সত্তা) যিনি সৃষ্টি (জগত)-কে প্রথমবার পয়দা করেছেন, অতপর তাকে আবার তিনিই আবর্তিত করবেন, (সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) সে (কাজ)-টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ; (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তাঁর জন্যেই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿২৭﴾
২৮. (হে মানুষরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বুঝার) জন্যে তোমাদের (নিত্যদিনের ঘটনা) থেকে উদাহরণ পেশ করছেন, (বলতে পারো,) আমি তোমাদের যে রেযেক দান করেছি তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা সমভাবে অংশীদার? (এমন অংশীদার)– যাতে করে তোমরা (এবং তারা) সমান হয়ে যেতে পারো– তোমরা কি তাদের (ব্যাপারে) ততোটুকু ভয় করো, যতোটুকু ভয় নিজেদের ব্যাপারে করো; (বস্তুত) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (আমার কথাগুলো) খুলে খুলে বর্ণনা করি।	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿২৮﴾
২৯. কিন্তু যারা সীমালংঘনকারী, তারা অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে রেখেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারে? এমন সব লোকদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿২৯﴾
৩০. অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের জন্যে কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি হচ্ছে, যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন; (মনে রেখো;) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এই হচ্ছে সহজ (সরল) জীবনবিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না,	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৩০﴾

রুকু ৩

৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী হও এবং শুধু তাঁকেই ভয় করো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত হয়ো না,	مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
৩২. তাদের মাঝে (এমনও আছে) যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফেরকায় পরিণত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে খুশী।	مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. মানুষদের যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহর দিকে বিনীত হয়ে তাদের মালিককে ডাকতে থাকে, অতপর যখন তিনি তাদের তাঁর দয়া (ও নেয়ামতের স্বাদ) উপভোগ করান, তখন সাথে সাথে তাদের একদল লোক তাদের মালিকের সাথে (অন্যদের) শরীক করতে শুরু করে,	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. যেন যা কিছু (অনুগ্রহ) আমি তাদের দান করেছি তার সাথে তারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করতে পারে, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (তোমাদের কুফরীর ফলাফল) জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوا ۛ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. কিংবা আমি কি তাদের ওপর এমন কোনো দলীল প্রমাণ পাঠিয়েছি যে, ওরা (যেভাবে) শেরেক করছে তা তাকে সঠিক বলে!	أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (ভীষণ) খুশী হয়; আবার যখন তাদেরই অর্জিত কাজের কারণে তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে।	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ؕ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এরা কি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান তার রেযেক প্রসারিত করে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন; নিসন্দেহে এতে ঈমানদার জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতএব (হে ঈমানদার ব্যক্তি), তুমি আত্মীয় স্বজনকে তার অধিকার আদায় করে দাও, অভাবগ্রস্ত ও মোসাফেরদেরও (নিজ নিজ পাওনা বুঝিয়ে দাও) এটি তাদের জন্যে ভালো কাজ যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সফলকাম।	فَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾
৩৯. যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি পায়, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না,	وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে দান করো, (তাই) বরং বেশী বৃদ্ধি পায়, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (আল্লাহর দরবারে) নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ (৩৯)

৪০. আল্লাহ তায়ালা (সেই পরাক্রমশালী সত্তা)– যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের রেযেক দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, (কেয়ামতের দিন) তিনি তোমাদের (আবার) জীবন দেবেন; তোমরা যাদের (আল্লাহর সাথে) শরীক করে নিয়েছো তাদের কেউ কি এমন আছে, যে এর কোনো একটি কাজও করতে পারবে? (মূলত) তারা (আল্লাহর সাথে) যাদের শরীক বানায়, তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক মহান।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ع (৪০)

৪ রুকু

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে (সর্বত্র) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, আশা করা যায় (এর ফলে) তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (৪১)

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে ভ্রমণ করো এবং যারা আগে (এখানে মজুদ) ছিলো, (আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করায়) তাদের কি (পরিণতি) হয়েছে তা অবলোকন করো; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো মোশরেক।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ (৪২)

৪৩. অতএব (হে নবী), তুমি তোমার নিজেকে সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখো– আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে (ভয়াবহ) দিনটি আসার আগে যাকে কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সেদিন যখন আসবে তখন (মোমেন ও কাফের) সবাই আলাদা হয়ে যাবে।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ (৪৩)

৪৪. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করলো, তার (এ) কুফরী– (আযাব হিসেবে একদিন) তার ওপরই (এসে পড়বে, অপর দিকে) যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, তারা (এর মাধ্যমে) নিজেদের জন্যে (সুখ) শান্তির রাস্তাই বানিয়ে নিলো,

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ (৪৪)

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করবে, তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের (যথোপযুক্ত) বিনিময় দান করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কখনো পছন্দ করেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (৪৫)

৪৬. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ

করেন, যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাতে পারেন, (উপরন্তু) তাঁর আদেশে (সমুদ্রে) জলযানগুলো যেন চলতে পারে এবং তোমরাও (যেন এর মাধ্যমে) তাঁর রেযেক তালাশ করতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।	وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. (হে রসূল,) আমি তোমার আগে আরো রসূল তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (নবুওতের) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, অতপর যারা (একে অস্বীকার করে) মারাত্মক অপরাধ করেছে আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি; (কেননা,) ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার ওপর কর্তব্য।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আল্লাহ তায়ালা (সেই মহান সত্তা) যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার ওপর তা পৌঁছে দেন, তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়,	ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. অথচ (একটু আগে) এরাই তাদের ওপর (বৃষ্টি) নাযিল হবে– এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো!	وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. তাকিয়ে দেখো আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রভাবের দিকে, কিভাবে তিনি যমীনকে একবার মরে যাওয়ার পর পুনরায় জীবন্ত করে তোলেন; অবশ্যই তিনি (কেয়ামতের দিন) সব মৃতকে জীবন দান করবেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।	فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾
৫১. যদি আমি কখনো এমন বায়ু পাঠাতে শুরু করি, (যার ফলে) তারা ফসলকে হলুদ রঙের দেখতে পায়, তখন তারা আমার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শুরু করে।	وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾
৫২. (হে নবী,) অবশ্যই মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, (বিশেষ করে) যখন ওরা (তোমাকে দেখেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।	فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾
৫৩. তুমি অন্ধদের তাদের গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, তুমি তো কেবল এমন লোকদেরই (আমার কথা) শোনাতে পারবে	وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ

৫ রুকু

إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

যে আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, (আসলে) এরাই হচ্ছে (নিবেদিত) মুসলমান।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আল্লাহ তায়ালাই (সেই মহান সত্তা)– যিনি তোমাদের দুর্বল করে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি দুর্বলতার পর (তোমাদের দেহে) শক্তি সৃষ্টি করেছেন, আবার (তিনি এ) শক্তির পর (পুনরায়) দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি করবেন; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যেদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তিরা কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (দুনিয়ায়) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি; (আসলে) এভাবেই এদের (সত্যবিমুখ রেখে) দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছিলো।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (কিন্তু) যাদের যথার্থ জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে– (না), তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার হিসাবমতো (কবরে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই অবস্থান করে এসেছো, আর আজকের দিনটিই হচ্ছে (সেই প্রতিশ্রুত) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিনটাকেই সঠিক বলে) জানতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, না তাদের (তখন) তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে নবী,) আমি মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে এ কোরআনে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি; (তারপরও) যদি তুমি এদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে হাযির হও, তাহলে এ কাফেররা বলবে, তোমরা (তো কতিপয়) বাতিলপন্থী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নও।

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

৬ রুকু

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. অতএব (হে নবী), তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যাদের (শেষ বিচার দিনের ওপর) আস্থা নেই, তারা যেন তোমাকে কখনোই (সত্য দ্বীন থেকে) বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৩৪
রুকু ৪

الم ﴿١﴾

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿٢﴾
৩. নেক মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও রহমত,	هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿٣﴾
৪. (নেক মানুষ তারা-) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আখেরাতের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এ (নেক) লোকগুলোই তাদের মালিকের (যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾
৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (এ দিয়ে মানুষদের) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটিতে যেন বধিরতা রয়েছে, তাকে তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও!	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমূহ।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ﴿٨﴾
৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾
১০. তিনি আসমানসমূহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছো। তিনি যমীনে পাহাড়সমূহ স্থাপন করে রেখেছেন যাতে করে তা তোমাদের নিয়ে কখনো (একদিকে) ঢলে না পড়ে, (আবার) তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হাঁ,) আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর (সে পানি দিয়ে) সেখানে আমি সব ধরনের সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়েছি।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾
১১. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, অতপর তোমরা আমাকে দেখাও তো, তাঁকে বাদ দিয়ে (যাদের তারা উপাসনা করে) তারা কি সৃষ্টি করেছে? (আসলেই) যালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।	هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

১ রুকু

১২. আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছি, (আমি তাকে বলেছি) তুমি আল্লাহ তায়ালার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) যে ব্যক্তি (নেয়ামতের) শোকর আদায় করে সে তা করে তার নিজের (ভালোর) জন্যেই, (আর) যদি কেউ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾
১৩. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন লোকমান তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস, তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে শেরেক করো না; (অবশ্যই) শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড়ো যুলুম।	وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾
১৪. আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা- মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (পরিশেষে তোমাদের) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰي وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۭ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾
১৫. যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শেরেক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দু'জনের (কারোই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি কথা তো শুধু তারই মেনে নেবে যে ব্যক্তি (পুরোপুরি) আমার অভিমুখী হয়েছে, অতপর আমার কাছেই তোমাদের আসতে হবে, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি কাজ করতে।	وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓي اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۡ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, যদি (তোমার) কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটোও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতর কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে, অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা (সেদিন সামনে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।	يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾
১৭. হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মসিবত এলে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো;	يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ۭ

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

এটি নিসন্দেহে বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৮. (হে বৎস,) কখনো অহংকারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিচরণ করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপছন্দ করেন।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

১৯. (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, অবশ্যই আওয়াযসমূহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।

২ রুকু

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা কি (একথা কখনো) চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছুকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি তাঁর দেখা অদেখা যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) মানুষের মাঝে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (অর্থহীন) তর্ক করে, (তাদের কাছে) না আছে (তর্ক করার মতো) কোনো জ্ঞান, না আছে দীপ্তিমান কোনো গ্রন্থ!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপদাদাদের) জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)?

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২২. যদি কোনো ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন এর দ্বারা) একটা মযবুত হাতল ধরেছে; (আসলে) যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ তায়ালার কাছে।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী,) যদি কেউ কুফরী করে তবে তার কুফরী যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে; (কারণ) তাদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তারা কি আমল করে এসেছে; মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদের স্বল্প (সময়ের জন্যে) কিছু জীবনোপকরণ দিয়ে রাখবো, অতপর আমি তাদের কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে (হাঁ), আল্লাহ তায়ালাই (সৃষ্টি করেছেন); তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۶﴾

২৬. আকাশমালা ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾

২৭. যমীনের যতো গাছ আছে তা যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রগুলোর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে তা কালি হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত কথাগুলো (লিখে) শেষ হবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾

২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের সৃষ্টি করা, তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করা (মূলত আল্লাহ তায়ালার কাছে) একজন মানুষের সৃষ্টি ও তার পুনরুত্থানের মতোই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, (কিভাবে) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তাঁর হুকুমের) অধীন করে রাখেন, সব কয়টি (গ্রহ উপগ্রহই আপন কক্ষপথে) এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۰﴾

৩০. এটাই (চূড়ান্ত), যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সত্য, (তাই) তাঁকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুকেই ডাকুক না কেন তা বাতিল (বলে গণ্য হবে), মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ, অতি মহান।

৩ রুকু

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾

৩১. তুমি কি (এটা) লক্ষ্য করোনি যে, (উত্তাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই জলযানগুলো ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারেন; অবশ্যই প্রতিটি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৩০৮

৩২. যখন (সমুদ্রের) তরঙ্গমালা চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে— দ্বীন একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন করে, অতপর যখন আমি তাদের ভূখন্ডে এনে উদ্ধার করি তখন তাদের কিছু লোক প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে (মূলত) বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে না!	وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝٣٢
৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো এবং এমন একটি দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, সুতরাং (হে মানুষ,) এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে।	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝٣٣
৩৪. অবশ্যই কেয়ামতের সব জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (সন্তানের) শুক্রকীটের মাঝে (তার ভবিষ্যত জীবনের ভাগ্যলিপি সক্রান্ত) যা কিছু (মজুদ) রয়েছে তা তিনিই জানেন, কোনো মানুষই বলতে পারে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে যে, কোন্ যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিসন্দেহে (এগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।	إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٣٤

৪ রুকু

আয়াত ৩০
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আস সাজদা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,	الم ۝١
২. সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই;	تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝٢
৩. তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ (কিতাব)-টা সে (ব্যক্তিই) রচনা করে নিয়েছে? (না)— বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (আসা) সত্য (কিতাব, এ জন্যে যে), এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দেবে—	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

↓ ০খ

যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, আশা করা যায় তারা হেদায়াত লাভ করবে।	مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ৩
৪. পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা– যিনি আকাশমালা, যমীন ও উভয়ের মাঝে অবস্থিত (সবকিছু) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা সুপারিশকারী নেই; (এর পরও) কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ কবে না!	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ৪
৫. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর (সবকিছুকে) তিনি তাঁর দিকে (উঠিয়ে) নিয়ে যাবেন– (এমন) একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ৫
৬. এই হচ্ছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,	ذَٰلِكَ عَٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ৬
৭. যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর (ও নিখুঁত) করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে,	الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ৭
৮. অতপর তিনি তার বংশধরদের তুচ্ছ তরল একটি পদার্থের নির্যাস থেকে বানিয়েছেন,	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ৮
৯. পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকে 'রূহ' ফুঁকে দিলেন এবং তোমাদের জন্যে (তাতে) কান, চোখ ও অন্তকরণ দান করলেন; তোমরা খুব কমই (কিন্তু এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করো।	ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ৯
১০. তারা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) যখন মাটিতে মিশে যাবো (তারপর কি) আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে? (একথা বলে আসলে) এরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়টা অস্বীকার করে।	وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ১০
১১. (হে নবী,) তুমি বলো, জীবন হরণের ফেরেশতা– যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কবয করে নেবে, অতপর তোমাদের সবাইকেই তোমাদের মালিকের দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।	قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ১১

১ রুকু

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (১২)

১২. (হে নবী,) যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে– যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে (বলতে) থাকবে, হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শুনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী।

وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (১৩)

১৩. আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হেদায়াত দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সে ঘোষণা আজ সত্য প্রমাণিত হলো, আমি মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে (এদের) সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

فَذُوقُوا۟ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ ۖ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ ۖ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (১৪)

১৪. অতপর (বলা হবে,) যাও, তোমরা শাস্তি আস্বাদন করো, যেভাবে তোমরা আজকের এ সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও (আজ তেমনি) তোমাদের ভুলে গেলাম, যাও– তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে (জাহান্নামের) চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করো।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ সাজদা (১৫)

১৫. আমার আয়াতসমূহের ওপর তারাই ঈমান আনে, যাদের যখন সে (আয়াত দ্বারা) উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাথে সাথেই সাজদাবনত হয়ে পড়ে, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা কখনো অহংকার করে না।

সাজদা ৫

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ (১৬)

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশুতি রাতে আযাবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের) আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (১৭)

১৭. কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলত) তাই হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ (১৮)

১৮. যে ব্যক্তি মোমেন, সে কি না-ফরমান ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে? (না,) এরা কখনো এক সমান হতে পারে না।

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (১৯)

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে (সুরম্য) জান্নাতে বাসস্থান হবে, এ মেহমানদারী হবে তাদের (নেক) কাজের পুরস্কার, যা তারা (দুনিয়ায়) করছিলো।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার) নাফরমানী করেছে তাদের বাসস্থান হবে (জাহান্নামের) আগুন; যখনি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, তখনি তাদের (ধাক্কা দিয়ে) তার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও, আগুনের সে আযাব ভোগ করে নাও, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে!

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২১. (জাহান্নামের) বড়ো আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদের (দুনিয়ার) ছোটোখাটো আযাবও আস্বাদন করাবো– আশা করা যায়, তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে তার মালিকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অবশ্যই আমি না-ফরমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।

রুকু ২

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে কোনোরকম সন্দেহ করো না, (আমি যে কিতাব দিয়েছি) তাকে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছিলাম,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার আদেশে মানুষদের হেদায়াত করতো, যখন তারা (অত্যাচারের সামনে) ধৈর্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা আমার আয়াতের ওপর বিশ্বাস করতো।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. অবশ্যই (হে নবী), তোমার মালিক কেয়ামতের দিন সেসব কিছুর ফয়সালা করে দেবেন যেসব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (হে নবী,) তাদের কি এ থেকেও হেদায়াত আসেনি, আমি তাদের আগে কতো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহের মাঝ দিয়ে তারা চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনার) অনেক নিদর্শন রয়েছে; এরপরও কি এরা শুনবে না!

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ

২৭. ওরা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (কিভাবে) উর্বর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করি এবং তারই সাহায্যে আমি সে ভূমি থেকে ফসল বের করে আনি, যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো যেমনি খাবার গ্রহণ করে,

তেমনি খায় তারা নিজেরাও, এ সত্ত্বেও এরা কি (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের চিহ্ন) দেখতে পায় না?	وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তারা বলে, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (বলো) সে বিজয় কখন আসবে (যার ভয় তোমরা দেখাচ্ছো)।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা কুফরী করেছে, বিজয়ের দিন তাদের ঈমান কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের সেদিন কোনো রকম অবকাশ দেয়া হবে!	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব (হে নবী,) তুমি এদের (এসব কথাবার্তা) থেকে বিমুখ থাকো এবং তুমি (শেষ দিনের) অপেক্ষা করো, নিসন্দেহে তারাও (সেদিনের) অপেক্ষা করছে।	فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকু

সূরা আল আহযাব
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৭৩
রুকু ৯

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী,	يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١﴾
২. তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী নাযিল করা হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন,	وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٢﴾
৩. (হে নবী,) তুমি (শুধু) আল্লাহ তায়ালার ওপরই নির্ভর করো; চূড়ান্ত কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই (তোমার জন্যে) যথেষ্ট।	وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٣﴾
৪. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে তার বুকে দুটো অন্তর পয়দা করেননি, না তিনি তোমাদের স্ত্রীদের, যাদের সাথে তোমরা (তোমাদের মায়েদের তুলনা করে) 'যেহার' করো, তাদের সত্যি সত্যি তোমাদের মা বানিয়েছেন, (একইভাবে) তিনি তোমাদের পালক পুত্রদেরও তোমাদের পুত্র বানাননি; (আসলে) এগুলো হচ্ছে (নিছক) তোমাদের মুখেরই কথা; সত্য কথা তো আল্লাহ তায়ালাই বলেন এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন।	مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٤﴾
৫. (হে ঈমানদাররা,) তোমরা (যাদের পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছো) তাদের পিতার পরিচয়েই ডাকো, এটাই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাদের পিতাদের না জানো, তাহলে (এটাই মনে করবে যে,) তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও তোমাদের (দ্বীনী) বন্ধু;	اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্যে কোনো গুনাহ নেই, তবে তোমাদের মন যদি সেচ্ছায় এমন কিছু করে (তাহলে তোমরা গুনাহগার হবে); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

৬. (আল্লাহর) নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী অধিকার রাখে এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা (সমান, কিন্তু); আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী (যারা) আত্মীয় স্বজন (তারা) সব মোমেন মোহাজের ব্যক্তির চাইতে একজন আরেকজনের বেশী নিকটতর, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও সেটা আলাদা; এ সব (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

৭. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি নবী রসূলদের কাছ থেকে (আমার বিধান পৌঁছে দেয়ার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, (প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম) তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও, এদের কাছ থেকে আমি (দ্বীন পৌঁছানোর) পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম,

لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

৮. যাতে করে (আল্লাহ তায়ালা) এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

৯. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু সৈন্য তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, অতপর আমি তাদের ওপর এক প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করেছি এবং (তাদের কাছে) আমি পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য, যাদের তোমরা কখনো দেখতে পাওনি; তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দেখছিলেন,

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾

১০. যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে তোমাদের ওপর (হামলা করার জন্যে) আসছিলো, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে!

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

১১. এ (কঠিন) সময়ে ঈমানদাররা চরমভাবে পরীক্ষিত এবং মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিলো।

১২. সে সময় মোনাফেক এবং যাদের মনে (সন্দেহের) ব্যাধি ছিলো তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা (মূলত) প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিলো না।	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾
১৩. যখন তাদের একটি দল বললো, হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা, (আজ শত্রুদের সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও, (এমনকি) তাদের একাংশ নবীর কাছে (এই বলে ফিরে যাবার) অনুমতিও চাইছিলো যে, আমাদের বাড়ীঘরগুলো সবই অরক্ষিত, অথচ (আল্লাহ তায়ালা জানেন) তা মোটেই অরক্ষিত ছিলো না; এরা আসলে (ময়দান থেকে) পালাতে চেয়েছিলো।	وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾
১৪. যদি শত্রু দল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ওপর চড়াও হতো এবং (যারা মোনাফেক) তাদের যদি (বিদ্রোহের) ফেতনা খাড়া করার জন্যে বলা হতো, তবে তারা নির্দ্ধিধায় তাতে ঝাপিয়ে পড়তো, এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করতো না।	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾
১৫. (অথচ) এ লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিলো যে, তারা (ময়দান থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, আল্লাহ তায়ালার (সাথে সম্পাদন করা) ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই (তাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَلَقَدْ كَانُوا عٰهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾
১৬. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও অথবা (কেউ তোমাদের) হত্যা (করবে) এ কারণে সরে পড়তে চাও, তাহলে এই পালানো তোমাদের কোনোই উপকার দেবে না, তেমন অবস্থায় মাত্র সামান্য কয়দিনের ভোগই তোমাদের করতে দেয়া হবে।	قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾
১৭. (হে নবী,) এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তায়ালা (-র সিদ্ধান্ত) থেকে বাঁচাতে পারবে, যদি তিনি তোমাদের কোনো অমংগল করতে চান অথবা চান তোমাদের ওপর দয়া করতে, তাহলে তুমি বলো, (এ উভয় অবস্থায়) এরা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো অভিভাবক পাবে না, না পাবে কোনো সাহায্যকারী;	قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾
১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব (মোনাফেক) লোকদের চেনেন, যারা (জেহাদ থেকে অন্যদের বাধা দেয় এবং) তাদের ভাই বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও, (আসলে) ওদের অল্পসংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে!	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

১৯. (যে কয়জন অংশ নিয়েছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুণ্ঠিত থাকে, অতপর যখন (তোমাদের ওপর) কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তার ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অতপর ভয় যখন দূরীভূত হয়ে যায় তখন এরাই (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের ওপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে; (আসলে) এ লোকগুলো কখনোই ঈমান আনেনি, আল্লাহ তায়ালা ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন; আর এ কাজটা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২০. (অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) এরা মনে করে (এখনো) শত্রুবাহিনী চলে যায়নি এবং শত্রুপক্ষ যদি (আবার) এসে চড়াও হয়, তখন এরা মনে করবে, কতো ভালো হতো যদি তারা (মরুভূমির) বেদুঈনদের সাথে (ওখানেই) থেকে যেতে পারতো এবং (সেখানে বসেই ফিরে আসা নিরাপদ কিনা) তোমাদের এ খবর নিতে পারতো, যদিও এরা (এখনও) তোমাদের মাঝে আছে, (কিন্তু) এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

২ রুকু

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২১. (হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে– এটা এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ এবং পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে;

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২২. ঈমানদাররা যখন (শত্রু) বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো হচ্ছে তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে (আগেই) করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, (এ ঘটনার ফলে) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলো;

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. ঈমানদারদের মাঝে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে (জীবনবাজির) যে ওয়াদা করেছিলো তা সত্য প্রমাণ করলো, তাদের কিছুসংখ্যক (মানুষ) তো নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ (করে শাহাদাত লাভ) করলো, আর কেউ এখনো (শাহাদাতের) অপেক্ষা করছে, তারা কখনো (তাদের আসল লক্ষ্য) পরিবর্তন করেনি,

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪. (যুদ্ধ তো এ জন্যেই যে,) এতে করে সত্যবাদীদের আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতার দ্বারা পুরস্কার দেবেন, আর মোনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা তিনি তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

২৫. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের তাদের (যাবতীয়) ক্রোধসহ (এমনিই মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন, (এ অভিযানে) তারা কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারেনি; আল্লাহ তায়ালাই (এ) যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী,

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

২৬. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদের সাহায্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দূর্গ থেকে নীচে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে (মুসলমানদের সম্পর্কে এমন) ভীতির সঞ্চার করালেন যে, (আজ) তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করছো, আরেক দলকে বন্দী করছো,

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

২৭. তিনি তোমাদের তাদের যমীন, বাড়ীঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন, (তিনি তোমাদের) এমন সব ভূখন্ডেরও (অধিকারী বানিয়ে দিলেন) যেখানে তোমরা এখনো কোনো (সামরিক) অভিযান পরিচালনাই করোনি; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (একক) ক্ষমতাবান।

৩ রুকু

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগবিলাস কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের (তার কিছু অংশ) অবশ্যই দিয়ে দেবো এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেবো।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা করো তাহলে (জেনে রেখো), তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. হে নবীপত্নীরা, তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করবে, তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; আর এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. (হে নবীপত্নীরা,) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাকে দু'বার তার কাজের পুরস্কার দান করবো, আমি তো (পরকালে) তার জন্যে সম্মানজনক রেযেক প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩২. হে নবীপত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো কখনো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে; আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তিনি (তোমাদের) ভালো করে পাক সাফ করে দিতে চান,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের আয়াত ও তাঁর জ্ঞান কৌশলের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয়– তোমরা তা স্মরণ রেখো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।

৪ রুকু

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৫. অবশ্যই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মোমেন পুরুষ মোমেন নারী, ফরমাঁবর্দার পুরুষ ফরমাঁবর্দার নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী, যৌন অংগসমূহের হেফাযতকারী পুরুষ (এ অংগসমূহের) হেফাযতকারী নারী, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ স্মরণকারী নারী– এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

৩৬. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মোমেন পুরুষ ও কোনো মোমেন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না

বাংলা অনুবাদ	আরবি
(যে, তারা তাতে কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে, সে নিসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে;	أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾
৩৭. (হে নবী, স্মরণ করো), যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে– যার ওপর আল্লাহ তায়ালা (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার ওপর অনুগ্রহ করেছো– (তুমি তাকে বলেছিলে), তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তায়ালা পরে তা প্রকাশ করে দেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশী হকদার; অতপর (এক সময়) যখন যায়দ তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিলো, তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম, যাতে করে (ভবিষ্যতে) মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ের মাঝে (আর) কোনো সংকীর্ণতা না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালার আদেশই (সর্বত্র) কার্যকর হবে।	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾
৩৮. আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্যে যে সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন, সে (ব্যাপারে) নবীর ওপর কোনো বিধি নিষেধের সংকীর্ণতা নেই; আগের (নবীদের) ক্ষেত্রেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার বিধান; আর আল্লাহ তায়ালার বিধান তো (আগে থেকেই) নির্ধারিত হয়ে আছে,	مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾
৩৯. যারা (মানুষদের কাছে) আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিতো, তারা তাঁকেই ভয় করতো, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতো না; (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।	الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾
৪০. (হে মানুষ তোমরা জেনে রেখো), মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং (সে হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষনবী), আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত।	مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾
৪১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করো,	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৫ রুকু

৪২. সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।	وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾
৪৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা, যিনি) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, তাঁর ফেরেশতারাও (আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা চেয়ে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করে), যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্ধকার থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন; (বস্তুত) তিনি হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে পরম দয়ালু।	هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾
৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাঁর দরবারে তাদের সালাম (দ্বারা অভিবাদন) করা হবে, তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾
৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে (হেদায়াতের) সাক্ষী (বানিয়ে) পাঠিয়েছি, আরো বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী,	يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে (তোমাকে) তাঁর দিকে আহবানকারী ও (হেদায়াতের) এক সুস্পষ্ট প্রদীপ বানিয়েছি।	وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. তুমি মোমেনদের (এই মর্মে) সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾
৪৮. তুমি কখনো কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না, তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো, আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করো; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।	وَلَا تُطِعِ الْكَٰفِرِينَ وَالْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾
৪৯. হে মোমেনরা, যখন তোমরা মোমেন রমণীদের বিয়ে করো, অতপর তাদের স্পর্শ করার আগেই (যদি) তাদের তালাক দাও, তাহলে (এ অবস্থায়) তাদের ওপর (বাধ্যতামূলক) কোনো ইদ্দত নেই যে, তোমরা তা গুনতে শুরু করবে, তবু তোমরা তাদের কিছু ভরণ পোষণ দেবে এবং (সৌজন্যের সাথেই) তাদের বিদায় করে দেবে।	يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾
৫০. হে নবী, আমি তোমার জন্যে সেসব স্ত্রীদের হালাল করেছি, যাদের তুমি (যথার্থ) মোহর আদায় করে দিয়েছো, (সেসব মহিলাদেরও তোমার জন্যে আমি হালাল করেছি) যারা তোমার অধিকারভুক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দান করেছেন– আরো রয়েছে তোমার চাচাতো বোন,	يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ الَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ

وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, (তাদের মধ্য থেকেও তুমি চাইলে কাউকে বিয়ে করতে পারো, তা ছাড়া) যদি কোনো মোমেন নারী নিজেকে নবীর জন্যে নিবেদন করে তাহলে নবী চাইলে তাকে বিয়ে করতে পারবে। এ বিশেষ (অনুমতি শুধু) তোমার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়; (সাধারণ) মোমেনদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের ওপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি, তা আমি (ভালো করেই) জানি, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ জন্যেই দিয়েছি) যেন তোমার ওপর কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ط وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

৫১. তুমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে রাখতে পারো, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো; যাকে তুমি দূরে রেখেছো তাকে যদি (পুনরায়) তুমি (নিজের কাছে) রাখতে চাও, তাতেও তোমার ওপর কোনো গুনাহ নেই; এ (বিশেষ সুযোগ তোমাকে) এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেন ওদের চক্ষু শীতল থাকে, তারাও (অযথা) দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে; তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা (ভালো করেই) জানেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

৬ রুকু

৫২. (হে নবী, এর বাইরে) তোমার জন্যে বৈধ নয় যে, তুমি তোমার (বর্তমান) স্ত্রীদের বদলে (অন্য নারীদের স্ত্রীরূপে) গ্রহণ করবে, যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে, অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের কথা আলাদা, স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ لا وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا

৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্যে (আসার) অনুমতি দেয়া হয়, তখন এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো, যাতে তোমাদের (খাওয়ার জন্যে) অপেক্ষা করতে না হয়, কিন্তু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে (সময়মতোই) প্রবেশ করো, অতপর যখন খাবার শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে (সেখান থেকে) চলে যেয়ো

وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

এবং (সেখানে কোনো অর্থহীন) কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না; তোমাদের এ বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের (এ কথা বলতে) লজ্জা বোধ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলা থেকে মোটেই লজ্জা বোধ করেন না; (হ্যাঁ,) তোমাদের যদি নবীপত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর উপযোগী; তোমাদের কারো জন্যেই এটা বৈধ নয়, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে– (না এটা তোমাদের জন্যে বৈধ যে,) তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করবে, নিসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি বড়ো (অপরাধের) বিষয়।

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা কোনো জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো– অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তা) সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৫. নবীপত্নীদের ওপর তাদের পিতা, ছেলে, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, (সব সময়ে আসা যাওয়া করা) মহিলা এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার) ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই, (হে নবীপত্নীরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠান; (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৭. নিসন্দেহে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ওপর তিনি দুনিয়া আখেরাত (উভয় জায়গায়ই) অভিশাপ বর্ষণ করেন, তিনি তাদের জন্যে অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছেন।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয়– তেমন ধরনের কিছু (দোষ) তারা না করা সত্ত্বেও (যারা এমনটি করে) তারা (মূলত) অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝাই বহন করে চলে।

৭
রুকু

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মোমেন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের নিজেদের ওপর তাদের চাদরের কিয়দাংশ টেনে দেয়, এতে করে তাদের (পরিচয়) চেনা সহজ হবে এবং তাদের কোনোরকম উত্ত্যক্ত করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۹﴾
৬০. মোনাফেক দল, (তাদের সাথে) যাদের অন্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (তোমার বিরুদ্ধে) গুজব রটনা করে, তারা যদি (তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে (হে নবী), আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বসিয়ে) দেবো, অতপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছু দিনই থাকতে পারবে,	لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا ۛۚ ﴿۶۰﴾
৬১. তারা থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, অতপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে) তাদের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হবে।	مَّلْعُوْنِيْنَ ۛۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْۤا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿۶۱﴾
৬২. (তোমার) আগে যারা (বিশ্বাসঘাতক ছিলো, তারা) অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, আল্লাহ তায়ালার নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।	سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۶۲﴾
৬৩. মানুষ তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি (তাদের) বলো, তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে; (হে নবী,) তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে– সম্ভবত কেয়ামত খুব নিকটেই (এসে গেছে)!	يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿۶۳﴾
৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্যে প্রজ্বলিত আগুনের শিখাও তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন,	اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۶۴﴾
৬৫. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে) তারা কোনো রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না,	خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۚ ﴿۶۵﴾
৬৬. সেদিন তাদের (চেহারাসমূহ) ওলট পালট করে (প্রজ্বলিত) আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করতাম!	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾
৬৭. তারা বলবে, হে আমাদের রব, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতা ও বড়োদের কথাই মেনে	وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ٦٧

চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দিয়েছে।

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ٦٨

৬৮. হে আমাদের রব, ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও।

৮ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ٦٩

৬৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (নানাভাবে) মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন, যা তারা (তার বিরুদ্ধে) বলেছে, সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে বড়ো মর্যাদাবান ব্যক্তি;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠

৭০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো,

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١

৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

৭২. অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিসন্দেহে সে (মানুষ ছিলো) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার গুরুত্ব সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧٣

৭৩. আল্লাহ তায়ালা যেন মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী, মোশরেক পুরুষ, মোশরেক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেন পুরুষ মোমেন নারীদের ওপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ত্রুটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হতে পারেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯ রুকু

সূরা সাবা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৪
রুকু ৬

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে সবই যার একক মালিকানাধীন এবং পরকালেও সব প্রশংসা থাকবে একমাত্র তাঁর জন্যে; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সব খবর রাখেন।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

২. তিনি জানেন যা কিছু যমীনের ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু তা থেকে উদগত হয়, যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় (এর প্রতিটি বিষয় তিনিই জানেন); তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عَالِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾

৩. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে, আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না; (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিকের কসম, হ্যাঁ, অবশ্যই তা তোমাদের কাছে আসবে, (আমার রব) অদৃশ্য (ও অদেখা জগত) সম্পর্কে অবহিত, এ আকাশমন্ডলী ও যমীনের অণু পরমাণু– তার চাইতেও ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো– এর কোনো কিছুই তাঁর (জ্ঞানের) অগোচরে নয়, এমন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই!

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

৪. যেন (এর ভিত্তিতে) তিনি এমন লোকদের পুরস্কার দিতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (বস্তুত) তারাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

৫. যারা (এ যমীনে) প্রাধান্য পাবার জন্যে আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের জন্যে (পরকালে) ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

৬. (হে নবী,) যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে, এটি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সঠিক (কিতাব), এটি তাদের পরাক্রমশালী প্রশংসিত (আল্লাহ তায়ালা)-এর দিকেই পথনির্দেশ করে।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে (হে সাথীরা), আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির কথা বলবো, যে তোমাদের এই মর্মে খবর দেবে যে, (মৃত্যুর পর) যখন তোমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন (পুনরায়) তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে,

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

৮. (আমরা জানি না) এ ব্যক্তি কি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, না তার সাথে কোনো রকম উন্মাদনা রয়েছে; বরং (আসল ব্যাপার হচ্ছে,) যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তারাই (সেখানকার) আযাব ও (দুনিয়ার) ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত আছে।

৩১খ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

৯. তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে (তাদের স্রষ্টাকে খুঁজে) দেখে না? আমি চাইলে ভূমিকে তাদের নিজেদেরসহ ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা পারি তাদের ওপর কোনো আকাশ খন্ডের পতন ঘটাতে; এতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে যারা একান্তভাবে (আল্লাহ তায়ালার) অভিমুখী হয়।

১ রুকু

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

১০. আমি (নবী) দাউদকে আমার কাছ থেকে (অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম (আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম যে), হে পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করো, (একই আদেশ আমি) দিয়েছিলাম পাখীকুলকেও, আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম,

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

১১. (আমি তাকে বলেছিলাম, বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করো, তোমরা নেক কাজ করো; তোমরা যা কিছু করো, আমি তা পর্যবেক্ষণ করি।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

১২. আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাতকালীন ভ্রমণ ছিলো এক মাসের (পথ), আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও ছিলো এক মাসের (পথ), আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম; তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছুসংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো, (আমি বলেছিলাম) তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

১৩. সোলায়মান যা কিছু চাইতো তারা তার জন্যে তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, পুকুরের ন্যায় (বড়ো বড়ো) থালা ও (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) চুলার ওপর স্থাপন করার বৃহদাকারের ডেগ; (আমি বলেছি,) হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকর আদায় করতে নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শোকর আদায় করে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ

১৪. যখন আমি তার ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন তাদের (জ্বিন ও মানুষ কর্মীবাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি, (দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) ঘুন পোকা, যা (তখনো) তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিলো, (সোলায়মানের লাঠি পোকায় খাওয়ায়) যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো (সোলায়মান জীবিত নেই),

তারা যদি গায়বের বিষয় জানতো, তাহলে তাদের (এতো সময়) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না;	أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾
১৫. 'সাবা' (নগরের) অধিবাসীদের জন্যে তাদের (স্বীয়) বাসভূমিতে (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন (মজুদ) ছিলো– দুই (সারি) উদ্যান– একটি ডান দিকে আরেকটি বাঁ দিকে, (আমি বলেছিলাম, তোমরা) তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক খাও এবং তাঁর শোকর আদায় করো; (কতো) সুন্দর নগরী এটা! কতো ক্ষমাশীল (এ নগরীর) রব (আল্লাহ তায়ালা)!	لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾
১৬. (কিন্তু পরে) ওরা (আমার আদেশ থেকে) ফিরে গেলো, ফলে আমি তাদের ওপর এক বাঁধভাংগা বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম, তাদের সে (সুফলা) উদ্যান দু'টোও এমন দুটো উদ্যান দ্বারা বদলে দিলাম, যাতে থেকে গেলো বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল (বৃক্ষ)।	فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾
১৭. আমিই তাদের এ (শাস্তি) দিয়েছিলাম, কেননা তারা (নেয়ামতকে) অস্বীকার করেছে; আমি কি অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেই?	ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾
১৮. আমি (সাবা) নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেসব জনপদের ওপরও বরকত দান করেছিলাম, উভয়ের মাঝে আরো কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে আমি (সফরের) মনযিলও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (আমি বলেছিলাম) তোমরা সেখানে দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো।	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তারা বললো, হে আমাদের রব, আমাদের সফরে তুমি দূরত্ব স্থাপন করো, তারা নিজেদের ওপর যুলুম করলো, ফলে আমিও (শাস্তি দিয়ে) তাদেরকে (অন্যান্য মানুষদের জন্যে) একটি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করে দিলাম, আমি ওদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে (তছনছ করে) দিলাম, অবশ্যই এতে প্রত্যেকটি ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যেই (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে।	فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾
২০. ইবলীস তাদের ব্যাপারে নিজের ধারণাকে সত্য পেয়েছে, অতপর তারা তারই আনুগত্য করেছে, অবশ্য ঈমানদারদের একটি দল ছাড়া,	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. (অথচ) তাদের ওপর শয়তানের কোনোরকম আধিপত্য ছিলো না, (আসলে) আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের ওপর ঈমান আনে, আর কে সে ব্যাপারে সন্দিহান;	وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ

২ রুকু

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

তোমার রব তো সবকিছুর ওপরই নেগাহবান!

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরীক মনে করো তাদের ডাকো, তারা আসমানসমূহ ও যমীনের এক অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে সে ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই, না তাঁর জন্যে তাদের কোনো সাহায্যকারী রয়েছে।

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৩. (কেয়ামতের দিন) তাঁর সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না, অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তির কথা আলাদা, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত করে দেয়া হবে, তখন তারা (একে অপরকে) বলবে (কি ব্যাপার), তোমাদের রব (কি) বলেছেন, তারা বলবে, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে নবী,) তুমি জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা। অবশ্যই আমরা কিংবা তোমরা– হয় হেদায়াতের ওপর আছি না হয় উভয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে আছি।

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. তুমি বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না, আবার তোমরা যা (অপরাধ) করছো সে ব্যাপারেও আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

২৬. তুমি বলো, (কেয়ামতের দিন) আমাদের মালিক আমাদের সবাইকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে (হেদায়াত ও গোমরাহীর) যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন; তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা আমাকে তাদের দেখাও, যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক বানিয়ে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছো, জেনে রেখো; (তাঁর কোনো শরীক নেই) বরং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন পরাক্রমশালী, কুশলী।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৯. তারা বলে (হে মুসলমানরা), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (তোমাদের) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿২৯﴾
৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমাদের জন্যে যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক মুহূর্ত (যেমনি) পিছিয়ে থাকতে পারবে না, (তেমনি) তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না।	قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿৩০﴾
৩১. কাফেররা বলে, আমরা কোনোদিনই এ কোরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কিতাবগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, হে নবী, সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (অভিযোগ) চাপাতে থাকবে, যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন হতাম!	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿৩১﴾
৩২. (এ কথার জবাবে) অহংকারী লোকেরা– যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, আমরা কি তোমাদের হেদায়াতের (পথে চলা) থেকে জন্যে বাধ্য করেছিলাম? (বিশেষ করে) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলে না-ফরমান।	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿৩২﴾
৩৩. যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো, এবার তারা অহংকারী নেতাদের বলবে, (তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত আমাদের (নাফরমানী করতে) বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (ভয়াবহ) আযাব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে; (সেদিন) যারা (আমাকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেকল পরিয়ে দেবো; (তুমিই বলো,) স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে এদের (এর চাইতে ভালো) কোনো বিনিময় কি দেয়া যাবে?	وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿৩৩﴾
৩৪. (কখনো এমন হয়নি যে,) আমি কোনো জনপদে (জাহান্নামের) সতর্ককারী (-রূপে কোনো নবী) পাঠিয়েছি, অথচ তাদের বিত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে– আমরা তা অস্বীকার করি।	وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿৩৪﴾

৩ রুকু

৩৫. তারা (আরো) বলেছে, আমরা (এ দুনিয়ায়) ধনে জনে (তোমাদের চাইতে) সমৃদ্ধশালী এবং (পরকালে) আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না।

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۙ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব যাকে ইচ্ছা করেন তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) জানে না।

৪ রুকু

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (হে মানুষ,) তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে, তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে (তার কথা আলাদা), এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে, কেননা তারা নেক আমল করেছে।

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যারা (নানা কৌশলে) আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে, তারাই হচ্ছে ওসব লোক যারা আযাবেই পড়ে থাকবে।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, (আবার যার প্রতি ইচ্ছা) তার জন্যে (তা) সংকুচিত করে দেন; তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) খরচ করবে, তিনি (অবশ্যই) তার প্রতিদান দেবেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. একদিন তিনি এদের সকলকে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবেন, অতপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ করে তিনি বলবেন, এ (মানুষ)-রা কি (দুনিয়াতে) শুধু তোমাদেরই এবাদাত করতো?

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. ফেরেশতারা বলবে (হে আমাদের রব), তুমি মহান, তাদের বদলে তুমিই আমাদের অভিভাবক, ওরা তো বরং জিনদেরও এবাদাত করতো এবং এদের অধিকাংশ লোক তাদের ওপর বিশ্বাসও করতো।

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই; (সেদিন) যালেমদের আমি (আরো) বলবো, যে আগুনের আযাবকে তোমরা অস্বীকার করতে, (আজ) তারই মজা উপভোগ করো।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি (আমাদের মতো) একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করতো, সে তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং (কোরআন সম্পর্কে) তারা বলতো, এটা তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এ কাফেররা সত্য (দ্বীন) সম্পর্কে– যখন কোনো সত্য এসে তাদের কাছে হাযির হয়– তখন তারা বলে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ج وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ط وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ لا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (৪৩)

৪৪. (অথচ) আমি এদের কখনো কোনো (আসমানী) কিতাব দেইনি যা তারা পড়তে (পড়াতে পারে), না আমি তোমার আগে এদের কাছে অন্য কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি;

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ط (৪৪)

৪৫. এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (অথচ) আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্তও এরা পৌঁছুতে পারেনি, অতপর (যখন) তারা আমার নবীদের অস্বীকার করেছে, (তখন তুমি দেখেছো) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي قف فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ع (৪৫)

৫ রুকু

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো (এসো), আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে (সত্যের ওপর) দাঁড়িয়ে যাও, দু'দুজন করে– (কিংবা) একা একা, অতপর ভালো করে চিন্তা করো, তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ) পাগল নয়; সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্যে আসন্ন ভয়াবহ আযাবের একজন সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا قف مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (৪৬)

৪৭. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের কাছে (হেদায়াত পৌঁছাবার জন্য) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি, (এ কাজের যা কল্যাণ) তা তো তোমাদেরই জন্যে, আমার পাওনা আল্লাহ তায়ালার কাছেই, তিনি (মানুষের) প্রতিটি বিষয়ের ওপরই সাক্ষী।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ج وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (৪৭)

৪৮. তুমি বলো, আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوبِ (৪৮)

৪৯. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে, বাতিল না প্রথমবার প্রসারিত হয়েছে, না পুনরায় প্রসারিত হবে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (৪৯)

৫০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি যদি (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাই, তাহলে আমার এ বিচ্যুতির পরিণাম আমার ওপরই বর্তাবে, আর যদি আমি হেদায়াতের ওপর থাকি তবে তা শুধু এ জন্যে, আমার রব সেটা আমার প্রতি ওহী করেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (সবার) একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ (৫০)

৫১. (হে নবী,) যদি তুমি (সেদিনটি) দেখতে পেতে, যখন এরা ভীতবিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং তাদের জন্যে পালানোর পথ থাকবে না– একান্ত কাছ থেকেই (সেদিন) তাদের পাকড়াও করা হবে,

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ (৫১)

৫২. (এ সময়) তারা বলতে থাকবে (হ্যাঁ), আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু এখন (এতো) দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা (কিভাবে) পাবে?

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۚۖ (৫২)

৫৩. অথচ এরাই ইতিপূর্বে তাকে অস্বীকার করেছে, দূর থেকে (ভালো করে) না দেখে (শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই) কথা বলছে।

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ (৫৩)

৫৪. (আজ) তাদের মাঝে ও তাদের (জান্নাত পাওয়ার) কামনা-বাসনার মাঝে একটি দেয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেয়া হবে, যেমনি করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী (মোশরেক) সাথীদের বেলায়, (মূলত) ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান ছিলো।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ع (৫৪)

৬ রুকু

আয়াত ৪৫
রুকু ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ফাতের
মক্কায় অবতীর্ণ

১. সব তারিফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (স্বীয়) বাণীবাহক (ফেরেশতা)-দের সৃষ্টিকর্তা, (যারা) দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট (শক্তির প্রতীক); তিনি চাইলে সৃষ্টির মাঝে (তাদের ক্ষমতা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (১)

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তার পথরোধকারী নেই, (আবার) তিনি যা বন্ধ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্যে পাঠাতে পারে না, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (২)

৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে– যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তারপরও তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾
৪. (হে নবী,) যদি এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তাহলে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা), তোমার আগেও নবীদের (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিলো; আর সব কিছু তো (একদিন) আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।	وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤﴾
৫. হে মানুষ, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, অতপর দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় না ফেলে।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾
৬. শয়তান হচ্ছে তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো; সে তার দলবলদের এ জন্যেই আহ্বান করে যেন তারা (তার আনুগত্য করে) জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে;	إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾
৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে এক কঠিন শাস্তি রয়েছে, (অপরদিকে) যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।	ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾
৮. অতপর সে ব্যক্তি– যার খারাপ কর্মকান্ড তার জন্যে শোভন করে রাখা হয়েছে, সে অবশ্য তাকে উত্তম (কাজ) হিসেবেই দেখতে পায়; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তাকে) গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান (তাকে) তিনি হেদায়াত দান করেন, তাই (হে নবী,) তাদের ওপর আক্ষেপ করতে গিয়ে (দেখো,) তোমার জীবন যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়; ওরা যা কিছু করে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।	أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾
৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,	وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

১ রুকু

فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿৯﴾

পরে তাকে আমি (এক) নির্জীব ভূখন্ডের দিকে (উড়িয়ে) নিয়ে যাই, এরপর (এক পর্যায়ে) তা দিয়ে যমীনকে তার নির্জীব হওয়ার পর পুনরায় আমি জীবন্ত করে তুলি; ঠিক এভাবেই (একদিন মানুষেরও) পুনরুত্থান (হবে)।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿১০﴾

১০. যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে (তার জানা উচিত), যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তাঁর দিকে শুধু পবিত্র বাক্যই উঠে আসতে পারে, আর নেক কাজই তাকে (উচ্চাসনে) ওঠায়; যারা (সত্যের বিরুদ্ধে) নানা ধরনের মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব; তাদের সব চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿১১﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর একবিন্দু শুক্র থেকে (তিনি জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন), এরপর তোমাদের তিনি (নর নারীর) জোড় বানিয়েছেন; (এখানে) কোনো নারীই গর্ভবতী হয় না এবং সে কোনো সন্তানও প্রসব করে না, যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (পূর্বাহ্নেই মজুদ) থাকে না; (আবার) কারো বয়স একটু বাড়ানো হয় না এবং একটু কমানোও হয় না, যা কোনো গ্রন্থে (সংরক্ষিত) নেই; অবশ্যই এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সহজ ব্যাপার।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿১২﴾

১২. দুটো (পানির) সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি হচ্ছে লোনা ও বিস্বাদ; তোমরা (এর) প্রত্যেকটি থেকেই (মাছ শিকার করে তার) তাজা গোশত আহার করো এবং (মাঝে মাঝে মুক্তার) অলংকার বের করে আনো (অতপর) তোমরা তা পরিধান করো, তোমরা আরও দেখতে পাও কিভাবে সেখানে জলযানসমূহ (পানি চিরে) চলাচল করে, যাতে করে তোমরা তাঁর দেয়া রেযেক অনুসন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

১৩. তিনিই রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এরা সবাই এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে; তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের সবার রব,

لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়।

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো-(প্রথমত) তারা তো তোমাদের ডাক শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উত্তর দেবে না; (উপরন্তু) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের শেরেককে অস্বীকার করবে; (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।

২ রুকু

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

১৫. হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার সামনে অভাবগ্রস্ত, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, (যাবতীয়) প্রশংসার মালিক।

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি যদি চান তাহলে (দুনিয়ার বুক থেকে) তোমাদের (উঠিয়ে) নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় নতুন এক সৃষ্টিকে তিনি (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

১৭. আর এ (কাজ)-টি আল্লাহ তায়ালার জন্যে মোটেই কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

১৮. (কেয়ামতের দিন) কেউ কারো (গুনাহের) বোঝা বইবে না, কোনো ব্যক্তির ওপর (গুনাহের) বোঝা ভারী হলে সে যদি তা বইবার জন্যে (অন্য কাউকে) ডাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও তা সরানো হবে না, (যাকে সে ডাকলো-) সে (তার) নিকটাত্মীয় হলেও নয়; (হে নবী,) তুমি তো কেবল সে লোকদেরই (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করতে পারো যারা গায়ব থেকে তাদের মালিককে ভয় করে, (উপরন্তু) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে; কেউ নিজের পরিশুদ্ধি সাধন করতে চাইলে সে তা করবে সম্পূর্ণ তার (নিজের কল্যাণের) জন্যে; চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের জায়গা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

১৯. একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও একজন অন্ধ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না-

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

২০. না আঁধার ও আলো (কখনো সমান হতে পারে),

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

২১. ছায়া এবং রোদও (তো সমান) নয়,

২২. (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (ভালো কথা) শোনান, তুমি এমন মানুষকে কিছু শোনাতে পারবে না– যে কবরের অধিবাসী (হয়ে গেছে)।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾
২৩. (আসলে) তুমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও।	إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾
২৪. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দ্বীন)-সহ (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি; কখনো কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যার জন্যে কোনো সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি!	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে (এর জন্যে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ো না,) এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (যদিও) তাদের নবীরা তাদের কাছে (নবুওতের) দীপ্তিমান গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো!	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾
২৬. অতপর যারা (নবীদের) অস্বীকার করেছে, আমি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি, কতো ভয়ংকর ছিলো আমার আযাব!	ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾
২৭. (হে মানুষ,) তুমি কি (এ বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর এ (পানি) দ্বারা আমি (যমীনের বুকে) রং-বেরংয়ের ফলমূল উদগত করি, পাহাড়সমূহও রয়েছে (নানা রংয়ের, কোনোটা) সাদা (কোনোটা) লাল, এর রংও বিচিত্র রকমের, কোনোটা আবার নিকষ কালো।	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾
২৮. একইভাবে মানুষ, (যমীনের ওপর) বিচরণশীল জীবজন্তু এবং পশুসমূহও রয়েছে নানা রংয়ের; আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর বান্দাদের মাঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।	وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾
২৯. যারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যারা (আমারই উদ্দেশে) গোপনে কিংবা	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

৩ রুকু

প্রকাশ্যে দান করে, (মূলত) তারা এমন এক ব্যবসার আশায় আছে যা কখনো ধ্বংস হবে না;	وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾
৩০. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তিনি যেন তাদের কাজের পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾
৩১. (হে নবী,) যে কিতাব আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি তাই একমাত্র সত্য, এর আগের যেসব (কিতাব) রয়েছে (এ কিতাব) তার সমর্থনকারী; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালো করে জানেন ও দেখেন।	وَالَّذِیْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾
৩২. অতপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাদের আমি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করেছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; এটাই হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) বড়ো অনুগ্রহ।	ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾
৩৩. (সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।	جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা বলবে, সমস্ত তারিফ আল্লাহর, যিনি (আজ) আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী,	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۨ ﴿٣٤﴾
৩৫. যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের (আর) কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)!	الَّذِیْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের ওপর এমন আদেশ হবে না যে, তারা মরে যাবে– না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব লঘু করা হবে; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. (আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করবে, আর বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আযাব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম (এবার) তার বদলে (ভিন্ন কিছু করবো); (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সেখানে সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আযাবের মজা উপভোগ করো, (মূলত) যালেমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।

৪ রুকু

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, (মানুষের) মনের ভেতরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি ভালো করে জানেন।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তিনিই (এ) যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন; অতপর যে কোনো ব্যক্তিই (এখানে) কুফরী করবে, তার কুফরী (ও কুফরীর ফলাফল) তার নিজের ওপরই (পড়বে); কাফেরদের জন্যে (এ) কুফরী কেবল (তাদের প্রতি) তাদের মালিকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে, কাফেরদের এ কুফরী (তাদের নিজেদের) বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾

৪০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের (সেসব) শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো কি? যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে ডাকো, তোমরা আমাকে দেখাও তো তারা এ যমীনের কিছু সৃষ্টি করেছে কিনা– কিংবা আকাশমন্ডল সৃষ্টির (পরিকল্পনার) মাঝে তাদের কোনো অংশ আছে কিনা– না আমি তাদের কোনো কিতাব দান করেছি যে, তার কোনো দলীল প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, বরং এরা হচ্ছে যালেম, এরা একে অপরকে শুধু প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ۬ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

৪১. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই আসমানসমূহ ও যমীনকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে করে ওরা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত না হতে পারে, যদি (কখনো) ওরা কক্ষচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে (বলো), তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে এদের উভয়কে (পুনরায়) স্থির করতে পারবে, অবশ্যই তিনি মহা সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

৪২. এরাই (এক সময়) আল্লাহ তায়ালার নামে সুদৃঢ় কসম করে বলতো, যদি তাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কোনো সতর্ককারী (নবী) আসে, তাহলে তারা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা (তার প্রতি) অধিকতর আনুগত্যশীল হবে, অতপর (সত্যিই) যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) এলো, তখন তার আগমন এদের (সত্য-) বিমুখতাই শুধু বাড়িয়ে দিলো,	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ ﴿٤٢﴾
৪৩. (বাড়িয়ে দিলো আল্লাহর) যমীনে এদের অহংকার প্রকাশ ও কুটিল ষড়যন্ত্র। কুটিল ষড়যন্ত্র (জাল অবশ্য) ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করে না, তবে কি তারা অতীতে (ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে) যা কিছু ঘটেছে তেমন কিছুর প্রতীক্ষা করছে? (যদি তাই হয়, তবে শুনে রাখো,) তুমি (এদের বেলায়ও) আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন দেখবে না, না কখনো তুমি (এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানকে নড়াচড়া অবস্থায় (দেখতে) পাবে।	اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾
৪৪. তারা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি, তারা কি তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের পরিণাম দেখেনি, তা কেমন (ভয়াবহ) ছিলো! অথচ তারা এদের তুলনায় ছিলো অনেক শক্তিশালী; (কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন এলো, তখন) আসমানসমূহ ও যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যর্থ করে দিতে পারলো না; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾
৪৫. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার (বিদ্রোহমূলক) আচরণের জন্যে পাকড়াও করতে চাইলে ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি জীব জন্তুকেও তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন তাদের (সে নির্দিষ্ট) সময় আসবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৫ রুকু

আয়াত ৮৩
রুকু ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ইয়াসীন
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ইয়াসীন,	يٰسٓ ۚ ﴿١﴾
২. জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ,	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ ﴿٢﴾

৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের একজন,	إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٣
৪. তুমি (প্রতিষ্ঠিত রয়েছো) সরল পথের ওপর,	عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٤
৫. পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছ থেকেই এ (কোরআনের) অবতরণ;	تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝٥
৬. যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন একটি জাতির (লোকদের) সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল (রয়ে গেছে)।	لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝٦
৭. তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তায়ালার) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٧
৮. আমি ওদের গলদেশসমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, অতপর তা তাদের চিবুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨
৯. আমি তাদের সামনে পেছনে (অন্ধকারের) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।	وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩
১০. (এ অবস্থায়) তুমি তাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো, উভয়টাই তাদের জন্যে সমান কথা, তারা ঈমান আনবে না।	وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠
১১. তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে পারো যে (আমার) উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)কে গায়ব থেকে ভয় করে, (যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে) তাকে তুমি ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।	إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١
১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, তারা যা কিছু আমল (আল্লাহর কাছে) পাঠিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে আমি যথাযথ লিখে রাখি, নিজেদের (কর্মকাণ্ডের) চিহ্ন হিসেবে যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) রেখে যায় তাও আমি (লিখে রাখি); প্রতিটি জিনিসকে আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে গুনে গুনে (জমা করে) রেখেছি।	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢

১ রুকু

৩২

১৩. (হে নবী,) এদের কাছে তুমি একটি জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করো, যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন রসূল এসেছিলো,	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ ﴿۱۳﴾
১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছি তখন তারা এদের উভয়কেই অস্বীকার করেছে, এরপর আমি তৃতীয় একজন দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলাম, অতপর তারা (তাদের কাছে এসে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।	اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾
১৫. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তোমরা তো (দেখছি) আমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, (আসলে) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে) কিছুই পাঠাননি, তোমরা (অযথাই) মিথ্যা কথা বলছো!	قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿۱۵﴾
১৬. তারা বললো, আমাদের রব জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে (তাঁর পাঠানো) রসূল।	قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾
১৭. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।	وَمَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾
১৮. তারা বললো, (কিন্তু) আমরা তো তোমাদেরই (আমাদের সব) অমংগলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা (এখনো এসব কাজ থেকে) ফিরে না আসো তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারবো, (উপরন্তু) তোমাদের অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে (আরো) কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে।	قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾
১৯. তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য (অকল্যাণ) তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে; তোমাদের (যে ভালো কাজের কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে (এটা কি অমংগলের কাজ)? আসলে তোমরা হচ্ছো একটি সীমালংঘনকারী জাতি।	قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾
২০. (এমন সময়) নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো এবং (সে এসে সবাইকে) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা (আল্লাহর) রসূলদের অনুসরণ করো,	وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿۲۰﴾
২১. অনুসরণ করো এমন এক রসূলের, যে তোমাদের কাছে (হেদায়াতের) কোনো প্রতিদান চায় না, (আসলে যারা তার অনুসরণ করবে) তারা হবে হেদায়াতপ্রাপ্ত।	اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

পারা ২৩

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আমার জন্যে এমন কি (অজুহাত) থাকতে পারে যে, আমি তাঁর এবাদাত করবো না যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে (একদিন) ফিরে যেতে হবে!

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদ গ্রহণ করবো? (অথচ) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা) যদি (আমায়) কোনো ক্ষতি পৌঁছাতে চান তাহলে ওদের কোনো সুপারিশই তো আমার কোনো কাজে আসবে না, না তারা কেউ আমাকে (সে ক্ষতি থেকে) উদ্ধার করতে পারবে,

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (আমি যদি তেমন কিছু করি) তাহলে অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবো।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৫. অবশ্যই আমি (এ গোমরাহীর বদলে) তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো;

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (মেরে ফেলার পর) তাকে বলা হলো, যাও, তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো; সে বললো, আফসোস, যদি আমার জাতি (আমার এ সৌভাগ্যের কথাটা) জানতে পারতো যে-

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমার রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত (মানুষ)-দের দলে শামিল করে নিয়েছেন।

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. তার (হত্যাকান্ডের) পর (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) আমি তার জাতির ওপর আসমান থেকে কোনো বাহিনী পাঠাইনি, না আমার (তেমন) কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো!

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. (আমি যা করেছি) তা ছিলো একটিমাত্র বিকট গর্জন, (তাতেই) ওরা সবাই নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো!

يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. আফসোস বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যাদের সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি!

أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা কি (এ বিষয়টি) লক্ষ্য করেনি যে, তাদের আগে আমি কতো জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা (আর কোনোদিনই) তাদের কাছে ফিরে আসবে না;

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাদের সবাইকেই (একদিন) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

২ রুকু

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ ۚ

৩৩. তাদের জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নিদর্শন হচ্ছে

(এই) মৃত যমীন, যাকে আমি (পানি বর্ষণ করে) জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, অতপর তা থেকেই তারা (নিজ নিজ) খাবার খায়।	أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣
৩৪. আমি তাতে (আরো) সৃষ্টি করি (নানা প্রকার) খেজুর ও আংগুরের বাগান, প্রবাহিত করি অসংখ্য (নদীনালার) প্রস্রবণ,	وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ٣٤
৩৫. যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, (আসলে) এগুলোর কোনোটাই তো তাদের হাতের অর্জন নয়, (তারপরও) কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না?	لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥
৩৬. পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, (চাই তা) যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ কিছু জানেই না।	سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦
৩৭. তাদের জন্যে (আমার আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে (এই) রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে এরা সবাই (এক সময়) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ ٣٧
৩৮. সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গন্ডির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা);	وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨
৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (এমনকি এক সময়) তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডালের মতো (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে।	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩
৪০. সূর্যের এ ক্ষমতা নেই, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে– না রাত (কখনো) দিনকে ডিংগিয়ে আগে চলে যেতে পারবে; (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে।	لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِي لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُونَ ٤٠
৪১. তাদের জন্যে (আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের (এক সময় একটি) ভরা নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;	وَاٰيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ٤١
৪২. তাদের জন্যে আমি সে নৌকার মতো একটি যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে (মাল সামানসহ) তারা আরোহণ করছে।	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢
৪৩. (অথচ) আমি চাইলে (মাল সামানসহ) এদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, না এদের (তখন) উদ্ধার করা হবে।	وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ٤٣

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. তবে (এটা) আমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না এবং (এটা ছিলো) এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (তাদের এ বৈষয়িক) সম্পদ (উপভোগ করা)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে যে (অবশ্যম্ভাবী আযাব) রয়েছে তাকে ভয় করো, (ভয় করো) যা (কিছু) পেছনে আছে (তাকেও), আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে (কিছু অংশ) ব্যয় করো, তখন (এ) কাফেররা ঈমানদারদের বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন (হে নবী, তুমি বলো), আসলেই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) আছো!

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে (বলো, কেয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে?

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. যে বিষয়টির জন্যে এরা অপেক্ষা করছে, তা তো এক মহাগর্জন, (হঠাৎ করেই) তা এদের পাকড়াও করবে এবং (দেখা যাবে তখনো) তারা (এ ব্যাপারে) বাকবিতন্ডা করেই চলেছে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা (তখন শেষ) ওসিয়তটুকু পর্যন্ত করে যেতে সক্ষম হবে না, না তারা তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে আসবে।

রুকু ৩

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. (দ্বিতীয় বার) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন মানুষগুলো সব নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মালিকের দিকে ছুটতে থাকবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা (হতভম্ব হয়ে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো (ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে (সে কেয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যার ওয়াদা করেছিলেন, আর নবী রসূলরাও সত্য কথা বলেছেন।

ওয়াকফে লাযেম

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. (মূলত) এটি এক মহাগর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়, (এরপর) সাথে সাথে সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

৫৪. অতপর আজ কারও প্রতি (বিন্দুমাত্রও) যুলুম করা হবে না, তোমাদের শুধু সেটুকুই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা (দুনিয়ায়) করছিলে।	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন এক মহা আনন্দে থাকবে,	اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ج ﴿٥٥﴾
৫৬. তারা এবং তাদের সংগী-সংগিনীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।	هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. সেখানে তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে (নানা প্রকারের) ফলমূল, তাদের জন্যে (আরো থাকবে) এমন সব কিছু, যা তারা কামনা করবে।	لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ج ﴿٥٧﴾
৫৮. পরম দয়ালু মালিকের পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ষিত হোক)।	سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. (অপরদিকে পাপীদের বলা হবে,) হে অপরাধীরা, তোমরা (আজ আমার ঈমানদার বান্দাদের কাছ থেকে) আলাদা হয়ে যাও।	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. হে আদমের সন্তানরা, আমি কি তোমাদের (এ মর্মে) নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের গোলামী করো না, অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন,	اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾
৬১. তোমরা শুধু আমারই এবাদাত করো, এটিই হচ্ছে সহজ সরল পথ।	وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾
৬২. (আর শয়তান)- সে তো (আগেও) অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে; (তা দেখেও) কি তোমরা বুঝতে পারছো না?	وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. (হ্যাঁ,) এ (হচ্ছে) সেই জাহান্নাম, তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করা হচ্ছিলো।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আজ তোমরা তাতে গিয়েই প্রবেশ করো, যাকে (দুনিয়ায়) তোমরা অস্বীকার করছিলে!	اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আজ আমি তাদের মুখের ওপর মোহর মেরে দেবো, তাদের হাতগুলো (এখন) আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা-গুলো সাক্ষ্য দেবে- (দুনিয়ায়) তারা যা কিছু অর্জন করছিলো।	اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আমি যদি চাইতাম, আমি এদের (চোখ থেকে) দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দিতাম, (সে অবস্থায়) এরা কিভাবে (চলার পথ) দেখে নিতো!	وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. (তাছাড়া) আমি যদি চাইতাম তাহলে তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই তাদের আকৃতি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম,	وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ

৪ রুকু

বাংলা	আরবি
সে অবস্থায় এরা সামনের দিকেও যেতে পারতো না, আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. যাকেই আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকেই আমি সৃষ্টিগত (দিক থেকে) তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই; তারা কি (কিছুই) বুঝতে পারে না?	وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. (জেনে রেখো,) আমি এ (রসূল)-কে কাব্য (রচনা) শেখাইনি এবং এটা তার (নবী মর্যাদার) পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (তার আনীত গ্রন্থ) একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।	وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾
৭০. যাতে করে সে তার দ্বারা যে (অন্তর) জীবিত– তাকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং (যার দ্বারা) কাফেরদের ওপর শাস্তির ঘোষণাও সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে।	لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. এরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমার নিজের হাত দিয়ে বানানো সৃষ্টির মাঝে আমি তাদের (বহুবিধ কল্যাণের) জন্যে পশু পয়দা করেছি, আর (এখন) তারা (নিজেরাই) এগুলোর মালিক হয়ে বসেছে!	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. আমিই এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, এর কিছু হচ্ছে তাদের বাহন, আর কিছু এমন যার (গোশত) থেকে তারা (নিজেদের) খাদ্য গ্রহণ করে।	وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তার মধ্যে তাদের জন্যে (আরো) উপকারিতা রয়েছে. রয়েছে পানীয় বস্তু; তবুও কি তারা (তাঁর) শোকর আদায় করবে না!	وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের মাবুদ বানায়, (তাও) এ আশায় যে, তাদের সাহায্য করা হবে!	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. (অথচ) তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কেয়ামতের দিন তাদের) সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্নামে এসে) জড়ো হবে।	لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. (হে নবী,) এদের (এসব) কথাবার্তা যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে। অবশ্যই আমি জানি যা কিছু এরা গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ্যে বলে।	فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. এ মানুষগুলো কি দেখে না যে, আমি তাদের একটি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছি, অথচ (ক্ষুদ্র কীটের) সে (ক্ষুদ্র মানুষটিই একদিন আমার সৃষ্টির ব্যাপারে) খোলাখুলি বিতন্ডাকারী হয়ে পড়লো!	اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. সে আমার সম্পর্কে (নানা) কথা রচনা (করতে শুরু) করলো (এবং) সে লোকটি তার নিজ সৃষ্টিটাকেই ভুলে গেলো; সে বললো, কে (মানুষের) হাড়গুলোকে পুনরায় জীবিত করবে যখন তা পচে গলে যাবে!	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

ওয়াকফে লাযেম

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৭৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যাঁ, তাতে প্রাণ সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি প্রথম বার এতে জীবন দিয়েছিলেন; তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি (কৌশল) সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন,	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩
৮০. যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন করেছেন এবং তা দ্বারাই তোমরা (আজ) আগুন জ্বালাচ্ছো।	الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝٨٠
৮১. যিনি নিজের ক্ষমতাবলে আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (পুনরায়) তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? (হ্যাঁ) নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।	أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ۝٨١
৮২. তিনি যখন কিছু একটা (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন– 'হও', অতপর সাথে সাথেই তা (তৈরী) হয়ে যায়।	إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٨٢
৮৩. পবিত্র ও মহান সে সত্তা আল্লাহ তায়ালা, প্রত্যেক বিষয়ের ওপর একক সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর হাতে এবং তাঁর কাছেই (একদিন) তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।	فَسُبْحٰنَ الَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٨٣

৫ রুকু

আয়াত ১৮২
রুকু ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

সূরা আছ্ ছাফ্ফাত
মক্কায় অবতীর্ণ

মানযিল ৬

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১. শপথ (সে সব ফেরেশতার) যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।	وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١
২. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা সজোরে ধমক দেয়,	فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢
৩. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা (সদা আল্লাহর) কিতাব তেলাওয়াত করে,	فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣
৪. অবশ্যই তোমাদের মাবুদ হচ্ছে একজন;	إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوٰحِدٌ ۝٤
৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও রব, (তিনি) রব (সূর্যোদয়ের স্থান) পূর্বাচলের;	رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشٰرِقِ ۝٥
৬. অবশ্যই আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি;	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝٦
৭. (তাকে) আমি হেফাযত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে,	وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧
৮. ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়,	لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝٨

অনুবাদ	আয়াত
৯. (এই) তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ) নয়, তাদের জন্যে রয়েছে অবিরাম শাস্তি,	دُحُوۡرًا وَّ لَهُمۡ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (৯)
১০. (এরপরও) যদি (শয়তান) গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে।	اِلَّا مَنۡ خَطِفَ الۡخَطۡفَةَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (১০)
১১. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন– না (আসমান যমীনসহ) অন্য সব কিছু– যা আমি পয়দা করেছি (সৃষ্টি করা বেশী কঠিন); অবশ্যই এ (মানুষ)-দের আমি (সামান্য কিছু) আঠাল মাটি দিয়ে পয়দা করেছি।	فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَهُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمۡ مَّنۡ خَلَقۡنَا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ لَّازِبٍ (১১)
১২. (হে নবী,) তুমি (এদের কথায়) বিস্ময়বোধ করছো, অথচ (তোমার কথা নিয়েই) ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে,	بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُوۡنَ (১২)
১৩. এদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা (তা) স্মরণ করে না,	وَاِذَا ذُكِّرُوۡا لَا يَذۡكُرُوۡنَ (১৩)
১৪. (তদুপরি) কোনো নিদর্শন দেখলে (তা নিয়ে) তারা উপহাস করে,	وَاِذَا رَاَوۡا اٰيَةً يَّسۡتَسۡخِرُوۡنَ (১৪)
১৫. তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়,	وَقَالُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ (১৫)
১৬. (তারা প্রশ্ন করে, এ আবার কেমন কথা,) আমরা যখন মরে গিয়ে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (পুনরায়) জীবিত করা হবে?	ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ (১৬)
১৭. আমাদের পিতৃপুরুষদেরও (কি ওঠানো হবে)?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَ (১৭)
১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যাঁ (অবশ্যই, সেদিন) তোমরা লাঞ্ছিত হবে,	قُلۡ نَعَمۡ وَاَنۡتُمۡ دَاخِرُوۡنَ (১৮)
১৯. তা হবে, একটি মাত্র প্রচন্ড গর্জন, সাথে সাথেই এরা (কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) দেখতে পাবে।	فَاِنَّمَا هِىَ زَجۡرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ (১৯)
২০. (যারা অস্বীকার করেছিলো) তারা (সেদিন) বলবে, পোড়া কপাল আমাদের, এটাই তো হচ্ছে (শেষ) বিচারের দিন!	وَقَالُوۡا يٰوَيۡلَنَا هٰذَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ (২০)
২১. (তাদের বলা হবে) হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।	هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ (২১)
২২. (ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,) তোমরা যালেমদের এবং তাদের সংগী-সংগিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, (জমা করো) তাদের (দোসরদের)-ও, যারা তাদের গোলামী করতো।	اُحۡشُرُوا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا وَاَزۡوَاجَهُمۡ وَمَا كَانُوۡا يَعۡبُدُوۡنَ (২২)
২৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাবুদ বানাতো) তাদেরও (এদের সাথে) জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও।	مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَاهۡدُوۡهُمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡجَحِيۡمِ (২৩)

১ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৪. হ্যাঁ, তাদের (একটুখানি) দাঁড় করাও, অবশ্যই তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে,	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. এ কী হলো তোমাদের, (জবাব দেয়ার সময়) তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছো না যে!	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. বরং আজ (দেখছি) এরা সত্যি সত্যিই (এক একজন) আত্মসমর্পণকারী (বনে গেছে)!	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. (এ সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে।	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. (দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে) বলবে, তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে,	قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা বলবে (আমাদের দোষারোপ করছো কেন), তোমরা তো আদৌ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীই ছিলে না,	قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো (জবর-দস্তিমূলক) কর্তৃত্ব তো ছিলো না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমালংঘনকারী।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾
৩১. (এ সময় তারা বলবে,) আজ আমাদের ওপর আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে, (আজ) আমরা (উভয়েই জাহান্নামের) শাস্তি আস্বাদনকারী (হবো)।	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾
৩২. আমরা (আসলেই সেদিন) তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত!	فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অবশই সেদিন তারা (সবাই) এই আযাবে সমভাগী হবে।	فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমি অবশ্যই না-ফরমান লোকদের সাথে এ ধরনের আচরণ করি।	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা হতো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকার করতো,	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের মাবুদদের (আনুগত্য) ছেড়ে দেবো?	وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. (আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং সে এসেছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এবং সে (আগের) নবীদের (সত্যতাও) স্বীকার করেছে।	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. (হে অপরাধীরা,) তোমাদের (আজ) অবশ্যই (জাহান্নামের) ভয়াবহ আযাব ভোগ করতে হবে,	إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. তোমরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতে (এখানে) তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে,	وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা,	إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) সুনির্দিষ্ট রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে,	أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾
৪২. (সেখানে থাকবে) রকমারি ফলমূল, (তদুপরি) তারা হবে (মহাসম্মানে) সম্মানিত,	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে (তারা অবস্থান করবে),	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাসীন থাকবে।	عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা তাদের পরিবেশন করা হবে,	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. শুভ্র সমুজ্জ্বল– যা (হবে) পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু,	بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তাতে মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালও হবে না।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. তাদের সাথে (আরো) থাকবে সলজ্জ, নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা,	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. তারা যেন (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (সুন্দরী)।	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾
৫০. অতপর এরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (নিজেদের অবস্থা) জিজ্ঞেস করবে।	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো,	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾
৫২ যে (আশ্চর্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমিও কি (কেয়ামত) বিশ্বাসীদের একজন?	يَّقُوْلُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. (তুমিও কি বিশ্বাস করো যে,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরুত্থিত হবো এবং) আমাদেরকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে?	ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. (এ সময় তাদের বলা হবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের সে সাথীকে এক নযর) দেখতে চাও?	قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতপর সে তাকে দেখতে পাবে, জাহান্নামের (ঠিক) মাঝখানে।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. (তাকে আযাবে জ্বলতে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ তায়ালার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে,	قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. (আমার ওপর) আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আজ (তোমার মতো আযাবে) গ্রেফতার হওয়া এ (লোকদের) দলে শামিল থাকতাম।	وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৫৮. (হ্যাঁ, এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না!	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. তবে আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা– (এখন তো) আমাদের (আর কোনো রকম) আযাব দেয়া হবে না।	إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾
৬০. অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড়ো ধরনের সাফল্য।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এ ধরনের (মহাসাফল্যের) জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করা উচিত।	لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾
৬২. (বলো আল্লাহর বান্দাদের জন্যে) এ মেহমানদারী ভালো– না (আযাবের) যাক্কুম বৃক্ষ (ভালো)?	أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾
৬৩. যালেমদের জন্যে আমি তাকে বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।	إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
৬৪. (মূলত) তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়,	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
৬৫. তার ফলগুলো এমন (বিশ্রী), মনে হবে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা;	طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾
৬৬. (যারা জাহান্নামের অধিবাসী) তারা অবশ্যই এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তারা তাদের পেট ভর্তি করবে;	فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. অবশ্যই (পান করার জন্যে) তাদের ফুটন্ত পানি (ও পুঁজ) মিলিয়ে দেয়া হবে,	ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾
৬৮. তারপর নিসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে (অতলান্ত) জাহান্নামের দিকে।	ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
৬৯. নিসন্দেহে তারা তাদের মাতাপিতাকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছে,	إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾
৭০. (তারপরেও) তারা তাদের (গোমরাহ পিতা মাতাদের) পদাংক অনুসরণ করেছে।	فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো,	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾
৭২. তাদের মধ্যেও আমি সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতএব (হে নবী,) তুমি একবার (চেয়ে) দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে,	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা (তারা আযাব থেকে নিরাপদ)।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾
৭৫. (নবী) নূহও আমাকে ডেকেছিলো, (তার জন্যে) কতো উত্তম সাড়াদানকারী (ছিলাম) আমি!	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি,	وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

রুকু ২

৭৭. তার বংশধরদের আমি (দুনিয়ায়) অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি,	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার (উত্তম) স্মরণ অব্যাহত রেখেছি,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. সৃষ্টিকুলের মাঝে নূহের ওপর সালাম (বর্ষিত হোক)।	سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. নিসন্দেহে সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. অতপর (তার জাতির) অবশিষ্ট সকলকে আমি (বন্যার পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. নূহের (পথ অনুসারী) দলের মাঝে ইবরাহীমও ছিলো একজন।	وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাযির হয়েছিলো।	اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾
৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলো (আচ্ছা)! তোমরা (সবাই এসব) কিসের পূজা করছো?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া মাবুদদেরই পেতে চাও?	اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. (বলো,) এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অতপর সে একবার (সত্যের সন্ধানে) তারকারাজির দিকে তাকালো,	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
৮৯. অতপর সে বললো, সত্যিই আমি অসুস্থ।	فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. লোকেরা (তার থেকে নিরাশ হয়ে) সবাই চলে গেলো।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. পরে সে (চুপি চুপি) তাদের দেবতাদের (মন্দিরের) কাছে গেলো এবং (তামাশাচ্ছলে) বললো, কি ব্যাপার (এতো প্রসাদ পড়ে আছে) তোমরা খাচ্ছো না যে!	فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾
৯২. এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি কথাও বলো না?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. অতপর সে ডান হাত দিয়ে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানলো।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾
৯৪. লোকেরা তখন দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো।	فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. (তাকে জিজ্ঞেস করলে) সে বললো, তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো, যাদের তোমরা নিজেরাই খোদাই করে নির্মাণ করো,	قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾

৬ ওয়াকফে লাযেম

৯৬. অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করেছেন) তোমরা যা কিছুকে (মাবুদ) বানাও তাদেরও।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করো, অতপর জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো।	قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾
৯৮. তারা (এর মাধ্যমে আসলে) তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাদের (চক্রান্ত ব্যর্থ ও) হীন করে দিলাম।	فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾
৯৯.সে বললো, আমি এবার আমার মালিকের দিকে বেরিয়ে পড়লাম, অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।	وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾
১০০. (অতপর সে দোয়া করলো,) হে আমার রব, তুমি আমাকে নেককারদের মধ্য থেকে একটি (সন্তান) দান করো।	رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾
১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।	فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾
১০২. সে যখন তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মতো (বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলো, তখন সে (একদিন ছেলেকে) বললো, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি (যেন) তোমাকে যবাই করছি, (বলো এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? সে বললো, হে আমার (স্নেহপরায়ণ) আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন।	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾
১০৩. অতপর যখন তারা (পিতাপুত্র) দুজনই (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে (যবাই করার উদ্দেশে) কাত করে শুইয়ে দিলো,	فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ ج
১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম,	وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ ۙ
১০৫. তুমি অবশ্যই (তোমার) স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছো, (তোমরা উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো) নিসন্দেহে আমি এভাবেই সৎকর্মশীল মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾
১০৬. এটা ছিলো (তাদের উভয়ের জন্যে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র!	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾
১০৭. আমি (ছেলের) পরিবর্তে একটা বড়ো কোরবানী (-র জন্তু) তাকে দান করলাম।	وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾
১০৮. (অনাগত মানুষদের মাঝে এভাবেই) তার স্মরণকে আমি অব্যাহত রেখে দিলাম।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ ۖ

অনুবাদ	আয়াত
১০৯. শান্তি (বর্ষিত হোক) ইবরাহীমের ওপর।	سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ١٠٩
১১০. এভাবেই আমি (আমার) নেক বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!	كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠
১১১. অবশ্যই সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের একজন।	إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
১১২. (পরে) আমি তাকে (এ মর্মে) ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দান করলাম যে, সে (হবে) নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন।	وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٢
১১৩. আমি তার ওপর ও ইসহাকের ওপর বরকত নাযিল করেছি; তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সৎকর্মশীল মানুষ আছে, আছে কিছু না-ফরমানও, যারা নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী (হয়ে গেছে)।	وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ١١٣
১১৪. আমি মূসা ও হারূনের ওপর (অনেক) অনুগ্রহ করেছি,	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ١١٤
১১৫. আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড়ো (রকমের) সংকট থেকে উদ্ধার করেছি,	وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
১১৬. আমি (ফেরাউনের মোকাবেলায়) তাদের সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে,	وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ١١٦
১১৭. আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ (তাওরাত) দান করেছি,	وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧
১১৮. তাদের উভয়কে আমি (দ্বীনের) সহজ পথ বাতলে দিয়েছি,	وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨
১১৯. আমি তাদের উভয়ের ওপর তাদের উত্তম স্মরণকে অব্যাহত রেখেছি,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْءَاخِرِينَ ١١٩
১২০. সালাম (বর্ষিত হোক) মূসা ও হারূনের ওপর।	سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ١٢٠
১২১. অবশ্যই আমি এভাবে নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!	إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢١
১২২. অবশ্যই এরা দুজন ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٢
১২৩. (আমার বান্দা) ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের একজন;	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٣
১২৪. যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?	إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤
১২৫. তোমরা কি ‘বা’ল’ দেবতাকেই ডাকতে থাকবে, এবং (আল্লাহ তায়ালা-) যিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাঁকে (এভাবেই) পরিত্যাগ করবে?	أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ١٢٥

৩ রুকু

১২৬. আল্লাহ তায়ালা– যিনি তোমাদের রব, রব তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও।	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾
১২৭. (কিন্তু) তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, অতপর তাদের অবশ্যই (দন্ড ভোগ করার জন্যে) হাযির করা হবে,	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উত্তম স্মরণকে অব্যাহত রেখে দিয়েছি,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. সালাম (বর্ষিত হোক) ইলিয়াস (-এর অনুসারী নেক বান্দা)-দের ওপর।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. অবশ্যই সে ছিলো আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. নিসন্দেহে লূতও ছিলো রসূলদের একজন;	وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি,	اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে, সে ছিলো পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।	اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. এরপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি বিনাশ করে দিয়েছি।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. তোমরা তো (প্রতিনিয়তই) তাদের সে (ধ্বংসাবশেষ)-গুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকো,	وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. (অতিক্রম করো) প্রতি (সন্ধ্যা ও) রাতের বেলায়ও; তবুও কি তোমরা (এ থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?	وَبِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ ৪ রুকু
১৩৯. ইউনুসও ছিলো রসূলদের একজন;	وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. (এটা সে সময়ের কথা) যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি (মাল)-ভর্তি নৌযানে পৌঁছলো,	اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾
১৪১. (নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায়) আরোহীদের মাঝে অলক্ষুণে ব্যক্তি কে, লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হলো এবং (ফলাফল অনুযায়ী) সে (ইউনুসই অলক্ষুণে) অপরাধী সাব্যস্ত হলো,	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾
১৪২. অতপর একটি (বড়ো) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো এবং সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো।	فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾
১৪৩. যদি সে (তখন আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা না করতো,	فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১৪৪. তাহলে সে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতো!	لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾
১৪৫. অতপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) একটি গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, (এ সময়) সে ছিলো অসুস্থ,	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾
১৪৬. (সেখানে) তার ওপর আমি একটি (লতাবিশিষ্ট) লাউ গাছ উদগত করলাম,	وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. তাকে আমি এক লক্ষ লোকের কিংবা আরো বেশী (জনবসতির) কাছে (নবী বানিয়ে) পাঠালাম;	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. এরপর তারা (তার ওপর) ঈমান আনলো, ফলে আমিও তাদের একটি (সুনির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করলাম;	فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. (হে নবী,) এদের তুমি জিজ্ঞেস করো, (তারা কি মনে করে যে,) তোমার রবের জন্যে কন্যা সন্তান রয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে (সব) পুত্র সন্তান?	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. আমি কি ফেরেশতাদের মহিলা করেই বানিয়েছিলাম এবং (বানাবার সময়) তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলো?	أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. জেনে রেখো, তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে যে–	أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾
১৫২. আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। (আসলে) ওরা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. তিনি কি ছেলেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে (নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানদেরই পছন্দ করেছেন?	أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. এ কি (হলো) তোমাদের? কেমন (অর্থহীন) সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. তোমরা কি সদুপদেশ গ্রহণ করবে না?	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾
১৫৬. অথবা আছে কি (এর পক্ষে) তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ?	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে; অথচ জ্বিনেরা জানে (তাদের মধ্যে যারা বদকার) তাদের অবশ্যই (শাস্তির জন্যে) একদিন উপস্থিত করা হবে।	وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব (বেহুদা) কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র ও মহান,	سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. তবে যারা আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা– তারা আলাদা।	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٠
১৬১. অতএব (হে কাফেররা), অবশ্যই তোমরা এবং তোমরা যাদের গোলামী করো,	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
১৬২. (সবাই মিলেও) তাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না,	مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ١٦٢
১৬৩. তোমরা কেবল তাদেরই গোমরাহ করতে পারবে– যারা জাহান্নামের অধিবাসী।	إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ١٦٣
১৬৪. (ফেরেশতারা বলেছিলো,) আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে,	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٦٤
১৬৫. আমরা তো (আল্লাহ তায়ালার সামনে সদা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি	وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ١٦٥
১৬৬. আমরা (সর্বদা) তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করি।	وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
১৬৭. এসব লোকেরা (কোরআন নাযিলের আগে) বলতো–	وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ١٦٧
১৬৮. পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবের মতো যদি আমাদের (কাছেও) উপদেশ (গ্রন্থ) থাকতো,	لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ١٦٨
১৬৯. তাহলে (তার মাধ্যমে) আমরাও আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম!	لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٩
১৭০. অতপর (যখন তাদের কাছে সত্যি সত্যিই আল্লাহর কিতাব এলো), তখন তারা তা অস্বীকার করলো, অচিরেই তারা (কিন্তু এ আচরণের পরিণাম) জানতে পারবে।	فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
১৭১. আমার (খাস) বান্দা রসূলদের ব্যাপারে আমার এ কথা সত্য হয়েছে যে,	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ١٧١
১৭২. তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে–	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ١٧٢
১৭৩. এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী হবে।	وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ١٧٣
১৭৪. অতএব (হে নবী), কিছু কালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো,	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٧٤
১৭৫. তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে।	وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥
১৭৬. এরা কি সত্যিই আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়?	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦
১৭৭. যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (এই গযবের) সকালটা তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো!	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ١٧٧
১৭৮. অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি এদের উপেক্ষা করো,	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٧٨

↓ ৩৩খ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৭৯. তুমি (শুধু) ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও, শীঘ্রই ওরা (সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে।	وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩
১৮০. তোমার মালিকের মহান সত্তা, তারা (তাঁর সম্পর্কে) যা কিছু কথা বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র।	سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
১৮১. শান্তি (বর্ষিত হোক) রসূলদের ওপর,	وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١
১৮২. সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।	وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٨٢

৫ রুকু

সূরা ছোয়াদ

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৮৮
রুকু ৫
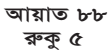
বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. সোয়াদ, উপদেশভরা কোরআনের শপথ (তুমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার রসূল);	صٓ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١
২. কিন্তু কাফেররা (তাদের) ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামিতে (ডুবে) আছে।	بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢
৩. এদের আগে আমি কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (সাহায্যের জন্যে) তারা আর্তনাদ করেছে, কিন্তু সে সময় তাদের (পালানোর) কোনো উপায় ছিলো না।	كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا۟ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣
৪. এরা এ কথার ওপর আশ্চর্যবোধ করেছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী (নবী) এলো, (নবীকে দেখে) কাফেররা বললো, এ হচ্ছে একজন মিথ্যাবাদী যাদুকর,	وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ٤
৫. সে কি অনেক মাবুদকে একজন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়।	أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ٥
৬. তাদের সর্দাররা এই বলে (মজলিস) থেকে সরে পড়লো যে, যাও, তোমরা তোমাদের দেবতাদের (এবাদাতের) ওপরই ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই এর (দাওয়াতের) মধ্যে কোনো বিশেষ অভিসন্ধি (লুকানো) রয়েছে।	وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ٦
৭. আমরা তো এসব কথা আগের বিধানের মধ্যেও শুনিনি, (আসলে) এ একটি মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়,	مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ ۖ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ٧
৮. আমাদের মধ্যে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি ছিলো, যার ওপর (কোরআন) ও উপদেশ নাযিল হলো; (আসলে) ওরা আমার উপদেশ (পূর্ণ কোরআন)-এর ব্যাপারেই সন্দিহান, (কেননা) তারা (তখনও) আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেনি;	أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ٨

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৯. (হে নবী,) তাদের কাছে কি তোমার মালিক– মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতার অনুগ্রহের কোনো ভান্ডার পড়ে আছে,	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾
১০. আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর (ওপর) আছে কি তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব? থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণের ব্যবস্থা করুক।	أَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قف فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾
১১. (আল্লাহর মোকাবেলায়) অন্য বহু বাহিনীর মতো এ বাহিনীও পরাজিত হবে।	جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾
১২. এদের পূর্বেও নূহ, আদ ও কীলক বিশিষ্ট ফেরাউনের জাতি রসূলদের (এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছিলো,	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
১৩. সামূদ, লূত সম্প্রদায় এবং বনের অধিবাসীরাও (তাদের স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বড়ো) দল তো ছিলো সেগুলোই।	وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ط أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
১৪. ওদের প্রত্যেকেই রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, ফলে আমার (আযাবের) ফয়সালা (ওদের ওপর) প্রযোজ্য হয়ে গেছে।	إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾
১৫. এরা সবাই অপেক্ষা করছে এক মহা গর্জনের, (আর এমন অবস্থায়) কিন্তু কারোই কোনো অবকাশ থাকবে না।	وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾
১৬. এরা বলে, হে আমাদের রব, হিসাব কিতাবের দিনের আগেই আমাদের পাওনা তুমি মিটিয়ে দাও!	وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
১৭. (হে নবী,) এরা যেসব কথাবার্তা বলে, তুমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং (ধৈর্যের প্রশীক্ষণের জন্যে) আমার শক্তিমান বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, সে ছিলো একান্ত নিবিষ্ট।	اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ج إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
১৮. আমি অবশ্যই পর্বতমালাকে তার সাথে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, এগুলোও সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে (সাথে) আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾
১৯. পাখীকুলকেও (আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম), তারা (তার পাশে) জড়ো হতো, সকলেই ছিলো তার অনুসারী।	وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾
২০. আমি তার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলাম এবং (সে সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে) আমি তাকে প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম বাগ্মিতার শক্তি দান করেছিলাম।	وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

১ রুকু

৬ ওয়াকফে লাযেম

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১. (হে নবী,) তোমার কাছে কি (সে) বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌঁছেছে? যখন ওরা (উভয়ই) প্রাচীর টপকে (তার) এবাদাতখানায় প্রবেশ করলো,

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন তারা দাউদের সামনে হাযির হলো তখন সে এদের কারণে (একটু) ভীত হয়ে পড়লো, ওরা বললো (হে আল্লাহর নবী), আপনি ভীত হবেন না, (আমরা) বিবদমান দুটো দল, আমাদের একজন আরেকজনের ওপর যুলুম করেছে, অতএব আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন, (কোনো রকম) না-ইনসাফী করবেন না, আমাদের সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিন।

اِنَّ هٰذَاۤ اَخِيْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. (বিবাদটি হচ্ছে এই যে,) এ আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার কাছে আছে (মাত্র) একটি। (এ সত্ত্বেও) সে বলে, আমাকে তোমার এ (দুম্বা)-টিও দিয়ে দাও, সে কথায় কথায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾ সাজদা

২৪. (বিবাদের বিবরণ শুনে) সে বললো, এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার ওপর যুলুম করেছে; (আসলে) যৌথ (বিষয় আশয়ের) অংশীদাররা অনেকেই একে অন্যের ওপর (এভাবেই) যুলুম করে, (যুলুম) করে না কেবল সে সকল লোকেরা, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, (যদিও) এদের সংখ্যা নিতান্ত কম; দাউদ বুঝতে পারলো, (তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে এ কাহিনী দ্বারা এতোক্ষণ ধরে) আমি তাকে পরীক্ষা করছিলাম, (মূল ঘটনা বুঝতে পেরে) অতপর সে তার মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং সে পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং সে (আমার দিকে) ফিরে এলো।

সাজদা ১০

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অতপর সে জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, অবশ্যই আমার কাছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দরতম আবাসস্থল রয়েছে।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

২৬. হে দাউদ, আমি তোমাকে (এই) যমীনে (আমার) খলিফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো (নিজের) খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, (তেমনটি করলে) এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে; (আর) অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা মহাবিচারের দিনটিকে ভুলে গেছে।

রুকু ২

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاۤءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ

২৭. আমি আসমান যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি;

এটা তো সেসব (মূর্খ) লোকদের ধারণা, যারা (সৃষ্টিকর্তাকেই) অস্বীকার করে, আর যারা (সৃষ্টিকর্তাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে;	ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾
২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদের সেসব লোকের মতো করে দেবো যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, অথবা আমি কি পরহেযগার লোকদের গুনাহগারদের মতো (একই দলভুক্ত) করবো?	اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
২৯. আমি এ মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরাও (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾
৩০. আমি দাউদকে (ছেলে হিসেবে) সোলায়মান দান করেছি; সে ছিলো (আমার) উত্তম বান্দা; সে অবশ্যই নিষ্ঠাবান ছিলো;	وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
৩১. এক অপরাহ্নে যখন তার সামনে (দ্রুতগামী ও) উৎকৃষ্ট (কয়েকটি) ঘোড়া পেশ করা হলো,	اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾
৩২. (তখন) সে বললো, আমি তো আমার মালিকের স্মরণের কারণে (এদের) পছন্দ করেছিলাম, (অতপর সে তাদের চালাবার আদেশ দিলো) দেখতে দেখতে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেলো।	فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
৩৩. (সে বললো,) সেগুলো আমার সামনে নিয়ে এসো; অতপর সে সেগুলোর পা ও গলদেশসমূহে (স্নেহের) হাত বুলিয়ে দিলো।	رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًاۢ بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমি (নানাভাবেই) সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছি, (একবার) আমি তার সিংহাসনের ওপর একটি (নিষ্প্রাণ) দেহ রেখে দিয়েছিলাম, অতপর সে আমার দিকে ফিরে এলো।	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾
৩৫. সে (আরো) বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় হবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা।	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিয়েছি, তা তার ইচ্ছানুযায়ী সেখানেই নিয়ে যেতো– যেখানে সে যেতে চাইতো,	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. শয়তান (জ্বিন)-দেরও (আমি তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছি), যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও (সমুদ্রের) ডুবুরী,	وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. শৃংখলিত (আরো) অনেককেও (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম)।	وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. (আমি বললাম,) এ সবই হচ্ছে আমার দান, (এ থেকে) তুমি (অন্যদের) কিছু দাও কিংবা নিজের কাছে রাখো–(এগুলো সবই) হচ্ছে হিসাব ছাড়া।	هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾
৪০. অবশ্যই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উঁচু মর্যাদা ও সুন্দর নিবাস।	وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾
৪১. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান আমাকে (ভীষণ) যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে (তুমি আমার কষ্ট দূর করে দাও);	وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
৪২. আমি বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো (আঘাত করার পর পানির একটি কূপ বেরিয়ে এলে আমি আইয়ুবকে বললাম), এ হচ্ছে (তোমার কষ্ট দূর করা,) গোসল করা ও পান করার (উপযোগী) পানি।	اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. আমি তার সাথে তার পরিবার পরিজন ও তাদের মতো লোকদের সাথে একই পরিমাণ অনুগ্রহ দান করলাম, এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে উপদেশ।	وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾
৪৪. আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে (শপথ পুরো করার মানসে তোমার স্ত্রীর শরীরে মৃদু) আঘাত করো, তুমি কখনো শপথ ভংগ করো না; অবশ্যই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিলো সে; সে ছিলো আমার প্রতি নিবেদিত!	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, ওরা (সবাই) ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।	وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾
৪৬. আমি একটি বিশেষ ব্যাপার– পরকাল দিবসের স্মরণ 'গুণের' কারণে তাদের (নেতৃত্বের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম,	اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾
৪৭. অবশ্যই এরা সবাই ছিলো আমার কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾
৪৮. (হে নবী,) তুমি স্মরণ করো ইসমাঈল, ইয়াসা' ও যুল কিফলের কথা; এরা সবাই ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো;	وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾
৪৯. এ হচ্ছে (মহৎ) একটি উপদেশ; অবশ্যই পরহেযগার লোকদের জন্যে (পরকালে) উত্তম আবাসের ব্যবস্থা রয়েছে,	هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾
৫০. (সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা (হামেশাই) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে,	جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

৩ রুকু

ওয়াকফে লাযেম

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমূল ও পানীয় সরবরাহের আদেশ দেবে।	مُتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝٥١
৫২. তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা তরুণীরা।	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝٥٢
৫৩. (হে ঈমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নেয়ামত)– বিচার দিনের জন্যে তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝٥٣
৫৪. অবশ্যই এ হচ্ছে আমার দেয়া রেযেক– যা কখনো নিঃশেষ হবে না,	اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝٥٤
৫৫. এ হচ্ছে (নেককারদের পরিণাম, অপরদিকে) বিদ্রোহী পাপীদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতম ঠিকানা,	هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝٥٥
৫৬. আর তা হচ্ছে জাহান্নাম– যেখানে তারা গিয়ে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট নিবাস এটি!	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝٥٦
৫৭. এ হচ্ছে (পাপীদের পরিণাম,) অতএব তারা তা আস্বাদন করুক, (আস্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ,	هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝٥٧
৫৮. (তাদের জন্যে) রয়েছে এ ধরনের আরো (বীভৎস শাস্তি;)	وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ۝٥٨
৫৯. এ হচ্ছে (আরেকটি) বাহিনী, (যারা) তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করার জন্যে (ধেয়ে) আসছে, তাদের জন্যে কোনো রকম অভিনন্দনের ব্যবস্থা এখানে নেই; এরা জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে।	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝٥٩
৬০. তারা বলবে, বরং তোমরাই (হচ্ছো) অভিশপ্ত, (আজ এখানে) তোমাদের জন্যেও কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের এ (মহা-) বিপদের সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ আবাসস্থল!	قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝٦٠
৬১. (যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে আমাদের রব, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।	قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦١
৬২. তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, আমরা (আজ জাহান্নামে) সেসব মানুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন– যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ লোকদের দলে শামিল করতাম;	وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ۝٦٢
৬৩. তবে কি আমরা তাদের অহেতুকই ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না (আমাদের) দৃষ্টিশক্তি তাদের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না।	اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝٦٣
৬৪. জাহান্নামীদের (নিজেদের মাঝে) এ বাকবিতন্ডা (সেদিন) হবে অবশ্যম্ভাবী।	اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝٦٤ ع

৪ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি মহাপরাক্রমশালী,	قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ ٦٥
৬৬. (তিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব– (রব তিনি) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও, তিনি প্রচুর ক্ষমতাশালী, মহা ক্ষমাশীল।	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ٦٦
৬৭. তুমি বলো, এ (কেয়ামত) হচ্ছে একটি বড়ো ধরনের সংবাদ,	قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ٦٧
৬৮. আর তোমরা এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো!	اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ٦٨
৬৯. (হে নবী, তুমি বলো,) আমার তো ঊর্ধ্ব-জগতের ফেরেশতাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে) বিতর্ক করছিলো।	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ ۢبِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ٦٩
৭০. (এ সব) আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, আমি (তোমাদের জন্যে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।	اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٧٠
৭১. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি।	اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ ۢبَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ٧١
৭২. যখন আমি তাকে বানিয়ে সম্পূর্ণ সুঠাম করে নেবো এবং ওতে আমার (কাছ থেকে) রুহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হবে।	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ٧٢
৭৩. অতপর ফেরেশতারা সবাই (তাকে আল্লাহর হুকুমে) সাজদা করলো,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ٧٣
৭৪. একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ٧٤
৭৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলীস, তোমাকে কোন্ জিনিসটি তাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো– যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি, তুমি কি এমনিই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না কি তুমি ছিলে কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ?	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ٧٥
৭৬. সে বললো (হাঁ), আমি তো তার চাইতে উত্তম; তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।	قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ٧٦

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৭৭. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে এক্ষুনি বের হয়ে যাও, অবশ্যই তুমি অভিশপ্ত,	قَالَ فَاخۡرُجۡ مِنۡهَا فَاِنَّكَ رَجِيۡمٌ ۝٧٧
৭৮. তোমার ওপর আমার অভিশাপ থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।	وَّاِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ الدِّيۡنِ ۝٧٨
৭৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন সব মানুষদের (দ্বিতীয় বার) জীবিত করে তোলা হবে।	قَالَ رَبِّ فَاَنۡظِرۡنِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ ۝٧٩
৮০. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত,	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِيۡنَ ۝٨٠
৮১. অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত (তুমি অবকাশ পাবে)।	اِلٰى يَوۡمِ الۡوَقۡتِ الۡمَعۡلُوۡمِ ۝٨١
৮২. সে বললো (হ্যাঁ), তোমার ইযযতের কসম, আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۝٨٢
৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা- তাদের কথা আলাদা।	اِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ۝٨٣
৮৪. তিনি বললেন, (এ হচ্ছে) চূড়ান্ত সত্য, আর আমি সত্যই বলি,	قَالَ فَالۡحَقُّ وَالۡحَقَّ اَقُوۡلُ ۝٨٤
৮৫. আমি অবশ্যই তোমার ও তোমার অনুসারীদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।	لَاَمۡلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنۡكَ وَمِمَّنۡ تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۝٨٥
৮৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি এ কাজের ওপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, না আমি তাদের দলের লোক যারা লৌকিকতা করে!	قُلۡ مَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُتَكَلِّفِيۡنَ ۝٨٦
৮৭. সে (কোরআন)টি তো সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।	اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝٨٧
৮৮. আর কিছুকাল পরই (যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন) তোমরা অবশ্যই তার (সত্যতা) সম্পর্কে জানতে পারবে।	وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعۡدَ حِيۡنٍ ۝٨٨

৫ রুকু

আয়াত ৭৫
রুকু ৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আঝ ঝুমার
মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই (এই) গ্রন্থের অবতরণ।	تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ ۝١
২. আমি এ (কিতাব) তোমার কাছে যথার্থভাবেই নাযিল করেছি, অতএব তাঁর জন্যে একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো;	اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ فَاعۡبُدِ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّيۡنَ ۝٢
৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ এবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যেই;	اَلَا لِلّٰهِ الدِّيۡنُ الۡخَالِصُ

ওয়াকফে লাযেম

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۬ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

যারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়; কিন্তু তারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) অবশ্যই সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে কখনো হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

৪. আল্লাহ তায়ালা যদি সন্তান গ্রহণ করতেই চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই বাছাই করতে পারতেন, তাঁর সত্তা অনেক পবিত্র; তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑤

৫. তিনি আসমান ও যমীন সঠিকভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑥

৬. তিনি তোমাদের সবাইকে (আদমের) একই সত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি সেই (সত্তা) থেকে তার যুগল বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার পশু (-এর বিধান) অবতীর্ণ করেছেন; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন– তিনটি অন্ধকারে একের পর এক (অবয়ব দিয়ে গেছেন); এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের রব, তাঁর জন্যেই যাবতীয় সার্বভৌমত্ব, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারপরও (সত্য) থেকে তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑦

৭. (হে মানুষ,) তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দার এ অকৃতজ্ঞ (আচরণ) পছন্দ করেন না, তোমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন; (কেয়ামতে) কেউই কারো (গুনাহের) ভার ওঠাবে না: অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছে, সেদিন তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা কে কি করতে; তিনি নিশ্চয়ই জানেন যা কিছু অন্তরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ

৮. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার মালিকের দিকে ধাবিত হয়,

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ﴿٨﴾

পরে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত দিয়ে তার ওপর অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে জন্যে আগে তাঁকে ডেকেছিলো তা ভুলে যায়, সে (অন্যকে) আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানায়, যাতে করে সে (অন্যদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, নিজের কুফরীর সাথে (সামান্য) কয়টি দিনের জন্যে (এই) আরাম আয়েশ ভোগ করে নাও, (পরিণামে) তুমি অবশ্যই জাহান্নামী।

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

৯. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তায়ালার) এবাদাত করে সে পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; (হে নবী, তুমি) বলো, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

১ রুকু

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১০. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যারা এ দুনিয়ায় কোনো কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্যে (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে), আল্লাহ তায়ালার যমীন অনেক প্রশস্ত; (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমি যেন দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদন করে তাঁর এবাদাত করি,

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১২. আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই।

قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৩. তুমি বলো, আমি যদি আমার মালিকের না-ফরমানী করি তাহলে আমি আমার ওপর এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করি।

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ﴿١٤﴾

১৪. তুমি বলো, আমি একান্ত নিষ্ঠাবান হয়েই আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি,

فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾

১৫. অতপর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো; (হে নবী,) তুমি বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা, যারা (অন্যের গোলামী করার কারণে) কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের ভীষণ ক্ষতি করবে; তোমরা জেনে রেখো, (আখেরাতের) সে ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বীভৎস) আযাব, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৭. যারা (আল্লাহ বিরোধী) শয়তানী শক্তির গোলামী করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং (একনিষ্ঠভাবে) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে এসেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাসুসংবাদ, অতএব (হে নবী), তুমি আমার (এমন সব) বান্দাদের সুসংবাদ দাও—

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং তার ভালো কথার অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾

১৯. (হে নবী,) যে ব্যক্তির ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আযাবের হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে (তাকে কে বাঁচাবে); তুমি কি (তাকে) বাঁচাতে পারবে যে জাহান্নামে (চলে গেছে),

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

২০. তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

২১. (হে মানুষ,) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তিনি তা যমীনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করান, তিনিই (আবার) তা দিয়ে (যমীন থেকে) রং বেরংয়ের ফসল বের করে আনেন, পরে তা (আবার) শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের (ফসল হিসেবে) দেখতে পাও, অতপর তিনিই তাকে আবার খড়কুটায় পরিণত করেন; অবশ্যই এতে জ্ঞানীদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

২ রুকু

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) একটি (হেদায়াতের) নূরের ওপর রয়েছে; দুর্ভোগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে; (মূলত) এরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

২৩. আল্লাহ তায়ালা সর্বোৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন (উৎকৃষ্ট) কিতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও অভিন্ন, যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ (কিতাব শোনার) ফলে তাদের চামড়া কেঁপে ওঠে, অতপর তাদের দেহ ও মন বিগলিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এ (কিতাব) হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার আসলেই কোনো পথপ্রদর্শক নেই।	اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾
২৪. যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখকে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে, (সে কি তার মতো হবে যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, সেদিন) যালেমদের বলা হবে, তোমরা (দুনিয়ায়) যা কামাই করছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো!	اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তাদের আগের লোকেরাও (নবীদের ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছে, অতপর এমন দিক থেকে (আল্লাহ তায়ালার) আযাব তাদের ওপর এসে তাদের গ্রাস করলো যে, তারা টেরই পায়নি।	كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানের মজা উপভোগ করালেন, (তাদের জন্যে) আখেরাতের আযাব হবে (আরো) গুরুতর। (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!	فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. আমি এ কোরআনে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এ কোরআনকে (আমি বিশুদ্ধ) আরবী ভাষায় (নাযিল করেছি), এতে কোনো জটিলতা নেই, আশা করা যায় তারা (আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে।	قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, (উদাহরণটি দু'জন মানুষের, এদের) একজন (হচ্ছে গোলাম), যার বেশ ক'জন মালিক রয়েছে- যারা (আবার) পরস্পর বিরোধী- (প্রত্যেকেই গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে), আরেক ব্যক্তি, যে কেবল একজনেরই (গোলাম); তুমিই বলো, এ দু'জন কি সমান হবে? (না, কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অবশ্যই তুমি মরণশীল- তারাও নিসন্দেহে মরণশীল,	اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতপর (নিজেদের অপরাধের জন্যে একে অপরকে দায়ী করে) তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের মালিকের সামনে বাকবিতন্ডা করতে থাকবে।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

ওয়াকফে লাযেম

রুকু ৩

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে– যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য (দ্বীন) এসে যাওয়ার পরও সে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; (এমন সব) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামের মধ্যে (হওয়া উচিত) নয়?

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের (এ আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে সেসব কিছুই থাকবে যা তারা (পেতে) চাইবে; (মূলত) এটাই হচ্ছে নেককার মানুষদের পুরস্কার,

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের (আমলনামা) থেকে তা মিটিয়ে দিতে পারেন, তাদের কর্মকান্ডের জন্যে তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দা (মোহাম্মদের হেফাযত)-এর জন্যে যথেষ্ট নন? (হে নবী,) এরা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়; আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার (আসলেই) কোনো পথপ্রদর্শক নেই,

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আবার যাকে আল্লাহ তায়ালা পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আল্লাহ তায়ালা কি পরাক্রমশালী (কঠোর) প্রতিশোধ গ্রহণকারী) নন?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. (হে নবী,) যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আকাশমালা ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, (জবাবে) অবশ্য ওরা বলবে, আল্লাহ তায়ালাই (এসব সৃষ্টি করেছেন); এবার তাদের তুমি বলো, তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছাতে চান তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার ওপর (তাঁর) অনুগ্রহ করতে চান, (তাহলে) এরা কি তাঁর সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? (হে নবী,) তুমি বলো, আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও, অবশ্যই আমি (আমার) কাজ করে যাচ্ছি, শীঘ্রই তোমরা (তোমাদের পরিণাম) জানতে পারবে–

৪০. কার ওপর (দুনিয়ায়) অপমানকর আযাব আসবে এবং (আখেরাতেই বা) কার ওপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে (তাও জানতে পারবে)!	مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾
৪১. (হে নবী,) আমি মানুষের জন্যে তোমার ওপর সত্য (দ্বীন)-সহ (এ) কিতাব নাযিল করেছি, অতপর যে কেউ হেদায়াত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের (ভালোর) জন্যে, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায়, তার এ গোমরাহীর ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে, আর তুমি তো তাদের ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও!	اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾
৪২. আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তাদেরও (রূহ বের করেন), অতপর যার ওপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণবায়ূ তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রূহ)-দের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন;এর (ব্যব স্থাপনার) মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে।	اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সুপারিশকারী (হিসেবে) গ্রহণ করেছে? (হে নবী,) তুমি বলো, যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে।	اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۗ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. বলো (হে নবী), যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই নিবেদিত; অতপর তোমাদের সবাইকে তার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।	قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. যখন তাদের কাছে এক আল্লাহ তায়ালার কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে যখন (আল্লাহ তায়ালার) বদলে, অন্য (দেবতা)-গুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।	وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আল্লাহ, (হে) আসমান যমীনের স্রষ্টা, (হে) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দাও, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে।	قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. যদি এ যালেমদের কাছে সেসব (সম্পদ) মজুদ থাকে, যা এ পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে,	وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

৪ রুকু

তার সাথে সমপরিমাণ (সম্পদ) আরো যদি তার কাছে থাকে, কেয়ামতের দিন আযাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছুই দিয়ে দিতে চাইবে; সে সময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সে (আযাব) এসে উপস্থিত হবে, যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এরা (যেভাবে) আমল করতে থাকবে, আস্তে আস্তে (সেভাবে) তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে, যেভাবে (আযাবের প্রতি) এরা হাসি বিদ্রূপ করতো তা তাদের (আমলের মতোই) তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. মানুষদের (অবস্থা হচ্ছে,) যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন (তা দূর করে) তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের (যোগ্যতার) ওপরই দেয়া হয়েছে। না (আসলে তা নয়); বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. এদের আগের লোকেরাও এ ধরনের (কথাবার্তা) বলতো, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই; এদের মধ্যে যারা যুলুম করে তারাও (একদিন) তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে, এরা (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তার) রেযেক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্যে চান তাকে) সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদার লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৫ রুকু

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো– আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (মানুষের) সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো– তোমাদের ওপর আযাব আসার আগেই, (আযাব এসে গেলে) অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৩৪

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٥٥

৫৫. তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে কোনো রকম আযাব নাযিল হবার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট (গ্রন্থ) নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো,

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝٥٦

৫৬. (এমন যেন না হয় যে,) কেউ বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদেরই একজন!

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٥٧

৫৭. কিংবা (কেউ) যেন না বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেযগারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম,

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٨

৫৮. অথবা সে যখন (জাহান্নামের) আযাব সামনে দেখবে তখন বলবে, আহা, যদি আমার (আবার) দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٩

৫৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হ্যাঁ, অবশ্যই আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসে পৌঁছেছিলো, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে, তুমি ছিলে অস্বীকারকারীদেরই একজন।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٦٠

৬০. কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার (বিশ্রী হয়ে গেছে), জাহান্নাম কি ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিত) নয়?

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦١

৬১. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাফল্যের সাথে (আযাব থেকে) উদ্ধার করবেন, অকল্যাণ তাদের কখনো স্পর্শ করবে না, না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে!

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝٦٢

৬২. আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর স্রষ্টা, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর তত্ত্বাবধায়ক!

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٦٣

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় চাবি (-কাঠি) তো তাঁর কাছেই; যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে এমন লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

৬ রুকু

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝٦٤

৬৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হে মূর্খ ব্যক্তিরা, তোমরা কি (এরপরও) আমাকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে বলবে?

↓ ৩৪খ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿৬৫﴾

৬৫. (অথচ হে নবী,) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও– যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি (আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের) শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿৬৬﴾

৬৬. তুমি বরং একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো এবং শোকরগোযার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿৬৭﴾

৬৭. (আসলে) এ (মূর্খ) লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত, কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে; পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (তাঁর সাথে) যা কিছু শেরেক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿৬৮﴾

৬৮. (যখন প্রথমবার) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহুশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা চান (তা আলাদা); অতপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে (এবং সে বীভৎস দৃশ্য) তারা দেখতে থাকবে।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِایْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿৬৯﴾

৬৯. (এ সময়) যমীন তার মালিকের নূরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে, মানুষের (কর্মফলের) নথিপত্র (সামনে) রাখা হবে, নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাযির করা হবে, তাদের সবার সাথেই ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿৭০﴾ ع

৭০. প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা করতো।

৭ রুকু

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿৭১﴾

৭১. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেতে খেতে) যখন তারা জাহান্নামের (দোরগোড়ায়) পৌঁছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কাফেরদের ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আযাব (সম্পর্কিত) ওয়াদাই (আজ) বাস্তবায়িত হয়ে গেলো।

৭২. ওদের (তখন) বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই চিরদিন থাকবে, ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা!	قِيۡلَ ادۡخُلُوۡۤا اَبۡوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ۚ فَبِئۡسَ مَثۡوَى الۡمُتَكَبِّرِيۡنَ ۝٧٢
৭৩. (অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে তারা এসে হাযির হবে (তখন দেখা যাবে) তার দরজাসমূহ (তাদের অভিবাদনের জন্যে আগেই) খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্যে তোমরা এখানে দাখিল হয়ে যাও!	وَسِيۡقَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ اِلَى الۡجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا وَفُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡهَا خٰلِدِيۡنَ ۝٧٣
৭৪. তারা (সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সব তারীফ আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সৎ) কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কতোই না উত্তম!	وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ صَدَقَنَا وَعۡدَهٗ وَاَوۡرَثَنَا الۡاَرۡضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ۝٧٤
৭৫. (হে নবী, সেদিন) তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, ওরা আরশের চারদিকে ঘিরে তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, (সেদিন) ইনসাফের সাথে সবার বিচার (-কার্য যখন) সম্পন্ন হবে, (চারদিক থেকে) একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে– সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।	وَتَرَى الۡمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيۡنَ مِنۡ حَوۡلِ الۡعَرۡشِ يُسَبِّحُوۡنَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ ۚ وَقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ بِالۡحَقِّ وَقِيۡلَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝٧٥ ৮ রুকু

আয়াত ৮৫ রুকু ৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোমেন মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,	حٰمٓ ۝١
২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এই গ্রন্থের অবতরণ, তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ,	تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ ۝٢
৩. (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (অপরাধীদের) শাস্তিদানে (তিনি) কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁর দিকেই (সবার প্রত্যাবর্তনস্থল) ফিরে যেতে হবে।	غَافِرِ الذَّنۡۢبِ وَقَابِلِ التَّوۡبِ شَدِيۡدِ الۡعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوۡلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ۝٣
৪. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালার (অবতীর্ণ এ) আয়াতসমূহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা কুফরী করে। (মনে রেখো) শহরে (বন্দরে) তাদের বিচরণ যেন (কোনোদিনই) তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে।	مَا يُجَادِلُ فِىۡۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِى الۡبِلَادِ ۝٤

৫. তাদের আগে নূহের জাতি (সে যমানার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, আবার তাদের পর অন্যান্য দলও (নবীদের অস্বীকার করেছে), প্রত্যেক জাতিই তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি এঁটেছিলো এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করেছি। (চেয়ে দেখো), কেমন (ভীতিকর) ছিলো আমার আযাব!

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾

ওয়াকফে লাযেম

৬. এভাবেই কাফেরদের ওপর তোমার মালিকের বাণী সত্য প্রমাণিত হলো যে, এরা সত্যি সত্যিই জাহান্নামী।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

৭. যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা (এই বলে) ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে, হে আমাদের রব, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

৮. হে আমাদের রব, তুমি তাদের সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরও তুমি (জান্নাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

৯. তুমি (কেয়ামতের দিন) তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করো, সেদিন তুমি যাকেই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে, তাকে তুমি (বড়ো বেশী) দয়া করবে, আর এটাই (হবে সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

১ রুকু

১০. নিসন্দেহে যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্যে ঘোষণা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে রোষ– তার চাইতে আল্লাহ তায়ালার রোষ আরো বেশী, (বিশেষ করে), যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হচ্ছিলো আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

১১. তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি তো দু'বার আমাদের মৃত্যু দিলে, আবার দু'বার জীবনও দিলে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি, আমাদের জন্যে এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি?

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১২. (তাদের বলা হবে,) তোমাদের (এ শাস্তি) তো এ জন্যে যে, যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, যখন তাঁর সাথে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে; (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা– তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْۚ وَاِنْ یُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْاؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیْرِ ﴿۱۲﴾
১৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আসমান থেকে তিনি তোমাদের জন্যে রেযেক পাঠান, (আসলে এ থেকে) তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা (আল্লাহ তায়ালার দিকে) নিবিষ্ট হয়।	هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ وَیُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًاؕ وَمَا یَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ یُّنِیْبُ ﴿۱۳﴾
১৪. (হে মুসলমানরা), তোমরা (তোমাদের) দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদিত করে শুধু তাঁকেই ডাকো, যদিও কাফেররা (এটা) পছন্দ করে না।	فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾
১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মহান অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ তার ওপর ওহী পাঠান, যাতে করে সে (রসূল আল্লাহর সাথে) সাক্ষাত লাভের দিনটির ব্যাপারে (বান্দাদের) সাবধান করে দিতে পারে,	رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِۚ یُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِۙ ﴿۱۵﴾
১৬. সেদিন মানুষ (হাশরের ময়দানে) বেরিয়ে পড়বে, তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন থাকবে না; (বলা হবে,) আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? (জবাব আসবে,) প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।	یَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ۬ۚ لَا یَخْفٰی عَلَی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَیْءٌؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾
১৭. আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ সে (দুনিয়ায়) অর্জন করে এসেছে; আজ কারও প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণে তৎপর।	اَلْیَوْمَ تُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْؕ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾
১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী, যার সুপারিশ (তখন) গ্রাহ্য করা হবে;	وَاَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَی الْحَنَاجِرِ كٰظِمِیْنَ۬ؕ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَّلَا شَفِیْعٍ یُّطَاعُؕ ﴿۱۸﴾
১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)।	یَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُوْرُ ﴿۱۹﴾
২০. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাদের মাঝে) ন্যায়বিচার করেন; (কিন্তু) ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা কোনো রকম বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম নয়;	وَاللّٰهُ یَقْضِیْ بِالْحَقِّؕ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَقْضُوْنَ بِشَیْءٍؕ

২ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবী
নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿২০﴾
২১. এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে ঘোরাফেরা করে না? (ঘুরলে) তারা দেখতো এদের আগের লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে (হোক) এবং যেসব কীর্তি তারা দুনিয়ায় রেখে গেছে (সে দৃষ্টিতে হোক), যমীনে তারা ছিলো অনেক বেশী প্রবল, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করলেন; আল্লাহ তায়ালার গযব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিলো না।	أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿২১﴾
২২. এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে (সুস্পষ্ট) নিদর্শনসহ রসূলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অস্বীকার করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন, অবশ্যই তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানেও তিনি কঠোর।	ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ إِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿২২﴾
২৩. আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসাকে পাঠিয়েছিলাম,	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿২৩﴾
২৪. (আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, ওরা বললো, এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী যাদুকর।	إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿২৪﴾
২৫. অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য (দ্বীন) নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন তারা বললো, যারা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখো; (কিন্তু) কাফেরদের ষড়যন্ত্র (তো) ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا أَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿২৫﴾
২৬. ফেরাউন (তার পারিষদদের) বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও– আমি মূসাকে হত্যা করবো, ডাকুক সে তার রবকে। আমি আশংকা করছি সে তোমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিকেই পাল্টে দেবে এবং (এ) যমীনে সে (নানারকমের) বিপর্যয় ঘটাবে।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿২৬﴾
২৭. মূসা বললো, প্রতিটি উদ্ধত ব্যক্তি– যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না, আমি তার (অনিষ্ট) থেকে আমার রব ও তোমাদের রব-এর কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি।	وَقَالَ مُوْسٰٓى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿২৭﴾
২৮. একজন মোমেন ব্যক্তি– যে ছিলো (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖۗ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

৩ রুকু

يَكْتُمُ إِيمَانَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (২৮)

(এবং) যে ব্যক্তি (এদ্দিন পর্যন্ত) নিজের ঈমান গোপন করে আসছিলো, (সব শুনে) বললো (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে (শুধু এ জন্যেই) হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে– আমার বর হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (অথচ) সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার (এ) মিথ্যা তো তার ওপরই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে (আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু অংশ হলেও তো তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী, চরম মিথ্যাবাদী।

يَٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (২৯)

২৯. (সে বললো,) হে আমার জাতি আজ (মনে হচ্ছে), তোমাদের জন্যেই এ যমীনের বাদশাহী, (কিন্তু আগামীকাল) আমাদের ওপর (আযাব) এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর (পাঠানো) দুর্যোগ থেকে সাহায্য করবে; ফেরাউন বললো, আমি (এ ব্যাপারে) তোমাদের সে রায়ই দেবো, যেটা আমি (ঠিক) দেখবো, আমি তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাবো না।

وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ (৩০)

৩০. (যে ব্যক্তি গোপনে) ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতোই (আযাবের) দিনের আশংকা করছি,

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (৩১)

৩১. যেমনটি (হয়েছিলো) নূহের জাতি, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরে যারা এসেছিলো (তাদের সবার); আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করতে চান না।

وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ (৩২)

৩২. হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক ডাকের (কেয়ামত) দিবসের (আযাবের) আশংকা করি,

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ (৩৩)

৩৩. সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে, (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারীই থাকে না।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ

৩৪. এর আগে তোমাদের কাছে (নবী) ইউসুফ সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যে বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে (শুধু) সন্দেহই পোষণ করেছো; এমনকি যখন সে মরে গেলো তখন তোমরা এও বলতে শুরু করলে যে,

আল্লাহ তায়ালা তারপর আর কখনো কোনো রসূল পাঠাবেন না; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে) সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের পথভ্রষ্ট করেন,	لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۣ ﴿۳۴﴾
৩৫. যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়; তাদের এ আচরণ আল্লাহ তায়ালা ও ঈমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দেন।	الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۵﴾
৩৬. ফেরাউন (একদিন তার উযীর হামানকে) বললো, হে হামান, আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে করে আমি (আকাশে চড়ার) কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি,	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿۳۶﴾
৩৭. আকাশে চড়ার অবলম্বন (এমন হবে) যেন আমি মূসার মাবুদকে দেখে আসতে পারি, অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজকে শোভনীয় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে (এর দ্বারা সত্য থেকে) নিবৃত্ত করা হলো; (মূলত) ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।	اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿۳۷﴾
৩৮. যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি,	وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾
৩৯. হে আমার জাতি, অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র। নিসন্দেহে আখেরাত হচ্ছে (মোমেনদের) স্থায়ী নিবাস!	يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾
৪০. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে কাজের পরিমাণের চাইতে বেশী প্রতিফল দেয়া হবে না, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কেউই নেক কাজ করবে সে-ই মোমেন (হিসেবে গণ্য হবে, হাঁ), এরাই হচ্ছে সে (সৌভাগ্যবান মানুষ) যারা স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রেযেক দেয়া হবে।	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾
৪১. হে আমার জাতি, এ কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে!	وَيٰقَوْمِ مَا لِيْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَى النَّارِ ﴿۴۱﴾
৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং তাঁর (সাথে) অন্য কাউকে শরীক করি,	تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ

৪ রুকু

مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؗ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

যার (সমর্থনে) আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, (পক্ষান্তরে) আমি তোমাদের ডাকছি আল্লাহ তায়ালার দিকে, যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছো, দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা (কোনো মানুষের জন্যেই) শোভনীয় নয়, পরকালে তো (মোটেই) নয়, অবশ্যই আমাদের সবাইর ফিরে যাবার শেষ জায়গা আল্লাহ তায়ালার কাছেই, (সত্যি কথা হচ্ছে) যারা সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৪. (আজ) আমি তোমাদের যা কিছু বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, আর আমি তো আমার কাজকর্ম– (বিষয় আসয় সব) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সোপর্দ করছি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতপর ওরা (তাঁর বিরুদ্ধে) যতো ষড়যন্ত্র করলো আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করলেন, (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিলো,

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬. (জাহান্নামের) আগুন, যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হাযির করা হবে, আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফেরাউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৭. যখন এ লোকেরা জাহান্নামে বসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, অতপর (যারা) দুর্বল (ছিলো) তারা এমন সব লোকদের বলবে– যারা ছিলো অহংকারী– আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাছ থেকে নিবারণ করতে পারবে?

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৮. অহংকারীরা বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো নিশ্চিতভাবে তার ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৪৯. (তারপর) যারা জাহান্নামে (পড়ে) থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের বলবে, তোমরা (আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব কম করে দেন।

বাংলা অনুবাদ	আরবী
৫০. তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারা বলবে হ্যাঁ (এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি), তারা বলবে, তাহলে (তোমাদের) দোয়া তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!	قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾
৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ বৈষয়িক দুনিয়ায় (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সাহায্য করবো সেদিনও) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একে একে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে,	اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾
৫২. সেদিন যালেমদের ওযর আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾
৫৩. আমি মূসাকে অবশ্যই হেদায়াত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের (আমার) কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম,	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾
৫৪. জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (তা ছিলো) হেদায়াত ও (সুস্পষ্ট) উপদেশ।	هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾
৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই (ছেয়ে) থাকে, তারা কখনো সে (সাফল্যের) জায়গায় পৌঁছবার (যোগ্য) নয়, অতএব (হে নবী), তুমি (এদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾
৫৭. নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করার চাইতে আরো বড়ো (বিষয়), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।	لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি (কখনো) সমান হয় না, (ঠিক তেমনি) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি (কখনো) সমান নয়;	وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ

৫ রুকু

(আসলে) তোমাদের কমসংখ্যক লোকই (আমার হেদায়াত থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।	قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই (এ অমোঘ সত্যে) বিশ্বাস করে না।	اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; নিসন্দেহে যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. আল্লাহ তায়ালা– যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের রব, প্রত্যেকটি জিনিসের (একক) স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, অতপর তোমাদের (কোথায়) কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?	ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. (বিভিন্ন যুগে) যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াত অস্বীকার করেছে তাদেরও এভাবে (দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হয়েছিলো!	كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বাসোপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন, আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে তিনি সুন্দর করে গঠন করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেযেক দান করেছেন; এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি তোমাদের রব, কতো মহান বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা!	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তাঁর এবাদাত করো; সব তারীফ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার জন্যে!	هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের এবাদাত না করি, যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকো,	قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

রুকু ৬

ওয়াকেফে লাযেম

৭ রুকু

লَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ز وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾	(বিশেষ করে) যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর অনুগত বান্দা হয়ে যাই।
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾	৬৭. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে (বানিয়ে) তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তোমরা যৌবনপ্রাপ্ত হও, (এক সময়) তোমরা উপনীত হও বার্ধক্যে, তোমাদের কাউকে আবার আগেই মৃত্যু দেয়া হয়, (এসব প্রক্রিয়া এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যেন তোমরা (সবাই তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা) নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা বুঝতে পারবে।
هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾	৬৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তিনি যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন 'হও',অতপর তা 'হয়ে যায়'।
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾	৬৯. (হে নবী,) তুমি কি ওদের (অবস্থার) দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা আল্লাহ তায়ালার (নাযিল করা) আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে; বলতে পারো– ওদের (আসলে) কোন দিকে ধাবিত করা হচ্ছে?
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا قف فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾	৭০. (ওরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা (এ) কিতাব অস্বীকার করে, (অস্বীকার করে) সেসব কিতাবও, যা আমি (ইতিপূর্বে) নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অতিশীঘ্রই তারা (নিজেদের পরিণাম) জানতে পারবে,
اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾	৭১. যেদিন ওদের গলদেশে (আযাবের) বেড়ি ও শেকল থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে হেঁচড়ে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে,
فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾	৭২. ফুটন্ত পানিতে (তাদের নিক্ষেপ করা হবে), অতপর তাদের আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে,
ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾	৭৩. অতপর তাদের বলা হবে, কোথায় (আজ) তারা– যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে?
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾	৭৪. আল্লাহ তায়ালার বদলে (যাদের তোমরা ডাকতে তারা আজ কোথায়?) তারা বলবে, তারা তো (আজ সবাই) আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, (আসলে) আমরা তো আগে (কখনো) এমন কিছুকে ডাকিনি; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন।
ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ	৭৫. (আজ) এ কারণেই তোমাদের (এ পরিণাম) হয়েছে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে

এবং তোমরা (অযথা) অহংকার করতে,	وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. সুতরাং (এখন) তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে (ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল!	اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আমি ওদের কাছে যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি (তার) কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই (তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না), তাদের তো অতপর আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক) রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি, (আবার এমনও আছে যে,) তাদের কথা তোমার কাছে আমি (আদৌ) বর্ণনাই করিনি; (আসলে) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (তখন) একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই (মহান) সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার (কতেক জন্তুর) ওপর আরোহণ করো, আর তার (মধ্যে কতেক জন্তুর) তোমরা গোশত খাও,	اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. তোমাদের জন্যে তাতে (আরো) বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, তোমাদের নিজেদের (মনের ইচ্ছা ও) প্রয়োজনের স্থানে (তাদের নিয়ে) উপনীত হতে পারো, (তোমরা) তার ওপর (যেমনি আরোহণ করো, তেমনি) নৌকার ওপরও তোমাদের আরোহণ করানো হয়;	وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (কুদরতের আরো) নিদর্শন দেখাচ্ছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖۗ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি, (করলে) অতপর তারা দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিলো; তারা সংখ্যায় এদের চাইতে ছিলো অনেক বেশী, শক্তি ক্ষমতা এবং যমীনে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তারা (ছিলো) অনেক প্রবল, কিন্তু তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮ রুকু

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে হাযির হলো, তখন তাদের কাছে জ্ঞানের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে তারা গর্ব করলো এবং (দেখতে দেখতে) সে আযাব তাদের এসে ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অতপর তারা যখন (সত্যি সত্যিই) আমার আযাবকে আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, হাঁ, আমরা এক আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনলাম, যাদের আমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতাম তাদের আমরা অস্বীকার করলাম।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখলো, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারেই এলো না; আল্লাহ তায়ালার এ নীতি (সবসময়ই) তাঁর বান্দাদের মাঝে (কার্যকর) হয়ে আসছে, আর এখানে কাফেররাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৯ রুকু

হা-মীম আস সাজদা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৪
রুকু ৬

حٰمٓ ﴿١﴾

১. হা-মীম,

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾

২. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ কিতাব-এর) অবতরণ।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

৩. (এটি এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে, (এ) কোরআন আরবী ভাষায় এমন এক সম্প্রদায়ের জন্যে (নাযিল করা হয়েছে) যারা (এর ভাষা) জানে,

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾

৪. (এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা আর (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারী, (মানুষদের) অধিকাংশই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা (এ কিতাবের কথা) শোনে না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

৫. তারা বলে, যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো তার জন্যে আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা এবং (এই কারণে) আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে, তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একমাত্র মাবুদ, অতএব (হে মানুষ), তোমরা তাঁর এবাদাতে অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আর (যাবতীয়) দুর্ভোগ তো মোশরেকদের জন্যেই,

৭. (দুর্ভোগ তাদের জন্যে) যারা যাকাত দেয় না এবং যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না।	الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾
৮. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ع ﴿٨﴾
৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? (অথচ) এই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের (আসল) রব,	قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ﴿٩﴾
১০. তিনি এর ওপরিভাগ থেকে এর ভেতরে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে (তাদের) আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, (এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন) চার দিন সময়ের ভেতর; যারা জানতে চায় তাদের জন্যে (সৃষ্টির সময়ের পরিমাণ) সমান সমান (হয়ে গেলো)।	وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (তখন) ছিলো ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো– ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি।	ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١١﴾
১২. (এই একই সময়ে) তিনি দুদিনের ভেতর এ (ধূম্রকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার (উপযোগী) আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (তাকে শয়তান থেকে) সংরক্ষিত করে দিলাম, এটি অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা।	فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. (এর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আযাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র, ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আযাব এসেছিলো আদ ও সামুদের ওপর!	فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ؕ ﴿١٣﴾
১৪. যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের কাছে আমার রসূলরা (এই মর্মে কথা) বলেছিলো যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করো না; তারা বলেছিলো, আমাদের রব যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, (অবশ্য) তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন, আমরা তাকে অস্বীকার করি।	اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১ রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১৫. অতপর আ'দ (জাতির ঘটনা ছিলো), তারা (আল্লাহ তায়ালার) যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ তায়ালা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল; (আসলে) ওরা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করতো।	فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾
১৬. অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচন্ড তুফান প্রেরণ করলাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী অপমানকর; (সেদিন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না,	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর অন্ধত্বকেই বেশী পছন্দ করলো, অতপর তাদের (অন্যায়) কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম,	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾
১৮. (এ প্রলয়ংকরী) শাস্তির (কষাঘাত) থেকে আমি শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, যারা ঈমান এনেছে এবং (অপরাধ থেকে) বেঁচে থেকেছে।	وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾
১৯. যে দিন আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের জাহান্নামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্যে) জড়ো করা হবে, (সেদিন) তারা বিভিন্ন দলে (উপদলে) বিন্যস্ত হবে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾
২০. যেতে যেতে তারা যখন তার (বিচারের পাল্লার) কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের (যাবতীয়) কাজের ওপর সাক্ষ্য দেবে যা কিছু দুনিয়ায় তারা করছিলো।	حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾
২১. (তখন) তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, তোমরা (আজ) আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? (উত্তরে) তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা– যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি (আজ) আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।	وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾
২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমরা (দুনিয়াতে) কোনো কিছুই (তো এদের কাছ থেকে) গোপন (করার চেষ্টা) করতে না, (এটা ভাবতেও পারোনি) তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া (কখনো) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, বরং তোমরা তো মনে করতে, তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাও (বুঝি) জানেন না।	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. তোমাদের ধারণা– যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে,	وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

২ রুকু

৩৫

أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

(মূলত) তাই তোমাদের (আজ) ভরাডুবি ঘটিয়েছে, ফলে তোমরা (মারাত্মক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছো।

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. (আজ) যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করে তাতেও (কোনো উপকার হবে না) জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা, (আল্লাহ তায়ালার কাছে) অনুগ্রহ চাইলেও (কোনো লাভ হবে না, আজ) তারা কোনো অবস্থায়ই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি (দুনিয়ার জীবনে) তাদের ওপর এমন কিছু সংগী (সাথী) বসিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলোকে (তাদের সামনে) শোভনীয় (এবং লোভনীয়) করে রেখেছিলো, পরিশেষে জ্বিন ও মানুষদের সে দলের সাথে– তাদের ব্যাপারেও (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হলো, যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, নিসন্দেহে এরা ছিলো নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৩ রুকু

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা কুফরী করেছে তারা (একজন আরেকজনকে) বলে, তোমরা কখনো এ কোরআন শুনবে না, (কোরআন ও) তার (চর্চার) মাঝে শোরগোল করো, হয় তো (এ কৌশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেবো, যে আচরণ তারা (আমার কিতাবের সাথে) করে এসেছে।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. এ (জাহান্নাম)-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের (যথার্থ) পাওনা, সেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী (আযাবের) ঘর থাকবে; তারা যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো, এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. কাফেররা (সেদিন) বলবে, হে আমাদের রব, যেসব জ্বিন ও মানুষ (দুনিয়ায়) আমাদের গোমরাহ করেছিলো, আজ তুমি তাদের (এক নযর) আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের (উভয়কে) আমাদের পায়ের নীচে রাখতে চাই, যাতে করে তারা (আরো বেশী) লাঞ্ছিত হয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. (অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের রব, অতপর (ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো।

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ

৩১. আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখেরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধু), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে

↓ ১৫খ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে থাকবে;	وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١
৩২. পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!	نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝٣٢
৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন্ ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি মুসলমানদেরই একজন।	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٣
৩৪. (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরংগ বন্ধু।	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝٣٤
৩৫. আর এটি শুধু তাদের (ভাগ্যেই) জোটে– যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।	وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝٣٥
৩৬. যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٣٦
৩৭. আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত দিন, সূর্য ও চন্দ্র (কয়েকটি মাত্র); অতএব তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না– চাঁদকেও নয়, বরং তোমরা সাজদা করো আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি এর সব কয়টি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদাত করতে চাও (তাহলে তোমরা তাকেই সাজদা করো)।	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝٣٧
৩৮. অতপর (হে নবী), এরা যদি অহংকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না), যারা তোমার মালিকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা (বিন্দুমাত্রও এতে) ক্লান্ত হয় না।	فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۝٣٨ সাজদা
৩৯. তাঁর (কুদরতের) আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তুমি যমীনকে দেখতে পাচ্ছো– (তা) শুষ্ক অনুর্বর হয়ে পড়ে আছে, অতপর তার ওপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি তখন সহসাই তা শস্য শ্যামল হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে, অবশ্যই যে আল্লাহ তায়ালা এ (মৃত যমীন)-কে জীবন দান করেন তিনি মৃত (মানুষ)-কেও জীবিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٩
৪০. যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা কিন্তু কেউই আমার (দৃষ্টির) অগোচরে নয়;	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ

৪ রুকু

সাজদা ২১

তুমিই বলো, যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে ভালো– না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে (আমার সামনে) হাযির হবে– সে ভালো? (এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় না হলে) তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, (তবে মনে রেখো,) তোমরা যাই করো আল্লাহ তায়ালা তা অবলোকন করছেন।	أَفَمَنْ يُلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ يَّأْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾
৪১. অবশ্যই যারা (কোরআনের মতো) স্মরণিকা (গ্রন্থটি) তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে (তারা অচিরেই এর পরিণাম টের পাবে), মূলত সেটি হচ্ছে এক সম্মানিত গ্রন্থ,	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾
৪২. এতে বাতিল কিছু অনুপ্রবেশ করে না– তার সামনের দিক থেকেও নয়, তার পেছনের দিক থেকেও নয়; এটা বিজ্ঞ, কুশলী, প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে।	لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾
৪৩. (হে নবী,) তোমার সম্পর্কে (আজ) সেসব কিছু বলা হচ্ছে যা তোমার আগে (অন্যান্য) নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিলো; নিসন্দেহে তোমার রব (যেমনি) পরম ক্ষমাশীল, (তেমনি) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা (-ও বটে)।	مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আমি যদি এ কোরআন (আরবী ভাষার বদলে অনারব) আজমী (ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না, (তারা বলতো,) এটা কি আজমী (ভাষায়) (নাযিল করা হয়েছে)? অথচ (এর বাহক) আরবী; (হে রসূল,) তুমি বলো, (আসলে) তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও (যাবতীয় রোগ ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কোরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা); তাদের (যেন) অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই ওরা বুঝতে পাচ্ছে না)।	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۚ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মূসাকেও কিতাব দান করেছিলাম, অতপর তাতে (বহু) মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিলো; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (কেয়ামত সংক্রান্ত) ঘোষণা যদি না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাব এসে) এদের মাঝে (চূড়ান্ত একটা) ফয়সালা করে দেয়া হতো, এরা এ সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে (নিমজ্জিত)।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. যে কোনো ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে– (মূলত) সে (তা) করবে (একান্ত) তার নিজের (কল্যাণের) জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে (তার অশুভ ফল একান্ত) তার ওপরই গিয়ে পড়বে; তোমার রব তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কখনো যালেম নন।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৫ রুকু

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. কেয়ামত (সংক্রান্ত) জ্ঞান (ও তথ্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফেরানো যায়, কোনো একটি ফলও নিজের খোসা ছেড়ে বাইরে বেরোয় না, কোনো একটি নারীও নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে না- না সে সন্তান প্রসব করে, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (মজুদ) থাকে না; যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, কোথায় (আজ) আমার অংশীদাররা, তারা বলবে (হে রব), আমরা তোমার কাছে নিবেদন করছি, (আজ) আমাদের মাঝে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউই মজুদ নেই,

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. এরা আগে যাদের ডাকতো তারা (আজ) হারিয়ে যাবে, এরা বুঝতে পারবে, তাদের উদ্ধারের কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই।

لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষ কখনো (কোনো বৈষয়িক) কল্যাণ লাভের জন্যে দোয়া (করা) থেকে ক্লান্তি বোধ করে না, অবশ্য যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

৫০. যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন আবার সে বলে, এ তো আমারই (প্রাপ্য), আমি এটাও মনে করি না, (সত্যি সত্যিই) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, (আর) যদি আমাকে (একদিন) আমার মালিকের কাছে ফেরত পাঠানোই হয়, তাহলে আমার জন্যে তাঁর কাছে শুধু কল্যাণই থাকবে। আমি (সেদিন) কাফেরদের অবশ্যই বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তারা কি করতো, অতপর (সে অনুযায়ী) আমি তাদের কঠোর আযাব আস্বাদন করাবো।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫১. আমি যখন মানুষের ওপর কোনো অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্টো দিকে ফিরে যায়, আবার যখন তাকে কোনো অনিষ্ট এসে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোয়া নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হয়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কোরআন (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসে থাকে অতপর তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তার চাইতে বেশী গোমরাহ আর কে হবে- যে ব্যক্তি (এর) মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

৫৩. অচিরেই আমি দিগন্ত বলয়ে আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কোরআনই মূলত) সত্য;

(হে নবী, তোমার জন্যে) একথা কি যথেষ্ট নয়, তোমার রব (তোমার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।	اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾
৫৪. জেনে রেখো, এরা অবশ্যই এদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সন্দিহান; আরো জেনে রেখো, (এদের) সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।	اَلَاۤ اِنَّهُمْ فِیْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَاۤ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

৭ রুকু

সূরা আশ শূরা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৩
রুকু ৫

১. হা-মীম,	حٰمٓ ﴿١﴾
২. আঈন-সী-ন-কা-ফ।	عٓسٓقٓ ﴿٢﴾
৩. (হে নবী,) এভাবেই (কিছু বর্ণমালা দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর (এ সূরাগুলো) নাযিল করছেন, তোমার পূর্ববর্তী (নবী)-দের কাছেও (তিনি তা এভাবেই নাযিল করেছেন), আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	كَذٰلِكَ يُوْحِیْۤ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾
৪. আসমানসমূহে যা কিছু আছে– যা কিছু আছে যমীনে, সবকিছুই তাঁর জন্যে নিবেদিত; তিনি সমুন্নত, (তিনি) মহান।	لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾
৫. (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) আসমানসমূহ তাদের উপরিভাগ থেকে (কিছু অংশ) ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো, (এ সময়) ফেরেশতারা তাদের মহান মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে শুরু করে, তারা দুনিয়াবাসীদের জন্যেও (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾
৬. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তিনি তাদের ওপর সদা নযর রাখছেন, তুমি তো এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নও।	وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾
৭. এভাবেই (হে নবী, এ) আরবী কোরআন আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মক্কা ও তার আশেপাশে যারা বসবাস করে তাদের (জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারো, তাদের তুমি (কেয়ামতের) মহাসমাবেশের দিন সম্পর্কেও হুশিয়ার করতে পারো; যে দিনের (ব্যাপারে) কোনো রকম সন্দেহ নেই, আর (সেদিনের বিচারে) একদল লোক জান্নাতে আরেক দল লোক জাহান্নামে (প্রবেশ করবে)।	وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِی السَّعِيْرِ ﴿٧﴾

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۸﴾

৮. আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের সমগ্র মানবজাতিকে একটি (অখন্ড) জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করান; আর যারা যালেম তাদের কোথাও কোনো অভিভাবক থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও।

১ রুকু

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۹﴾

৯. এরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (অথচ) অভিভাবক কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۱۰﴾

১০. (হে মানুষ,) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী,) এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার রব, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাবো।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾

১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন, (তিনি) পশুদের মাঝেও (তাদের) জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (এভাবেই) তিনি সেখানে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; (সৃষ্টিলোকের) কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, (তিনি) সর্বদ্রষ্টা।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

১২. আসমানসমূহ ও যমীনের সব চাবি (-কাঠি) তাঁর হাতে, তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যার জন্যে চান) সংকুচিত করেন; অবশ্যই তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

১৩. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে বিধানই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার আদেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম), তোমরা (এ) বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না; (অবশ্য) তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আহ্বান করছো, এটা মোশরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিষহ (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে তাঁর নিজের দিকে নিয়ে আসেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (হেদায়াতের পথে) পরিচালিত করেন।

وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾

১৪. (হে নবী, ওদের কাছে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও ওরা কেবলমাত্র নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণেই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে; যদি এদের একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (অবকাশ দিয়ে রাখার) তোমার মালিকের ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাবের মাধ্যমে) ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যাদের আগের লোকদের পরে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা (এ ব্যাপারে) এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُ ۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ ۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ ۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ ۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا ۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٥﴾

১৫. অতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি (এর ওপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকো, তুমি ওদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের যা কিছুই অবতীর্ণ করেন না কেন, আমি তার ওপরই ঈমান আনি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি; আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব; আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে; আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই; আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, আর (সবাইকে) তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে;

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ وَلَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

১৬. যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে, (বিশেষত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) তা মেনে নেয়ার পর এদের বিতর্ক তাদের মালিকের কাছে সম্পূর্ণ অসার, তাদের ওপর রয়েছে (তাঁর) গযব, তাদের জন্যে আরো রয়েছে (তাঁর) কঠিন শাস্তি।

ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ وَٱلۡمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

১৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সত্য (দ্বীন)-সহ কিতাব ও (ইনসাফের) মানদন্ড নাযিল করেছেন; (হে নবী,) তুমি কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত একান্ত কাছে (এসে গেছে)!

يَسۡتَعۡجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشۡفِقُونَ مِنۡهَا وَيَعۡلَمُونَ أَنَّهَا ٱلۡحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যারা সে (কেয়ামতের) বিষয়টিকে বিশ্বাস করে না, তারা কামনা করে তা ত্বরান্বিত হোক, (অপরদিকে) যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে, (কেননা) তারা জানে সে (দিন)-টি একান্ত সত্য; জেনে রেখো, অবশ্যই যারা কেয়ামত সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে তারা মারাত্মক গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡعَزِيزُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবহিত আছেন, তিনি যাকে চান রেযেক দেন, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

রুকু ২

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ (২০)

২০. যে ব্যক্তি পরকালের (কল্যাণের) ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে (অবশ্য দুনিয়ায়) তার কিছু অংশ দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে (সে ফসলের) কোনো অংশ থাকে না।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (২১)

২১. এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন জীবনবিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা কখনো দান করেননি; যদি (তাদের ওপর আযাবের) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালেমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ (২২)

২২. (হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালেমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকান্ড থেকে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকবে), কেননা (কর্মকাণ্ডের যে পরিণাম) তা তাদের ওপর পতিত হবেই; যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের মালিকের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (সেখানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) মহা অনুগ্রহ।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (২৩)

২৩. সেটা হচ্ছে সে মহা সুসংবাদ– যা আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দাদের দান করেন, যারা (এর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে এর (দ্বীন প্রচারের) ওপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে (তোমাদের সাথে) আত্মীয়তা (সূত্রে) যে সৌহার্দ (আমার) রয়েছে সেটা আলাদা; যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করে তার জন্যে আমি তার (সে নেক) কাজে অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য যোগ করে দেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (২৪)

২৪. (হে নবী,) তারা কি বলে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারতেন; আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে (এমনিই) মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন; অবশ্যই (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (২৫)

২৫. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহ খাতা তিনি ক্ষমা করে দেন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কেও তিনি জানেন,

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৬. তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে তাদের (পাওনার চাইতে) বেশী (সওয়াব) দান করেন; (হ্যাঁ,) যারা (তাঁকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সব) বান্দাদের রেযেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, তিনি বরং পরিমাণমতো যাকে (যতোটুকু) চান তার জন্যে ততোটুকু (রেযেকই) নাযিল করেন; অবশ্য তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) নযর রাখেন।	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾
২৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– তারা যখন (বৃষ্টির ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং (এভাবেই) যমীনে তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; (মূলত) তিনিই অভিভাবক, (তিনিই) প্রশংসিত।	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾
২৯. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝখানে যতো প্রাণী আছে তা তিনিই ছড়িয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন (আবার) এদের সবাইকে জমা করতেও সক্ষম হবেন।	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾
৩০. (হে মানুষ,) যে বিপদ আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের অর্জন, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক (অপরাধ এমনিই) ক্ষমা করে দেন।	وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾
৩১. তোমরা যমীনে কখনো তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।	وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾
৩২. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে বাতাসের বেগে বয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজগুলো অন্যতম;	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾
৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে এসব (নৌযান) সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে; নিশ্চয়ই এর (প্রক্রিয়ার) মাঝে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে,	إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. অথবা তিনি চাইলে (বাতাস তীব্র করে) তাদের কৃতকর্মের কারণে (তাদের) ধ্বংস করে দিতে পারেন, (অবশ্য) অনেক কিছু তিনি তো (আবার) ক্ষমাও করে দেন,	أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

৩ রুকু

৩৫. যারা আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে (খামাখা) বিতর্ক করে (তারা যেন জেনে রাখে,) তাদের কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা নেই।	وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের যা কিছুই (এখানে) দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী মাত্র, কিন্তু (পুরস্কার হিসেবে) যা আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তাই হচ্ছে উত্তম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং সর্বাবস্থায়ই তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে,	فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ ﴿٣٦﴾
৩৭. (এরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের ভুলত্রুটি) ক্ষমা করে দেয়,	وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۚ ﴿٣٧﴾
৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) তাদের পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পন্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে,	وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾
৩৯. যারা (এমন ধরনের মানুষ যে,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় (একমাত্র) তখনই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে (ব্যক্তি মন্দ না করে) ক্ষমা করে দেয় এবং আপস করে চলে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে; নিশ্চয়ই তিনি যালেমদের পছন্দ করেন না।	وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. কোনো ব্যক্তি যদি তার সাথে যুলুম (সংঘটিত) হওয়ার পর (যালেমের কাছ থেকে সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাতে তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই;	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ؕ ﴿٤١﴾
৪২. অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং যমীনের বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।	اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۧ ﴿٤٣﴾

৪
রুকু

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৪৪. (হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা পথভ্রষ্ট করে দেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক থাকে না; তুমি যালেমদের দেখবে, যখন তারা (জাহান্নামের) আযাব পর্যবেক্ষণ করবে তখন বলবে, (হে আল্লাহ, আজ এখান থেকে) ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?	وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ (৪৪)
৪৫. তুমি তাদের দেখতে পাবে (যখন) তাদের জাহান্নামের কাছে এনে হাযির করা হবে, তখন তারা অপমানে অবনত (হয়ে যাবে), ভয়ে তারা অর্ধ নির্মীলিত চোখে তাকিয়ে থাকবে; (এ অবস্থা দেখে) যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলবে, সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত লোক তো তারা যারা (আজ) কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (এভাবেই) ক্ষতি সাধন করেছে; (হে নবী,) জেনে রেখো, নিসন্দেহে যালেমরা স্থায়ী আযাবে থাকবে।	وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ (৪৫)
৪৬. (আযাব এসে গেলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না, যারা (তখন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে; (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে (বাঁচার) কোনোই উপায় নেই;	وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ (৪৬)
৪৭. (হে মানুষ,) সে দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের মালিকের ডাকে সাড়া দাও, (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে দিনটির প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না; সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না, আর না তোমাদের পক্ষে সেদিন (অপরাধ) অস্বীকার করা (সম্ভব) হবে!	اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ (৪৭)
৪৮. অতপর যদি এরা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি জেনে রেখো), আমি তোমাকে তাদের ওপর দারোগা করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব হচ্ছে (তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার বাণী) শুধু পৌঁছে দেয়া; যখন আমি মানুষদের আমার রহমত (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই তখন সে তাতে (ভীষণ) উল্লসিত হয়, আবার যদি তাদেরই (কোনো) কর্মকান্ডের কারণে তাদের ওপর কোনো দুঃখ কষ্ট আসে, তখন (মনে হবে) মানুষ অবশ্যই বড়োই অকৃতজ্ঞ।	فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ (৪৮)
৪৯. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন,	لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ (৪৯)

আরবী	অনুবাদ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾	৫০. যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়ই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নিসন্দেহে তিনি জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন।
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾	৫১. (আসলে) কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা (সরাসরি) তার সাথে কথা বলবেন, অবশ্য ওহী (দ্বারা) অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা তিনি কোনো দূত (তার কাছে) পাঠাবেন এবং সে (দূত) তাঁরই অনুমতিক্রমে তিনি (যখন) যেভাবে চাইবেন (বান্দার কাছে) ওহী পৌঁছে দেবে; নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী।
وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾	৫২. (হে নবী,) এমনিভাবেই আমি আমার আদেশে (দ্বীনের এ) 'রূহ' তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব কি, না (তুমি জানতে) ঈমান কি, কিন্তু আমি এ (রূহ)-কে একটি 'নূরে' পরিণত করে দিয়েছি, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে চাই তাকে (দ্বীনের) পথ দেখাই। অবশ্যই (আমার আদেশক্রমে) তুমি (মানুষদের) সঠিক পথ দেখিয়ে যাচ্ছো,
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾	৫৩. (সে পথ) আল্লাহ তায়ালারই পথ, যার জন্যে আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু; শুনে রেখো, একদিন সব কিছু আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হবে।

৫ রুকু

আয়াত ৮৯
রুকু ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আয যোখরুফ
মক্কায় অবতীর্ণ

আরবী	অনুবাদ
حٰمٓ ﴿١﴾	১. হা-মী-ম,
وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾	২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,
إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾	৩. আমি একে আরবী (ভাষার) কোরআন বানিয়েছি, আশা করা যায় তোমরা (এটা) অনুধাবন করতে পারবে,
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾	৪. অবশ্যই এ (মহা) গ্রন্থ (কোরআন) আমার কাছে (লওহে মাহফুযে) সমুন্নত ও অটল রয়েছে।
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾	৫. (হে নবী তুমি বলো,) আমি কি (সংশোধনের কর্মসূচী থেকে) সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়ার কাজ (শুধু এ কারণেই) ছেড়ে দেবো যে, তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾	৬. আগের লোকদের মাঝে কতো নবীই না আমি পাঠিয়েছি!

৭. (তাদের অবস্থা ছিলো,) যে নবীই তাদের কাছে আসতো ওরা তার সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٧
৮. তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থে প্রবল ছিলো আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (এদের) পূর্ববর্তী লোকদের উদাহরণ তো আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।	فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ٨
৯. তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে যে, এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ তায়ালা)-ই পয়দা করেছেন।	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٩
১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, তাতে পথঘাট বানিয়েছেন আশা করা যায় তোমরা এতে করে (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছুতে পারবে,	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠
১১. তিনি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছেন এবং (তা দিয়ে) মৃত ভূখন্ডকে তিনি জীবন দান করেছেন, (ঠিক এভাবেই) তোমরা (একদিন) পুনরুত্থিত হবে।	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١
১২. তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছেন, যার ওপর তোমরা আরোহণ করো,	وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٢
১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তার ওপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থবান ছিলাম না–	لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣
১৪. এবং নিসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাবো।	وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٤
১৫. এরা আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্যে (তাঁর সার্বভৌমত্বের) কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে, অবশ্যই মানুষ স্পষ্টত বড়ো অকৃতজ্ঞ;	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ ۚ
১৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে (নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন, আর তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তানদের!	أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ١٦
১৭. (অথচ) যখন এদের কাউকে (কন্যা সন্তান জন্মের) সে সুসংবাদ দেয়া হয়, যার বর্ণনা ওরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে দিয়ে রেখেছে– তখন তার (নিজের) চেহারাই কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপক্লিষ্ট হয়ে পড়ে।	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧

১ রুকু

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

১৮. একি (সে কন্যা সন্তান)! যারা (সাজ) অলংকারে লালিত পালিত হয়, যারা (নিজেদের সমর্থনে) যুক্তি তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না–

وَجَعَلُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (শুধু তাই নয়,) এরা ফেরেশতাদেরও– যারা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র, নারী (বলে) স্থির করে; ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় এরা কি সেখানে মজুদ ছিলো (যে, তারা জানে– এরা নর না নারী), তাদের এ দাবীগুলো লিখে রাখা হবে এবং (অচিরেই) তাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করা হবে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

২০. এরা (আরো) বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা না করলে আমরা কখনো এ (ফেরেশতা)-দের এবাদাত করতাম না; এদের কাছে (আসলে) এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই, এরা শুধু অনুমানের ওপরই (ভর করে) চলে;

أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

২১. অথবা আমি কি এর আগে তাদের (অন্য) কোনো কিতাব দিয়েছিলাম যাকে ওরা (এখনো) আঁকড়ে ধরে আছে!

بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বরং বলে, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদের পথেই পরিচালিত হচ্ছি।

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগে যখনি কোনো জনপদে এভাবে সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি, তখনি তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী।

قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছো– (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বললো, যে (দ্বীন) দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করছি।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিয়েছি, তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

রুকু ২

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের তোমরা পূজা করো,

২৭. (হ্যাঁ, আমি এবাদাত শুধু তাঁরই করি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, নিসন্দেহে তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।	إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧
২৮. সে এ কথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে (তাওহীদের) একটি স্থায়ী ঘোষণা (হিসেবে) রেখে গেলো, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এদিকে) প্রত্যাবর্তন করবে।	وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨
২৯. এ সত্ত্বেও আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের (পার্থিব) সম্পদ দান (করা) অব্যাহত রেখেছি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে (আরেকজন) নবী এসে হাযির হয়েছে।	بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩
৩০. কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো হচ্ছে যাদু, আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।	وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠
৩১. তারা (এও) বললো, এ কোরআন (এই) দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না কেন?	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١
৩২. (হে নবী,) তারা কি (নিজেরাই) তোমার মালিকের রহমত বণ্টন করছে, (অথচ) আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, আমি তাদের একজনের ওপর আরেক-জনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সমুন্নত করেছি, যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট, তারা যেসব সম্পদ জমা করে তা তার চেয়ে বড়ো।	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢
৩৩. যদি (এ কথার) আশংকা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করছে তাদের ঘরের জন্যে আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার ওপর দিয়ে তারা উঠতো (নামতো),	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣
৩৪. তাদের ঘরের জন্যে (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো,	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٣٤
৩৫. (কিংবা, তা হতো) স্বর্ণ নির্মিত, (আসলে) এর সব কয়টি জিনিসই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; আর (হে নবী,) আখেরাত (ও তার আসল সম্পদ) তোমার মালিকের কাছে রয়েছে, (তা একান্তভাবে তাদের জন্যে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে।	وَزُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥

৩ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথী হয়ে থাকে।	وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. অবশ্যই এরা তাদেরকে (আল্লাহ তায়ালার) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (যদিও) তারা নিজেরা মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের ওপরই রয়েছে।	وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. (এ) ব্যক্তি যখন (কেয়ামতের দিন) আমার সামনে হাযির হবে, তখন সে (তার শয়তান সাথীকে দেখে) বলবে, হায় (কতো ভালো হতো) যদি (আজ) আমার ও তোমার মাঝে দুই উদয়াচলের ব্যবধান থাকতো, কতো নিকৃষ্ট সাথী (ছিলে তুমি আমার)!	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾
৩৯. (বলা হবে,) তোমরা যেহেতু (শয়তানকে সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছো, তাই তোমরা (এই) আযাবেও একজন আরেকজনের অংশীদার হয়ে থাকো। আজ এগুলো তোমাদের কোনো রকম উপকারই দেবে না।	وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. (হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে পারবে, অথবা পারবে কি অন্ধকে পথ দেখাতে– যে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত (তাকেই কি সঠিক পথে আনতে পারবে)?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾
৪১. অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছ থেকে অবশ্যই (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেবো,	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. অথবা তোমার (জীবদ্দশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেয়ার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর ক্ষমতাবান।	اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব এ গ্রন্থ, যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে– তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছো।	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. (হে নবী,) তোমার আগে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি কি (কখনো তাদের জন্যে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম– যাদের (আসলেই) কোনো এবাদাত করা যেতো!	وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ ع

৪ রুকু

৩৬ক

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে (তাদের) বললো, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের রসূল।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন সাথে সাথে তারা সেসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।	فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো আগেরটার চাইতে বড়ো, (পরিশেষে) আমি তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, আশা ছিলো তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।	وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
৪৯. (আযাব দেখলেই তারা মূসাকে বলতো,) হে যাদুকর, তোমার রব তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তাঁর ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, (এবার নিষ্কৃতি পেলে) আমরা অবশ্যই সঠিক পথে চলবো।	وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
৫০. অতপর আমি যখন তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা (মূসাকে দেয়া) অংগীকার ভঙ্গ করে বসলো।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. (একদিন) ফেরাউন তার জাতিকে ডাকলো এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো), মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদীগুলো কি আমার অধীন নয়? তোমরা কি (কিছুই) দেখতে পাচ্ছো না?	وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾
৫২. আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) নীচু (জাতের) এবং সে তো কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না।	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾
৫৩. (তাছাড়া নবী হলে) তাকে সোনার কংকণ পরানো হলো না কেন, কিংবা তার সাথে দল বেঁধে (আসমানের) ফেরেশতারাই বা কেন এলো না?	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾
৫৪. (এসব বলে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে দিলো, (এক পর্যায়ে) তারা তার কথা মেনেও নিলো; নিসন্দেহে ওরা ছিলো এক নাফরমান সম্প্রদায়ের লোক!	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾
৫৫. (এসব করে) তারা যখন আমাকে দারুণভাবে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমিও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম।	فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

↓ ৩৬খ

৫ রুকু

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝٥٦

৫৬. আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তাদেরকে ইতিহাসের (উল্লেখযোগ্য) ঘটনা ও (শিক্ষণীয়) একটা দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝٥٧

৫৭. (হে নবী, তাদের কাছে) যখনই মারইয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা সে কারণে (খুশীতে) চীৎকার করে উঠে।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝٥٨

৫৮. তারা বললো, আমাদের মাবুদরা ভালো না– সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা ভালো, আসলে); এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশেই এসব কথা উপস্থাপন করে; বরং এরা হচ্ছে ভীষণ কলহপরায়ণ জাতি।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٥٩

৫৯. (মূলত) সে (ঈসা) ছিলো আমারই একজন বান্দা, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্যে আমি (আমার কুদরতের) একটা আদর্শ বানিয়েছিলাম;

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۝٦٠

৬০. আমি চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে আমি ফেরেশতাদের বানিয়ে দিতাম, (সে অবস্থায়) তারাই (দুনিয়ায়) প্রতিনিধিত্ব করতো!

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١

৬১. সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা) হবে (মূলত) কেয়ামতের একটি নিদর্শন (হে নবী, তুমি বলো), তোমরা সে (কেয়ামতের) ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না, তোমরা আমার আনুগত্য করো; (কেননা) এটাই (তোমাদের জন্যে) সহজ সরল পথ।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٢

৬২. শয়তান যেন কোনো অবস্থায়ই তোমাদের (এ পথ থেকে) বিচ্যুত করতে না পারে, নিসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٦٣

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে (তার লোকদের) বললো, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা (আমাকে নিয়ে আজ) নানা মতবিরোধ করছো (একদিন) আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেবো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦٤

৬৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; এটাই হচ্ছে সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝٦٥

৬৫. (এ সত্ত্বেও) তাদের বিভিন্ন দল (তাকে নিয়ে) নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর দুর্ভোগ ও কঠিন দিনের আযাব তাদের জন্যেই (নির্ধারিত থাকলো) যারা (অযথা) বাড়াবাড়ি করলো।

৬৬. তারা কি (এ ফয়সালার জন্যে) কেয়ামতের অপেক্ষা করছে, তা (কিন্তু একদিন) আকস্মিকভাবেই তাদের ওপর এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে না।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬ রুকু

৬৮. (সেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের বলবেন,) হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, না তোমরা আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে,

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (এরা হচ্ছে সেসব লোক,) যারা (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে, এবং যারা ছিলো (আমার) অনুগত বান্দা।

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

৭০. (তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সংগী সংগিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারী করা হবে!

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছুই (তাদের) মন চাইবে এবং যা কিছুই তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে (উপরন্তু তাদের বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিময় যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল (মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে পারবে,

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. (অপরদিকে) অপরাধীরা নিসন্দেহে থাকবে জাহান্নামে, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন,

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. (মুহূর্তের জন্যেও) তাদের থেকে (শাস্তি) লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে,

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. (আযাব দিয়ে) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম করিনি, বরং (বিদ্রোহ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে প্রহরী, (আজ) তোমার রব (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদের শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো); সে (প্রহরী) বলবে, (না,) তোমরা (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকবে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. (নবীরা বলবে,) আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করেছে।	لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. তারা কি (নবীকে কষ্ট দেয়ার) পরিকল্পনা করেই ফেলেছে? (তাহলে তারা শুনে রাখুক), আমিও (নবীকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর) আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি,	اَمْ اَبْرَمُوْۤا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۚ ﴿٧٩﴾
৮০. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও সলাপরামর্শসমূহ শুনতে পাই না, অবশ্যই (আমি তা শুনতে পাই, তাছাড়া) আমার পাঠানো (ফেরেশতা)– যারা তাদের (ঘাড়ের) পাশে আছে, তারাও সব লিখে রাখছে।	اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমিই তার প্রথম এবাদাত করতাম!	قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. তিনি অনেক পবিত্র, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব, মহান আরশের তিনি অধিপতি, এরা যা কিছু তাঁর সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব (হে নবী), তুমি এদের (সেদিন পর্যন্ত) অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় (মত্ত) থাকতে দাও, (এমনি করে) দেখতে দেখতে তারা সে দিনটির সম্মুখীন হবে, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছে।	فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তিনিই হচ্ছেন (আল্লাহ তায়ালা) যিনি আসমানে মাবুদ, যমীনেও মাবুদ; তিনি বিজ্ঞ, কুশলী, সর্বজ্ঞ।	وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾
৮৫. (প্রভূত) বরকতময় তিনি, যার জন্যে আসমানসমূহ, যমীন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার একক সার্বভৌমত্ব নিবেদিত, কেয়ামতের সঠিক খবর তাঁর কাছেই রয়েছে, পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যাদের ডাকে, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) সুপারিশের (কোনো) ক্ষমতাই রাখে না, তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং (সত্য) জানবে (তাদের কথা আলাদা)।	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. (হে নবী, তুমি) যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, (তাহলে বলো) তারপরও তাদের কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾	৮৮. (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর (রসূলের) এ বক্তব্য (সম্পর্কেও জানেন), হে আমার রব, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা ঈমান আনবে না।
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾	৮৯. (হে রসূল,) অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো, (এদের) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং (তাদের উদ্দেশে) সালাম বলো; অচিরেই ওরা (সত্য মিথ্যা) জানতে পারবে।

ওয়াকফে লাযেম ৭ রুকু

সূরা আদ দোখান
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৯
রুকু ৩

حٰمٓ ﴿١﴾	১. হা-মী-ম,
وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾	২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾	৩. আমি একে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি, অবশ্যই আমি (জাহান্নাম থেকে) সতর্ককারী!
فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾	৪. তার (নাযিলের রাতের) মধ্যে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা হয়–
اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾	৫. (তা স্থিরীকৃত হয়) আমারই আদেশক্রমে, অবশ্যই আমি (আমার) দূত পাঠাই,
رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾	৬. (দূত পাঠানো হয়) তোমার মালিকের একান্ত অনুগ্রহে; অবশ্যই তিনি (সবকিছু) শোনেন, (সবকিছু) জানেন।
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾	৭. তিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর রব। যদি তোমরা ঈমানদার হও (তাহলে তাঁর এ সত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না)।
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾	৮. তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও রব।
بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾	৯. (এ সত্ত্বেও) তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (এর সাথে) খেল তামাশা করে চলেছে।
فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾	১০. অতএব (হে নবী), তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া ছেড়ে দেবে,
يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾	১১. তা মানুষদের দ্রুত গ্রাস করে ফেলবে; এটা হবে এক কঠিন শাস্তি।

ওয়াকফে লাযেম

১২. (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের রব, আমাদের কাছ থেকে এ আযাব সরিয়ে নাও, অকশ্যই আমরা ঈমানদার।	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾
১৩. (কিন্তু এখন) আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়, তাদের কাছে সুস্পষ্ট রসূল তো আগেই এসে গেছে,	أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾
১৪. (তা সত্ত্বেও) তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা বলেছে, (এগুলো হচ্ছে) পাগল ব্যক্তির শেখানো কতিপয় বুলি মাত্র!	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾
১৫. আমি (যদি) কিছু সময়ের জন্যে আযাব সরিয়েও দেই (তাতে কি লাভ?) তোমরা তো নিসন্দেহে আবারও তাই করবে।	إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
১৬. একদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবো।	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾
১৭. এদের আগে আমি ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছি, তাদের কাছে আমার একজন সম্মানিত রসূল (মূসা) এসেছিলো,	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
১৮. (মূসা ফেরাউনকে বললো,) আল্লাহ তায়ালার (এই) বান্দাদের তোমরা আমার কাছে দিয়ে দাও; অবশ্যই আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত নবী,	أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾
১৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ করো না, অবশ্যই আমি (নবুওতের) সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি;	وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾
২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি,	وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾
২১. যদি তোমরা আমার ওপর ঈমান না আনো তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।	وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾
২২. অতপর সে তার মালিকের কাছে দোয়া করলো (হে আমার রব), এরা হচ্ছে একটি না-ফরমান জাতি (তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে মুক্তি দাও)।	فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. (আমি বললাম,) তুমি আমার বান্দাদের সাথে করে রাতে রাতেই (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো, (সাবধান থেকো, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে,	فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৪. সমুদ্রকে শান্ত রেখে তুমি (পার হয়ে) যেও; নিসন্দেহে তারা হবে (সমূদ্রে) নিমজ্জিত বাহিনী।	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. (যাবার সময়) ওরা নিজেদের পেছনে কতো উদ্যান, কতো ঝর্ণা ফেলে গেছে,	كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾
২৬. (ফেলে গেছে) কতো ক্ষেতের ফসল, কতো সুরম্য প্রাসাদ,	وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾
২৭. কতো (বিলাস) সামগ্রী, যাতে ওরা (সব সময়) নিমগ্ন থাকতো,	وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾
২৮. এভাবেই আমি আরেক জাতিকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।	كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. (এ ঘটনায়) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম কান্নাকাটি করলো– না যমীন (কাঁদলো, আযাব আসার পর) তাদের তো কোনো অবকাশই দেয়া হলো না।	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলদের অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি–	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾
৩১. (উদ্ধার করেছি) ফেরাউন (ও তার গোলামীর শৃংখল) থেকে, অবশ্যই সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।	مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾
৩২. অবশ্যই আমি জ্ঞানের ওপর তাদের (জাতি বনী ইসরাঈলদের) দুনিয়ার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি,	وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আমি তাদের (এমন কতিপয়) নিদর্শন দিয়েছি, যাতে (তাদের জন্যে) সুস্পষ্ট পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।	وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. অবশ্যই এ (মূর্খ) লোকেরা বলতো–	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু, আমরা (আর) কখনো পুনরুত্থিত হবো না।	إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾
৩৬. (তারা আরো বলতো) তোমরা যদি (পুনরুত্থান সম্পর্কে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে উঠিয়ে) নিয়ে এসো!	فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. (শক্তি সামর্থের দিক থেকে) কি তারা বড়ো, না 'তুব্বা' জাতি ও তাদের আগে যারা ছিলো তারা (বড়ো); আমি তাদের (মতো শক্তিশালীদেরও) ধ্বংস করে দিয়েছি, (কেননা) তারা ছিলো না-ফরমান জাতি।	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

১ রুকু

৩৮. আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই খেল তামাশাচ্ছলে পয়দা করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿৩৮﴾
৩৯. এগুলো আমি যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সম্পর্কে) জানে না।	مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৩৯﴾
৪০. অবশ্যই এদের (সবার পুনরুত্থান ও) বিচার ফয়সালার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿৪০﴾
৪১. সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের (সেদিন কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!	يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿৪১﴾
৪২. অবশ্য যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (তার কথা আলাদা); নিসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, দয়ালু।	اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿৪২﴾
৪৩. নিসন্দেহে (জাহান্নামে) যাক্কুম (নামের একটি) গাছ থাকবে,	اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿৪৩﴾
৪৪. (তা হবে) পাপীদের (জন্যে সেখানকার) খাদ্য,	طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿৪৪﴾
৪৫. গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে,	كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿৪৫﴾
৪৬. (তা হবে) ফুটন্ত গরম পানির মতো!	كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿৪৬﴾
৪৭. (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) ধরো একে– অতপর হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও,	خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاۗءِ الْجَحِيْمِ ﴿৪৭﴾
৪৮. তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও;	ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿৪৮﴾
৪৯. (তাকে বলা হবে, আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো, তুমি অবশ্যই ছিলে শক্তিশালী একজন অভিজাত মানুষ!	ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿৪৯﴾
৫০. এ (শাস্তি) সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলোই) ছিলে বেশী সন্দিহান!	اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿৫০﴾
৫১. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু লোকেরা নিরাপদ (অনাবিল) শান্তির জায়গায় থাকবে,	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿৫১﴾
৫২. (থাকবে মনোরম) উদ্যানে ও (অমিয়) ঝর্ণাধারায়,	فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿৫২﴾
৫৩. মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামনাসামনি হয়ে বসবে,	يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿৫৩﴾

২ রুকু

৫৪. এমনই হবে (তাদের পুরস্কার, উপরন্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলোচনা (পরমা সুন্দরী) হুর;	كَذٰلِكَ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল ফলারির অর্ডার দিতে থাকবে,	يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের রব) তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন,	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. (হে নবী, এ হচ্ছে মোমেনদের প্রতি) তোমার মালিকের দয়া অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য।	فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾
৫৮. (হে নবী), আমি এ (কোরআন)-কে তোমার (মাতৃ)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. সুতরাং তুমি (এদের পরিণাম দেখার জন্যে) অপেক্ষা করতে থাকো, আর ওরা তো প্রতীক্ষা করেই যাচ্ছে!	فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৩ রুকু

আয়াত ৩৭
রুকু ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল জাছিয়া
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,	حٰمٓ ﴿١﴾
২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. নিসন্দেহে আকাশমালা ও যমীনে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানার অগণিত) নিদর্শন রয়েছে;	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং যমীনে বিচরণশীল জীবজন্তুর মাঝেও, যাদের তিনি (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।	وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. (নিদর্শন রয়েছে) রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে, যে রেযেক আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পাঠান, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলেন (তার মাঝেও! এ) বায়ুর পরিবর্তনেও (তাঁর কুদরতের) নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা (গবেষণা) করে।	وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি,	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ

অতপর (তুমি কি বলতে পারো) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর এ নিদর্শনের পর আর কোন্ কথার ওপর তারা ঈমান আনবে?	فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰهِ وَاٰیٰتِهٖ یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۶﴾
৭. দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্যে,	وَیۡلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِیۡمٍ ﴿۷﴾
৮. আল্লাহ তায়ালার আয়াত যখন তার ওপর তেলাওয়াত করা হয় তখন সে (তা) শোনে, (কিন্তু) একটু পরেই সে অহংকারী হয়ে এমনভাবে জেদ ধরে যেন সে তা শুনতেই পায়নি, সুতরাং তুমি তাকে এক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও!	یَّسۡمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُتۡلٰی عَلَیۡهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۸﴾
৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে একে পরিহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে; এমন ধরনের লোকদের জন্যে অপমানজনক আযাব রয়েছে;	وَاِذَا عَلِمَ مِنۡ اٰیٰتِنَا شَیۡئَا ۨ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ﴿۹﴾
১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেসব জিনিস যা তারা (দুনিয়া থেকে) অর্জন করে এনেছে তা তাদের কোনো কাজেই এলো না, না সেসব (মাবুদ তাদের কোনো কাজে এলো)– যাদের তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (নিজেদের) অভিভাবক বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সবার জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠোর শাস্তি;	مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا یُغۡنِیۡ عَنۡهُمۡ مَّا كَسَبُوۡا شَیۡئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِیَآءَ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۰﴾
১১. এ (কোরআন) হচ্ছে (সম্পূর্ণত) হেদায়াত, (তা সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে অতিশয় নিকৃষ্ট ও কঠোরতর আযাব রয়েছে।	هٰذَا هُدًی ۚ وَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِیۡمٌ ﴿۱۱﴾
১২. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমূহে (আরোহণ করে) তাতে চলতে পারো, এবং এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (এজন্যে) তাঁর শোকর আদায় করবে,	اَللّٰهُ الَّذِیۡ سَخَّرَ لَكُمُ الۡبَحۡرَ لِتَجۡرِیَ الۡفُلۡكُ فِیۡهِ بِاَمۡرِهٖ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۱۲﴾
১৩. (একইভাবে) তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।	وَسَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا مِّنۡهُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۱۳﴾
১৪. (হে নবী,) ঈমানদারদের তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার (অমোঘ বিচারের) দিনগুলো থেকে কিছুই আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা এ (বিশেষ) দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে (পরকালে) পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন।	قُلۡ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا یَغۡفِرُوۡا لِلَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجۡزِیَ قَوۡمًا بِمَا كَانُوۡا یَكۡسِبُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১ রুকু

মَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

১৫. (তোমাদের মাঝে) কেউ যদি কোনো নেক কাজ করে, তা সে করে তার নিজের ভালোর জন্যেই, (আবার) কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে, তার (প্রতিফল কিন্তু) তার ওপরই (পড়বে) অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, রাষ্ট্রক্ষমতা ও নবুওত দান করেছিলাম, আমি তাদের উৎকৃষ্ট রেযেক দিয়েছিলাম, (এসব কিছুর মাধ্যমে) আমি তাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম,

وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

১৭. দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের বিশদভাবে দান করেছি, অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে (তা তারা করেছে) তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর, (করেছে) তাদের পারস্পরিক জেদের কারণে; (হে নবী,) কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমার মালিক তাদের মধ্যে সেসব (বিষয়ের) ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করেছে।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না; যালেমরা অবশ্যই একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেযগার লোকদের (আসল) বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)।

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্যে তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

২১. যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে, আমি কি তাদের (পরিণতি) সে লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জীবন ও তাদের মরণও কি একই ধরণের হবে? কতো নিম্নমানের ধারণা পোষণ করছে এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)!

২ রুকু

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

২২. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন,

وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

যাতে করে (এ দু'য়ের মাঝে বসবাসরত) প্রতিটি বাসিন্দার কাজ কর্মের ঠিক ঠিক বিনিময় দেয়া যেতে পারে, (কেয়ামতের দিন) তাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছো– যে নিজের খেয়াল খুশীকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন, তার চোখে তিনি পর্দা এঁটে দিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার পর কে পথনির্দেশ দেবে? তারপরও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এ (মূর্খ) লোকেরা এও বলে, এ দুনিয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো জীবনই নেই, আমরা (এখানেই) মরি বাঁচি, কালের আবর্তন ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধ্বংসও করেনা। (মূলত) এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই, এরা শুধু আন্দায অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন এদের কাছে আমার (কিতাবের) সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয়– তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তারা বলে, তোমরা যদি (মৃত্যুপরবর্তী জীবনের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) জানে না।

৩ রুকু

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আকাশমন্ডলী ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এ বাতিলপন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. (হে নবী, সেদিন) তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে (মহাবিচারকের সামনে) তারা ভয়ে আতংকে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেয়া হবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার (যথাযথ) প্রতিফল দেয়া হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. (বলা হবে) এ হচ্ছে আমার (কাছে সংরক্ষিত তোমাদের) নথিপত্র, যা তোমাদের (কর্মকান্ডের) ওপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে; তোমরা যখন যা করতে আমি তা লিখে রাখছিলাম।

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, (আজ) তাদের রব তাদের তাঁর অনুগ্রহে (জান্নাতে) দাখিল করাবেন; আর এটাই হবে (সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۰﴾
৩১. অপরদিকে যারা কুফরী অবলম্বন করেছে (আমি তাদের বলবো), তোমাদের সামনে কখনো কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হতো না? অতপর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, (মূলত) তোমরা ছিলে নাফরমান জাতি!	وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۣ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. যখন (তোমাদের) বলা হতো, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত (সংঘটিত হবে) এর মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (অহংকার করে) বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত (আবার) কি, আমরা (এ ব্যাপারে) আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, আমরা (তাতে) বিশ্বাসীও নই!	وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. (সেদিন) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে– যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াতো।	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. বলা হবে, আজ আমি তোমাদের (সেভাবে) ভুলে যাবো, যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এ দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন, (এখানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।	وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. এটা এ কারণে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের সেখান থেকে বের করা হবে না– না (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۳۵﴾
৩৬. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহের রব, তিনি যমীনের রব, তিনি রব গোটা সৃষ্টিকুলের!	فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. আকাশমন্ডলী এবং যমীনের সব গৌরব মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۷﴾

৪ রুকু

পারা ২৬

আয়াত ৩৫
রুকু ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

সূরা আল আহকাফ
মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. হা, মী-ম,	حٰمٓ ۚ ﴿١﴾
২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, (তিনি) মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. আকাশমন্ডলী, যমীন ও তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলো আমি যথাযথ (লক্ষ্য) ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং (আমি এগুলোকে) এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (পয়দা করেছি), (কিন্তু) যারা অস্বীকার করে– তারা যে যে জিনিস দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।	مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾
৪. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি কখনো (ভেবে) দেখেছো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছো– আমাকে একটু দেখাও তো, তারা এ যমীনের কোনো অংশও কি বানিয়েছে, অথবা এ আকাশমন্ডলী বানানোর কাজে তাদের কি কোনো অংশ আছে? এর আগের কিতাবপত্র কিংবা সে সূত্র ধরে চলে আসা জ্ঞানের (অন্য) কোনো অবশিষ্ট প্রমাণ (যদি তোমাদের হাতে মজুদ থাকে,) তাহলে তাও এনে আমাকে দাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾
৫. তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কেয়ামত পর্যন্ত (ডাকলেও) তার ডাকে সাড়া দেবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।	وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاۗىِٕهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. যখন গোটা মানব জাতিকে জড়ো করা হবে, তখন এরা তাদের দুশমনে পরিণত হয়ে যাবে এবং এরা তাদের এবাদাতকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে।	وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاۗءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾
৭. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়– (তখন) কাফেররা সে সত্য সম্পর্কে বলে, যা (ইতিমধ্যেই) তাদের সামনে এসে গেছে– এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾
৮. তারা কি একথা বলে যে, সে (রসূল) নিজেই তা বানিয়ে নিয়েছে; তুমি তাদের বলো, সত্যিই যদি এমন কিছু আমি (আল্লাহর নামে) বানিয়ে পেশ করি, তাহলে আল্লাহ (-র ক্রোধ) থেকে আমার (বাঁচানোর) জন্যে তোমরা তো কোনো ক্ষমতাই রাখো না; তিনি ভালো করেই জানেন তোমরা তার মধ্যে কি কি কথা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বলছো	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ

এবং তোমাদের ও আমার মাঝে (কে কথা বানাচ্ছে; এ কথার) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট; আর তিনি একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٨﴾
৯. তুমি বলো, রসূলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۭ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٩﴾
১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, এ (মহাগ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহর কাছ থেকে (নাযিল) হয়ে থাকে এবং তোমরা যদি তা অস্বীকার করো (তাহলে এর পরিণাম কি হবে)– এবং এর ওপর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী যেখানে সাক্ষ্য প্রদান করে তার ওপর ঈমানও এনেছে, (তারপরও) তোমরা অহংকার করলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ عَلٰي مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, যদি (ঈমান আনার মাঝে) সত্যিই কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে (সমাজের সাধারণ মানুষরা) আমাদের আগে তার দিকে এগিয়ে যেতো না, যেহেতু এরা নিজেরা কখনো পথের কোনো দিশা পায়নি, তাই অচিরেই তারা বলতে শুরু করবে, এ তো হচ্ছে একটি পুরনো (ও মিথ্যা) অপবাদ!	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۭ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. এর আগে (মানুষদের) পথপ্রদর্শক ও (আল্লাহর) রহমত হিসেবে মূসার কিতাব (তাদের কাছে মজুদ) ছিলো; আর এ কিতাব তো (পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যতা স্বীকার করে, (এটা এসেছে) আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘনকারীদের সাবধান করা এবং ন্যায়বানদের জন্যে সুসংবাদ হতে পারে।	وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ڰ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾
১৩. অবশ্যই যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের রব, অতপর তারা (এর ওপর) অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জন্যে কোনো ভয় শংকা নেই এবং তাদের (কখনো) উদ্বিগ্নও হতে হবে না,	اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।	اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; (কেননা) তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে	وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ

১ রুকু

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

(এভাবে) তার গর্ভধারণ ও (জন্মের পর) তাকে দুধ পান করানোর সময় হচ্ছে তিরিশ মাস; অতপর সে তার পূর্ণ শক্তি (অর্জনের বয়স) পর্যন্ত পৌঁছায় এবং (একদিন) সে চল্লিশ বছরে এসে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, এবার তুমি আমাকে সামর্থ দাও– তুমি আমার ওপর (শুরু থেকে) যেসব অনুগ্রহ করে এসেছো এবং আমার পিতা মাতার ওপর যে অনুগ্রহ তুমি করেছো, আমি যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, (সর্বোপরি) আমি যেন (এমন সব) ভালো কাজ করতে পারি যার ফলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও তুমি সংশোধন এনে দাও; অবশ্যই আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি, অবশ্যই আমি তোমার অনুগত বান্দাদের একজন।

اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা (দুনিয়ায়) যেসব ভালো কাজ করে তাদের কাছ থেকে তা আমি (যথাযথভাবে) গ্রহণ করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো আমি উপেক্ষা করি, (এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত,) এদের কাছে প্রদত্ত (আল্লাহর) ওয়াদা, যা সত্য প্রমাণিত হবে।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ڰ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ښ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা,) যে ব্যক্তি (নিজ) পিতা মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা কি আমাকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করে আনা হবে, অথচ আমার আগে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদের একজনকেও কবর থেকে বের করে আনা হয়নি, এ কথা শুনে) পিতা মাতা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং (সন্তানকে) বলে, ওহে, তোমার দুর্ভোগ হোক! (তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য (তারপরও) সে হতভাগা বলে, (হাঁ, তোমাদের) এসব কথা তো অতীতকালের কিছু উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়!

اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর মানুষ ও জ্বিনদের পূর্ববর্তী দলের মতো (আল্লাহর) শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, এরা তাদের দলে শামিল হয়ে যাবে, আর এরা হচ্ছে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. (এদের) প্রত্যেকের জন্যেই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী (মান) মর্যাদা রয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবেন, আর তাদের ওপর (সেদিন কোনো) অবিচার করা হবে না।

২০. যেদিন কাফেরদের (জাহান্নামের) আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); তোমরা তো তোমাদের (ভাগের) যাবতীয় নেয়ামত (দুনিয়াতেই) বিনষ্ট করে এসেছো এবং তোমাদের পার্থিব জীবনে তা দিয়ে (নানা) ফায়দাও তোমরা হাসিল করে নিয়েছো, আজ তোমাদের এক চরম অপমানকর আযাব দেয়া হবে, আর তা হচ্ছে (আল্লাহর) যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং (আল্লাহর সাথে) তোমাদের বিদ্রোহমূলক কাজের শাস্তি।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾ ع

২ রুকু

২১. হে নবী, (এদের) তুমি আ'দ (সম্প্রদায়)-এর ভাই (হুদ নবী)-র কাহিনী শোনাও; যে 'আহকাফ' উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখিয়েছিলো, তার আগে পরে আরো বহু সতর্ককারী (নবী) এসেছিলো, (তাদের মতো) সেও বলেছিলো (হে মানুষ), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না; আমি অবশ্যই তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ط اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২২. তারা বললো, আমাদের মাবুদদের বন্দেগী থেকে আমাদের ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো? যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সেই আযাব নিয়ে এসো যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিচ্ছো।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. সে বললো, সব জ্ঞান তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছেই, আমি তো শুধু সে কথাটুকুই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই- (ঠিক) যেটুকু দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমরা হচ্ছো এক নির্বোধ জাতি।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ زصلے وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. অতপর যখন তারা দেখতে পেলো, (বড়ো) একটি মেঘখন্ড তাদের জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা (সমস্বরে) বলে ওঠলো, এ তো এক খন্ড মেঘ মাত্র! (সম্ভবত) আমাদের ওপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে; (হুদ বললো, না,) এ হচ্ছে সে (আযাব), যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, (মূলত) এ হচ্ছে এক (প্রলয়ংকরী) ঝড়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لا قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫. এ (ঝড়) তার মালিকের নির্দেশে সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে, তারপর তাদের অবস্থা (সত্যিই) এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ী (ও তার ধ্বংসলীলা) ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না; আমি এভাবেই অপরাধী জাতিসমূহকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

↓ ৭খ

২৬. (এ যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে) তাদের যা যা আমি দিয়েছিলাম তা (অনেক কিছুই) তোমাদের দেইনি; (শোনার জন্যে) আমি তাদের কান, (দেখার জন্যে) চোখ ও (অনুধাবনের জন্য) হৃদয় দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাদের সে কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনোই কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকলো, যে (আযাবের) বিষয় নিয়ে তারা হাসি তামাশা করতো, একদিন সত্যি সত্যিই তা তাদের ওপর এসে পড়লো।

৩ রুকু

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿২৬﴾

২৭. তোমাদের চারপাশের অনেকগুলো জনপদকে আমি (এ কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি (ওদের কাছে) আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿২৭﴾

২৮. তারা কেন (সেদিন) তাদের সাহায্য করতে পারলো না, যাদের তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নৈকট্য হাসিলের জন্যে 'মাবুদ' বানিয়ে নিয়েছিলো; বরং (আযাব দেখে) তারাও তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো, (মূলত) এ হচ্ছে তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) তাদের মিথ্যা ও যাবতীয় অলীক ধারণা, যা তারা পোষণ করতো!

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿২৮﴾

২৯. যখন একদল জ্বিনকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (তোমার) কোরআন (পাঠ) শুনছিলো, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগলো, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতপর যখন (কোরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেলো তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেলো।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿২৯﴾

৩০. তারা বললো, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (ও তার তেলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿৩০﴾

৩১. হে আমাদের জাতি, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো, (তাহলে) তিনি তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿৩১﴾

৩২. আর যদি কেউ আল্লাহর পথের এ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় (তবে তার জানা উচিত),

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
এ যমীনে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেয়ার কোনো রকম ক্ষমতাই সে রাখে না, (বরং) এ আচরণের জন্যে সে (আল্লাহর কাছে) তার কোনোই সাহায্যকারী পাবে না; এ ধরনের লোকেরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।	فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٣٢
৩৩. এরা কি এটা বুঝতে পারে না যে, যে মহান আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সব কিছুর সৃষ্টি যাঁকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি মৃতকে পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম নন? হাঁ, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান!	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣
৩৪. সেসব কাফেরদের যখন (জ্বলন্ত) আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে; আযাবের) এ (প্রতিশ্রুতি) কি সত্য (ছিলো?) তারা বলবে, হাঁ আমাদের মালিকের শপথ (এটা অবশ্যই সত্য); আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এবার (তোমরা) শাস্তি উপভোগ করো, (এ হচ্ছে সে আযাব) যাকে তোমরা অস্বীকার করতে!	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤
৩৫. অতপর (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো– (ঠিক) যেমন করে ধৈর্য ধারণ করেছিলো আমার (আগের) নবীরা, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কখনো তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে– যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে কি সেদিন ধ্বংস করা হবে?	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ٣٥

৪ রুকু

সূরা মোহাম্মদ
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৩৮
রুকু ৪

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (সব) কর্মই বিনষ্ট করে দেবেন।	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١
২. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, মোহাম্মদ-এর ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে যা একান্তভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩. (এগুলো) এ জন্যে যে, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তারা মূলত মিথ্যারই অনুসরণ করে, (অপর দিকে) যারা ঈমান আনে তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্যের অনুসরণ করে; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿৩﴾
৪. (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা যখন কাফেরদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে রাখো, এরপর বন্দীদের মুক্ত করবে– না তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে (এটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার), তবে যতোক্ষণ যুদ্ধ তার (অস্ত্রের) বোঝা ফেলে না দেবে (ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও অস্ত্র সংবরণ করো না), অথচ আল্লাহ তায়ালা এটা চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজয়ের শাস্তি দিতে পারতেন, তিনি একদলকে দিয়ে আরেক দলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন; যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তিনি তাদের কর্ম কখনো বিনষ্ট করবেন না।	فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۠ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿৪﴾
৫. তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের (সার্বিক) অবস্থাও তিনি শুধরে দেবেন,	سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ ﴿৫﴾
৬. তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে (আগেই) করিয়ে রেখেছেন।	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿৬﴾
৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও (দুনিয়া আখেরাতে) তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায়) তিনি তোমাদের পা-সমূহকে মযবুত রাখবেন।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿৭﴾
৮. যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চিত ধ্বংস, তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿৮﴾
৯. এটা (এ জন্যে যে,)– আল্লাহ তায়ালা (তাদের জন্যে) যা কিছু পাঠিয়েছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনিও তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿৯﴾
১০. এ লোকগুলো কি (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করে দেখতে পারে না যে, (বিদ্রোহের পরিণামে) তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি অবস্থা হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ধ্বংস (-কর আযাব) পাঠিয়েছেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যেও সেই একই ধরনের (আযাব) রয়েছে।	اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿১০﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১১. এটা (এ জন্যে)– যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে– আল্লাহই হন তাদের (একমাত্র) রক্ষক, (প্রকারান্তরে) যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের (কোথাও) কোনো সাহায্যকারী থাকে না।	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾
১২. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহর তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে; অপরদিকে যারা কুফরী করেছে তারা জীবনের ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, জন্তু জানোয়ারদের মতো তারা নিজেদের উদর পূর্তি করে, (পরিশেষে) জাহান্নামই হবে তাদের (চূড়ান্ত) নিবাস!	اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾
১৩. (হে নবী,) তোমার (এই) জনপদ– যারা (এক সময়) তোমাকে বের করে দিয়েছিলো, তার চাইতে অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ ছিলো, সেগুলোকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, (সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারীই ছিলো না।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾
১৪. যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের ওপর রয়েছে, তার সাথে এমন ব্যক্তির তুলনা কি ভাবে হবে যার (চোখে তার) মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।	اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾
১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে; সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, পানকারীদের জন্যে রয়েছে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব ধরনের ফলমূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো– যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۗ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা তোমার দিকে কান পাতে, কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে বাইরে যায় তখন যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এমন সব লোকদের কাছে এসে বলে– 'এ মাত্র কি (যেন) বললো লোকটি?' (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং (এ কারণেই) এরা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۣ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾
১৭. যারা সৎপথে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (এই) সৎপথে চলা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদের (অন্তরে) তিনি তাঁর ভয় দান করেন।	وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১ রুকু

১৮. হঠাৎ করে কেয়ামতের ক্ষণ তাদের ওপর এসে পড়ুক তারা কি সে অপেক্ষায় দিন গুনছে? অথচ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, আর একবার যখন কেয়ামত এসে পড়বে তখন তারা কিভাবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে!	فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿১৮﴾
১৯. অতপর তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কাছেই তুমি নিজের ভুলক্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার সাথী) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের গতিবিধির খবর রাখেন, (তেমনি তিনি) তোমাদের নিবাস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন!	فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿১৯﴾
২০. যারা ঈমান এনেছে তারা (অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই) বলে, কতো ভালো হতো যদি (আমাদের প্রতি জেহাদের আদেশ সম্বলিত) কোনো সূরা নাযিল করা হতো, অতপর (সত্যি সত্যিই) যখন সেই (যুদ্ধের আদেশ সম্বলিত সূরাটি নাযিল করা হলো, তখন যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে (তারা এটা শুনে) তোমার দিকে মৃত্যুর ভয় ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো; তাদের জন্যেই রয়েছে শোচনীয় পরিণাম,	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿২০﴾
২১. (অথচ প্রদত্ত) আদেশের আনুগত্য করা এবং সুন্দর কথা বলাই (ছিলো তাদের কর্তব্য।) যখন (জেহাদের) সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন তাদের জন্যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করাই ছিলো উত্তম,	طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿২১﴾
২২. তোমাদের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কি প্রত্যাশা করা যাবে যে, তোমরা (একবার) যদি (এখানে) শাসন ক্ষমতায় বসতে পারো তাহলে (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।	فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ﴿২২﴾
২৩. এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, তিনি তাদের বোবা করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কথা বলতে পারে না) এবং তাদের তিনি অন্ধ করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কি তা দেখতেও পায় না)।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿২৩﴾
২৪. তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমূহের ওপর তালা (ঝুলে) আছে।	اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿২৪﴾
২৫. যাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের (মন্দ কাজগুলো) শোভনীয় করে দেয় এবং তাদের নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে।	اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿২৫﴾

২ রুকু

২৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না– এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তায়ালা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾
২৭. কেমন হবে (সেদিনটি)– যেদিন (আল্লাহর) ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানতে হানতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে।	فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾
২৮. এটা এ জন্যে যে, তারা এমন সব পথের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছে, তাঁর সন্তুষ্টি তারা কখনো পছন্দ করেনি, এ কারণেই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾
২৯. যেসব মানুষের মনে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তারা কি এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিদ্বেষজনিত আচরণ (অন্যদের সামনে) বের করে দেবেন না!	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾
৩০. আমি তো ইচ্ছা করলেই তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারি, অতপর তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে, তুমি তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তাদের অবশ্যই চিনে নিতে পারবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।	وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾
৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করে যাবো– যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো যে, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথের) মোজাহেদ– আর কে (জেহাদের ময়দানে) ধৈর্য ধারণকারী এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর যাচাই বাছাই করে না নেবো।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾
৩২. যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও যারা (আল্লাহর) রসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না; আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে (মানুষ), যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিনষ্ট করো না।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে,	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৩ রুকু

ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

অতপর এ কাফের অবস্থায়ই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আল্লাহ তায়ালা এসব লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতএব তোমরা কখনো হতোদ্যম হয়ো না এবং (গায়ে পড়ে কাফেরদের) সন্ধির দিকে ডেকো না, (কেননা) বিজয়ী তো তোমরাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৬. অবশ্যই এ দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও হাসি তামাশামাত্র, (এতে মত্ত না হয়ে) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো এবং (সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে) ভয় করো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের (যথার্থ) বিনিময় প্রদান করবেন, (এর বদলে) তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কোনো) ধন সম্পদ চাইবেন না।

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৭. যদি (কখনো) তিনি (তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে) তোমাদের ধন-সম্পদ (-এর কিছু অংশ) দাবী করেন এবং এর জন্যে তিনি যদি তোমাদের ওপর প্রবল চাপও প্রদান করেন, তাহলেও তোমরা তা দিতে গিয়ে কার্পণ্য করবে, (এক সময়) তোমাদের বিদ্বেষ (-জনিত আচরণ)-গুলো তিনি বের করে দেবেন।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৮. হাঁ, এ হচ্ছো তোমরা! তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে, (আর এখনই) তোমাদের একদল লোক কার্পণ্য করতে শুরু করলে, অথচ যারা কার্পণ্য করে তারা (প্রকারান্তরে) নিজেদের সাথেই কার্পণ্য করে; কারণ আল্লাহ তায়ালা (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজনমুক্ত এবং তোমরাই হচ্ছো অভাবগ্রস্ত, (এরপরও) যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য (কোনো) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতপর তারা (কখনো) তোমাদের মতো হবে না।

৪ রুকু

সূরা আল ফাতাহ

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৯
রুকু ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿١﴾

১. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি,

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾

২. যাতে করে (এর দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমার আগে পরের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর তাঁর (যাবতীয়) অনুদানও তিনি পূরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সরল অবিচল পথে পরিচালিত করতে পারেন,

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾

৩. আর (এ ঘটনার মধ্য দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বড়ো রকমের একটা সাহায্যও করবেন।

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ঈমানদারদের মনে গভীর প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে করে তাদের (বাইরের) ঈমান তাদের (ভেতরের) ঈমানের সাথে মিলে তা আরও বৃদ্ধি পায়; (আসলে) আসমান যমীনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময়	هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾
৫. (এর মাধ্যমে) তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক (স্থায়ী) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, তিনি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; আর আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের) এটা হচ্ছে মহাসাফল্য,	لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٥﴾
৬. (এর দ্বারা) তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, (আল্লাহর সাথে) যারা শেরেক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরো যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানাবিধ খারাপ ধারণা পোষণ করে– তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন; (আসলে) খারাপ পরিণাম তো ওদের চারদিক থেকে ঘিরেই আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর গযব পাঠিয়েছেন, তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর তাদের জন্যে তিনি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন; আর জাহান্নাম (হচ্ছে একটি) নিকৃষ্ট ঠিকানা!	وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٦﴾
৭. আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٧﴾
৮. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে (মানুষের কাছে) সত্যের সাক্ষী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি,	اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٨﴾
৯. যাতে করে তোমরা আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর ঈমান আনো, (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসেবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।	لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٩﴾
১০. নিসন্দেহে যারা (আজ) তোমার কাছে বায়াত করছে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করলো; (কেননা) আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর, তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভংগ করে তাহলে এর (ভয়াবহ) পরিণাম তার নিজের ওপরই এসে পড়বে, আর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٠﴾ ع ১ রুকু

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (১১)

১১. বেদুঈনদের যেসব লোক (তোমার সাথে যোগ না দিয়ে) পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে (হে নবী), আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব তুমি আমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, (হে নবী, তুমি এদের কথায় প্রতারিত হয়ো না), এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই; বরং তুমি (এদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে; বরং তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ صلے وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا (১২)

১২. তোমরা মনে করেছিলে, রসূল ও (তাঁর সাথী) মোমেনরা কোনো দিনই (এ অভিযান থেকে) নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে (জীবিত) ফিরে আসতে পারবে না, আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিলো এবং তোমরা (তাদের সম্পর্কে) খুব খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ জাতি!

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا (১৩)

১৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর কখনো বিশ্বাস করেনি, আমি অবশ্যই (সে) অবিশ্বাসীদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (১৪)

১৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব (এককভাবে) আল্লাহর জন্যে (নির্দিষ্ট, অতএব); তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন; আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের প্রতি) একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ج يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ط قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (১৫)

১৫. (অতপর) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাসিল করতে যাবে তখন পেছনে পড়ে থাকা এ লোকগুলো (তোমাকে) বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও, (এভাবে) তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়; তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই (এখন) আমাদের সাথে চলতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা তো আগেই তোমাদের ব্যাপারে অনুরূপ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, (একথা শুনে) তারা বলবে, তোমরা আসলে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো, কিন্তু এ লোকগুলো বুঝে নিতান্ত কম।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ

১৬. পেছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুঈনদের তুমি (আরো) বলো, অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে

বাংলা অনুবাদ	আরবি
অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, (তোমরা যদি) এ নির্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন, আর তোমরা যদি তখনও আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তাহলে জেনে রেখো, তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন।	أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾
১৭. (তবে) অন্ধ লোকের ওপর কোনো গুনাহ নেই– না আছে কোনো গুনাহ পংগু কিংবা রুগ্ন ব্যক্তির ওপর, (জেহাদের ময়দানে না এলে) এদের কোনো গুনাহ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।	لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ (২ রুকু)
১৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন গাছের নীচে বসে তোমার হাতে (আনুগত্যের) বায়াত করছিলো, (তখন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের ওপর) সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাদের মনের (উদ্বেগজনিত) অবস্থার কথা ভালো করেই জানতেন, তাই তিনি (তা দূর করার জন্যে) তাদের ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন,	لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾
১৯. (তাদের জন্যে আরো রয়েছে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে; আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾
২০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (আগামীতেও) তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে; এরপর তিনি এ (বিজয়)-কে তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছেন এবং মানুষদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত করেছেন যাতে করে এটা মোমেনদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) একটা নিদর্শন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন,	وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ۖ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾
২১. এছাড়াও অনেক (সম্পদ) রয়েছে, যার ওপর এখনও তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি; (আসমান যমীনের সমুদয় সম্পদ,) তা তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।	وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾
২২. (সেদিন) যদি কাফেররা তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতো, অতপর তারা কোনো সাহায্যকারী ও বন্ধু পেতো না।	وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا (২৩)

২৩. (এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, যা আগে থেকে (একই ধারায়) চলে আসছে, তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার নিয়মের কোনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

وَهُوَ الَّذِیْ كَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَاَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا (২৪)

২৪. (তিনিই মহান আল্লাহ,) যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের ওপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয়দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন; আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছিলেন।

هُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْكُوْفًا اَنْ یَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِیْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ لِیُدْخِلَ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَیَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا (২৫)

২৫. তারা হচ্ছে সেসব (অপরাধী) মানুষ, যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে এবং (আল্লাহর ঘর) মাসজিদে হারাম (-এর তাওয়াফ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর পশুগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিয়েছে; যদি (সেদিন মক্কা নগরীতে) এমন সব মোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না করতো– যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না, (তাছাড়া যদি এ আশংকাও না থাকতো, একান্ত অজান্তে) তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এ জন্যে তোমরা (পরে হয়তো) অনুতপ্তও হবে (তাহলে এ যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না– যুদ্ধ তো এ কারণেই বন্ধ করা হয়েছিলো), এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন, যদি (সেদিন) তারা (কাফেরদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতো তাহলে (মক্কায় অবশিষ্ট) যারা কাফের ছিলো তাদের আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتَهٗ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَعَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا (২৬)

২৬. যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের ঔদ্ধত্য জমিয়ে নিয়েছিলো, তখন (তাদের মোকাবেলায়) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর ও (তাঁর সাথী) মোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন এবং (এ অবস্থায়ও) তিনি (আল্লাহকে) ভয় করে চলার (নীতির) ওপর তাদের কায়েম রাখলেন, (মূলত) তারাই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন।

রুকু ৩

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْیَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ ۙ مُحَلِّقِیْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِیْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِیْبًا (২৭)

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, (রসূল স্বপ্নে দেখেছিলো, একদিন) অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নিরাপদে 'মাসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ (তখন) থাকবে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় আবার কেউ থাকবে মাথার চুল কাটা অবস্থায়, তোমরা (তখন) আর কাউকে ভয় করবে না, (স্বপ্নের) এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিলো না, অতপর এ (বড়ো বিজয়) টা আসার আগেই তিনি তোমাদের আশু বিজয় দান করেছেন।

২৮. তিনিই হচ্ছেন মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।	هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۟ؕ ﴿٢٨﴾
২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসূল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সাজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও (এ আনুগত্যের) সাজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের এ উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ– যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট্ট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ۫ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

৪ রুকু

সূরা আল হুজুরাত
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১৮
রুকু ২

১. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে (কখনো) অগ্রণী হতে যেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾
২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়াযকে নবীর আওয়াযের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়ায ব্যবহার করো– নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াযে কথা বলো না, এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾
৩. যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের গলার আওয়ায নিম্নগামী করে রাখে,	اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের মন (মগয)-কে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন; এমন ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও অসীম পুরস্কার।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣
৪. (হে নবী,) যারা (সময় অসময়) তোমাকে তোমার কক্ষের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান রাখে না।	اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤
৫. যতোক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আসো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো, তাহলে এটা তাদের জন্যে হতো খুবই উত্তম; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥
৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি কোনো দুষ্ট (প্রকৃতির) লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরখ করে দেখবে, (কখনো যেন আবার এমন না হয়), না জেনে তোমরা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে, অতপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হলো!	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦
৭. তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রসূল মজুদ রয়েছে; (আর) সে যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় বিষয় করে দিয়েছেন; এ লোকগুলোই সঠিক পথের অনুসারী,	وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٧
৮. (আসলে এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার এক মহা অনুগ্রহ ও নেয়ামত, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।	فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨
৯. মোমেনদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের এক দল যদি আরেক দলের ওপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই করো– যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হাঁ,) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।	وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩
১০. মোমেনরা (একে অপরের) ভাই, অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।	اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠ ع

১ রুকু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

১১. হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে (নিয়ে) কোনো উপহাস না করে, (কেননা) এমনও তো হতে পারে, (যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে) তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে অনেক ভালো, একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড়ো ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা যালেম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, কিছু কিছু অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে– (অবশ্যই) তোমরা এটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করো; আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করেন তিনি একান্ত দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৩. হে মানব সম্প্রদায়, অবশ্যই আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. (আরব) বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি; তুমি বলো, না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের রাজনৈতিক) বশ্যতা স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি; যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মফলের সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল, একান্ত দয়ালু।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

১৫. সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও তারা পোষণ করে না

وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

এবং তারা তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের 'দ্বীন' সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও; অথচ এই আকাশমন্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. এরা তোমার কাছে প্রতিদান চায় এ জন্যে, তারা (তোমার) বশ্যতা স্বীকার করেছে; তুমি (তাদের) বলো, তোমরা তোমাদের এ বশ্যতা স্বীকার করার প্রতিদান আমার কাছে চেয়ো না, বরং যদি তোমরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত (করে তোমাদের ধন্য) করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত আছেন, (এ যমীনে) তোমরা যা করো তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করেন।

২ রুকু

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪৫
রুকু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿۱﴾

১. ক্বা'ফ, মর্যাদাসম্পন্ন কোরআনের শপথ (অবশ্যই তুমি আল্লাহর রসূল),

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿۲﴾

২. (এ কথা অনুধাবন না করে) বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন সতর্ককারী (নবী) তাদের কাছে এলো, কাফেররা বলে, এ তো (আসলেই) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার,

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ﴿۳﴾

৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন আমাদের জীবন দেয়া), এ তো সত্যিই এক সুদূরপরাহত ব্যাপার!

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿۴﴾

৪. আমি জানি, (মৃত্যুর পর) তাদের (দেহ) থেকে কতোটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে, আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে (যেখানে এ সব বিবরণ) সংরক্ষিত রয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿۵﴾

৫. উপরন্তু এদের কাছে যখনি সত্য এসে হাযির হয়েছে, তখনি তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতপর তারা সংশয়ে দোদুল্যামান (থাকে)।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

৬. এ লোকগুলো কি কখনো তাদের ওপরে (ভাসমান) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে

মনযিল ৭

৩৮৮

বাংলা অনুবাদ	আরবি
তা আমি বানিয়ে রেখেছি এবং কিভাবে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি, কই, এর কোথাও তো কোনো ফাটল নেই!	بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦
৭. আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (নড়াচড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে) আমি তার মধ্যে মযবুত (অনড়) পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছি, আবার এ যমীনে আমি উদগত করেছি সব ধরনের চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ,	وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧
৮. প্রতিটি মানুষ– যে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে চায়, (এগুলো) তার চোখ খুলে দেবে এবং তাকে (আল্লাহর কথা) মনে করিয়ে দেবে।	تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨
৯. আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি পয়দা করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়;	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩
১০. (আরো পয়দা করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে,	وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠
১১. (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি; এমনি করেই (মৃত মানুষদের কবর থেকে) বেরিয়ে আসার ঘটনাও (সংঘটিত হবে)।	رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١
১২. এর আগেও নূহের জাতি, রাস্-এর অধিবাসী ও সামুদ জাতির লোকেরা (তাদের নবীদের) অস্বীকার করেছে,	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢
১৩. (অস্বীকার করেছে) আ'দ, ফেরাউন ও লূতের ভাই বন্ধুরাও,	وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣
১৪. বনের অধিবাসী এবং তুব্বা সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাই করেছে); এরা সবাই (আল্লাহর) রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর তাদের ওপর (আমার) প্রতিশ্রুত আযাব আপতিত হয়েছে।	وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤
১৫. আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়ে (এতোই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এরা আমার নতুন সৃষ্টি করার কাজে সন্দেহ পোষণ করছে!	اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٥
১৬. নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝١٦
১৭. (আমার এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) সেখানে আরো দু'জন (ফেরেশতা)– একজন তার ডানে আরেকজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে।	اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝١٧
১৮. (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না!	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝١٨

১ রুকু

↓ ১৮খ

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তটি (যখন) এসে হাযির হবে (তখন তাকে বলা হবে,) এ হচ্ছে সে (মুহূর্ত)-টা, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে!	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾
২০. অতপর (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে (তখন বলা হবে), এ হচ্ছে সেই (প্রতিশ্রুত) শাস্তির দিন!	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾
২১. (সেদিন) প্রতিটি মানুষ (আল্লাহর আদালতে এমনভাবে) হাযির হবে, তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সাথে একজন (ফেরেশতা) থাকবে, অপরজন হবে (তার যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ) সাক্ষী।	وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾
২২. (একজন বলবে, এ হচ্ছে সেদিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ) তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে প্রখর (সবকিছুই তুমি দেখতে পাবে)।	لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾
২৩. তার (অপর) সাথী (ফেরেশতা) বলবে (হে মালিক), এ হচ্ছে (আসামী, আর এ হচ্ছে) আমার কাছে রক্ষিত (তার জীবনের) নথিপত্র;	وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (অতপর উভয় ফেরেশতাকে বলা হবে,) তোমরা দু'জন মিলে (একে এবং এর সাথে) প্রতিটি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,	اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾
২৫. এরা ভালো কাজে বাধা দিতো, সীমালংঘনকারী (স্বয়ং আল্লাহর ব্যাপারেও) এরা সন্দেহ পোষণকারী, সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۙ ﴿٢٥﴾
২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।	الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
২৭. (এ সময়) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, হে আমাদের রব, আমি (কিন্তু) এ ব্যক্তিটিকে (তোমার) বিদ্রোহী বানাইনি, (বস্তুত) সে নিজেই (ঘোর) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।	قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ ۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এখন তোমরা আমার সামনে বাকবিতন্ডা করো না, আমি তো আগেই তোমাদের (এ দিনের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিয়েছিলাম।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾
২৯. আমার এখানে কোনো কথারই রদবদল হয় না, আমি বান্দাদের ব্যাপারে অবিচারক নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের আযাব দেবো)!	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾
৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে (লক্ষ্য করে বলবো, তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবে, (হে রব, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি?	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾
৩১. (অপরদিকে) জান্নাতকে মোত্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে, (সেদিন তাদের জন্যে তা) মোটেই দূরে থাকবে না।	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

২ রুকু

৩২. (বলা হবে,) এ হচ্ছে সে জায়গা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো, (এটি) এমন প্রতিটি মানুষের জন্যে, যে (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে এবং (তা) হেফাযত করে।	هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿৩২﴾
৩৩. (এবং তার জন্যেও) যে 'গায়ব' থেকে পরম দয়ালু (আল্লাহ)-কে ভয় করেছে এবং বিনয় চিত্তে (আল্লাহ তায়ালার কাছে) হাযির হয়েছে,	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿৩৩﴾
৩৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, হাঁ, আজ) তোমরা প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে (তোমাদের) অনন্ত যাত্রার দিন।	ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿৩৪﴾
৩৫. সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সবই থাকবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)।	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿৩৫﴾
৩৬. আমি তাদের আগেও অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি সামর্থে এদের চাইতে অনেক বড়ো, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো তারা চষে বেড়িয়েছে; কিন্তু (আল্লাহর আযাব থেকে তাদের) পলায়নের কোনো জায়গা কি ছিলো?	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ ۖ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿৩৬﴾
৩৭. এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যার (কাছে একটি জীবন্ত) মন রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) শুনতে চায়।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿৩৭﴾
৩৮. আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, (এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) কোনো ক্লান্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿৩৮﴾
৩৯. অতএব (হে নবী,) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো– সূর্য উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে,	فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿৩৯﴾
৪০. রাতের একাংশেও তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা করো এবং সাজদা আদায় করে (পুনরায়) তাঁর তাসবীহ পাঠ করো।	وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿৪০﴾
৪১. কান পেতে শোনো, যেদিন একজন আহ্বানকারী একান্ত কাছে থেকে (সবাইকে) ডাকতে থাকবে,	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿৪১﴾
৪২. সেদিন তারা কেয়ামতের মহাগর্জন ঠিকমতোই শুনতে পাবে; সে দিনটিই (হবে কবর থেকে) বের হবার দিন।	يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿৪২﴾
৪৩. আমিই (সবার) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই (সবার) প্রত্যাবর্তনস্থল।	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿৪৩﴾
৪৪. সেদিন তাদের ওপর থেকে (কবরের) মাটি ফেটে যাবে, মানুষরা (দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে) দৌড়াতে	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ

حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

থাকবে; (বলা হবে,) এ হচ্ছে হাশরের দিন, (মূলত) আমার জন্যে এটি (ঘটানো) একটি সহজ কাজ।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী,) এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি, (আসলে) তুমি তো তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার কেউ নও। অতপর এ কোরআন দিয়ে তুমি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দাও, যে (আমার) শাস্তিকে ভয় করে।

৩ রুকু

সূরা আয যারিয়াত
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৬০
রুকু ৩

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾

১. (ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ) বাতাসের শপথ, যা ধুলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়,

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾

২. (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোঝা বয়ে চলে,

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾

৩. (জলযানসমূহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে,

فَالْمُقَسِّمٰتِ أَمْرًا ﴿٤﴾

৪. ফেরেশতাদের শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে,

إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

৫. (কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যম্ভাবী) সত্য,

وَّإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

৬. অবশ্যই বিচারের দিনটি সংঘটিত হবে;

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾

৭. বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

إِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾

৮. অবশ্যই তোমরা (এ দিনটির ব্যাপারে) নানা রকম কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছো;

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾

৯. (মূলত) যে ব্যক্তিকে সত্যভ্রষ্ট করা হয়েছে তাকে যাবতীয় (কল্যাণ) থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে;

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. ধ্বংস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে),

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾

১১. যারা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে (সত্য থেকে) উদাসীন হয়ে পড়েছে,

يَسْـَٔلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১২. এরা (হাসি তামাশার ছলে) জিজ্ঞেস করে, বিচারের দিনটি কবে আসবে?

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. (তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে)।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۖ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. (সেদিন বলা হবে,) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এই হচ্ছে (সেদিন) যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে!

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে,

১৬. সেদিন তাদের রব তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো;	اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা (আল্লাহর কাছে ক্ষমা) প্রার্থনা করতো।	وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. (এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।	وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾
২০. যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন (ছড়িয়ে) রয়েছে।	وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না?	وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেযেক এবং তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি।	وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতএব আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রন্থ)-টা নির্ভুল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।	فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. (হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের (সেই) সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে কি?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. যখন (ফেরেশতাদের বেশে) তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) 'সালাম' পেশ করলো; সেও (উত্তরে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো,	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুনা করা) মোটা তাজা বাছুরসহ (তাদের কাছে ফিরে) এলো,	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾
২৭. অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছো না যে!	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, তারা বললো, তুমি ভয় করো না; (ইতিমধ্যেই) তারা তাকে জ্ঞানবান একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
২৯. (এটা শুনে) তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা।	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾
৩০. (তারা বললো,) হাঁ এভাবেই হবে, তোমার রব বলেছেন। অবশ্যই তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

১ রুকু

ওয়াকফে লাযেম

পারা ২৭

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৩১. সে বললো, হে প্রেরিত (মেহমান)-রা, বলো, তোমাদের (এখানে আসার) ব্যাপারটা কি?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٣١
৩২. তারা বললো, আমাদের একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে,	قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ٣٢
৩৩. (বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি,	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ٣٣
৩৪. (সেখানে তাদের নামধাম) তোমার মালিকের কাছ থেকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, (এটা হচ্ছে) সীমালংঘনকারী যালেমদের শাস্তি।	مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
৩৫. অতপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো,	فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٣٥
৩৬. (আসলে) সেখানে মুসলমানদের একটি বসতি ছাড়া (উদ্ধার করার মতো) কোনো ঘরই আমি পাইনি,	فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ٣٦
৩৭. (অতপর) আমি এমন সব (পরবর্তী) মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে;	وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٣٧
৩৮. (নিদর্শন রেখেছি) মূসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।	وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ٣٨
৩৯. সে তার দলবলসহ (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকর কিংবা পাগল।	فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٣٩
৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক ভয়ংকর অপরাধী ব্যক্তি,	فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ٤٠
৪১. আ'দ জাতির (ঘটনার) মাঝেও (শিক্ষণীয়) উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিধ্বংসী (ঝড়) বাতাস পাঠিয়েছিলাম,	وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ٤١
৪২. এ (বিধ্বংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে (ধেয়ে) এসেছে, তাকেই পচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে;	مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ٤٢
৪৩. (নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (আমার নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো।	وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ٤٣
৪৪. (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা (অসহায়ের মতো) চেয়েই থাকলো।	فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٤

৪৫. (আযাবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলো না– না এ আযাব থেকে তারা নিজেদের বাঁচাতেও পারলো,	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এর আগে (ধ্বংসের তালিকায় ছিলো) নূহের জাতি; নিসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।	وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, নিসন্দেহে আমি মহাক্ষমতাশালী।	وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আমি এ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি!	وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. (সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. অতএব তোমরা (এ সবের আসল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রসূল) মাত্র,	فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾
৫১. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়ো না; আমি তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী (নবী) মাত্র,	وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۖ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾
৫২. (রসূলদের ব্যাপার) এমনই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি, যাদের তারা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি,	كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾
৫৩. (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে), না, আসলে এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি,	اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না,	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথে চলার) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।	وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।	مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

২ রুকু

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾	৫৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।
فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾	৫৯. অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নির্দিষ্ট থাকবে– যতোটুকু তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ভোগ করেছে, অতপর (আযাবের ব্যাপারে) তারা যেন তাড়াহুড়ো না করে।
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾	৬০. দুর্ভোগ তো তাদের জন্যে যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

৩ রুকু

আয়াত ৪৯ রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত্ তূর
মক্কায় অবতীর্ণ

وَالطُّوْرِ ﴿١﴾	১. শপথ তূর (পাহাড়)-এর,
وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿٢﴾	২. শপথ (সে উপত্যকায় অবতীর্ণ) লিখিত গ্রন্থের,
فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿٣﴾	৩. (যা রক্ষিত আছে) উন্মুক্ত পত্রে।
وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿٤﴾	৪. শপথ 'বায়তুল মামুর'-এর,
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾	৫. শপথ সমুন্নত ছাদ (আকাশ)-এর,
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾	৬. (আরো) শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের,
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾	৭. তোমার মালিকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে,
مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾	৮. তাকে প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না,
يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾	৯. যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হবে,
وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾	১০. পাহাড়সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে;
فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾	১১. (সেদিন) দুর্ভোগ হবে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের,
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾	১২. যারা (দুনিয়ায়) তামাসাচ্ছলে নানা অর্থহীন খেলাধুলা করছিলো।
يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾	১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে;
هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾	১৪. (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (ভয়াবহ) আগুন, (দুনিয়ার জীবনে) যাকে তোমরা অস্বীকার করতে!

ওয়াকফে গোফরান

১৫. এটাকে কি (তোমাদের কাছে আজ) যাদু (মনে হয়)? না তোমরা দেখতেই পাচ্ছো না?	أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾
১৬. (আজ) তোমরা এতেই জ্বলতে থাকো, (এখানে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো, (কার্যত) তা তোমাদের জন্যে সমান; তোমাদের (ঠিক) সে (ধরনের) বিনিময়ই (আজ) প্রদান করা হবে, যে (ধরনের) কাজ তোমরা করতে।	اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾
১৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অফুরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে,	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾
১৮. তাদের রব তাদের যা দেবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে, তাদের রব তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।	فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾
১৯. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (পরিতৃপ্তির সাথে আজ) পানাহার করতে থাকো,	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
২০. তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবো।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কিছুই হ্রাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই (দুনিয়ায়) যা অর্জন করেছে তার হাতে বন্দী।	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾
২২. (সেখানে) আমি তাদের এমন (সব) ফলমূল ও গোশত পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে।	وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কিছু থাকবে না এবং থাকবে না কোনো রকম গুনাহর বিষয়ও।	يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾
২৪. তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোরদের দল, তারা যেন এক একটি লুকিয়ে রাখা মুক্তা।	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (দুনিয়ার জীবনের নানা) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে।	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা বলবে (হাঁ), আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহান্নামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম।	قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾
২৭. (এ কারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহান্নামের) গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন।	فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾
২৮. আমরা আগেও তাঁকেই ডাকতাম, তিনি অনুগ্রহশীল, দয়ালু।	إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾
২৯. অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি (এ দিনের কথা) স্মরণ করাও, তোমার মালিকের অনুগ্রহে তুমি কোনো গণক নও, তুমি কোনো পাগলও নও;	فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾
৩০. তারা কি বলতে চায় যে, এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা তো সে অপেক্ষায়ই আছি।	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾
৩১. তুমি (তাদের) বলো, হাঁ, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে (সেদিনের) অপেক্ষা করবো;	قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾
৩২. ওদের জ্ঞান বুদ্ধি কি ওদের এসব কথাই বলে, না (আসলে) ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অথবা এরা কি বলতে চায় যে, সে (রসূল) নিজেই (কোরআনের) কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, কিন্তু (সত্য কথা হচ্ছে) এরা তো ঈমানই আনে না,	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা যদি (নিজেদের কথায়) সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ (কোরআনে)-র মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুক না!	فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা কি কোনো কিছু ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা;	أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. না কি তারা নিজেরা এ আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাসই করে না;	أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের কাছে কি তোমার মালিকের (সম্পদের) ভান্ডার পড়ে আছে, না তারা নিজেরাই (সে সম্পদের) পাহারাদার;	أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অথবা তাদের কাছে কি (আসমানে উঠার) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা (সেখানকার) কথা শুনতে পায়?	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ

১ রুকু

অনুবাদ	আরবি
তাহলে তারা (সেসব) শোনা বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হাযির করুক;	فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. অথবা (তোমরা কি আসলেই মনে করো,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধুই ছেলেগুলো!	اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. কিংবা তুমি কি (আল্লাহর বিধানসমূহ পৌঁছানোর বিনিময়ে) তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো, যা তাদের কাছে (দুর্বিষহ) জরিমানা বলে মনে হচ্ছে;	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অথবা তাদের কাছে রয়েছে গায়ব সংক্রান্ত (এমন) কিছু– যা তারা লিখে রাখছে;	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. এরা কি তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়? যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারাই (পরিণামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়;	اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. আল্লাহ তায়ালার বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? আল্লাহ তায়ালা এদের শেরেকী কর্মকান্ড থেকে পবিত্র।	اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. এরা যদি (কখনো) দেখতে পায়, আসমান থেকে (মেঘের) একটি টুকরো ভেংগে পড়ছে, তাহলে (তাকে আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে) এরা বলবে যে, এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খন্ড মেঘমাত্র!	وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত– যখন তারা সে দিনটির সাক্ষাত পাবে– যেদিন তাদের বেহুশ করে দেয়া হবে,	فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. সেই (সর্বনাশা) দিনে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে লাগবে না, না সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে।	يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. যারা যুলুম করেছে অবশ্যই তাদের জন্যে এ ছাড়া আযাব রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।	وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (অবশ্যই) আমার চোখের সামনে আছো, তুমি যখন (শয্যা ত্যাগ করে) উঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো,	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾
৪৯. রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ করো, (রাতের শেষে) তুমি তারাগুলো অস্তমিত হবার পরও (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।	وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

২ রুকু

আয়াত ৬২ রুকু ৩	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-	সূরা আন নাজম মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা ডুবে যায়,	وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ ١
২. তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভ্রষ্টও হয়নি,	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ ٢
৩. না সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে,	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۙ ٣
৪. বরং (সে যা বলে) তা হচ্ছে ‘ওহী’, যা (তার কাছে) পাঠানো হয়,	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰى ۙ ٤
৫. একজন তাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে, সে প্রবল শক্তির অধিকারী (ফেরেশতা),	عَلَّمَهٗ شَدِیْدُ الْقُوٰى ۙ ٥
৬. (সে) সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; অতপর সে নিজ আকৃতিতে দাঁড়ালো,	ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ ٦
৭. সে ঊর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত);	وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۙ ٧
৮. তারপর সে কাছে এলো, অতপর সে আরো কাছে এলো,	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ ٨
৯. (এ সময়) তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যবধান থাকলো (মাত্র) দুই ধনুকের (সমান), কিংবা তার চাইতেও কম!	فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ ٩
১০. অতপর সে (আল্লাহর) বান্দার কাছে ওহী পৌঁছে দিলো, যা তার পৌঁছানোর (কথা) ছিলো;	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ ١٠
১১. (বাইরের চোখ দিয়ে) সে যা কিছু দেখেছে (তার ভেতরের) অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ١١
১২. তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছো যা সে নিজের চোখে দেখেছে!	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا یَرٰى ١٢
১৩. সে (কিন্তু) তাকে আরেকবারও দেখেছিলো,	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ ١٣
১৪. (সে তাকে দেখেছিলো) ‘সেদরাতুল মোন্তাহা’র কাছে,	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ١٤
১৫. যার কাছে রয়েছে (মোমেনদের) ঠিকানা জান্নাত;	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ ١٥
১৬. সে ‘সেদরাটি’ (তখন) এমন কিছু (জ্যোতি) দিয়ে আচ্ছন্ন ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়া (শোভনীয়) ছিলো,	اِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰى ۙ ١٦
১৭. (এখানে তার) কোনোরকম দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তার দৃষ্টিও সীমালংঘন করেনি।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ١٧
১৮. অবশ্যই সে তার মালিকের বড়ো বড়ো নিদর্শনসমূহ দেখেছে।	لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ١٨

১৯. তোমরা কি 'লাত' ও 'ওযযা' সম্পর্কে ভেবে দেখেছো?	أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
২০. এবং তৃতীয় আরেকটি (দেবী) 'মানাত' সম্পর্কে!	وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾
২১. (তোমরা কি মনে করে নিয়েছো,) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে, আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহর জন্যে?	أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾
২২. (তা হলে তো) এ (বন্টন) হবে নিতান্তই একটা অসংগত বন্টন!	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾
২৩. (মূলত) এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা এ (নামে)-র সমর্থনে কোনো রকম দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি; এরা (নিজেদের) আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখার ওপর চলে, অথচ তাদের কাছে (ইতিমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াত এসে গেছে।	إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾
২৪. (এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পাবে–	أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾
২৫. দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই।	فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾
২৬. কতো ফেরেশতাই তো রয়েছে আসমানে, (কিন্তু) তাদের কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না– যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে তার জন্যে অনুমতি না দেন।	وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾
২৭. যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারাই ফেরেশতাদের (দেবী তথা) নারীবাচক নামে অভিহিত করে।	إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾
২৮. (অথচ) এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা তো কেবল আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দায) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না,	وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾
২৯. অতএব (হে নবী), যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না;	فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٢٩﴾
৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় তো ওটুকুই;	ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ

১ রুকু

(এ কথা) একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩১. আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, এতে করে যারা খারাপ কাজ করে বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ) প্রতিফল দান করবেন এবং যারা ভালো কাজ করে তাদের তিনি (এ জন্যে) মহাপুরস্কার প্রদান করবেন;

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩২. (এই পুরস্কার তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো গুনাহর কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার মালিকের ক্ষমা (-র পরিধি) অনেক বিস্তৃত; তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রূণের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্রতা যাহির করো না; আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কে (তাঁকে) বেশী ভয় করে।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

২ রুকু

৩৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি, যে (আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪. যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতপর (নিজের) হাত গুটিয়ে নিলো।

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫. তার কাছে কি গায়বের কোনো জ্ঞান ছিলো (যে, তা দিয়ে) সে দেখতে পাচ্ছিলো!

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬. তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মূসার (কাছে পাঠানো) সহীফাসমূহে কি (কথা) আছে,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৭. (তাকে কি) ইবরাহীমের কথা জানানো হয়নি– যে (আল্লাহর) বিধান পুরোপুরিই পালন করেছে,

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮. (তাকে কি বলা হয়নি যে,) কোনো মানুষই অন্যের (পাপের) বোঝা উঠাবে না,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯. মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করেছে,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০. অবশ্যই তার কাজকর্ম অবশ্যই (পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে) দেখা হবে,

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১. অতপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৪২. পরিশেষে (সবাইকে একদিন) তোমার মালিকের কাছেই পৌঁছতে হবে,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

৪৩. তিনিই (সবাইকে) হাসান, তিনিই (সবাইকে) কাঁদান,	وَاَنَّهٗ هُوَ اَضۡحَكَ وَاَبۡكٰى ﴿৪৩﴾
৪৪. তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) বাঁচান,	وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحۡيَا ﴿৪৪﴾
৪৫. তিনিই নর নারীর যুগল পয়দা করেছেন,	وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰى ﴿৪৫﴾
৪৬. (পয়দা করেছেন তাদের) এক বিন্দু (স্খলিত) শুক্র থেকে,	مِنۡ نُّطۡفَةٍ اِذَا تُمۡنٰى ﴿৪৬﴾
৪৭. পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও (কিন্তু) তাঁর,	وَاَنَّ عَلَيۡهِ النَّشۡاَةَ الۡاُخۡرٰى ﴿৪৭﴾
৪৮. তিনিই (তাকে) ধনশালী করেন এবং তিনিই (তার পুঁজি) স্থায়ী রাখেন,	وَاَنَّهٗ هُوَ اَغۡنٰى وَاَقۡنٰى ﴿৪৮﴾
৪৯. তিনি 'শেরা' (নামক) নক্ষত্রেরও রব,	وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعۡرٰى ﴿৪৯﴾
৫০. তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন,	وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَا ۨالۡاُوۡلٰى ﴿৫০﴾
৫১. (ধ্বংস করেছেন) সামুদ জাতিকে (এমনভাবে) যে, তাদের একজনকেও তিনি অবশিষ্ট রাখেননি,	وَثَمُوۡدَاۡ فَمَاۤ اَبۡقٰى ﴿৫১﴾
৫২. এর আগে (তিনি ধ্বংস করেছেন) নূহের জাতিকে– কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী;	وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰى ﴿৫২﴾
৫৩. তিনি একটি জনপদকে ওপরে উঠিয়ে উল্টো করে ফেলে দিয়েছেন।	وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ﴿৫৩﴾
৫৪. অতপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর) আযাব, যা (তাকে পুরোপুরিভাবে) ছেয়ে দিলো,	فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿৫৪﴾
৫৫. তারপরও (হে নির্বোধ মানুষ,) তুমি তোমার মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনে সন্দেহ প্রকাশ করো!	فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿৫৫﴾
৫৬. (আযাবের) সতর্ককারী (এ নবী তো) আগের সতর্ককারীদেরই (মতোই) একজন!	هٰذَا نَذِيۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰى ﴿৫৬﴾
৫৭. (ত্বরিত আগমনকারী কেয়ামতের) ক্ষণটি (আসলেই) আসন্ন হয়ে গেছে,	اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُ ﴿৫৭﴾
৫৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই সে ক্ষণটির (তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না;	لَيۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿৫৮﴾
৫৯. এগুলোই কি সেসব বিষয়– যার ব্যাপারে তোমরা (রীতিমতো) বিস্ময়বোধ করছো,	اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِيۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ ﴿৫৯﴾
৬০. (এসব বিষয় নিয়ে) তোমরা হাসাহাসি করছো, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না,	وَتَضۡحَكُوۡنَ وَلَا تَبۡكُوۡنَ ﴿৬০﴾
৬১. (মনে হচ্ছে) তোমরা সবাই উদাসীন হয়ে রয়েছো।	وَاَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ ﴿৬১﴾

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ ﴿٦٢﴾ সাজদা

৬২. অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদাবনত হও এবং তাঁরই এবাদাত করো।

সূরা আল ক্বামার
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৫
রুকু ৩

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

১. কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে!

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

২. (কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তাহলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা হচ্ছে এক চিরাচরিত যাদুকরী (ব্যাপার)।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

৩. তারা (সত্যকে) অস্বীকার করে এবং নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, (আসলে) প্রত্যেকটি (কাজেরই) একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (-র সময়) রয়েছে।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾

৪. অবশ্যই এ লোকদের কাছে (অতীত জাতিসমূহের আযাবের) সংবাদ এসেছে, (এমন সংবাদ) যাতে (শাস্তির) হুশিয়ারী রয়েছে,

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾

৫. এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানসমৃদ্ধ ঘটনা, যদিও এসব সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসে না,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾

৬. (হে নবী,) তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (যেদিন কেয়ামত হবে) সেদিন একজন আহ্বানকারী এদের একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে-

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿٧﴾

৭. (সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে) কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের দল,

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

৮. তারা সবাই (তখন সেই) আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে; যারা (এ দিনকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা বলবে, এ তো (আসলেই) একটি ভয়াবহ দিন!

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿٩﴾

৯. এদের আগে নূহের জাতিও (এসব কথা) অস্বীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দা (নূহ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকে (নানাভাবে) ধমকও দেয়া হয়েছিলো।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾

১০. অতপর সে তার মালিককে ডাকলো (এবং বললো) আমি একান্ত অসহায়, অতএব তুমি (এদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১১. এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষণের জন্যে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম,	فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾
১২. ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে পানির) প্রচন্ড প্রস্রবণে পরিণত করলাম, অতপর (আসমান ও যমীনের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এমন একটি কাজের জন্যে, যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো,	وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾
১৩. তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত একটি) যানে উঠিয়ে নিলাম,	وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা আমার (প্রত্যক্ষ) দৃষ্টির সামনে (দিয়ে) বয়ে চললো, এটি ছিলো সে ব্যক্তির জন্যে একটি (বড়ো ধরনের) পুরস্কার, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।	تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾
১৫. আমি (জলযানসদৃশ) সে জিনিসটিকে (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?	وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾
১৬. (দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٦﴾
১৭. আমি অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾
১৮. আ'দ জাতির লোকেরাও (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (দেখে নাও তাদের জন্যে) আমার আযাব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾
১৯. এক স্থায়ী কুলক্ষণের দিনে আমি তাদের ওপর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম,	إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾
২০. যা মানুষদের এমনভাবে ছুঁড়ে মারছিলো, যেন তা খেজুর গাছের এক একটি উৎপাটিত কান্ড!	تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾
২১. (দেখে নাও) কেমন ছিলো আমার আযাব আর (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾
২২. অবশ্যই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

১ রুকু

৩৯খ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৩. সামুদ সম্প্রদায়ও (আযাবের) সতর্ককারী (নবী ও রসূল)-দের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তার আনুগত্য করলে আমরা গোমরাহী ও পাগলামিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো।	فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আমাদের মাঝে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি ছিলো– যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, (আসলে) সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি।	ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾
২৬. আগামীকাল (মহাবিচারের দিন) তারা জানতে পারবে, তাদের মধ্যে কে ছিলো মিথ্যাবাদী ও অহংকারী!	سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾
২৭. অবশ্যই আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে একটি উষ্ট্রী পাঠাবো, তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করো এবং ধৈর্য ধরো,	اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾
২৮. তাদের জানিয়ে দাও, (কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবাই (পালাক্রমে) কুয়ার পাশে হাযির হবে।	وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
২৯. অতপর তারা (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের বন্ধুকে ডাকলো, সে (উষ্ট্রীকে ছুরি দিয়ে) আক্রমণ করলো এবং (তার পায়ের) নলি কেটে ফেললো।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
৩০. (পরিণামে তোমরা দেখেছো) কেমন ছিলো আমার আযাব, (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
৩১. আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত জন্তু জানোয়ারদের দলিত খোঁয়াড়ের মতো হয়ে গেলো।	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾
৩২. বোঝার জন্যে আমি কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছি, কে আছে (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. লূতের জাতির লোকেরাও সতর্ককারী (নবী)-দের মিথ্যাবাদী বলেছিলো।	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾
৩৪. অবশ্যই আমি তাদের ওপর পাথর (নিক্ষেপকারী) বৃষ্টি প্রেরণ করলাম, লূতের পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে; রাতের শেষ প্রহরেই আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলাম,	اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾	৩৫. এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ; যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।
وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾	৩৬. লূত আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদের ভয় দেখিয়েছিলো; কিন্তু এ সতর্কীকরণে তারা বাকবিতন্ডা শুরু করে দিলো।
وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾	৩৭. (একপর্যায়ে) তারা তার কাছে এসে (কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম, (আমি তাদের বললাম), এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং সতর্ককারী (নবীদের অবজ্ঞা করার পরিণামটা)-ও ভোগ করো!
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾	৩৮. প্রত্যূষেই তাদের ওপর আমার অমোঘ আযাব প্রচন্ড আঘাত হানলো,
فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾	৩৯. (আমি বললাম,) অতপর তোমরা আমার এ আযাব আস্বাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্ককারীদের উপেক্ষা করার পরিণামটাও ভোগ করো।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾	৪০. আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ (করে নাযিল) করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?
وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾	৪১. ফেরাউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছিলো,
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾	৪২. (কিন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করলাম– ঠিক যেমনি করে সর্বশক্তিমান সত্তা (বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করে থাকেন।
اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾	৪৩. তোমাদের (সমাজের) এ কাফেররা তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের চাইতে কি (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? অথবা (আমার) কিতাবের কোথাও কি তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (-মূলক কিছু) রয়েছে?
اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾	৪৪. তারা কি বলছে যে, আমরা হচ্ছি একটি অপরাজেয় দল!
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾	৪৫. অচিরেই (তুমি দেখবে) এ (অপরাজেয়) দলটিই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমরে) তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে।
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾	৪৬. তাছাড়া তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত।

২ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৪৭. অবশ্যই এসব অপরাধীরা (নিদারুণ) বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততার মাঝে পড়ে আছে।	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে); এবার তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ উপভোগ করো,	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾
৪৯. অবশ্যই আমি সব কয়টি জিনিসকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি।	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾
৫০. (আর) আমার হুকুম! সে তো এক নিমেষে চোখের পলকের মতোই (কার্যকর হয়)।	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
৫১. তোমাদের বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ?	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٥١﴾
৫২. তারা যা কিছু করছে (তার) সবটুকুই (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষিত আছে।	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
৫৩. (সেখানে রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়, লিপিবদ্ধ আছে প্রতিটি বড়ো বিষয়ও।	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
৫৪. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছে, তারা অনাদিকাল (সুরম্য) জান্নাতে ও (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারায় থাকবে,	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. (তারা অবস্থান করবে) সম্মানজনক জায়গায়, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে।	فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

৬ ওয়াকফে লাযেম

৩ রুকু

আয়াত ৭৮
রুকু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আর রাহমান
মদীনায় অবতীর্ণ

অনুবাদ	আয়াত
১. পরম করুণাময় (আল্লাহ তায়ালা),	الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾
২. তিনি (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন;	عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾
৩. তিনি মানুষ বানিয়েছেন,	خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾
৪. তিনি তাকে (কথা) বলা শিখিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾
৫. সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক (তাদের কক্ষপথে) চলছে,	الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾
৬. (যমীনে উৎপাদিত যাবতীয়) লতাপাতা ও গাছগাছড়া তাঁরই সামনে সাজদাবনত হয়,	وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾
৭. আসমান– তাকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন এবং (ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদন্ড স্থাপন করেছেন,	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

৮. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) যেন তোমরা কখনো মানদন্ডে সীমা অতিক্রম না করো।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝٨
৯. ইনসাফ মোতাবেক তোমরা ওযন প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওযনে কম দিয়ে) তোমরা (এই) মানদন্ডের ক্ষতি করো না।	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝٩
১০. আল্লাহ তায়ালা (ভূমন্ডলকে) সৃষ্টিরাজির জন্যে (বিছিয়ে) রেখেছেন,	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝١٠
১১. তাতে রয়েছে (অসংখ্য) ফলমূল, (রয়েছে) খেজুর, যা খোসার আবরণে (ঢাকা),	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝١١
১২. (রয়েছে) ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত (ফল),	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢
১৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٣
১৪. তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়ামতো শুকনো ঠনঠনে এক টুকরো মাটি থেকে–	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤
১৫. এবং জ্বিনদের বানিয়েছেন আগুন থেকে,	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝١٥
১৬. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٦
১৭. (তিনি দুই মওসুমের) দুই উদয়াচলের রব এবং রব দুই অস্তাচলেরও।	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝١٧
১৮. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٨
১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে) ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন যেন তা একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে,	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝١٩
২০. (তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে একটি অন্তরাল (থেকে যায়)– যার সীমা তারা অতিক্রম করে না,	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝٢٠
২১. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٢١
২২. উভয় (সমুদ্র) থেকেই তিনি প্রবাল ও মুক্তা বের করে আনেন,	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٢
২৩. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٢٣
২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়সম জাহাজসমূহ তো তাঁরই (ক্ষমতার প্রমাণ),	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝٢٤

১ রুকু

২৫. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾
২৬. (যমীন ও) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে,	کُلُّ مَنۡ عَلَیۡہَا فَانٍ ﴿٢٦﴾
২৭. বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা– যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব,	وَّ یَبۡقٰی وَجۡہُ رَبِّکَ ذُو الۡجَلٰلِ وَ الۡاِکۡرَامِ ﴿٢٧﴾
২৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾
২৯. এই আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলে যতো কিছু আছে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছেই চায়; (আর) প্রতিদিন (প্রতি ক্ষণ) কোনো না কোনো কাজে তিনি তৎপর রয়েছেন,	یَسۡـَٔلُہٗ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ کُلَّ یَوۡمٍ ہُوَ فِیۡ شَاۡنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾
৩১. (এই তৎপরতার মাঝেও কিন্তু) আমি তোমাদের (হিসাবের) জন্যে সময় বের করে নেবো,	سَنَفۡرُغُ لَکُمۡ اَیُّہَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾
৩২. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, যদি আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সীমারেখা অতিক্রম করার তোমাদের সাধ্য থাকে তাহলে (যাও!) তা অতিক্রম করেই দেখো; (কিন্তু আমার দেয়া) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না,	یٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. (কেয়ামতের দিন) তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ধোঁয়ার কুন্ডলী পাঠানো হবে, তোমরা (তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না,	یُرۡسَلُ عَلَیۡکُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾
৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾
৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে পড়বে,	فَاِذَا انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَکَانَتۡ وَرۡدَۃً کَالدِّہَانِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও জ্বিনের (কাছ থেকে তার) অপরাধ সম্পর্কে (কোনো কৈফিয়ত) জানতে চাওয়া হবে না,	فَیَوۡمَئِذٍ لَّا یُسۡـَٔلُ عَنۡ ذَنۡۢبِہٖۤ اِنۡسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৪০. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾
৪১. অপরাধীরা তাদের চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনিই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (হেঁচড়ে) নেয়া হবে,	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾
৪২. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾
৪৩. (সেদিন বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো,	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. (সেদিন) তারা তার ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরতে থাকবে,	يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার (সময়কে) ভয় করবে, তার জন্যে থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা,	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾
৪৭. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾
৪৮. সে (বাগিচা) দুটো হবে ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট,	ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾
৪৯. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾
৫০. সেখানে দুটো ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে,	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾
৫১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
৫২. সেখানে প্রতিটি ফল থাকবে দু’ দু’প্রকারের,	فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾
৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾
৫৪. (জান্নাতীরা সেখানে) রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, (এ সময়) উভয় উদ্যান (ফলসহ তাদের সামনে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে,	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَاۤئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾
৫৬. সেখানে (আরো) থাকবে আয়তনয়না হুর, যাদের এদের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি,	فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ﴿٥٦﴾

ওয়াকফে লাযেম

২ রুকু

৫৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾
৫৮. এরা যেন এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ,	كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
৫৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾
৬০. উত্তম (আনুগত্য)–এর বিনিময় উত্তম (পুরস্কার) ছাড়া আর কি হতে পারে (বলো)!	هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
৬১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾
৬২. এ দুটো ছাড়াও (সেখানে) দুটো (ভিন্ন ধরনের) উদ্যান রয়েছে,	وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾
৬৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾
৬৪. সে (উদ্যান) দুটো হবে সবুজ ও ঘন,	مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
৬৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. সেখানে থাকবে দুটো ঝর্ণাধারা, ফোয়ারার মতো উচ্ছল গতিতে তা অবিরাম বইতে থাকবে,	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
৬৮. সেখানে থাকবে (রং বেরংয়ের) ফল পাকড়া–খেজুর ও আনার,	فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾
৭০. সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের সুন্দরী রমণীরা,	فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
৭২. হুররা তাঁবুতে (তোমাদের জন্যে) সংরক্ষিত (রয়েছে),	حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
৭৪. এদের আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো এদের স্পর্শ করেনি,	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾
৭৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾
৭৬. এ ব্যক্তিরা সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে,	مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾
৭৮. কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।	تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ওয়াক্বেয়াহ
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৯৬
রুকু ৩

১. যখন (কেয়ামতের অবশ্যম্ভাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾
২. (তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না।	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾
৩. এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভূলুণ্ঠিতকারী, আর (কারো মর্যাদা) সমুন্নতকারী,	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾
৪. পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে,	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
৫. পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
৬. অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে,	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿٦﴾
৭. আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে;	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾
৮. (প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, (তোমরা কি জানো এ) ডান দিকের লোক কারা?	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
৯. (দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক (তা কি তোমরা জানো)?	وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾
১০. (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরা (হবে) অগ্রগামী দল,	وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা,	اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾
১২. (এরা) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে (অবস্থান করবে)।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾
১৩. (এদের) বড়ো অংশটি (হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে,	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর সামান্য (একটি অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে;	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾
১৫. (তারা) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর (উপবিষ্ট থাকবে),	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾

মানযিল ৭ ওয়াকফে লাযেম

১৭. তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে,	يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾
১৮. পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে (এরা প্রস্তুত থাকবে),	بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾
১৯. সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের কোনো শিরপীড়া হবে না, না তারা (কোনো রকম) নেশাগ্রস্ত হবে,	لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾
২০. (সেখানে থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো ফলমূল,	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾
২১. (থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক (রকমারি) পাখীর গোশত;	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾
২২. (তাদের জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না সাথীরা,	وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾
২৩. তারা যেন (সযত্নে) ঢেকে রাখা এক একটি মুক্তা,	كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾
২৪. (এগুলো হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।	جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে পাবে না, না শুনতে পাবে কোনো পাপের কথা!	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾
২৬. বরং বলা হবে (শুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি!	إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾
২৭. (এরপর থাকবে) ডান পাশের লোক, আর কারা (এ) ডান পাশের লোক; (তা কি তুমি জানো?)	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾
২৮. (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,) যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ,	فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾
২৯. (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা,	وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾
৩০. ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকবে,	وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
৩১. আরও থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি,	وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
৩২. পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল,	وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার ব্যবহার কখনো) নিষিদ্ধ করা হবে না,	لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;	وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি তাদের (সাথী হুরদের) বানিয়েছি (-ঠিক) বানানোর মতো (করেই),	إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾

৩৬. (তাদের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি,	فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝٣٦
৩৭. তারা (হবে) সমবয়েসী প্রেম সোহাগিনী,	عُرُبًا اَتْرَابًا ۝٣٧
৩৮. (এসব হচ্ছে প্রথম দলের) ডান পাশের লোকদের জন্যে;	لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٣٨
৩৯. (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে (কিন্তু) আগের লোকদের মাঝ থেকে,	ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٩
৪০. (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও;	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝٤٠
৪১. (অতপর থাকবে) বাম পাশের লোক, (তুমি কি জানো) এ বাম পাশের লোক কারা;	وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝٤١
৪২. (তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে–	فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝٤٢
৪৩. এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়,	وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝٤٣
৪৪. (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও নয়।	لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝٤٤
৪৫. নিসন্দেহে এরা (সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো,	اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝٤٥
৪৬. এরা বার বার বড়ো বড়ো পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো,	وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝٤٦
৪৭. এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো– তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?	وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝٤٧
৪৮. আমাদের বাপদাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও কি (জীবিত করা হবে)?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝٤٨
৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই–	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝٤٩
৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ো করা হবে !	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٥٠
৫১. অতপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা,	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝٥١
৫২. (আজ) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে 'যাক্কুম' (নামক একটি) গাছের অংশ,	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝٥٢
৫৩. তা দিয়েই তোমরা (আজ তোমাদের) পেট ভরবে,	فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٥٣
৫৪. তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি,	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝٥٤

১ রুকু

৫৫. তাও আবার পান করতে থাকবে (মরুভূমির) তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে;	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. এই হবে (সেদিন) তাদের (যথার্থ) মেহমানদারী;	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি– (এ কথাটা) তোমরা কি স্বীকার করো না?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিন্দু) বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. (বলো তো,) তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ) মানুষ বানিয়ে দাও– না আমিই তার স্রষ্টা?	ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে–	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো এবং তোমাদেরই (আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না।	عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয় সৃষ্টির ঘটনাকে) কেন স্মরণ করছো না?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছো?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. (তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা ঘটাও– না আমিই তার উৎপাদক?	ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. অথচ আমি যদি চাই তাহলে (অংকুরিত সব) বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (তোমরা তখন বলবে, হায়! আজ তো) আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো,	اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে) বঞ্চিতই থেকে গেলাম!	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা পান করো;	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. (আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করো– না আমি এর বর্ষণকারী?	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. অথচ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, কতো ভালো হতো– তোমরা যদি আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে!	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. আগুন– যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্বলিত করো– তা সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো?	أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾
৭২. তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছো– না আমি এর স্রষ্টা?	ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. (মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নিদর্শন করে রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি।	نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ع
৭৫. আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অস্তাচলের,	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾
৭৬. সত্যিই তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা কথাটা জানতে!	وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾
৭৭. অবশ্যই কোরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ।	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত গ্রন্থে,	فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾
৭৯. যাদের পূত পবিত্র বানানো হয়েছে– তারা ব্যতিরেকে তা কেউই স্পর্শ করে না;	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. (তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে।	تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. তোমরা কি এ (গ্রন্থের) বাণীকে সাধারণ কথা মনে করো?	أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই কি তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নেবে?	وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে যায়,	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
৮৪. তখন তোমরা (সেখানে অসহায়ের মতো) তাকিয়ে থাকো,	وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾
৮৫. (এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমূর্ষু) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾
৮৬. যদি তোমরা কারো অধীন ও অক্ষম না-ই হও–	فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭. তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সে (বেরিয়ে যাওয়া) প্রাণকে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না!	تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

২ রুকু

অনুবাদ	আয়াত
৮৮. (হাঁ)– যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়,	فَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُقَرَّبِيۡنَۙ ﴿۸۸﴾
৮৯. তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহার্য ও নেয়ামতে ভরপুর (চিরন্তন) জান্নাত,	فَرَوۡحٌ وَّرَيۡحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيۡمٍ ﴿۸۹﴾
৯০. আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,	وَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِۙ ﴿۹۰﴾
৯১. তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে যে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ), তুমি (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন);	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِؕ ﴿۹۱﴾
৯২. আর যদি সে হয় (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের কেউ–	وَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُكَذِّبِيۡنَ الضَّآلِّيۡنَۙ ﴿۹۲﴾
৯৩. তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে–	فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِيۡمٍۙ ﴿۹۳﴾
৯৪. এবং সে জাহান্নামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে।	وَّتَصۡلِيَةُ جَحِيۡمٍ ﴿۹۴﴾
৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে একটি অমোঘ সত্য (ঘটনা)।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡيَقِيۡنِۚ ﴿۹۵﴾
৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো।	فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ﴿۹۶﴾

৩ রুকু

সূরা আল হাদীদ
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ২৯
রুকু ৪

অনুবাদ	আয়াত
১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِۚ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۱﴾
২. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।	لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِۚ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۲﴾
৩. তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।	هُوَ الۡاَوَّلُ وَالۡاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالۡبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۳﴾
৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তাঁর আরশে সমাসীন হন; তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে। আসমান থেকে যা অবতীর্ণ হয় (তা যেমন তিনি জানেন– আবার) আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে (তাও তিনি অবগত আছেন);	هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِؕ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَاؕ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন।	وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④
৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যে, প্রতিটি বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।	لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ⑤
৬. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, (আবার) দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে; তিনি মনের (কোণে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।	يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥
৭. (হে মানুষ,) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর, আর তিনি তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁরই পথে) তোমরা ব্যয় করো; অতপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে, জেনে রেখো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহাপুরস্কার।	اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦
৮. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছো না? (অথচ) আল্লাহর রসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো এবং তিনি তো (এ মর্মে) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন, যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করো)।	وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧
৯. তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন, যেন তিনি তোমাদের (এর দ্বারা জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু, একান্ত করুণাময়।	هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑨
১০. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না, (অথচ) আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানেও) যুদ্ধ করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর (আল্লাহর পথে) অর্থ ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন;	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ أُولٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ

১ রুকু

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٠

তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝١١

১১. কে আছে– যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋণ দেবে– উত্তম ঋণ, (যার বিনিময়) তিনি (পরকালে) তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্যে (থাকবে আরো) বড়ো ধরনের পুরস্কার,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢

১২. যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে– (দেখবে) তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে নূরের এক জ্যোতিও এগিয়ে চলেছে, (এ সময় তাদের উদ্দেশে বলা হবে), আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ– (সুসংবাদ হচ্ছে) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (তোমরা) থাকবে অনন্তকাল; আর এটাই হচ্ছে চরম সাফল্য,

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۚ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝١٣

১৩. সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা ঈমানদারদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু তাকাও, যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু নিজেরা গ্রহণ করতে পারি, তাদের বলা হবে, তোমরা (আজ) পেছনে ফিরে যাও এবং (সেখানে গিয়ে) আলোর সন্ধান করো; অতপর এদের (উভয়ের) মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, এতে একটি দরজাও থাকবে; যার ভেতরের দিকে থাকবে (আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে (ভয়াবহ) আযাব;

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝١٤

১৪. তখন (যারা মোনাফেক) তারা ঈমানদারদের ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের সাথী ছিলাম না; তারা বলবে, হাঁ (অবশ্যই ছিলে), তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করে দিয়েছো, তোমরা (সব সময় সুযোগের) অপেক্ষায় থাকতে, (নানা রকমের) সন্দেহ পোষণ করতে, (আসলে দুনিয়ার) মোহ তোমাদের (ভীষণভাবে) প্রতারিত করে রেখেছিলো, আর এভাবেই (একদিন) আল্লাহর (পক্ষ থেকে মৃত্যুর) ফয়সালা এসে হাযির হলো এবং এভাবেই সে (শয়তান) তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ধোকায় ফেলে রেখেছিলো।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ

১৫. আজ (আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর না তাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে; (আজ) তোমাদের (উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন;

৪০৩

(আর তাই) হবে তোমাদের সাথী; কতো নিকৃষ্ট তোমাদের (এ) পরিণাম!	هِيَ مَوْلٰكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾
১৬. ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সে ক্ষণটি এসে পৌঁছুয়নি যে, আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে– এবং তিনি যে সত্য (কিতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে। সে (কখনোই) তাদের মতো হবে না, যাদের এর আগে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, (ফলে) তাদের মনও কঠিন হয়ে গেলো; এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই হচ্ছে না-ফরমান।	اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۖ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালাই এ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্যই আমি (আমার) যাবতীয় নির্দশন তোমাদের জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।	اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. যেসব পুরুষ ও নারী (আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের (সে ঋণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার।	اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তাঁর রসূলদের ওপর, তারাই হচ্ছে যথার্থ সিদ্দীক (সত্যবাদী) ও শহীদ– তাদের মালিকের সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী, তাদের সবার জন্যে রয়েছে তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার এবং তাদের নিজেদের নূর (যা তাদের সাফল্যের প্রমাণ বহন করবে, অপরদিকে), যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾
২০. তোমরা জেনে রাখো, (তোমাদের এ) পার্থিব জীবনটা খেলাধুলা, (হাসি) তামাশা, জাঁকজমক (প্রদর্শন), পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়; (এটা) যেন (আকাশ থেকে বর্ষিত এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর (একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে, তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়,	اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۖ

২ রুকু

↓ ৪০খ

(এ তো হচ্ছে তাদের দুনিয়ার জীবন); আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্যে থাকবে) কঠোর আযাব এবং (ঈমানদারদের জন্যে থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি (সত্যি কথা হচ্ছে), দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।	وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾
২১. (এ সব অর্থহীন প্রতিযোগিতা পরিহার করে) তোমরা (বরং) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (পাঠানো) রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এক অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে এ (অনুগ্রহ) প্রদান করেন; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।	سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾
২২. (সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর কোনো বিপর্যয়ই আসে না– যা সৃষ্টির (বহু) আগেই (বিস্তারিত বিবরণসহ) তা একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ,	مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚۖ ﴿٢٢﴾
২৩. (এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না– যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে,	لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِۣ ﴿٢٣﴾
২৪. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয়; যে ব্যক্তি (আল্লাহর হুকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহাপ্রশংসায় প্রশংসিত।	الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি এক ন্যায়দন্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে। তাদের জন্যে আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে (রয়েছে) বিপুল শক্তি,	لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

(আরো রয়েছে) মানুষের বহুবিধ উপকার, এর মাধ্যমে (মূলত) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কে তাঁকে ও তাঁর রসূলদের না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

৩ রুকু

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি অবশ্যই নূহ ও ইবরাহীমকে (আমার রসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি নবুওত ও কিতাব (প্রেরণের ব্যবস্থা করে) রেখেছি, অতপর তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, (অবশ্য) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারপর তাদের পথ ধরে একের পর এক অনেক রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, (এক পর্যায়ে) আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান করেছি, (এর প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি; আর (এ) সন্যাসবাদ! এর উদ্ভব ঘটিয়েছে তারা নিজেরাই, আমি কখনো এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ করিনি, (আমি তাদের শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি, তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কার দিয়েছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো গুনাহগার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের ওপর ঈমান আনো, এর ফলে তিনি তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন সেই আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

২৯. আহলে কিতাবরা যেন একথাটা (ভালো করে) জেনে নিতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের ওপর তাদের সামান্যতম কোনো অধিকারও নেই, অবশ্যই যাবতীয় অনুগ্রহ সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ (অনুগ্রহ) দান করেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সুমহান, অনুগ্রহশীল।

৪ রুকু

পারা ২৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোজাদালাহ

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ২২
রুকু ৩

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (١)

১. (হে রসূল,) তার কথা আল্লাহ তায়ালা (যথার্থই) শুনেছেন, যে (মহিলা) তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার জন্যে) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনছেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـئِيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (٢)

২. তোমাদের মধ্যে যারা (তাদের মায়েদের পীঠের সাথে তুলনা করে) নিজ স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে (তাদের জেনে রাখা উচিত), তাদের স্ত্রীরা কিন্তু কখনো তাদের মা নয়; মা তো হচ্ছে তারা, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে; (এ কাজ করে) তারা (মূলত) অন্যায় ও মিথ্যা কথাই বলে; (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (মানুষের) গুনাহ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۭ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٣)

৩. যারা (এভাবে) তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে, অতপর (অনুতপ্ত হয়ে) যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায়– (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দান করা; এ (বিধানে)-র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের করণীয় কি– তা বলে দিচ্ছেন, (কেননা) তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٤)

৪. যে ব্যক্তি (মুক্তিদানের জন্যে কোনো দাস) পাবে না (তার বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধারে দু'মাসের রোযা পালন (করা, কোনো কারণে) যে ব্যক্তি (রোযা রাখার) সামর্থ রাখবে না তার জন্যে ষাট জন মেসকীনকে (পেট ভরে) খাওয়ানো; এ বিধান এ জন্যেই (দেয়া হয়েছে) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো; এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যারা (এ সীমা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٥)

৫. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপদস্থ করা হবে, যেমনি করে তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের অপদস্থ করা হয়েছিলো, আমি তো আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করে নাযিল করে দিয়েছি; যারা (এসব আয়াত) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই অপমানকর শাস্তি রয়েছে,

৬. যেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (কে) কি করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সে কর্মকান্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সব কিছুর ওপর সাক্ষী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ ۶ ع

১ রুকু

৭. তুমি কি কখনো এটা লক্ষ্য করোনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলা পরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে তিনি (উপস্থিত) থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয়, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তাদের সাথেই আছেন, অতপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (দুনিয়ায়) কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۷

৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করো না, যাদের (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে) গোপন কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুষা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাও কখনো তোমাকে অভিবাদন জানান না, (আর এ প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? (তুমি বলো,) জাহান্নামই তাদের (শাস্তির) জন্যে যথেষ্ট, তার আগুনে তারাই দগ্ধ হবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান।

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰی ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۸

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কখনো কোনো পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধিতা সম্পর্কিত কথা বলো না; বরং গোপনে কিছু বলতে হলে একে অপরকে ভালো কাজ ও (আল্লাহকে) ভয় করার কথাই বলো; (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর সামনে তোমাদের (সবাইকেই একদিন) সমবেত করা হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰی ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۹

১০. (আসলে এদের) গোপন সলাপরামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া

اِنَّمَا النَّجْوٰی مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

(অথচ এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (তাই) ঈমানদারদের উচিত আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন মজলিসসমূহে তোমাদের (একটু নড়েচড়ে) জায়গা প্রশস্ত করে দিতে বলা হয়, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন, (আবার) কখনো যদি (জায়গা ছেড়ে) ওঠে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহামর্যাদা দান করবেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে) তোমরা কিছু দান (সাদাকা) আদায় করে নেবে; এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও পবিত্রতম পন্থা, অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (দুশ্চিন্তা করো না, কেননা,) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

২ রুকু

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. (হে নবী,) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন; এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ

১৫. আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন;

অনুবাদ	আয়াত
অবশ্যই তারা যে কাজ করছিলো তা (জঘন্য) অপরাধের কাজ।	إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٥
১৬. তারা তাদের শপথগুলোকে (স্বার্থ রক্ষার) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, তাদের জন্যেই (রয়েছে) নানা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝١٦
১৭. আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে (তাদের বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না; (কেননা) তারা হচ্ছে দোযখেরই বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١٧
১৮. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন– (সেদিনও) তারা তাঁর সামনে (মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্বমুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে, (সেখানেও বুঝি এর মাধ্যমে) কিছু (উপকার) পাওয়া যাবে; (জেনে রেখো) নিসন্দেহে এরা হচ্ছে মিথ্যাচারী।	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ط أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝١٨
১৯. (আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ (সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে; এরাই হচ্ছে শয়তানের দল; জেনে রাখো, শয়তানের দল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝١٩
২০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অবশ্যই (সেদিন) চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝٢٠
২১. আল্লাহ তায়ালা (এই) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো,' নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٢١
২২. (হে রসূল,) আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় (তবুও নয়); এ (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজস্ব (গায়বী) মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও (সেদিন) তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাহিনী, আর হাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।

৩ রুকু

সূরা আল হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৪
রুকু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে– সবই আল্লাহ তায়ালার (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْۤ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؔؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢﴾

২. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাবদের মাঝে যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে– তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে বের করে এনেছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এ শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে, তারা (তো বরং) ভেবেছিলো, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদের আল্লাহ তায়ালা (-র বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন একদিক থেকে তাদের ধরে ফেললেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি, তাঁর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার করলো, (ফলে) তারা নিজেদের হাত দিয়ে এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মোমেনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিলো, অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

وَلَوْلَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۤءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

৩. যদি আল্লাহ তায়ালা ওদের ওপর নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না লিখে দিতেন, তাহলে (আগের জাতিসমূহের মতো) তিনি তাদের এ দুনিয়ায় (রেখে)-ই কঠোর শাস্তি দিতেন; (অবশ্য) তাদের জন্যে পরকালে আগুনের আযাব তো (প্রস্তুত) রয়েছেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

৪. (ওটা) এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের (সুস্পষ্ট) বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

৫. (নির্বাসনের সময়) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা ছিলো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমেই,

২৮ব

وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

(আর এটা এ জন্যেই), যেন তিনি এ দ্বারা না-ফরমানদের অপমানিত করতে পারেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦

৬. (এ ঘটনার ফলে) আল্লাহ তায়ালা যেসব ধন সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন (তা ছিলো তাঁর একান্ত অনুগ্রহ), তোমরা তো এ (গুলো পাওয়া)-র জন্যে ঘোড়ায় কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ (করে কোনো অভিযান পরিচালনা) করোনি, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার ওপর চান তার ওপরই তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন; আর আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপরই শক্তিমান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

৭. (ধন সম্পদের) যা কিছু (সেই) জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, রসূলের জন্যে, (রসূলের) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথচারীদের জন্যে, (তোমাদের সম্পদ তোমরা এমনভাবে বন্টন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়। (আল্লাহর) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু সে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।

লাযেম ওয়াকফে

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝٨

৮. (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের জন্যে, যাদের (আল্লাহর ওপর ঈমানের কারণেই) নিজেদের ভিটেমাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাহায্য সহযোগিতায় (সদা) তৎপর থাকে; (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۛؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

৯. (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা এ (মোহাজের)দের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো, তাদের কাছে যে হিজরত করে এসেছে তারা তাকে ভালোবাসে। (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে অতিরিক্ত কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না– তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা রয়েছে, (আসলে) যাদেরকে মনের কার্পণ্য (ও সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে (সত্যিকার) সফলকাম,

৮খ

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا
غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. (সফলকাম তারাও–) যারা তাদের (মোহাজের ও আনসারদের) পরে (দুনিয়ায়) এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের মাফ করে দিয়ো, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই মেহেরবান ও পরম দয়ালু।

১ রুকু

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ
لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ
وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ
قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. (হে রসূল,) তুমি কি তাদের (আচরণ) লক্ষ্য করোনি, যারা মোনাফেকী করে, যারা তাদের কাফের 'আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে (এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না, আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো; আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ
وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ
نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ
لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. (সত্য কথা হচ্ছে,) যদি তাদের বের করে দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো) তাদের সাথে বের হবে না; আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের সাহায্যও করবে না, যদি এরা তাদের সাহায্য করেও, তবুও (এক সময়) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতপর এ লোকদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. (আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয়ই (থাকে) বেশী; (এর কারণ হচ্ছে,) এরা হচ্ছে এমন এক জাতি, যারা (সঠিক কথা) বুঝতে পারে না।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى
مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ
شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ
شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ۚ

১৪. এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, (যদি করেও তা করবে) কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতর বসে, অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে; এদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক; তুমি তো এদের মনে করো এরা বুঝি ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু এদের অন্তরগুলো শতধা বিচ্ছিন্ন, কেননা এরা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায়,

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا
وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾ۚ

১৫. এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো; যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে, (পরকালে) এদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে,

১৬. এদের (আরেকটি) উদাহরণ হচ্ছে শয়তানের মতো, শয়তান এসে যখন মানুষকে বলে, (তুমি আল্লাহকে) অস্বীকার করো, অতপর (সত্যিই) যখন সে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তখন (মুহূর্তেই) সে (বোল পাল্টে ফেলে) বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজেই) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি।	كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতপর (শয়তান ও তার অনুসারী) এ দু'জনেরই পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আর এটাই হচ্ছে যালেমদের শাস্তি!	فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, প্রত্যেকটি মানুষেরই লক্ষ্য করা উচিত, আগামীকাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে সে কি (আমলনামা) পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; তোমরা যা কিছু করছো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভুলিয়ে দিয়েছেন; (আসলে) এরাই হচ্ছে গুনাহগার।	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা (কখনো) এক হতে পারে না; জান্নাতবাসীরাই সত্যিকার (অর্থে) সফলকাম।	لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আমি যদি এ কোরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে পারে।	لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়।	هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾
২৩. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী;	هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ

২ রুকু

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শেরেক করছে, আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোমতাহেনা
মদীনায় অবতীর্ণ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١﴾

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, (এটা কেমন কথা,) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো! (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে, তারা (আল্লাহর) রসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে, শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে (আবার) তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজ করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٢﴾

২. (অথচ) এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে, (শুধু তাই নয়), এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, (আসলে) এরা তো এটাই চায় তোমরাও (তাদের মতো) কুফরী করো;

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣﴾

৩. কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا

৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, আমরা

بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؗ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (৪)

তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো তাদের থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি, (এ কারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো– যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ (বলে) স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম– যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্যে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের রব, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং তোমার কাছেই (আমাদের) ফিরে যাবার জায়গা।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৫)

৫. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۟ع (৬)

৬. তাঁদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সে লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ (আল্লাহ তায়ালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

১ রুকু

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (৭)

৭. আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা (সবই) করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (৮)

৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

৯. আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে

وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

এবং (একই কারণে) তোমাদের তারা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, (এর পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরখ করে নিয়ো; (যদিও) তাদের ঈমানের বিষয়টা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, (পরখ করার পর) যদি তোমরা জানতে পারো– তারা (আসলেই) ঈমানদার, তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না; কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) 'হালাল' নয় এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে হালাল নয়; (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের (আগের) স্বামীরা (তাদের জন্যে) যা খরচ করেছে তা ফেরত দিয়ে দিয়ো; অতপর তোমরা যখন তাদের মোহর আদায় করে দেবে তখন তোমরা (কেউ) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না; (একইভাবে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে (দাম্পত্য) সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ ক্ষেত্রে) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছো তা তাদের থেকে চেয়ে নাও, একই নিয়মে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে; এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান; এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এ বিষয়টির) ফয়সালা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী।

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়– (এমতাবস্থায়) যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের জন্যে তারা যে পরিমাণ খরচ করেছে তোমরাও তার সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে দেবে; তোমরা সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

১২. হে নবী, যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না,

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

নিজের হাত ও নিজের পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (বিষয় – তথা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার না-ফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের (আগের কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

১৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা যে জাতির ওপর গযব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফেররা (তাদের) কবরের সাথীদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে।

২ রুকু

সূরা আস সাফ

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১৪ রুকু ২

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এমন কথা তোমরা কেন বলো যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে– যা তোমরা করবে না!

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾

৪. আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

৫. (স্মরণ করো,) যখন মূসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর (পাঠানো) একজন রসূল; অতপর লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন; আল্লাহ তায়ালা না-ফরমান জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেন না।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

৬. (স্মরণ করো,) যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা,

আমি তোমাদের কাছে (পাঠানো) আল্লাহর রসূল, আমার আগের তাওরাত কিতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদাতা, (এর একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পরে এক রসূল আসবে, তার নাম আহমদ; অতপর (আজ) যখন সে (সত্যি সত্যিই) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাযির হলো তখন তারা বললো, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু!

إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, (অথচ) তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾

৮. এ লোকেরা তাদের মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তাঁর এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; কাফেররা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

৯. তিনি তাঁর রসূলকে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে দুনিয়ার সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

১ রুকু

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের (জাহান্নামের) কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

১১. (হ্যাঁ, সে ব্যবসাটি হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পারো,

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা (এর ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো সাফল্য,

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

৪১৮

১৩. আরো একটি (বড়ো) অনুগ্রহ (রয়েছে) যা তোমাদের একান্ত কাম্য (এ তা হচ্ছে), আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয়; (তোমরা মোমেনদের) সুসংবাদ দাও।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনি করে মারইয়াম পুত্র ঈসা (তাঁর) সংগী সাথীদের বলেছিলো, কে আছো তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) পথে আমার সাহায্যকারী হবে? (তার) সাথীরা বলেছিলো, হাঁ, আমরা আছি আল্লাহর (পথে তোমার) সাহায্যকারী, অতপর বনী ইসরাঈলের একটি দল (সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর ওপর) ঈমান আনলো, আরেক দল (তা সম্পূর্ণ) অস্বীকার করলো, অতপর তাদের (অস্বীকারকারী) দুশমনদের ওপর আমি ঈমানদারদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারাই বিজয়ী হলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

২ রুকু

সূরা আল জুমুয়াহ
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১১
রুকু ২

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (সাধারণ জনগোষ্ঠীর) নিরক্ষর (লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আসমানী) কিতাবের কথা ও (সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এ লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

৩. তাদের মধ্যকার সেসব (ব্যক্তির জন্যেও)– যারা এখনো (এসে) এদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

৪. এটা (মানুষদের ওপর) আল্লাহ তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

৫. যাদের (আল্লাহর কিতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো– অতপর তারা কখনো এটা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মতো, যে (কিতাবের) বোঝাই শুধু বহন করলো (এর থেকে কোনো কল্যাণই সে লাভ করতে পারলো না); তার চাইতেও নিকৃষ্ট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করলো;

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ

↓ ৪১খ

বাংলা অনুবাদ	আরবী
আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না।	وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (৫)
৬. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে ইহুদীরা, যদি তোমরা মনে করো, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই হচ্ছো আল্লাহর বন্ধু, তাহলে (সে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো– যদি তোমরা সত্যবাদী হও!	قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (৬)
৭. (কিন্তু জীবনভর) এরা নিজেদের হাত দিয়ে যা করেছে (তার পরিণাম চিন্তা করে) এরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (৭)
৮. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই (তোমাদের) সে মৃত্যু যার কাছ থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছো, (একদিন) তোমাদের তার সামনা সামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান সত্তা আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কে কি করছিলে!	قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ع (৮)
৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে) কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা তা জানো!	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (৯)
১০. অতপর যখন (জুমুয়ার) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।	فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (১০)
১১. (এ সত্ত্বেও) এরা যখন কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন সেদিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ায় এবং তোমাকে (নামাযে) একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার কাছে যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই খেলাধুলা ও বেচাকেনার চাইতে উৎকৃষ্ট, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।	وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ع (১১)

১ রুকু

২ রুকু

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ①

১. মোনাফেকরা যখন তোমার কাছে আসে, (তখন) তারা বলে (হে মোহাম্মদ), আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালা জানেন তুমি নিসন্দেহে তাঁর রসূল; (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী,

ওয়াকফে লাযেম

اِتَّخَذُوْۤا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ②

২. এরা তাদের শপথকে (স্বার্থ উদ্ধারের একটা) ঢাল বানিয়ে রাখে এবং (এভাবেই) তারা (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করছিলো!

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

৩. এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা (আসলে) কিছুই বুঝতে পারছে না।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ؕ وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

৪. তুমি যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয়ব তোমাকে খুশী করে দেবে; আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি (আগ্রহভরে) তাদের কথা শুনবেও; (এর উদাহরণ হচ্ছে)– যেমন দেয়ালে ঠেকানো কতিপয় (নিষ্প্রাণ) কাঠের টুকরো; (শুধু তাই নয়,) প্রতিটি (বড়ো) আওয়াযকেই তারা মনে করে তাদের ওপর (আপতিত) এটা (বড়ো) বিপদ; এরা আসলেই (তোমাদের) দুশমন, এদের থেকে তোমরা হুশিয়ার থেকো; আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই, (বলতে পারো) কোথায় কোথায় এদের ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤

৫. এদের যখন বলা হয়, তোমরা এসো (আল্লাহর রসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬. (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো– (দুটোই) তাদের জন্যে সমান; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ তায়ালা কোনো গুনাহগার জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ

৭. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, আল্লাহর রসূলের (মোহাজের) সাথীদের জন্যে তোমরা অর্থ ব্যয় করো না, (তাহলে আর্থিক সংকটের কারণে) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে;

وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿৭﴾

অথচ (এরা জানে না,) আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মোনাফেকরা কিছুই বুঝতে পারে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿৮﴾

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দুর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও (তাঁর অনুসারী) মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মোনাফেকরা জানে না!

১ রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿৯﴾

৯. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো (দেখো), তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿১০﴾

১০. আমি তোমাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই– (মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে), হে আমার রব, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং (এভাবেই) আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿১১﴾

১১. (কিন্তু) কারো (নির্ধারিত) 'সময়' যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাকে (এক মুহূর্ত) অবকাশ দেবেন না; তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

২ রুকু

সূরা আত্ তাগাবুন
মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৮
রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿১﴾

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা তাঁর জন্যে, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿২﴾

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের কিছু লোক (একথা বিশ্বাস করে) মোমেন হয়ে গেলো আবার কিছু লোক (অবিশ্বাস করে) কাফের থেকে গেলো; (আসলে) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন।

৩. তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন, অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তাঁর কাছেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣
৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো, আর যা কিছু প্রকাশ করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের কথা জানেন।	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤
৫. তোমাদের কাছে কি সেসব লোকের খোঁজ খবর কিছুই পৌঁছেনি যারা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) কুফরী করেছিলো, অতপর তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে, তাদের জন্যে (পরকালেও) কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।	اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥
৬. (এটা) এ কারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে যখনি (আল্লাহর) কোনো রসূল আসতো তখনি তারা বলতো, (কতিপয়) মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে? অতএব তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো, অবশ্য আল্লাহ তায়ালার (তাদের কাছ থেকে) কিছুই পাওয়ার ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চির প্রশংসিত।	ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦
৭. কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে যে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না; তুমি বলো, না-তা কখনো নয়; আমার মালিকের শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে) ওঠানো হবে এবং তোমাদের বলে দেয়া হবে তোমরা কি কাজ করে এসেছো; আর আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ।	زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧
৮. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং আমি (কোরআনের আকারে) যে আলো (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি তার ওপর ঈমান আনো; (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।	فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨
৯. যেদিন তোমাদের (সবাইকে) মহাসমাবেশের দিনটির জন্যে একত্র করা হবে, (সেদিন বলা হবে), আজকের দিনটিই হচ্ছে (আসল) লাভ লোকসানের দিন; (লাভের দিন তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তিনি (আজ) তার গুনাহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে,	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿৯﴾

তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; (আর) এটাই হচ্ছে (সেদিনের) পরম সাফল্য।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿১০﴾

১০. (লোকসানের দিন তাদের জন্যে,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!

১ রুকু

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿১১﴾

১১. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত (কারো ওপর) কোনো বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿১২﴾

১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, তোমরা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমার রসূলের ওপর দায়িত্ব (হচ্ছে আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿১৩﴾

১৩. আল্লাহ তায়ালা (মহান), তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, অতএব ঈমানদার বান্দাদের উচিত সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿১৪﴾

১৪. হে ঈমানদাররা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের (কিছু) দুশমন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো, অবশ্য তোমরা যদি (তাদের) অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿১৫﴾

১৫. তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের সন্তান সন্ততি (তোমাদের জন্যে) পরীক্ষা মাত্র; (পরীক্ষায় সফল হতে পারলে) অবশ্যই (এর জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿১৬﴾

১৬. অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শোনো এবং (তাঁর) কথামতো চলো, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) খরচ করো, এটি তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর; যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দাও– উত্তম ঋণ, তাহলে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾	এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা বড়োই গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল,
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾	১৮. তিনি জানেন দেখা-অদেখা (সব কিছুই), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২ রুকু

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾	১. হে নবী, (সাথীদের বলো), যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো), তখন তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষার সময়ের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিয়ো, ইদ্দতের যথার্থ হিসাব রেখো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের রব, ইদ্দতের সময় (কোনো অবস্থায়ই) তাদের নিজেদের বসতবাড়ি থেকে বের করে দিয়ো না, তারা নিজেরাও যেন (এ সময়) তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়, তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্লীলতা (জনিত অপরাধে অপরাধী) হয়ে আসে (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।) এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমারেখা অতিক্রম করে সে (মূলত এর দ্বারা) নিজের ওপর নিজেই যুলুম করে। তুমি তো জানো না এর পর আল্লাহ তায়ালা হয়তো (পুনরায় তোমাদের মাঝে সহৃদয়তার কোনো) একটা পথ বের করে দেবেন।
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾	২. অতপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) সে নির্ধারিত সময়ে (-র শেষ প্রান্তে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পন্থায় (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় সম্মানের সাথে তাদের আলাদা করে দেবে এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, (সাক্ষীদেরও বলো) তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এ) সাক্ষ্য দান করবে; যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে, তাদের সবাইকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে (সংকট উত্তরণের) একটা পথ তৈরী করে দেন-
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾	৩. এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রেযেক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাজ পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের জন্যেই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ	৪. তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে,

إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ وَّالّٰٓئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ أَمْرِهٖ يُسْرًا ﴿٤﴾

তাদের (ইদ্দতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা জেনে রেখো,) তাদের ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস, (এ তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও, যাদের এখনও ঋতুকাল শুরুই হয়নি; গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল হচ্ছে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই ভয় করে, তাহলে (নানাভাবে) তিনি তার জন্যে তার কাজকে সহজ করে দেন।

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهٗٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ أَجْرًا ﴿٥﴾

৫. (তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যা তিনি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুনাহখাতা মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরস্কারকেও বড়ো করে দেবেন।

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ أُخْرٰى ﴿٦﴾

৬. (ইদ্দতের সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ো– যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা থাকো, কোনো অবস্থায়ই সংকট সৃষ্টি করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না; আর যদি তারা সন্তানসম্ভবা হয়, তাহলে (ইদ্দতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খোরপোষ দিতে থাকো, (সন্তান জন্মদানের পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের (নিজেদের) বুকের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা (সে জন্যে) তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এ ব্যাপারটা) তোমরা ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায়সংগত পন্থায় সমাধান করে নেবে, যদি তোমরা একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য একজন (মহিলা) এ সন্তানকে দুধ খাওয়াবে;

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٧﴾

৭. বিত্তশালী ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে; আবার যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে দেয়া হয়েছে সে ব্যক্তি ততোটুকু পরিমাণই খোরপোষ দেবে যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ সামর্থ দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো) বোঝা তার ওপর তিনি চাপান না; (আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে) আল্লাহ তায়ালা (তাকে) অচিরেই অভাব অনটনের পর সচ্ছলতা দান করবেন।

১ রুকু

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾

৮. কতো জনপদের মানুষই তো নিজেদের রব ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (সে জন্যে) কঠিন হিসাব আদায় করে নিয়েছি এবং আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا

৯. এরপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো, (মূলত) তাদের (এ) কাজের পরিণাম ফল

خُسْرًا ﴿٩﴾

(ছিলো) চরম ক্ষতি।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাদের জন্যে এক কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা যারা জ্ঞানসম্পন্ন, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো– তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে অবশ্যই (তাঁর) উপদেশবাণী নাযিল করেছেন,

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۗ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾

১১. (তিনি) রসূল (পাঠিয়েছেন), যে (রসূল) তোমাদের আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, যাতে করে সে তোমাদের– যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে; তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– (এমন এক জান্নাত)– যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা– যিনি সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করেছেন; (আবার) উভয়ের মাঝখানে (যা আছে তাদের জন্যে) তাঁর নির্দেশ জারি হয়, যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো যে, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালাই (একক) ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান (এ সৃষ্টিলোকের) প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

রুকু ২

সূরা আত্ তাহ্রীম
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১২
রুকু ২

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١﴾

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি (কসম করে) নিজের ওপর কেন হারাম করছো, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী কামনা করতে চাও? (আসলে) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ক্ষমার আধার, পরম দয়ালু।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের শপথ থেকে রেহাই পাবার জন্যে (কাফফারার) একটা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ

৩. যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে যখন (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো,

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿৩﴾

তখন আল্লাহ তায়ালা তার এ বিষয়টা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, রসূল কিছু কথা (গোপনীয় বিষয় প্রকাশকারী স্ত্রীকে) জানিয়ে দিলো, (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলো, অতপর নবী যখন তার সে স্ত্রীকে সে বিষয়টা জানালো, তখন সে বললো, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো; নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তায়ালা), যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক জ্ঞাত।

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿৪﴾

৪. (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো,) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো– (তাহলে তা তোমাদের জন্যে ভালো) কেননা তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুঁকে পড়েছিলো, আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো), আল্লাহ তায়ালাই তাঁর (নবীর) সহায়, তাছাড়াও তাঁর সাথে রয়েছে জিবরাঈল (ফেরেশতা) ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও সমগ্র ফেরেশতা তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿৫﴾

৫. (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, ফরমাঁবরদার, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোযাদার– (হতে পারে তারা) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿৬﴾

৬. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহান্নামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿৭﴾

৭. হে কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে) কোনো রকম অজুহাত তালাশ করো না; (আজ) তোমাদের সে বিনিময়ই দেয়া হবে যা তোমরা দুনিয়ায় করছিলে!

১ রুকু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ

৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো– একান্ত খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের রব তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন

وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (৮)

এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের এমন (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা, সেদিন আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হবে,) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (৯)

৯. হে নবী, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো; (কেননা) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা (হচ্ছে) এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ (১০)

১০. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন; তারা দু'জনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার অধীনস্থ স্ত্রী, কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতএব আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা (নবী হওয়া সত্ত্বেও) কিছুই এদের বাঁচাতে পারলো না, বরং (তাদের) বলা হলো, তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহান্নামের আগুনে– যারা এখানে প্রবেশ করেছে তাদের সবার সাথে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (১১)

১১. (একইভাবে) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীকে (অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন, (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে রব, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো, আর (দুনিয়ার এ ঘরে) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকান্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে এ যালেম সম্প্রদায় (-এর যাবতীয় অনাচার) থেকে উদ্ধার করো।

ওয়াকফে লাযেম

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ (১২) ع

১২. (আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করছেন) ইমরানের মেয়ে মারইয়ামের, যে (আজীবন) তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অতপর আমি আমার (সৃষ্ট) রূহগুলো থেকে একটি (রূহ) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, সে তার মালিকের কথা ও তাঁর (প্রেরিত) কিতাবসমূহের ওপর পুরোপুরিই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দাদেরই একজন!

রুকু ২

আয়াত ৩০
রুকু ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মুলক
মক্কায় অবতীর্ণ

تَبٰرَكَ الَّذِىۡ بِيَدِهِ الۡمُلۡكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرُ ۙ ﴿١﴾

১. (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান,

الَّذِىۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَالۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ ﴿٢﴾

২. যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল,

الَّذِىۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ط فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ لا هَلۡ تَرٰى مِنۡ فُطُوۡرٍ ﴿٣﴾

৩. যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন, একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও তুমি কোনো খুঁত দেখবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, (এর) কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও?

ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنۡقَلِبۡ اِلَيۡكَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيۡرٌ ﴿٤﴾

৪. অতপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (নভোমন্ডলের প্রতি), আরেকবার (তোমার দৃষ্টি ফেরাও দেখবে, তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

وَلَقَدۡ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِمَصَابِيۡحَ وَجَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّيٰطِيۡنِ وَاَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِيۡرِ ﴿٥﴾

৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (দেখো, কিভাবে) প্রদীপমালা দিয়ে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি, (ঊর্ধ্বলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপ)-গুলোকে আমি (ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿٦﴾

৬. (এতো নিদর্শন সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান!

اِذَاۤ اُلۡقُوۡا فِيۡهَا سَمِعُوۡا لَهَا شَهِيۡقًا وَّهِىَ تَفُوۡرُ ۙ ﴿٧﴾

৭. এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন (নিক্ষিপ্ত হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট গর্জন করছে,

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الۡغَيۡظِ ط كُلَّمَاۤ اُلۡقِىَ فِيۡهَا فَوۡجٌ سَاَلَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ نَذِيۡرٌ ﴿٨﴾

৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচন্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, (এ আযাবের কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি?

قَالُوۡا بَلٰى قَدۡ جَآءَنَا نَذِيۡرٌ ۙ فَكَذَّبۡنَا

৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে (আযাবের) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি,

অনুবাদ	আয়াত
আমরা (তাদের) বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো।	وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ٩
১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম! (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না।	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٠
১১. অতপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়) অপরাধ স্বীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহান্নামের অধিবাসীদের ওপর!	فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ١١
১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা নিজেরা গায়ব থেকে তাদের রবকে ভয় করেছে, নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٢
১৩. তোমরা তোমাদের কথা লুকিয়ে রাখো কিংবা (তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান); অবশ্যই তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল।	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٣
১৪. তিনি কি (সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে) জানবেন না– যিনি (এগুলো) বানিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٤ (১ রুকু)
১৫. তিনিই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উদগত) রেযেক তোমরা উপভোগ করো; (অবশেষে) তাঁর দিকেই (হবে সবার) প্রত্যাবর্তন।	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥
১৬. তোমরা কি তাঁর কাছ থেকে নিরাপদ যিনি আকাশে (সব কিছুর মালিক)? তিনি কি তোমাদেরসহ ভূমন্ডলকে গেড়ে দেবেন না? (এমন অবস্থা যখন হবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে,	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦
১৭. অথবা তোমরা কি আকাশের অধিপতি আল্লাহ তায়ালা থেকে নিরাপদ যে, তিনি তোমাদের ওপর (প্রস্তর নিক্ষেপকারী) প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না? তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কেমন (ভয়াবহ হতে পারে) আমার সাবধানবাণী!	أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧
১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের প্রতি) আমার আচরণ!	وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨

ওয়াকফে লাযেম

১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখীগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুই দেখেন।	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾
২০. (বলো তো,) তোমাদের মধ্যে এমন কে এখানে আছে যার কাছে (এমন) একটি সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে) এ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা (সব সময়ই) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে,	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾
২১. যদি তিনি তোমাদের রেযেক বন্ধ করে দেন, তাহলে এখানে এমন আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেযেক সরবরাহ করতে পারবে? (আসলে) এরা (আল্লাহ তায়ালার) বিদ্রোহ এবং গোঁড়ামিতেই (নিমজ্জিত) রয়েছে।	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾
২২. যে ব্যক্তি যমীনে উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত)?	أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. (হে নবী,) তুমি বলো, (হাঁ), তিনিই তোমাদের পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অন্তর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।	قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. তুমি বলো, তিনি এ ভূখন্ডে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।	قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾
২৬. তুমি বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র!	قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾
২৭. যখন (সত্যি সত্যিই) এ (প্রতিশ্রুতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখবে– যারা (দুনিয়ায় একে) অস্বীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ	فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ

হচ্ছে সেই (মহাধ্বংস), যাকে তোমরা পেতে চাইতে!	تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্বংস করে দেন, কিংবা (ধ্বংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (এ উভয় অবস্থায়), কিন্তু (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের এ ভয়াবহ আযাব থেকে কে বাঁচাবে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
২৯. তুমি বলো (হাঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-ই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো?	قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾
৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (এই) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা (পুনরায়) বের করে আনবে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

২ রুকু

আয়াত ৫২
রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

সূরা আল ক্বালাম
মক্কায় অবতীর্ণ

১. নূ-ন-, শপথ কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে– তার,	نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ ﴿١﴾
২. তোমার মালিকের দয়ায় তুমি কোনো পাগল নও,	مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ ﴿٢﴾
৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন পুরস্কার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না,	وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ ﴿٣﴾
৪. নিসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অচিরেই তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে–	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۙ ﴿٥﴾
৬. তোমাদের মধ্যে কে ছিলো বিকারগ্রস্ত (পাগল)!	بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
৭. অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন্ ব্যক্তি তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে তিনি তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾
৮. অতএব তুমি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾

৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায়, তুমি যদি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো অতপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে।	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾
১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন সব মানুষদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾
১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে–	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾
১২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ–	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
১৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾
১৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্ততির অধিকারী–	أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
১৫. এ লোককে যখন আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র!	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾
১৬. অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো।	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾
১৭. অবশ্যই আমি এদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (তা ছিলো এমন যে, একদিন) তারা সবাই শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে,	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
১৮. তারা (তাদের শপথে) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অভিপ্রায় (সম্বলিত) কিছুই যোগ করেনি।	وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾
১৯. (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো (তখনো) তারা ছিলো নিদ্রামগ্ন।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
২০. অতপর সকাল বেলায়ই তা মধ্যরাতের কৃষ্ণ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো।	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾
২১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো–	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾
২২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো।	أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾
২৩. (অতপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো,	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
২৪. কোনো অবস্থায়ই আজ যেন কোনো (দুস্থ) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে,	أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা সকাল বেলায়ই সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হাযির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হবে।	وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. অতপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন বলতে লাগলো (একি!), আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি)।	فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ সবকিছু থেকে) বঞ্চিত হয়ে গেছি!	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. (এ সময়) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, (সব কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আল্লাহ তায়ালার নামের) 'তাসবীহ' করতে!	قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. তারা বললো, আমাদের মালিক অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (সত্যিই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম।	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. তারা পরস্পরকে তিরস্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. তারা বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো (আসলেই) সীমালংঘনকারী।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আশা করা যায় আমাদের রব (এর) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।	عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আযাব এভাবেই (নাযিল) হয়, আর পরকালের আযাব, তা তো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতো!	كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো আচরণ করবো?	اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এ কি হলো তোমাদের! (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) কি সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?	مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যাতে তোমরা (এটি) পড়েছো।	اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾

ওয়াকফে গোফরান ১ রুকু ১

↓ ১২খ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে,	إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝٣٨
৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি– এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, (এবং) তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে,	أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝٣٩
৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে,	سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۝٤٠
৪১. তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক!	أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۝٤١
৪২. যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না,	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝٤٢
৪৩. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায়) যখন তাদের (আল্লাহর সম্মুখে) সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (সক্ষম) ছিলো।	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝٤٣
৪৪. অতপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ (কিতাব)কে অস্বীকার করে (আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (ধ্বংসের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না,	فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝٤٤
৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।	وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝٤٥
৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তারা জরিমানার বোঝায় ভারী হয়ে পড়েছে।	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝٤٦
৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে!	أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝٤٧
৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে (আল্লাহ তায়ালাকে) ডেকেছিলো;	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝٤٨
৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো তাহলে তাকে নিন্দিত অবস্থায় সাগরের খোলা তীরে ফেলে রাখা হতো।	لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝٤٩

৯ ওয়াকফে লাযেম

فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿٥٠﴾

৫০. অতপর তার রব তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন।

وَاِنۡ يَّكَادُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَيُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكۡرَ وَيَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿٥١﴾

৫১. কাফেররা যখন (আল্লাহর) কিতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায়, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা (একথাও) বলে, (এই কিতাবের বাহক) সে একজন পাগল।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٥٢﴾

৫২. (আসলে) এ কিতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

সূরা আল হাক্কাহ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫২
রুকু ২

اَلۡحَآقَّةُ ﴿١﴾

১. একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)!

مَا الۡحَآقَّةُ ﴿٢﴾

২. কি (সেই) অনিবার্য সত্য (ঘটনা)?

وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحَآقَّةُ ﴿٣﴾

৩. তুমি কি জানো (সেই) অনিবার্য সত্য ঘটনাটা কি?

كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ وَعَادٌۢ بِالۡقَارِعَةِ ﴿٤﴾

৪. আ'দ ও সামুদ জাতির লোকেরা মহাপ্রলয় (সংক্রান্ত এই সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

فَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَاُهۡلِكُوۡا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

৫. (দাম্ভিক) সামুদ গোত্রের লোকদের (এই কারণেই) এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهۡلِكُوۡا بِرِيۡحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

৬. আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে,

سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوۡمًا ۙ فَتَرَى الۡقَوۡمَ فِيۡهَا صَرۡعٰى ۙ كَاَنَّهُمۡ اَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

৭. টানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অন্তসারশূন্য কান্ডের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে!

فَهَلۡ تَرٰى لَهُمۡ مِّنۡۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছো– তাদের একজনও কি এ (গযব) থেকে রক্ষে পেয়েছে?

وَجَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَنۡ قَبۡلَهٗ وَالۡمُؤۡتَفِكٰتُ بِالۡخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

৯. (দাম্ভিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ করেছিলো,

فَعَصَوۡا رَسُوۡلَ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَهُمۡ اَخۡذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

১০. এরা তাদের মালিকের (পক্ষ থেকে আসা) রসূলদের অবাধ্যতা করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

১১. (নবী নূহের সময়) যখন পানি (তার) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম,	إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
১২. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, (তাছাড়া) উৎসাহী কানগুলো যেন এ (ঘটনা)-টা (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. অতপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে– (তা হবে) একটি মাত্র ফুঁ,	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. আর ভূমন্ডল ও পাহাড়গুলোকে (স্বস্থান থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে, তারপর উভয়টাকে একবারেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে,	وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾
১৫. (ঠিক) সেদিনই মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে,	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
১৬. (সেদিন) আকাশ ফেটে পড়বে, অতপর সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে,	وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে; আর (তাদেরই) আট জন ফেরেশতা তোমার মালিকের ‘আরশ’ তাদের ওপর বহন করে রাখবে;	وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى أَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾
১৮. সেদিন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন) গোপন থাকবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾
১৯. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে, তোমরা (এসো)– আমার (আমলনামার) পুস্তকটি পড়ে দেখো।	فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾
২০. অবশ্যই আমি জানতাম আমাকে একদিন হিসাব নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে,	إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾
২১. অতপর (বেহেশতের উদ্যানে) সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে,	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
২২. (সে উদ্যান হবে) আলীশান জান্নাতের মধ্যে,	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে থাকবে।	قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. (আল্লাহর ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (অর্জন) করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো।	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

অনুবাদ	আয়াত
২৫. যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুঃখ ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামা নাই দেয়া হতো!	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥
২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম,	وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦
২৭. হায়! (প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো!	يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧
২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না,	مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۝٢٨
২৯. আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা আজ) নিশেষ হয়ে গেলো,	هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ۝٢٩
৩০. (এ সময় জাহান্নামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও,	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝٣٠
৩১. অতপর তাকে জাহান্নামের (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও	ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝٣١
৩২. তারপর তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; যা সত্তর গজ (লম্বা)	ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ۝٣٢
৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি,	إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۝٣٣
৩৪. সে দুস্থ অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি;	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣٤
৩৫. আজকের এ দিনে তার কোনো বন্ধু নেই,	فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ۝٣٥
৩৬. (ক্ষতনিসৃত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না,	وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝٣٦
৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।	لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ۝٣٧ (১ রুকু)
৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি,	فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝٣٨
৩৯. (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও না,	وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝٣٩
৪০. নিসন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী,	إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠
৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; অবশ্য তোমরা খুবকমই (এ কথা) বিশ্বাস করো,	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝٤١
৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; অবশ্যই তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো;	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٤٢

৪৩. (মূলত) এ কিতাব সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নাযিল করা হয়েছে।	تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. সে যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার ওপর চালিয়ে দিতো,	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾
৪৫. তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,	لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾
৪৬. অতপর আমি অবশ্যই তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে দিতাম,	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচাতে পারতো না!	فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে, এ কিতাব তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়!	وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল লোক এ (কিতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী হবে।	وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এটি হবে কাফেরদের জন্যে গভীর অনুতাপ ও হতাশার কারণ,	وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. নিসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ এক অমোঘ সত্য।	وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾
৫২. অতপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

২ রুকু

সূরা আল মা'য়ারেজ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৪৪
রুকু ২

১. একজন প্রশ্নকর্তা (আল্লাহ তায়ালার) অবধারিত আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো,	سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾
২. (এ আযাব হচ্ছে) কাফেরদের জন্যে, তার প্রতিরোধকারী কিছুই নেই,	لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾
৩. (এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে;	مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾
৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা) 'রূহ' (জিবরাঈল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের) পঞ্চাশ হাজার বছর,	تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾
৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾
৬. তারা এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়,	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾

৭. অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন;	وَّنَرٰىهُ قَرِيۡبًا ؕ‏ ﴿۷﴾
৮. যেদিন আসমান হবে গলিত তামার মতো,	يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِۙ ﴿۸﴾
৯. আর পাহাড়গুলো হবে (রং বেরংয়ের) ধুনা পশমের মতো,	وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِۙ ﴿۹﴾
১০. (সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না,	وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيۡمٌ حَمِيۡمًا ۚ ۖ ﴿۱۰﴾
১১. (অথচ) তারা একজন আরেকজনকে ঠিকই দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে,	يُّبَصَّرُوۡنَهُمۡ ؕ يَوَدُّ الۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِىۡ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذٍ ۭ بِبَنِيۡهِۙ ﴿۱۱﴾
১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও–	وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيۡهِۙ ﴿۱۲﴾
১৩. এবং নিজের পরিবার এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো,	وَفَصِيۡلَتِهِ الَّتِىۡ تُـْٔوِيۡهِۙ ﴿۱۳﴾
১৪. ভূমন্ডলের সবকিছুই সে (দিতে চাইবে), তারপরও সে তা থেকে বাঁচতে চাইবে,	وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا ۙ ثُمَّ يُنۡجِيۡهِۙ ﴿۱۴﴾
১৫. না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা,	كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰىۙ ﴿۱۵﴾
১৬. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে,	نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚ ۖ ﴿۱۶﴾
১৭. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো,	تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰىۙ ﴿۱۷﴾
১৮. (যারা বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা আগলে রেখেছিলো।	وَجَمَعَ فَاَوۡعٰى ﴿۱۸﴾
১৯. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব হিসেবে,	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ۙ ﴿۱۹﴾
২০. যখন তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়,	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ۙ ﴿۲۰﴾
২১. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে,	وَّاِذَا مَسَّهُ الۡخَيۡرُ مَنُوۡعًا ۙ ﴿۲۱﴾
২২. কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে–	اِلَّا الۡمُصَلِّيۡنَۙ ﴿۲۲﴾
২৩. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে–	الَّذِيۡنَ هُمۡ عَلٰى صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُوۡنَ ۙ ﴿۲۳﴾

২৪. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে–	وَالَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۲۴﴾
২৫. এমন সব লোকদের জন্যে– যারা (অন্যদের কাছে কিছু) চায় এবং যারা (নানা সুবিধা) বঞ্চিত,	لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ﴿۲۵﴾
২৬. (তারাও নয়–) যারা বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে,	وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿۲۶﴾
২৭. (তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আযাবকে ভয় করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ﴿۲۷﴾
২৮. নিশ্চয়ই তাদের মালিকের আযাবের বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিন্ত (বসে) থাকা যায় না।	اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿۲۸﴾
২৯. যারা নিজেদের যৌন অংগসমূহের হেফাযত করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۲۹﴾
৩০. অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত পন্থায়) তাদের মালিকানাধীন রয়েছে, (এখানে সংযম না করা হলে এ জন্য) কোনো অবস্থায়ই তারা তিরস্কৃত হবে না,	اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿۳۰﴾
৩১. (এ সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সম্ভোগের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী,	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿۳۱﴾
৩২. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ﴿۳۲﴾
৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অটল থাকে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ﴿۳۳﴾
৩৪. (সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে;	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۗ﴿۳۴﴾
৩৫. (পরকালে) এরাই জান্নাতে মর্যাদা সহকারে অবস্থান করবে;	اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۚ﴿۳۵﴾
৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কী হলো? এরা কেন ঊর্ধ্বশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে,	فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۙ﴿۳۶﴾
৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, দলে দলে!	عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿۳۷﴾
৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে!	اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۙ﴿۳۸﴾
৩৯. না, তা কখনো নয়, আমি তাদের এমন এক (নিকৃষ্ট) জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা জানে।	كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

১ রুকু

৪০. আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানে) সক্ষম,	فَلَآ اُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشٰرِقِ وَالۡمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১. (আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে দিয়ে (এদের অবস্থা) বদলে দিতে এবং আমি (এতে মোটেই) অক্ষম নই।	عَلٰۤی اَنۡ نُّبَدِّلَ خَیۡرًا مِّنۡهُمۡ ۙ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِیۡنَ ﴿۴۱﴾
৪২. (হে নবী,) তুমি (বরং) এদের ছেড়ে দাও, এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক– সেদিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে) তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে–	فَذَرۡهُمۡ یَخُوۡضُوۡا وَیَلۡعَبُوۡا حَتّٰی یُلٰقُوۡا یَوۡمَهُمُ الَّذِیۡ یُوۡعَدُوۡنَ ﴿۴۲﴾
৪৩. সেদিন এরা এমন দ্রুতগতিতে (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে,	یَوۡمَ یَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ سِرَاعًا کَاَنَّهُمۡ اِلٰی نُصُبٍ یُّوۡفِضُوۡنَ ﴿۴۳﴾
৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তাদের বলা হবে) এ হচ্ছে সেই দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো।	خَاشِعَۃً اَبۡصَارُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّۃٌ ؕ ذٰلِکَ الۡیَوۡمُ الَّذِیۡ کَانُوۡا یُوۡعَدُوۡنَ ﴿۴۴﴾

২ রুকু

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৮ রুকু ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, (তাকে বলেছিলাম, হে নূহ), তোমার জাতির ওপর এক ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তুমি তাদের সাবধান করে দাও।	اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرۡ قَوۡمَکَ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۱﴾
২. (নূহ তার জাতিকে বললো,) হে আমার জাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি,	قَالَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡ لَکُمۡ نَذِیۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۲﴾
৩. তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তাঁকেই ভয় করো, তোমরা আমার আনুগত্য করো,	اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوۡهُ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۳﴾
৪. (এতে করে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; হাঁ, আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন তাকে পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কতো ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে!	یَغۡفِرۡ لَکُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِکُمۡ وَیُؤَخِّرۡکُمۡ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ ۘ لَوۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۴﴾
৫. (নিরাশ হয়ে) সে বললো, হে আমার রব, আমি আমার জাতিকে দিবানিশি (ঈমানের) দাওয়াতই দিয়েছি,	قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّنَهَارًا ﴿۵﴾

ওয়াকফে লাযেম

৬. (কিন্তু) আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াত তাদের (সত্য থেকে) পালানো ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।	فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾
৭. যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি– (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তারা (ততোবারই) কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং (অজ্ঞতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের ঢেকে দিয়েছে, (শুধু তাই নয়), তারা জেদ ও অহমিকাও প্রদর্শন করেছে, (হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে,	وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾
৮. তারপর আমি আবারও তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (দ্বীনের) দাওয়াত পেশ করেছি,	ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾
৯. তাদের জন্যে আমি (দ্বীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (দ্বীনের দাওয়াত) পেশ করেছি,	ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾
১০. পরন্তু আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল,	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
১১. (তদুপরি) তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অঝোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন,	يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿١١﴾
১২. ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যানমালা স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমিতে) তিনি নদীনালা প্রবাহিত করবেন;	وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهٰرًا ﴿١٢﴾
১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার আশা করো না?	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
১৪. অথচ তিনিই পর্যায়ক্রমে তোমাদের (মানুষ) বানিয়েছেন।	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾
১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (তাকে সাজিয়ে) রেখেছেন–	أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾
১৬. এবং কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন।	وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾
১৭. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের (একটি বিশেষ পদ্ধতিতে) মাটি থেকে উদগত করেছেন,	وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১৮. আবার তিনি তোমাদের তার মাঝেই ফিরিয়ে নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের বের করে আনবেন।	ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾
২০. যাতে করে তোমরা এর উন্মুক্ত (ও প্রশস্ত) পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো।	لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾
২১. নূহ বললো, হে আমার রব, আমার জাতির লোকেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করেনি,	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে,	وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾
২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের দেবতাদের কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না– ‘ওয়াদ’ ‘সূয়া’ (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, ‘ইয়াগুস’ ‘ইয়াউক’ ও ‘নাছর’ নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না,	وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۵ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾
২৪. (হে মালিক,) এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে, তুমিও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না।	وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾
২৫. (অতপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, (পরকালেও) তাদের জাহান্নামের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।	مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۵ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾
২৬. নূহ বললো, হে আমার রব, এ যমীনের অধিবাসী একজন (যালেম)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না,	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾
২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) রেহাই দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না।	إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾
২৮. হে আমার রব, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে– তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও,	رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط

১ রুকু

২ রুকু

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿২৮﴾

যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না।

আয়াত ২৮
রুকু ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল জ্বিন
মক্কায় অবতীর্ণ

قُلۡ اُوۡحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الۡجِنِّ فَقَالُوۡۤا اِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡاٰنًا عَجَبًا ﴿১﴾

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কোরআন) শুনেছে, অতপর তারা (নিজেদের লোকদের) বলেছে, আমরা আজ এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি,

یَّهۡدِیۡۤ اِلَی الرُّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنۡ نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ﴿২﴾

২. যা সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না,

وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿৩﴾

৩. (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মর্যাদা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,

وَّ اَنَّهٗ كَانَ یَقُوۡلُ سَفِیۡهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ﴿৪﴾

৪. (আমরা এও জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ আল্লাহ তায়ালার ওপর অসত্য ও বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা আরোপ করে,

وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنۡ لَّنۡ تَقُوۡلَ الۡاِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿৫﴾

৫. আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জ্বিন (এ দুই জাতি তো) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করতেই পারে না,

وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الۡاِنۡسِ یَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الۡجِنِّ فَزَادُوۡهُمۡ رَهَقًا ﴿৬﴾

৬. মানুষদের মাঝে কতিপয় (মূর্খ) লোক (বিপদে আপদে) জ্বিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয় চাইতো, (এতে করে) মানুষরা তাদের গুনাহকে আরো বাড়িয়ে দিতো,

وَّ اَنَّهُمۡ ظَنُّوۡا كَمَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ یَّبۡعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿৭﴾

৭. জ্বিনরা মনে করতো- যেমনি মনে করতে তোমরা (মানুষরা)- যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না,

وَّ اَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِیۡدًا وَّشُهُبًا ﴿৮﴾

৮. (জ্বিনরা আরো বললো,) আমরা আকাশমন্ডল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত পেয়েছি,

وَّ اَنَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمۡعِ ؕ فَمَنۡ یَّسۡتَمِعِ الۡاٰنَ یَجِدۡ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿৯﴾

৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু শোনার প্রত্যাশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় তার জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড (দেখতে) পায়,

وَّ اَنَّا لَا نَدۡرِیۡۤ اَشَرٌّ اُرِیۡدَ بِمَنۡ فِی الۡاَرۡضِ اَمۡ اَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدًا ﴿১০﴾

১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশেই কি এসব (উল্কাপিন্ড বসিয়ে রাখা) হয়েছে?- না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক তাদের সঠিক পথ দেখাতে চান,

১১. (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল, আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দ্বিধাবিভক্ত,	وَأَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١
১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে কখনো অক্ষম করতে পারবো না- না আমরা (কখনো তাঁর থেকে) পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পরাভূত করতে পারবো,	وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢
১৩. আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শুনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম; (কেননা) যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর ঈমান আনে, তার কোনো কিছু কম পাওয়ার আশংকা থাকে না, (পরকালেও) তার লাঞ্ছনা থাকবে না,	وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰىٓ اٰمَنَّا بِهٖ ۖ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣
১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ (কাফের); যারা (আল্লাহর) আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারাই হচ্ছে সেসব (ভাগ্যবান) মানুষ যারা মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে,	وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤
১৫. আর যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামের ইন্ধন (হবে),	وَأَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥
১৬. লোকেরা যদি সত্য (ও নির্ভুল) পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর পানি পান করাতাম,	وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝١٦
১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে কঠোর আযাবে প্রবেশ করাবেন,	لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٧
১৮. মাসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালার এবাদাতের জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না,	وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۝١٨
১৯. যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জ্বিনের) অনেকেই তার পাশে ভীড় জমাতে লাগলো;	وَأَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝١٩
২০. (এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি, আর আমি (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।	قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ أُشْرِكُ بِهٖٓ أَحَدًا ۝٢٠
২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না।	قُلْ إِنِّىْ لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝٢١

১ রুকু

২২. তুমি বলো, আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি কখনো তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল (খুঁজে) পাবো না,	قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾
২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি (আছে) যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদায়াত পৌঁছে দেবো, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে;	إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾
২৪. এভাবে (সত্যি সত্যিই) যখন তারা (সে দিনটি) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী কতো কম!	حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
২৫. তুমি বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামতের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার মালিক তার জন্যে কোনো মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন।	قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾
২৬. তিনি (সমগ্র) গায়বের (একক) জ্ঞানী, তাঁর (সে) অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না,	عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾
২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া– যাকে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তারও আগে-পিছে তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন,	إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾
২৮. এ (প্রহরা) দিয়ে তিনি এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌঁছে দিয়েছে কিনা, তিনি তো এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুকেই তিনি গুনে রেখেছেন।	لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোযযাম্মেল
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ,)	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾
২. রাতে (নামাযের জন্যে উঠে) দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে–	قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾
৩. তার অর্ধেক অংশ– অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম করো,	نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾

৪. কিংবা তার ওপর (আরো কিছু) বাড়িয়ে দাও, তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে;	اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ ﴿٤﴾
৫. (হে মোহাম্মদ!) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) কিছু রাখতে যাচ্ছি।	اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾
৬. অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (এ সময় দোয়া ও কোরআন) পাঠেরও সুবিধা থাকে বেশী;	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ؕ ﴿٦﴾
৭. অবশ্যই দিনের বেলায় তোমার প্রচুর কর্মব্যস্ততা থাকে।	اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ؕ ﴿٧﴾
৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো;	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ ﴿٨﴾
৯. আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
১০. এ (নির্বোধ) লোকেরা যেসব কথাবার্তা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো।	وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾
১১. মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও সম্পদের অধিকারীদের (সাথে ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।	وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾
১২. অবশ্যই আমার কাছে (এদের পাকড়াও করার জন্যে) শেকল আছে, আছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জাহান্নাম,	اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ ﴿١٢﴾
১৩. (আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব,	وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۗ ﴿١٣﴾
১৪. (যেদিন এ ঘটনা ঘটবে) সেদিন পৃথিবী ও (তার) পাহাড়সমূহ প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পাহাড়সমূহ হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয় বালুর স্তূপ।	يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫. অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম;	اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ؕ ﴿١٥﴾
১৬. অতপর ফেরাউন (আমার) রসূলকে অমান্য করেছে, (এর শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾

১৭. তোমরা যদি (আজ) সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে (আযাব থেকে) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, (অথচ অবস্থার ভয়াবহতা) সেদিন কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে;

السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾

১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে, (এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

১৯. এ হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরতে পারে।

১ রুকু

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২০. (হে নবী,) অবশ্যই তোমার মালিক (একথা) জানেন যে, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা কখনো এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই তিনি (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন, অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত হবে, (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো, (মনে রাখবে), যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা তাঁর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতীব দয়ালু, অধিক ক্ষমাশীল।

২ রুকু

সূরা আল মোদ্দাস্‌সের
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫৬
রুকু ২

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

১. হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ),

قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾	২. (কম্বল ছেড়ে) তুমি ওঠো এবং মানুষদের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো,
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾	৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾	৪. তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো–
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾	৫. এবং মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো,
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾	৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না,
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾	৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করো;
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾	৮. যেদিন (সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,
فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾	৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক,
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾	১০. (এ দিনকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে এটি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না।
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾	১১. যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি, (তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই ছেড়ে দাও,
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾	১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছি,
وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾	১৩. (তাকে আরো দান করেছি) সদা সংগী (এক দল) পুত্র সন্তান,
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾	১৪. আমি তার জন্যে (সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম করে দিয়েছি,
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾	১৫. (তারপরও) সে লোভ করে যে, তাকে আমি আরো অধিক দিতে থাকবো,
كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾	১৬. না, কখনো নয়; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর ছিলো,
سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾	১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চূড়ায় আরোহণ করাবো;
إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾	১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর সে (নিজের গোঁড়ামিতে থাকার) সিদ্ধান্ত করলো,
فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾	১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন করে সে (পুনরায় এ) সিদ্ধান্ত করলো!

↓ ৪৩খ

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ! কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত করলো,	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১. সে (লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো,	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২. (দম্ভভরে) সে তার ভ্রুকুঞ্চিত করলো, (অবজ্ঞাভরে) মুখটাকে বিকৃত করে ফেললো,	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩. অতপর সে পিছিয়ে গেলো এবং অহংকার করলো,	ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের লোকদের থেকে প্রাপ্ত যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া কিছুই নয়,	فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া (আর কিছুও) নয়;	اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।	سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭. তুমি কি জানো জাহান্নাম (-এর আগুন) কি ধরনের?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾
২৮. যা (এর অধিবাসীদের অক্ষত অবস্থায়) ফেলে রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না,	لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়াকে ভীষণভাবে জ্বালিয়ে দেবে,	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾
৩০. তার ওপর (নিয়োজিত আছে) ঊনিশ (সদস্যের ফেরেশতাদল);	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾
৩১. আমি দোযখের প্রহরী হিসেবে ফেরেশতাদের ছাড়া (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের (এই ঊনিশ) সংখ্যাকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কিতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কিতাব এবং মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোযখের বর্ণনা–) এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই–	وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

১ রুকু

৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি),	كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. (আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে,	وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾
৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়,	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
৩৫. নিসন্দেহে (মানুষের জন্যে) তা হবে কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি,	إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾
৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) ভয় প্রদর্শনকারী,	نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটতে মনস্থ করে;	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾
৩৮. (মূলত) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে,	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেককার) লোকগুলো ছাড়া;	إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾
৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জান্নাতে। (সেদিন) তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে–	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
৪১. (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত) পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে,	عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
৪২. (হে জাহান্নামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ আযাবে উপনীত করেছে?	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾
৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলে শামিল ছিলাম না,	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অভাবী (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না,	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾
৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম,	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾
৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আখেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম,	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾
৪৭. এমনি (করতে করতে একদিন) চূড়ান্ত সত্য (হিসেবে মৃত্যু) আমাদের কাছে হাযির হয়ে গেলো।	حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾
৪৮. কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশই (আজ) তাদের কোনো উপকারে আসবে না;	فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾
৪৯. এদের কি হয়েছে, এরা (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন?	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾
৫০. এরা যেন (বনের) কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা,	كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾
৫১. যারা সিংহের আক্রমণ থেকে পালাতে ব্যস্ত;	فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, তাকে (আলাদা করে) উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক,	بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾
৫৩. এটা (কখনো) সম্ভব নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনকেই ভয় করে না;	كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾
৫৪. না, কখনো নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র,	كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে;	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾
৫৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

২ রুকু

আয়াত ৪০
রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ক্বেয়ামাহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আমি শপথ করছি কেয়ামত দিবসের,	لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾
২. আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়;	وَلَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জাগুলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না;	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾
৪. হাঁ, অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾
৫. এ সত্ত্বেও মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে (শুধু) পাপাচারেই লিপ্ত হতে চায়,	بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾
৬. সে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কবে আসবে?	يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾
৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধাযুক্ত হয়ে যাবে,	فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾
৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে,	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾
৯. চাঁদ ও সুরুজ একাকার হয়ে যাবে,	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾
১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেছে), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)?	يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾
১১. (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই,) নেই কোনো আশ্রয়স্থলও;	كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾
১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু তোমার মালিকের কাছে,	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ࣙالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾

১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে, কি (আমল) নিয়ে সে আজ হাযির হয়েছে, আর কি (কি আমল) সে পেছনে রেখে এসেছে;	يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾
১৪. মানুষরা তো বরং নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই পর্যবেক্ষক,	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে সেদিন) নানা অজুহাত পেশ করতে চাইবে;	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾
১৬. (হে নবী, ওহীর ব্যাপার,) তুমি তাতে তাড়াহুড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾
১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর,	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾
১৮. অতএব আমি যখন (জিবরাঈলের মাধ্যমে তোমার কাছে) কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার অনুসরণ করার চেষ্টা করো,	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾
১৯. অতপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর;	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
২০. না, কক্ষণো না, তোমরা পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসো–	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো!	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾
২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ,	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে;	تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
২৬. না, কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাবে,	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
২৭. তাকে বলা হবে, (এ সময় যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে?	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
২৮. সে (তখন) বুঝে নেবে যে, অবশ্যই (পৃথিবী থেকে এটাই) তার বিদায় (নেয়ার সময়),	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে,	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾
৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ১ রুকু
৩১. (আসলে) এ (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি,	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,	وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٣٢
৩৩. সে অত্যন্ত দম্ভ ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গেলো,	ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝٣٣
৩৪. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।	اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٤
৩৫. অতপর এ আচরণ শুধু তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্যেই মানায়;	ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٥
৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে;	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝٣٦
৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না?	اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝٣٧
৩৮. তারপর তা হলো রক্তপিন্ড, অতপর আল্লাহ তায়ালা (দেহ সৃষ্টি করে তাকে) সুবিন্যস্ত করলেন,	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝٣٨
৩৯. এরপর তিনি তার থেকে নারী পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣٩
৪০. (যিনি এদের বানিয়েছেন) তিনি কি মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?	اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۝٤٠

২ রুকু

সূরা আদ্ দাহর

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৩১
রুকু ২

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে এসেছে কি– যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিলো না!	هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١
২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (পরিক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি।	اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٢
৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় (অকৃতজ্ঞ) কাফের হয়ে যাবে।	اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣
৪. কাফেরদের জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও আগুনের লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি।	اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤
৫. নিসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সুরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কর্পূর মেশানো থাকবে,	اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥

৬. এ পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾
৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা 'মানত' পূরণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে সুদূরপ্রসারী।	يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾
৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বুদ্ধ হয়েই ফকীর) মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়।	وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٨﴾
৯. (এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না– না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।	اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾
১০. আমরা সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের মালিককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ভয়ংকর।	اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿١٠﴾
১১. আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সেদিনের (ভয়ংকর আযাব ও) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন,	فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١١﴾
১২. এরা যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছে (তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন,	وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾
১৩. (সেখানে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনোরকম শীত (-এর প্রকোপও),	مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾
১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফল-পাকড়া তাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হবে।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾
১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ও কাঁচের পেয়ালায়, তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾
১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে।	قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾
১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে 'যানজাবীল' (নামের মূল্যবান সুগন্ধ),	وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) ঝর্ণা, যার নাম রাখা হয়েছে 'সালসাবীল'।	عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨
১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা চিরকাল কিশোরই থাকবে, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।	وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝١٩
২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নেয়ামতেরই সমারোহ, দেখবে (নেয়ামত উপচেপড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য।	وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠
২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কংকণ, তাদের মালিক সেদিন তাদের 'শরাবান তহুরা' (পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন।	عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١
২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার বান্দারা,) এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পুরস্কার এবং তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!	اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢
২৩. (হে নবী,) আমি অবশ্যই (এ মহাগ্রন্থ) কোরআনকে তোমার ওপর ধীরে ধীরে নাযিল করেছি,	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝٢٣
২৪. সুতরাং তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের আনুগত্য করবে না,	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝٢٤
২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো,	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٢٥
২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজদাবনত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো।	وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝٢٦
২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন দিন আসছে তা উপেক্ষা করে!	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝٢٧
২৮. আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই মযবুত করেছি, আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ বাঁধন শিথিল করে তাদের) আকৃতি বদলে দেবো।	نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝٢٨
২৯. অবশ্যই এটি হচ্ছে একটি উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার পথ করে নিতে পারে।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝٢٩

১ রুকু

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর আল্লাহ তায়ালা যা চান সেটা ছাড়া তোমরা তো কিছুই চাইতেও পারো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তিনি যাকে চান তাকে তাঁর রহমতের মাঝে প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে তিনি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোরসালাত
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫০
রুকু ২

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

১. মৃদুমন্দ ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী) বাতাসের শপথ,

فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾

২. প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝা বাতাসের শপথ,

وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿٣﴾

৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ,

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿٤﴾

৪. (মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয়- তার শপথ,

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾

৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যেসব (ফেরেশতা-) তাদের শপথ,

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾

৬. (এটা মোমেনদের-) ওযর (আপত্তির সুযোগ না রাখা) কিংবা কাফেরদের সতর্ক (করার জন্যে),

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

৭. নিসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবে;

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে,

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধুলার মতো) উড়িয়ে দেয়া হবে,

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾

১১. যখন নবী রসূলদের সবাইকে নির্ধারিত সময়ে জড়ো করা হবে;

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

১২. (বলতে পারো)-কোন্ (বিশেষ) দিনটির জন্যে (এ কাজটি) মূলতবী করে রাখা হয়েছে?

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৩. (হাঁ, সেটা রাখা হয়েছে) চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটির জন্যে,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন?

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের ধ্বংস (অবধারিত)।

১৬. আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধ্বংস করে দেইনি?	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾
১৭. অতপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধ্বংসের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো।	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾
১৮. (হাঁ সকল যুগের) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ব্যবহার করি।	كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾
১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾
২০. আমি কি তোমাদের (এক ফোঁটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?	أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. অতপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোঁটাকেই আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে (সযত্নে) রেখে দিয়েছি,	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾
২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত,	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তারপর (তাকে) পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংগ একটি মানুষ হিসেবে তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) স্রষ্টা আমি!	فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি?	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে ধারণ করে),	أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾
২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং আমি তোমাদের সুপেয় পানি পান করিয়েছি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
২৯. (চূড়ান্ত বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে,	انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. চলো সেই ধূম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়ংকর) শাখা,	انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
৩১. এ ছায়া (কিন্তু) সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতে পারবে না;	لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾
৩২. (বরং) তা (তার ওপর) বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগুনের স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করতে থাকবে,	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল;	كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٣٤﴾	
৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না,	هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَ ﴿٣٥﴾	
৩৬. কাউকে সেদিন (নিজেদের পক্ষে) ওযর আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না যে, তারা কিছু ওযর পেশ করবে।	وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُوۡنَ ﴿٣٦﴾	
৩৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٣٧﴾	
৩৮. (সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি।	هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ ﴿٣٨﴾	
৩৯. আজ যদি (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো।	فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ﴿٣٩﴾	
৪০. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٠﴾	১ রুকু
৪১. (আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে (সেদিন) তারা (সুনিবিড়) ছায়ার নীচে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে অবস্থান করবে,	اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍ ﴿٤١﴾	
৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই (সেখানে) পাবে;	وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿٤٢﴾	
৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃপ্তির সাথে এসব খাও ও পান করো।	كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓــًٔا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿٤٣﴾	
৪৪. অবশ্যই আমি ভালো মানুষদের এমনিভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٤٤﴾	
৪৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٥﴾	
৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা,) কিছুদিন তোমরা এখানে খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্বাদনও করে নাও, নিসন্দেহে তোমরা অপরাধী!	كُلُوۡا وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿٤٦﴾	
৪৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٧﴾	
৪৮. এদের যখন বলা হয়, তোমরা (আল্লাহর দরবারে) নত হও, তখন তারা নত হয় না।	وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ ﴿٤٨﴾	
৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٩﴾	
৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!	فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٥٠﴾	২ রুকু

পারা ৩০

আয়াত ৪০ রুকু ২	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-	সূরা আন নাবা মক্কায় অবতীর্ণ

১. কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ ١
২. (তারা কি) সেই মহাসংবাদের ব্যাপারেই (একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে)?	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ٢
৩. যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও নানা মতে বিভক্ত;	الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ٣
৪. না, কখনো নয়, এরা অচিরেই (সে ঘটনাটি) জানতে পারবে,	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ٤
৫. হাঁ, অতি সত্বরই তারা (সে সম্পর্কে) জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ٥
৬. আমি কি ভূমিকে বিছানার (মতো করে) তৈরী করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ٦
৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রেখেছি,	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ٧
৮. আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি,	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ٨
৯. তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি,	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٩
১০. আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি,	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ١٠
১১. আর দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে (আলোকোজ্জ্বল) করে রেখেছি,	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ١١
১২. আমি তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি,	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٢
১৩. (এতে) স্থাপন করেছি একটি প্রোজ্জ্বল বাতি,	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ١٣
১৪. মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা,	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ١٤
১৫. যেন তা দিয়ে আমি (শ্যামল ভূমিতে) উৎপাদন করতে পারি (নানা রকমের) শস্যদানা ও তরিতরকারি–	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ١٥
১৬. এবং সুনিবিড় বাগবাগিচা;	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ١٦
১৭. নিসন্দেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের একটি দিন রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ١٧
১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (সেদিন) তোমরা দলে দলে (বেরিয়ে) আসবে,	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ١٨
১৯. (সেদিন) আসমান খুলে দেয়া হবে এবং তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে,	وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ١٩

২০. পর্বতগুলোকে সরিয়ে দেয়া হবে অতপর তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে,	وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম হচ্ছে ফাঁদ–	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. বিদ্রোহীদের জন্যে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল,	لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾
২৩. সেখানে তারা কালের পর কাল ধরে পড়ে থাকবে,	لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না,	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
২৫. (সেখানে) ফুটন্ত পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া কিছুই থাকবে না,	اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. (এই হচ্ছে তাদের) যথাযথ প্রতিফল;	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾
২৭. (কেননা) এরা হিসাব-নিকাশের (এ দিনটি থেকে কিছুই) আশা করেনি,	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
২৮. (বরং) তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে;	وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
২৯. (অথচ) আমি (তাদের) যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রেখেছি,	وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
৩০ অতএব তোমরা আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ ১ রুকু
৩১. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য,	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
৩২. (সুসজ্জিত) বাগবাগিচা ও আংগুর (ফলের সমারোহ),	حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. (আরো রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী–	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র;	وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
৩৫. এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না,	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
৩৬. (এটা হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের) যথাযথ পুরস্কার,	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
৩৭. আসমানসমূহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার মালিক দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তাঁর সাথে কেউই বিতর্ক করার ক্ষমতা রাখে না,	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে) রূহ (জিবরাঈল) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,	يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۛ

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যাদের অনুমতি দেবেন তারা ছাড়া অন্য কেউই কথা বলতে পারবে না এবং (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন বলবে, তখন) সে সঠিক কথাই বলবে।	لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾
৩৯. সে দিনটিই সত্য, কেউ ইচ্ছা করলে (এখনো এই সত্যের দ্বারা) নিজের মালিকের কাছে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে।	ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾
৪০. আমি অবশ্যই আসন্ন আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি, সেদিন মানুষ দেখবে তার হাত দুটি (এ দিনের জন্যে) কী কী জিনিস পাঠিয়েছে, (এ দিনকে) অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন বলে উঠবে, হায়, কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি (আজ) মাটি হতাম!	اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

২ রুকু

আয়াত ৪৬
রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আন নাযেয়াত
মক্কায় অবতীর্ণ

১. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) ছিনিয়ে আনে,	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿١﴾
২. শপথ (ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে (নেককারদের রূহ) খুলে দেয়,	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿٢﴾
৩. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (আমার হুকুম তামিল করার জন্যে) সাঁতরে বেড়ায়,	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿٣﴾
৪. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (হুকুম পালনে) দ্রুত এগিয়ে চলে,	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿٤﴾
৫. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (নিজেদের) কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿٥﴾
৬. (যেদিন কেয়ামত আসবে), সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি হবে,	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾
৭. (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি প্রচন্ড ধাক্কা হবে;	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۗ﴿٧﴾
৮. সেদিন (মানুষের) অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে,	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾
৯. তাদের সবার দৃষ্টি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾
১০. তারা বলে, সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۗ﴿١٠﴾
১১. আমরা পঁচে-গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও (কি তা ঘটবে)?	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۗ﴿١١﴾
১২. তারা বলে, যদি আমাদের আগের জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের বিষয়।	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾

ওয়াকফে লাযেম

ওয়াকফে লাযেম

ওয়াকফে লাযেম

১৩. অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি গর্জন;	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ ﴿١٣﴾
১৪. (গর্জন শেষ না হতেই) হঠাৎ দেখা যাবে, তারা (কবর থেকে উঠে সবাই যমীনের ওপর) সমবেত হয়ে গেছে।	فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ ﴿١٤﴾
১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ ﴿١٥﴾
১৬. তাকে যখন তাঁর রব পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন—	اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ ﴿١٦﴾
১৭. তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে (তার মালিকের) বিদ্রোহ করেছে,	اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ ﴿١٧﴾
১৮. তুমি (তাকে) জিজ্ঞেস করো, তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও?	فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ ﴿١٨﴾
১৯. আমি তোমাকে তোমার মালিকের (কাছে পৌঁছার একটা) পথ দেখাতে পারি, অতপর তুমি (তাঁকে) ভয় করবে,	وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ ﴿١٩﴾
২০. এরপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে নবুওতের) বড়ো একটি নিদর্শন দেখালো,	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ ﴿٢٠﴾
২১. সে (আমার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো,	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ ﴿٢١﴾
২২. অতপর (ষড়যন্ত্র করার মানসে) সে পেছনে ফিরে গেলো,	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ ﴿٢٢﴾
২৩. সে লোকজন জড়ো করলো এবং তাদের ডাক দিলো—	فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ ﴿٢٣﴾
২৪. এবং বললো, আমি হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো 'রব',	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ ﴿٢٤﴾
২৫. অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন;	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ ﴿٢٥﴾
২৬. অবশ্যই এমন লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ؑ ﴿٢٦﴾
২৭. (তোমরা বলো,) তোমাদের (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? আল্লাহ তায়ালাই তা বানিয়েছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ۫ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ তায়ালা (শূন্যের মাঝে) তাকে উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন,	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۙ ﴿٢٨﴾
২৯. তিনি রাতকে (অন্ধকার দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তা থেকে দিনকে বের করে এনেছেন,	وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۪ ﴿٢٩﴾
৩০. এরপর যমীনকে তিনি (বিছানার মতো করে) বিছিয়ে দিয়েছেন;	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ؕ ﴿٣٠﴾
৩১. তা থেকে তিনি তার পানি ও তার উদ্ভিদরাজি বের করেছেন,	اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۪ ﴿٣١﴾

ওয়াকফে লাযেম

১ রুকু

৩২. তিনি পাহাড়সমূহকে (যমীনের গায়ে পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছেন,	وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾
৩৩. (এগুলো হচ্ছে) তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারদের (উপকারের) জন্যে;	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় (তোমাদের সামনে এসে) হাযির হবে,	فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾
৩৫. সেদিন মানুষ একে একে সব কিছুই স্মরণ করবে যা (করার জন্যে সে দুনিয়ায়) চেষ্টা করেছে,	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾
৩৬. সেদিন সে ব্যক্তির জন্যে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, যে (তা) দেখতে পাবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. অতপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে–	فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে,	وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
৩৯. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল;	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾
৪০. (আবার) যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র দিনটিকে) ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে,	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾
৪১. অবশ্যই জান্নাত হবে তার অনন্ত ঠিকানা;	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾
৪২. তারা তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে?	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾
৪৩. (আসলে) সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾
৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত (জ্ঞান একমাত্র) তোমার মালিকের কাছেই রয়েছে;	إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾
৪৫. তুমি হচ্ছো সে ব্যক্তির জন্যে সাবধানকারী, যে এ (দিনটি)-কে ভয় করে;	إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾
৪৬. যেদিন এরা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা (দুনিয়ায়) এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময়ের চাইতে বেশী সময় অতিবাহিত করেনি।	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

২ রুকু

سورة عبس

সূরা আবাসা
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৪২
রুকু ১

১. সে (নবী) ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,	عَبَسَ وَتَوَلّٰى ﴿١﴾
২. কারণ তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে;	أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ﴿٢﴾
৩. তুমি কি জানতে– হয়তো বা সে (অন্ধ ব্যক্তিটি) নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতো,	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى ﴿٣﴾

↓ ৪৪৫

৪. (কিংবা) সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতপর তা তার জন্যে উপকারী হতো;	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾
৫. (অপরদিকে) যে (লোকটি হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখালো–	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾
৬. তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে;	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾
৭. (অথচ) সে ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হবে এটা তোমার দায়িত্বও নয়;	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾
৮. (অপর দিকে) যে ব্যক্তিটি (নিজ পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসছে,	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾
৯. সে (আল্লাহকে) ভয় করে,	وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾
১০. (অথচ) তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে,	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾
১১. না, কখনোই (এমনটি উচিত) নয়। এ (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ,	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
১২. যে চাইবে সে তা স্মরণ করবে।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾
১৩. সম্মানিত স্থান (লওহে মাহফুয)-এটি (সংরক্ষিত) আছে,	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র,	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾
১৫. এটি সংরক্ষিত (থাকে) মর্যাদাবান লেখকদের হাতে,	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. (তারা) মহান ও পূত চরিত্রসম্পন্ন;	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! কোন্ জিনিসটি তাকে (আল্লাহর আয়াতকে) অস্বীকার করালো;	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ তায়ালা কোন্ বস্তু থেকে তাকে পয়দা করেছেন; (তা কি সে দেখলো না?)	مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾
১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর যথাযথ) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন,	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾
২০. অতপর তিনি (এই দুনিয়ায়) তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন,	ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾
২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে কবরে রেখেছেন,	ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾
২২. আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন;	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾
২৩. না, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা সে পালন করেনি;	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

ওয়াকফে লাযেম

↓ ৪৪খ

২৪. মানুষ তার খাবারের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুক (কতোগুলো স্তর অতিক্রম করে এই খাবার তার সামনে আনা হয়েছে),	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿۲۴﴾
২৫. আমি (শুকনো ভূমিতে) প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি,	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾
২৬. এরপর আমি যমীনকে বিদীর্ণ করেছি,	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾
২৭. (অতপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা,	فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾
২৮. আংগুরের থোকা ও রকমারি শাকসবজি,	وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿۲۸﴾
২৯. (আরো উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর (-সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল),	وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿۲۹﴾
৩০ (সেখানে রয়েছে) শ্যামল ঘন বাগান,	وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾
৩১. (আছে) ফলমূল ও ঘাস,	وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿۳۱﴾
৩২. (এর সবই হচ্ছে) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপকার ও উপভোগের জন্যে;	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾
৩৩. অতপর যখন বিকট একটি আওয়ায আসবে (তখন সব আয়োজন শেষ হয়ে যাবে),	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾
৩৪. সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে পালাতে থাকবে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾
৩৫. (পালাতে থাকবে) তার নিজের মায়ের কাছ থেকে, নিজের বাপের কাছ থেকে,	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾
৩৬. তার সহধর্মিনী থেকে, (এমন কি) তার ছেলেমেয়েদের থেকেও;	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ) হবে যে, তাই তার (ভীতি ও উদ্বেগের) জন্য যথেষ্ট হবে;	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾
৩৮. কিছুসংখ্যক (মানুষের) চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۸﴾
৩৯. তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে,	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۹﴾
৪০. (অপর দিকে) সেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা (কুৎসিত) হবে, তার ওপর ধুলাবালি পড়ে থাকবে,	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۴۰﴾
৪১. মলিনতায় তা ছেয়ে যাবে,	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿۴۱﴾
৪২. এ লোকগুলোই হচ্ছে (কিতাব) অস্বীকারকারী, এরাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿۴۲﴾

১ রুকু

আয়াত ২৯
রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা অত তাকওয়ীর
মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে,	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
২. যখন তারাগুলো একে একে খসে পড়বে,	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢
৩. যখন পর্বতমালাকে (আপন আপন স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৫. যখন হিংস্র জন্তুগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে,	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥
৬. যখন সাগরসমূহকে (আগুন দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হবে,	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৭. যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমূহকে (নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৮. যখন সদ্যপ্রসূত মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে-	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨
৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো,	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩
১০. যখন আমলের নথিপত্র খোলা হবে,	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠
১১. যখন আসমান খুলে দেয়া হবে,	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١
১২. যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে,	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢
১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) কাছে নিয়ে আসা হবে,	وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣
১৪. (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি জিনিস (আল্লাহ তায়ালার কাছে) হাযির করেছে;	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ۝١٤
১৫. আমি শপথ করছি সেসব তারকাপুঞ্জের যা (চলতে চলতে) গা ঢাকা দেয়,	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥
১৬. (আবার মাঝে মাঝে) যা অদৃশ্য হয়ে যায়,	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦
১৭. (শপথ) রাতের যখন তা নিশেষ হয়ে যায়,	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧
১৮. (শপথ) সকাল বেলার যখন তা (দিনের আলোয়) নিশ্বাস নেয়,	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨
১৯. এ (কোরআন) হচ্ছে সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের (পৌঁছানো) বাণী,	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩
২০ শক্তিশালী, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে তার অবস্থান (অনেক মর্যাদাপূর্ণ),	ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠
২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতপর) সে সেখানে গভীর আস্থাভাজনও;	مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١

২২. তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়,	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۚ ﴿٢٢﴾
২৩. সে তাকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে,	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ ﴿٢٣﴾
২৪. অদৃশ্য জগতের (কথা পৌঁছানোর) ব্যাপারে সে কখনো কার্পণ্য করে না,	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ ﴿٢٤﴾
২৫. এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়,	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ ﴿٢٥﴾
২৬. অতএব তোমরা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) কোন দিকে যাচ্ছো?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۗ ﴿٢٦﴾
২৭. এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয়,	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ ﴿٢٧﴾
২৮. যে সঠিক পথ ধরে চলতে চায় (এটি শুধু) তার জন্যেই (উপদেশ);	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۗ ﴿٢٨﴾
২৯. (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ﴿٢٩﴾

১ রুকু

সূরা আল এনফেতার
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১৯
রুকু ১

১. যখন আসমান ফেটে পড়বে,	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ ﴿١﴾
২. যখন তারাগুলো সব ঝরে পড়বে,	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ ﴿٢﴾
৩. যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে,	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ ﴿٣﴾
৪. যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে,	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ ﴿٤﴾
৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (এখানকার জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি (এমন) কাজ সে রেখে এসেছিলো: (যার পাপ পুণ্য কেয়ামত পর্যন্ত তার হিসেবে জমা হয়েছে);	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۗ ﴿٥﴾
৬. হে মানুষ, কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো?	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ ﴿٦﴾
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস করেছেন,	الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ ﴿٧﴾
৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে গঠন করেছেন;	فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۗ ﴿٨﴾
৯. না- (এ কি!) তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই অস্বীকার করছো!	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ ﴿٩﴾
১০. অবশ্যই তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে,	وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ ﴿١٠﴾

১১. এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক,	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾
১২. তারা জানে তোমরা যা কিছু করছো।	يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. নিসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর) অসীম নেয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে,	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾
১৪. আর অবশ্যই পাপী-তাপীরা থাকবে জাহান্নামে,	وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾
১৫. শেষ বিচারের দিন তারা (সবাই ঠিকমতো) সেখানে পৌঁছে যাবে।	يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾
১৬. সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনই অদৃশ্য থাকবে না;	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তুমি কি জানো? শেষ বিচারের দিনটি কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾
১৮. তুমি কি (আসলেই) জানো, সে দিনটি কি?	ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না; সেদিন ফয়সালার (চূড়ান্ত) ক্ষমতা থাকবে আল্লাহ তায়ালার হাতে।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

১ রুকু

সূরা আল মোতাফ্ফেফীন
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৩৬
রুকু ১

১. দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
২. যারা মানুষদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে,	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
৩. (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্যে) ওযন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়;	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. এরা কি ভাবে না (বিচারের জন্যে) তাদের (একদিন কবর থেকে) তুলে আনা হবে?	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৫. (আনা হবে) এক বড়ো দিবসের জন্যে,	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৬. সেদিন সমগ্র মানুষ সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে;	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. কখনো না, গুনাহগারদের আমলনামা থাকবে 'সিজ্জীনে';	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾
৮. তুমি কি জানো (সে) সিজ্জীনটা কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾
৯. (এটা হচ্ছে) সীল করা (একটা) বই;	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾

১০. (সেদিন) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত–	وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿١٠﴾
১১. যারা শেষ বিচারের (এ) দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে;	الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿١١﴾
১২. (আসলে) প্রতিটি সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ (বিচার দিনটি)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না,	وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ ﴿١٢﴾
১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে নিছক আগের কালের গল্পগাথা;	اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿١٣﴾
১৪. কখনো নয়, বরং এদের কৃতকর্ম এদের মনের ওপর ঝং ধরিয়ে রেখেছে।	كَلَّا بَلۡ ٜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿١٤﴾
১৫. কখনো না, অবশ্যই এসব পাপীদের সেদিন তাদের মালিকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হবে;	كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ﴿١٥﴾
১৬. অতপর তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে গিয়ে প্রবেশ করবে;	ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِ ﴿١٦﴾
১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে;	ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ﴿١٧﴾
১৮. কখনো না, নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত থাকবে ইল্লিয়্যীনে;	كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَ ﴿١٨﴾
১৯. তুমি কি জানো– 'ইল্লিয়্যীন'-টাই বা কি?	وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّيُّوۡنَ ﴿١٩﴾
২০. (এটা হচ্ছে) একটি সীল করা বই,	كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ﴿٢٠﴾
২১. (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতম ফেরেশতারা তা তদারক করেন;	يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿٢١﴾
২২. নিসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে,	اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে এরা (সবকিছু) অবলোকন করবে,	عَلَى الۡاَرَآئِكِ يَنۡظُرُوۡنَ ﴿٢٣﴾
২৪. তুমি এদের চেহারায় নেয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা (সহজেই) চিনতে পারবে;	تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ ﴿٢٤﴾
২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে,	يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেয়া হয়েছে); অতএব এর জন্যে সকল উৎসাহীর উৎসাহী হওয়া উচিত;	خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ﴿٢٦﴾

অনুবাদ	আয়াত
২৭. (তাতে) তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে,	وَمِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ ﴿২৭﴾
২৮. (তাসনীম) এমন একটি ঝর্ণাধারা– (আল্লাহ তায়ালার) নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়)টা পান করবে;	عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ ؕ ﴿২৮﴾
২৯. অবশ্যই যারা অপরাধ করেছে তারা এমন লোক যারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো,	اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ ۖ ﴿২৯﴾
৩০. (দুনিয়ায়) তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে চোখ টেপাটেপি করতো,	وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ ۖ ﴿৩০﴾
৩১. যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো,	وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰٓى اَهۡلِهِمُ انۡقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ ۖ ﴿৩১﴾
৩২. তারা যখন এদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো, এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট,	وَاِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَضَآلُّوۡنَ ۙ ﴿৩২﴾
৩৩. (অথচ) এদেরকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি;	وَمَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ ؕ ﴿৩৩﴾
৩৪. আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে,	فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ ۙ ﴿৩৪﴾
৩৫. (উচুঁ) উঁচু আসনে বসে তারা (এসব) দেখতে থাকবে;	عَلَى الۡاَرَآئِكِ ۙ يَنۡظُرُوۡنَ ؕ ﴿৩৫﴾
৩৬. (তোমার কি মনে হয়) কাফেরদের কি তাদের কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে না?	هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿৩৬﴾

১ রুকু

সূরা আল এনশেক্বাক
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ২৫
রুকু ১

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আসমান ফেটে যাবে,	اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ ۙ ﴿১﴾
২. সে তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে,	وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ۙ ﴿২﴾
৩. যখন এ ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে,	وَاِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡ ۙ ﴿৩﴾
৪. (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে,	وَاَلۡقَتۡ مَا فِيۡهَا وَتَخَلَّتۡ ۙ ﴿৪﴾
৫. সেও (তখন) তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে;	وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ؕ ﴿৫﴾
৬. হে মানুষ, তুমি (এক) কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতপর তুমি (সত্যি সত্যিই এক সময়) তাঁর সামনাসামনি হবে,	يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِ ۚ ﴿৬﴾

৭. (তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾
৮. অচিরেই একান্ত সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে,	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾
৯. সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে:	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾
১০. আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে,	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾
১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে,	فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾
১২. সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে;	وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾
১৩. অবশ্যই সে (দুনিয়ার জীবনে) নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো;	إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾
১৪. সে ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার মালিকের কাছে) ফিরে যেতে হবে না,	إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾
১৫. হ্যাঁ, তাই (হলো), তার মালিক তার সব কার্যকলাপ (পুংখানুপুংখভাবে) দেখছিলেন;	بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾
১৬. শপথ সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার–	فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾
১৭. এবং শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে তার–	وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾
১৮. আরো শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে ধীরে) পূর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়,	وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾
১৯. তোমাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর) আরেকটি স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে;	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. এদের কি হয়েছে? এরা কেন (মহান আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে না,	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
২১. যখন এদের সামনে কোরআন পড়া হয়, তখন এরা (কেন মালিকের সামনে) সাজদাবনত হয় না?	সাজদা وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾
২২. বরং যারা অস্বীকার করে, তারাই একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে,	بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন (আমলনামায়) তারা কি জমা করছে?	وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. (হে নবী,) তাদের সবাইকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও, ।	فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।	إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

সাজদা ৭

১ রুকু

আয়াত ২২
রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল বুরূজ
মক্কায় অবতীর্ণ

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ (বিশালকায়) গম্বুজবিশিষ্ট আকাশের,	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ ۙ﴿۱﴾
২. (শপথ) সে দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে,	وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ﴿۲﴾
৩. শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, শপথ যা কিছু (তখন) পরিদৃষ্ট হয়েছে– তার;	وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍ ؕ﴿۳﴾
৪. (মোমেনদের জন্যে খোঁড়া) গর্তের লোকদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে–	قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾
৫. (ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে) আগুনের কুন্ডলী– যা জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো,	النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾
৬. (বিশেষ করে) যখন তারা নিজেরা তার পাশে বসা ছিলো,	اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾
৭. এ লোকেরা মোমেনদের সাথে যা করছিলো এরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো;	وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾
৮. তারা এ (ঈমানদার)–দের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো,	وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۸﴾
৯. (এমন এক সত্তার ওপর,) যার জন্যে (নিবেদিত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (তাদের) সকল কাজের সাক্ষী;	الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ؕ﴿۹﴾
১০. অবশ্যই যারা মোমেন নর-নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে, অতপর তারা কখনো তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্যে রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার ভয়ানক শাস্তি;	اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ؕ﴿۱۰﴾
১১. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত– যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; সেটাই হচ্ছে (সেদিনের) সবচেয়ে বড় সাফল্য;	اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُ ؕ﴿۱۱﴾
১২. নিসন্দেহে তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত;	اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ ؕ﴿۱۲﴾
১৩. অবশ্যই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, (এমনি করে) তিনি আবারও সবাইকে সৃষ্টি করবেন,	اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ ۚ﴿۱۳﴾
১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, (তাঁর সৃষ্টিকে) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন,	وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ ۙ﴿۱۴﴾

অনুবাদ	আয়াত
১৫. মহা সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি,	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾
১৬. তিনি যা চান তাই করেন;	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾
১৭. তোমার কাছে কি কতিপয় (বিদ্রোহী) সেনাদলের কথা পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾
১৮. (তারা হচ্ছে) ফেরাউন ও সামুদ (-এর বাহিনী)!	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾
১৯. এরা (কিন্তু সত্য) বিশ্বাস করেনি, (তারা) মিথ্যা সাব্যস্তকরণেই (ব্যস্ত) ছিলো,	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾
২০. আল্লাহ তায়ালা এদের সকল দিক থেকেই ঘিরে রেখেছেন;	وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾
২১. কোরআন হচ্ছে (উন্নত ও) মহামর্যাদাসম্পন্ন (এক গ্রন্থ);	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾
২২. (সম্মানিত) ফলকে (যা) সংরক্ষিত আছে।	فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

১ রুকু

সূরা আত তারেক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১৭
রুকু ১

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)-র,	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾
২. তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾
৩. তা হচ্ছে (একটি) সমুজ্জ্বল তারকা,	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾
৪. (যমীনের) এমন একটি প্রাণীও নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত (করা) হয়নি;	إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
৫. মানুষ যেন তাকিয়ে দেখে– তাকে কোন্ জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে;	فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾
৬. তাকে বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত (এক ফোঁটা) পানি থেকে–	خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
৭. যা বের হয়ে আসে (পুরুষদের) পিঠের মেরুদন্ড ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মাঝখান থেকে;	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾
৮. অবশ্যই তিনি তার ফেরৎ আনার ক্ষমতা রাখেন;	إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾
৯. সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় যাছাই বাছাই করা হবে,	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾
১০. (সেদিন) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে না তার কোনো সাহায্যকারীও;	فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ,	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

২ রুকু

১২. (বৃষ্টিধারায়) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ,	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (হক বাতিলের চূড়ান্ত) পার্থক্যকারী কথা,	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. তা অর্থহীন (কোনো কিছু) নয়;	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. নিসন্দেহে এরা (আমার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করছে,	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি,	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. অতএব তুমি (সে কৌশল দেখার জন্যে) কাফেরদের কিছু অবকাশ দাও।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

১ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আ'লা
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৯
রুকু ১

১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো,	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি তৈরী করেছেন (সকল কিছু), অতপর (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন,	الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩. তিনি (সবকিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতপর (সবার চলার) পথ বাতলে দিয়েছেন,	وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪. তিনি (যমীন থেকে) গাছের চারা বের করে এনেছেন,	وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫. অতপর তিনি (তাকে শুকনো) খড়কুটায় পরিণত করেছেন;	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬. আমি (এই ওহী) তোমাকে পড়িয়ে দেবো, (অতপর) তুমি আর (তা) ভুলবে না,	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭. অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) যা কিছু সে গোপন করে– তাও;	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো,	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾
৯. কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ তায়ালার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যদি স্মরণ করানোটা উপকারী হয়;	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে সে (অবশ্যই) উপদেশ গ্রহণ করবে,	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
১১. আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে,	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾

অনুবাদ	আয়াত
১২. যে ব্যক্তি অচিরেই বিশালকায় এক আগুনে গিয়ে পড়বে,	الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾
১৩. অতপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না;	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾
১৪. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে–	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾
১৫. এবং সে নিজের মালিকের নাম স্মরণ করেছে অতপর সে নামায আদায় করেছে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾
১৬. কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো,	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখেরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী;	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. নিশ্চয়ই এ (কথা) আগের (নবীদের) কিতাবসমূহে (মজুদ) রয়েছে,	اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. (মজুদ আছে) ইবরাহীম এবং মূসার কিতাবসমূহেও।	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১ রুকু

আয়াত ২৬
রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

সূরা আল গাশিয়াহ্
মক্কায় অবতীর্ণ

অনুবাদ	আয়াত
১. তোমার কাছে কি (চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (বিপদের) কথা পৌঁছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾
২. (সে মহা বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে নিম্নগামী,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
৩. (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত,	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾
৪. তারা (সেদিন) ঝলসে যাওয়া আগুনে প্রবেশ করবে,	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
৫. ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদের পানি পান করানো হবে;	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾
৬. খাবার হিসেবে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া তাদের জন্যে আর কিছুই থাকবে না,	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾
৭. এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না;	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾
৮. (অপরদিকে) কিছু চেহারা থাকবে আনন্দোজ্জ্বল,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾
৯. সে আনন্দোজ্জ্বল চেহারাগুলো তাদের চেষ্টা সাধনার জন্যে (সেদিন) ভীষণ খুশী হবে,	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. (তারা থাকবে) আলীশান জান্নাতে,	فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শোনবে না;	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾

১২. তাতে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন,	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. (সাজানো থাকবে) নানা ধরনের পানপাত্র,	وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. (থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ,	وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা;	وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. তারা কি (মাঠের) উটগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
১৮. আকাশের দিকে (তাকিয়ে দেখে না)? কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে!	وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাদের (যমীনে) পুতে রাখা হয়েছে!	وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
২০. যমীনের দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাকে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে!	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. তুমি (তাদের এগুলো) স্মরণ করাতে থাকো। তুমি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র;	فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী (কোনো দারোগা) নও,	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং (যে আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে,	اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই বড়ো রকমের শাস্তি দেবেন;	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে,	اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. অতপর তাদের হিসাব নেয়া (-র দায়িত্ব সম্পূর্ণত) আমার ওপর।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

৩ ওয়াকফে লাযেম

১ রুকু

সূরা আল ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩০
রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. ভোরের শপথ,	وَالْفَجْرِ ﴿١﴾
২. শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের,	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾
৩. শপথ জোড় ও বিজোড় (সৃষ্টির),	وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾
৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে বিদায় নিতে থাকে,	وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾
৫. এর মধ্যে কি বিবেকবান লোকদের জন্যে কোনো শপথ রাখা হয়েছে?	هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ﴿٥﴾

৬. তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতি)-এর লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ ﴿٦﴾
৭. 'এরাম' গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী,	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ ﴿٧﴾
৮. (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে যাদের মতো কাউকেই (এর আগে) সৃষ্টি করা হয়নি,	الَّتِیْ لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ ۙ ﴿٨﴾
৯. (উন্নত) ছিলো সামুদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়) পাথর কেটে কেটে অট্টালিকা বানাতো,	وَثَمُوْدَ الَّذِیْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ ﴿٩﴾
১০. (অত্যাচারী) ফেরাউন– যে ছিলো কীলক (গেঁথে শাস্তি) প্রদানকারী (যালেম),	وَفِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ ۙ ﴿١٠﴾
১১. যারা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে,	الَّذِیْنَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ ۙ ﴿١١﴾
১২. তারা তাতে বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে,	فَاَكْثَرُوْا فِیْهَا الْفَسَادَ ۙ ﴿١٢﴾
১৩. অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কোড়ার কষাঘাত হানলেন,	فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ ﴿١٣﴾
১৪. অবশ্যই তোমার রব (এদের ধরার জন্যে) ওঁৎ পেতে রয়েছেন;	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ؕ ﴿١٤﴾
১৫. মানুষরা এমন– যখন তার রব তাকে (অর্থ সম্পদের) নেয়ামত ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, হাঁ, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন;	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَیَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَكْرَمَنِ ؕ ﴿١٥﴾
১৬. আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রেযেক সংকুচিত করে দেন, তখন সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার রব আমাকে অপমান করেছেন,	وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَیَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَهَانَنِ ۚ ﴿١٦﴾
১৭. কখনো নয়– (আসল কথা হচ্ছে), তোমরা এতীমদের সম্মান করো না,	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْیَتِیْمَ ۙ ﴿١٧﴾
১৮. মেসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না,	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۙ ﴿١٨﴾
১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই সব কুক্ষিগত করো,	وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ ﴿١٩﴾
২০. বৈষয়িক ধন-সম্পদকে তোমরা গভীরভাবে ভালোবাসো;	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ ﴿٢٠﴾
২১. কখনো (তেমনটি উচিত) নয়, (ভেবে দেখো) যেদিন এ পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,	كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ ﴿٢١﴾
২২. (সেদিন) তোমার রব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ ﴿٢٢﴾
২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে,	وَجِایْٓءَ یَوْمَىٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ

বাংলা অনুবাদ	আরবি
যেদিন প্রতিটি মানুষই (তার পরিণাম) বুঝতে পারবে, কিন্তু (তখন) এ বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে?	يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝٢٣
২৪. সেদিন এ ব্যক্তি বলবে, কতো ভালো হতো যদি আমার (এ) জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ) আমি আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম,	يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝٢٤
২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন– যা অন্য কেউ দিতে পারবে না–	فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝٢٥
২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ (পাপীদের) বাঁধতে পারবে না;	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝٢٦
২৭. (নেককাররদের বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা,	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧
২৮. তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে,	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝٢٨
২৯. অতপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও,	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝٢٩
৩০. (আর) প্রবেশ করো আমার (অনন্ত) জান্নাতে।	وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝٣٠

১ রুকু

সূরা আল বালাদ
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ২০
রুকু ১

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর,	لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۝١
২. এ নগরীতে তুমি (যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা থেকে) দায়মুক্ত।	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ ۝٢
৩. আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও (তার ঔরস থেকে) যাদের সে জন্ম দিয়েছে (তাদের),	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝٣
৪. আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রমের মাঝে পয়দা করেছি;	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝٤
৫. এ মানুষটি কি একথা মনে করে, তার ওপর কারোই কোনো ক্ষমতা চলবে না?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝٥
৬. সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি;	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝٦
৭. সে কি ভেবেছে তার এসব (কর্মকান্ড) কেউ দেখেনি?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝٧
৮. আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি?	أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝٨
৯. আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি?	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩
১০. আমি কি তাকে (ন্যায় অন্যায়ের) দুটো পথ বলে দেইনি?	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠
১১. (কিন্তু সে তো দুর্গম পথ) পার হওয়ার হিম্মত দেখায়নি,	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١

ওয়াকফে লাযেম

১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১৩. (তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (কাউকে মুক্ত করে) দেয়া,	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে খাবার দেয়া,	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. নিকটতম কোনো এতীমকে আহার পৌঁছানো,	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. কিংবা ধুলো লুণ্ঠিত কোনো মেসকীনকে কিছু দান করা;	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে, একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে;	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৮. এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সে সৌভাগ্যবান) লোক,	اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের (ব্যর্থ) লোক,	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾
২০. (যেখানে) তাদের ওপর ছেয়ে থাকবে আগুনের শিখা।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

১ রুকু

সূরা আশ্ শাম্স
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ১৫
রুকু ১

১. শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রচ্ছটার,	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾
২. শপথ চাঁদের- যখন সে তার পেছনে পেছনে আসে,	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾
৩. শপথ দিনের- যখন সে তাকে আলোকিত করে,	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ﴿٣﴾
৪. শপথ রাতের- যখন সে তাকে ঢেকে দেয়,	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ﴿٤﴾
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন- তাঁর,	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ﴿٥﴾
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন- তাঁর,	وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ﴿٦﴾
৭. শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন করেছেন- তাঁর,	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ﴿٧﴾
৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে তার পাপ ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকা (-র বিশেষ জ্ঞান) প্রদান করেছেন,	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾
৯. নিসন্দেহে মানুষের মধ্যে সে-ই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) তাকে পরিশুদ্ধ করেছে,	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾

৪৫৭

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১০. আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে,	وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝১০
১১. সামুদ জাতি তার অবাধ্যতার সাথে (আল্লাহর নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝১১
১২. যখন তাদের বড়ো না-ফরমান ব্যক্তিটি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠলো,	اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝১২
১৩. অতপর আল্লাহর নবী তাদের বললো, (এ হচ্ছে) আল্লাহর পাঠানো উটনী, আর এ হচ্ছে তার পানি পান (করার জায়গা);	فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝১৩
১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতপর উটনীটিকে তারা নলি কেটে (হত্যা করে) ফেললো, তাদের এ না-ফরমানীর কারণে তাদের মালিক তাদের ওপর বিপর্যয় নাযিল করলেন, অতপর তিনি তাদের নির্মূল করে দিলেন,	فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝১৪
১৫. আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে (যে পাপিষ্ঠ) তার পরিণতির পরোয়া করেন না।	وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝১৫

১ রুকু

সূরা আল লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২১ রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

বাংলা অনুবাদ	আরবি
১. রাতের শপথ– যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়,	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝১
২. দিনের শপথ– যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়,	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝২
৩. পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন– (তারও শপথ,)	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۝৩
৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী;	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝৪
৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝৫
৬. এবং ভালো কথাগুলোকে যে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝৬
৭. অতপর আমি তার আরামের জন্যে পথ চলা সহজ করে দেবো;	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝৭
৮. যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে–	وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝৮
৯. এবং যে ভালো কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝৯
১০. অতপর আমি তার দুঃখ কষ্টের জন্যে (পথ) চলা সহজ করে দেবো,	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝১০
১১. তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে না– যখন তার পতন হয়ে যাবে,	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝১১

↓ ৩৫খ

১২. অবশ্যই (মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আমার ওপর,	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾
১৩. দুনিয়া আখেরাতের (নিরংকুশ মালিকানা) আমারই জন্যে।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪. অতএব আমি তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে সাবধান করছি,	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾
১৫. নির্ঘাত পাপী ছাড়া অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ করবে না,	لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে (এ দিনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে;	الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾
১৭. যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে অবশ্যই আমি বাঁচিয়ে দেবো,	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করার জন্যে (আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ) ব্যয় করে,	الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. (অথচ) তোমাদের কারোই তাঁর কাছে এমন (কিছু পাওনা) ছিলো না যে, তোমাদের কোনো রকম প্রতিদান দেয়া হবে,	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾
২০. (হাঁ, পাওনা) এটুকুই যে, সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টি কামনা করবে,	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
২১. (এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন।	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

১ রুকু

সূরা আদ দোহা মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

আয়াত ১১ রুকু ১

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের,	وَالضُّحٰى ﴿١﴾
২. শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়,	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
৩. তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি (তোমার ওপর) অসন্তুষ্টও হননি;	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
৪. অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম;	وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾
৫. অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রব তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে;	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾
৬. তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি– অতপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾
৭. তিনি কি তোমাকে (সঠিক পথের সন্ধানে) বিব্রত অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন,	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾
৮. তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন;	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

৯. অতএব তুমি কখনো এতীমদের ওপর যুলুম করো না;	فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩
১০. কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না;	وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠
১১. তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও।	وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

১ রুকু

সূরা আল এনশেরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৮ রুকু ১

১. (হে মোহাম্মদ,) আমি কি তোমার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١
২. (হাঁ,) আমি তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢
৩. (এমন এক বোঝা) যা তোমার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিলো,	الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣
৪. আমি তোমার স্মরণকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি;	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤
৫. অতপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে;	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥
৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম;	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦
৭. অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি (এবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যাও-	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧
৮. এবং তুমি তোমার মালিকের অভিমুখী হও।	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

১ রুকু

সূরা আত্ তীন

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৮ রুকু ১

১. শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তুন’-এর,	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١
২. শপথ সিনাই উপত্যকার তূর পর্বতের,	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢
৩. শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর,	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি,	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤
৫. তারপর (অকৃতজ্ঞতার কারণে) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবো,	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (তাদের কথা আলাদা,) তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব পুরস্কার, যা কোনোদিন শেষ হবে না;	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

৭. (বলতে পারো,) এরপরও কোন্ জিনিস তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাচ্ছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾
৮. আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের (তুলনায়) শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

১ রুকু

আয়াত ১৯
রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আলাক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে মোহাম্মদ) তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,	اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿١﴾
২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে,	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার রব বড়ো মেহেরবান,	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾
৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান) শিখিয়েছেন,	الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
৫. তিনি মানুষকে (এমন কিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না;	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
৬. আশ্চর্য! এ মানুষটিই (একসময়ে) বিদ্রোহে মেতে ওঠে;	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾
৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে,	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾
৮. অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখেনি,) একদিন অবশ্যই তোমার মালিকের দিকে (তার) প্রত্যাবর্তন হবে;	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾
৯. তুমি কি সে (দাম্ভিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে (তাকে) বাধা দিলো–	اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ﴿٩﴾
১০. (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাকে– যখন সে নামায পড়লো;	عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ﴿١٠﴾
১১. তুমি কি দেখেছো, সে কি সঠিক পথের ওপর আছে?	اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ﴿١١﴾
১২. কিংবা সে কি (অন্যদের) তাকওয়ার আদেশ দেয়?	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾
১৩. সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যে (আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়;	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾
১৪. এ (দাম্ভিক) লোকটি কি জানে না আল্লাহ তায়ালা (তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন;	اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾
১৫. (কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবো,	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ەۙ لَنَسْفَعًاۢ بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. এই লোকটি হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী না-ফরমান ব্যক্তি,	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৭. অতপর (বাঁচার জন্যে আজ) সে তার সংগী-সাথীদের ডেকে আনুক,	فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. আমি অচিরেই তার জন্যে (আযাবের) ফেরেশতাদের ডাক দেবো,	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. না, তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি (বরং) তোমার মালিকের (সামনেই) সাজদাবনত হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।	كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ ۩ সাজদা

১ রুকু সাজদা ১৪

সূরা আল ক্বদর
মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫
রুকু ১

১. অবশ্যই আমি এ (গ্রন্থ)-টি এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি,	اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾
২. তুমি কি জানো– সেই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটি কি?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾
৩. মর্যাদাপূর্ণ এ রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম;	لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾
৪. এই (রাত)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও (তাদের সর্দার) 'রূহ' (জিবরাঈল) তাদের মালিকের সব ধরনের আদেশ নিয়ে (যমীনে) অবতরণ করে,	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾
৫. (সে আদেশবার্তা হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।	سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

১ রুকু

সূরা আল বাইয়্যেনাহ্
মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৮
রুকু ১

১. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আমার আয়াত) অস্বীকার করেছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো ফিরে আসতো না,	لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾
২. আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (আসবে), যারা (এদের আল্লাহর) পবিত্র কিতাব পড়ে শোনাবে,	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾
৩. এতে রয়েছে উন্নত (মূল্যবোধ) ও ভারসাম্যমূলক নির্দেশাবলী;	فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾
৪. কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে (এই) সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরই বিভেদ এবং অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে;	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾
৫. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও এবাদাত নিবেদিত করে নেবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে,	وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

অনুবাদ	আয়াত
যাকাত দান করবে, আর এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান;	وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۟ ٥
৬. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে (আল্লাহর) নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۟ ٦
৭. অন্যদিকে যারা সত্যিই সত্যিই ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারা হচ্ছে গোটা সৃষ্টিকুলের (মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট;	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۟ ٧
৮. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে, (রয়েছে এমন এক) জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা, এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এটা এ জন্যে যে, সে (দুনিয়ার জীবনে) তার মালিককে ভয় করেছে।	جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۟ ٨

১ রুকু

আয়াত ৮
রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আয যেলযাল
মক্কায় অবতীর্ণ

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন ঝাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে তার (প্রবল) কম্পনে কম্পিত করা হবে-	اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ١
২. এবং পৃথিবী যখন তার (মধ্যে রক্ষিত মানুষের কৃতকর্মের) বোঝা বের করে দেবে,	وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ ٢
৩. তখন মানুষরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, তার এ কী হলো (সে তো সব কিছুই উগরে দিচ্ছে)!	وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ٣
৪. সেদিন সে (তার সব কিছু) খুলে খুলে বর্ণনা করবে,	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ ٤
৫. কেননা তোমার রব তাকে এ (কাজে)-র আদেশ দেবেন;	بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۟ ٥
৬. সেদিন মানুষ দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের (নিজ নিজ) কর্মকান্ড দেখানো যায়;	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۟ ٦
৭. যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে;	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۟ ٧
৮. (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে, তাও (সেদিন) সে দেখতে পাবে।	وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ ٨

১ রুকু

সূরা আল আল আদিয়াত
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১
রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১. শপথ দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (ঊর্ধ্বশ্বাসে) শব্দ করতে করতে দৌড়ায়,	وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾
২. শপথ সেসব সাহসী ঘোড়ার, যাদের খুরে অগ্নিস্ফুলিংগ বের হয়,	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾
৩. শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যূষে ধ্বংসলীলা ছড়ায়,	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾
৪. অতপর তারা বিপুল পরিমাণ ধুলাও উড়ায়,	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾
৫. শত্রু শিবিরে পৌঁছে তারা তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়,	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾
৬. অবশ্যই মানুষ তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই অকৃতজ্ঞ,	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾
৭. আর তার (এ অকৃতজ্ঞ আচরণ)-এর ওপর সে তো (নিজেই) সাক্ষী,	وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿٧﴾
৮. অবশ্য সে (মানুষটি) ধন-দৌলতের মোহেই বেশী মত্ত;	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۭ﴿٨﴾
৯. সে কি (একথা) জানে না যে, কবরের ভেতর যা কিছু আছে তা যখন উত্থিত হবে–	اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۙ﴿٩﴾
১০. এবং (মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো তখন) তা প্রকাশ করে দেয়া হবে,	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ﴿١٠﴾
১১. এদের (সবার) সম্পর্কে অবশ্যই তাদের মালিকই সবচেয়ে ভালো জানবেন।	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

১ রুকু

সূরা আল ক্বারিয়াহ
মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১
রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

বাংলা অনুবাদ	আরবী
১. এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ!	اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿١﴾
২. কি সে মহাদুর্যোগ?	مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿٢﴾
৩. তুমি কি জানো– সে মহাদুর্যোগটা কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۭ﴿٣﴾
৪. (এটা এমন বিপর্যয়) যেদিন মানুষগুলো পতংগের মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿٤﴾
৫. পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধুনা তুলার মতো হবে;	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۭ﴿٥﴾
৬. অতপর যার ওযনের পাল্লা (সেদিন) ভারী হবে,	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿٦﴾
৭. সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে;	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۭ﴿٧﴾

৮. আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে,	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿٨﴾
৯. হাবিয়া দোযখই হবে তার ঠিকানা,	فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۙ﴿٩﴾
১০. তুমি কি জানো সে (হাবিয়া দোযখ)-টি কি?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۙ﴿١٠﴾
১১. (হাঁ,) তা হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের এক (বিশাল) কুন্ডলী।	نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

১ রুকু

সূরা আত্ তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ — আয়াত ৮ — রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. অধিক (সম্পদ) লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে,	اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿١﴾
২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে;	حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ﴿٢﴾
৩. না, এমনটি কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে,	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣﴾
৪. কখনো নয়, তোমরা অতি সত্বরই (এই অবহেলার পরিণাম) জানতে পারবে;	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٤﴾
৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি– তা জানতে পারতে;	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿٥﴾
৬. অবশ্যই তোমরা (সেদিন) জাহান্নাম দেখবে,	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿٦﴾
৭. হাঁ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে,	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿٧﴾
৮. এরপর (আল্লাহ তায়ালার) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।	ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

১ রুকু

সূরা আল আসর

মক্কায় অবতীর্ণ — আয়াত ৩ — রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. সময়ের শপথ,	وَالْعَصْرِ ۙ﴿١﴾
২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে,	اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿٢﴾
৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং (এই পথে) একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

১ রুকু

সূরা আল হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৯
রুকু ১

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۝١

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (মানুষদের) নিন্দা করে,

الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢

২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং তা গুনে রাখে,

يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۝٣

৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে;

كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۝٤

৪. না, কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ঘাত চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে,

وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ ۝٥

৫. তুমি কি জানো, (এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কেমন?

نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۝٦

৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার প্রজ্বলিত এক আগুন,

الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ ۝٧

৭. যা (এর দহন যন্ত্রণাসহ) মানুষের হৃদয়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে;

اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۝٨

৮. (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে,

فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

৯. (তা গেড়ে) রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।

১ রুকু

সূরা আল ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৫
রুকু ১

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ ۝١

১. তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন?

اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ ۝٢

২. তিনি কি (সেদিন) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি?

وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ۝٣

৩. তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে (আবাবীল) পাখী পাঠিয়েছেন,

تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۝٤

৪. এ পাখীগুলো তাদের ওপর (নুড়ি) পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিলো,

فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ۝٥

৫. অতপর তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন।

১ রুকু

সূরা আল কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

আয়াত ৪
রুকু ১

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١

১. (কা'বার পাহারাদার) কোরায়শ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে,

অনুবাদ	আয়াত
২. তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে–	إِلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢
৩. তাদের এ ঘরের মালিকেরই এবাদাত করা উচিত,	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝٣
৪. যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।	الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

১ রুকু

সূরা আল মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৭ রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

অনুবাদ	আয়াত
১. তুমি কি সে ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে,	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١
২. এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা দেয়,	فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢
৩. মেসকীনদের খাবার দিতে কখনো যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না;	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣
৪. (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মোনাফেক) নামাযীর জন্যে,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤
৫. যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে,	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥
৬. তারা কাজকর্মে প্রদর্শনী করে–	الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦
৭. এবং মানুষদের ব্যবহারিক জিনিসপত্র পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারণ করে।	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧

১ রুকু

সূরা আল কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩ রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

অনুবাদ	আয়াত
১. (হে নবী,) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি;	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١
২. অতএব তোমার মালিকের স্মরণের জন্যে তুমি নামায পড়ো এবং (তাঁরই উদ্দেশে) তুমি কোরবানী করো;	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢
৩. অবশ্যই (যে) তোমার নিন্দুক সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

১ রুকু

সূরা আল কাফেরূন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৬ রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

অনুবাদ	আয়াত
১. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা,	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝١
২. আমি (তাদের) এবাদাত করি না– যাদের এবাদাত তোমরা করো,	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢

وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ ﴿۳﴾

৩. না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো– যার এবাদাত আমি করি–

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ ﴿۴﴾

৪. এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না যাদের তোমরা এবাদাত করো,

وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ ﴿۵﴾

৫. না তোমরা কখনো (তাঁর) এবাদাত করবে যাঁর এবাদাত আমি করি;

لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ۚ ﴿۶﴾

৬. (অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর আমার পথ আমার জন্যে।

১ রুকু

সূরা আন্ নাসর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩ রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ ﴿۱﴾

১. (হে নবী) যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে,

وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ ﴿۲﴾

২. তখন মানুষদের তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۚ ﴿۳﴾

৩. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী (পরম ক্ষমাশীল)।

১ রুকু

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫ রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ﴿۱﴾

১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে দুনিয়া আখেরাতে) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক– ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও;

مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ ﴿۲﴾

২. তার ধন সম্পদ ও আয় উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না;

سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ ۖ ﴿۳﴾

৩. (বরং তা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে,) সে অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে,

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ ﴿۴﴾

৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারী তার স্ত্রীও;

فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ۚ ﴿۵﴾

৫. (মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত রশি জড়িয়ে আছে।

১ রুকু

সূরা আল এখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪ রুকু ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿۱﴾

১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, (তিনি) একক,

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿۲﴾

২. আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী,

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

১ রুকু

সূরা আল ফালাক

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫ রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত সব) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়,

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

৫. হিংসুক ব্যক্তির (হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই–) যখন সে হিংসা করে।

১ রুকু

সূরা আন নাছ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৬ রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের মালিকের কাছে,

مَلِكِ النَّاسِ ۝٢

২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের বাদশাহের কাছে,

اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাবুদের কাছে,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤

৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়ে) গা ঢাকা দেয়,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

৬. জ্বিনদের মধ্য থেকে (হোক বা) মানুষদের মধ্য থেকে হোক (তাদের অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই)।

১ রুকু

কোরআন তেলাওয়াত শেষে এই দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

اَللّٰهُمَّ
اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ
قَبْرِىْ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ
الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْٓ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى
وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ
وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ
تِلَاوَتَهٗٓ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ
وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبَّ
الْعٰلَمِيْنَ

হে আল্লাহ! আমার কবরে আমার একাকিত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে (কোরআনের আলো দিয়ে) প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ, কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তা তুমি আমায় জানিয়ে দিয়ো। আমাকে দিবানিশি এর তেলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলীল বানিয়ে দিয়ো। আমীন! ❑

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন